এম.ফিল অভিসন্দর্ভ

আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী: রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য

(Allama Sa'di's (R.) Tafsirus Sa'di : Style and Features)

মোঃ রাশেদুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী : রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য

(Allama Sa'di's (R.) Tafsirus Sa'di : Style and Features)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মোঃ রাশেদুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ৩৪/২০১৮-২০১৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

‘শ্রদ্ধেয় জন্মদাতা পিতা-মাতা, যাদের মাধ্যমে আমার পৃথিবীতে
আগমন, তাঁদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস কামনায় এবং পরম
শ্রদ্ধারপাত্র আমার সকল শিক্ষা স্তরের শিক্ষকবৃন্দ,
যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন উৎসাহ-
উদ্দীপনা ও অফুরন্ত দু‘আর মাধ্যমে
আমার এ পথ চলা।’

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ঘোষণা করছি যে, **'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী: রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য'** শীর্ষক শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও দিক-নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোনো গবেষক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০২৩

মোঃ রাশেদুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
রেজি ঃ নং- ৩৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০ বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১
ফ্যাক্স : ৮৮-২-৯৬৬৭২২২
ওয়েব : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291
Fax : 88-2-9667222
Web : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

সূত্র নং : .... তারিখ : ১০/০২/২০২৩ খ্রি.

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোঃ রাশেদুল ইসলাম কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী : রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোনো যুগ্নকর্ম নয়। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষাতে কোথাও এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)

তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার জন্য কোটি কোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি যিনি, নানামুখী বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী : রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরেছি।

গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা-পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তাঁর অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্নে পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নীত করতে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন। তার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে এবং এটা মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করি। সুতরাং আমি তাঁর কাছেই আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণি।

কর্মময় জীবনে নানাবিধ ব্যস্ততার মাঝেও যার আন্তরিক উৎসাহ, প্রেরণা ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের ফলে এ গবেষণা কর্ম ত্বরান্বিত হয়েছে। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, সাবেক চেয়ারম্যান, আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও সাবেক ডীন, থিওলজী এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। স্যারের এই আন্তরিক উৎসাহ, প্রেরণা ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আরো স্মরণ করছি প্রিয় বিভাগ আল কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার শ্রদ্ধাস্পদ জ্ঞানপ্রদীপ শিক্ষকমণ্ডলীকে। যাদের নগণ্য ছাত্র হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সাথে সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ বিশেষভাবে স্বরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম স্যারকে যিনি এম.ফিল ভর্তি থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভের শিরোনামসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকমন্ডলীকে যারা বিভিন্ন সময়ে এম.ফিল কোর্স সম্পন্ন করতে কার্যকরী সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। বিশেষ করে ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম স্যারকে যিনি বিভাগের এম.ফিল ভর্তি ও পরীক্ষাসহ সকল বিষয় সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেছিলেন।

এছাড়াও আরো অনেকে যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ আবু জাফর মোহাম্মাদ সালেহ, উপাধ্যক্ষ গাজী মোহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম (বর্তমানে অধ্যক্ষ), ফকীহ তাজুল ইসলামসহ অনেক সহকর্মী যারা উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করে আমাকে এম.ফিল কোর্স সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছিলেন। অনেক সময়ে পরামর্শ প্রদান করে আমাকে ধন্য করেছেন আমার বন্ধুবর ও ক্লাসমেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. গবেষক মোঃ মাসউদুর রহমান।

তাদের সকলের কাছে আমি গভিরভাবে কৃতজ্ঞ এবং তাদের সকলকে সম্মানের সাথে স্বরণ করছি। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা যারা দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। যারা অনেক সময় আমাকে উৎসাহ প্রদান করতেন। যাদের দু'আর বরকতে গবেষণাকর্মটি শেষ করতে পেরেছি। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ আমার সহধর্মিনী মিসেস আমিনা খাতুন, যার অক্লান্ত মানসিক উৎসাহ-উদ্দীপনার মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমার সহধর্মিনী সাধারণ শিক্ষা তথা ইংরেজি বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করার কারণে তাঁর কাছ থেকে গবেষণা কর্মে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। আমি মনে করি, আমার গবেষণার সিংহভাগ সফলতার কারণ আমার সহধর্মিনী মিসেস আমিনা ইসলাম। জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে যথার্থই বলেছেন, 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছেন নারী, অর্ধেক তার নর'।

আমার দুই পুত্র আব্দুল্লাহ আর-রুশদী ও রুহায়্যিম আরশাদ তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে গবেষণা কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাদেরকে দ্বীন ও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হওয়ার তাওফীক দান করেন। তারা যেন দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত থেকে মানবজাতিকে সঠিক পথে কুর'আন ও সহিহ হাদিসের আলোকে পরিচালিত করে সঠিক আকিদা গ্রহণ করে সেবা প্রদান করতে পারে।

গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গবেষণা সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল- 'কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি প্রভৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রেজিস্ট্রার অফিস এবং এম.ফিল শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আমাকে গবেষণা কর্মের জন্য দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যথেষ্ঠ সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। মহান আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করেন এ কামনা করি। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি কুর'আনের অনেক আধুনিক তাফসীর গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি। এ বিষয়ে দেশি-বিদেশি অনেক লেখকের লেখা অনুসরণ করেছি। যথাস্থানে পাদটীকা উদ্ধৃতিতে যেসব লেখকের নাম, তাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম স্বশ্রদ্ধচিত্তে উল্লেখ করেছি তাদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ নারায়ণগঞ্জ শাখার কর্তৃপক্ষকে যারা আমাকে এম.ফিল গবেষণা করার সুযোগ প্রদান করেছিলেন। আরো অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ নারায়ণগঞ্জ শাখার আমার সহকর্মী সিনিয়র শিক্ষক আব্দুল মুকিত স্যারকে। যিনি আমার থিসিসটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। আরো শুকরিয়া জানাই সাঈদুর রহমান, শামীম রেজা, আতাউর রহমান ও নাসরুল্লাহ স্যারকে। যারা আমাকে এম.ফিল অভিসন্দর্ভ তৈরির ক্ষেত্রে সুপরামর্শ প্রদান করে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুবিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করার জন্য জনাব নুরুল্লাহ, রিয়াজ ও মামুন ভাইয়ের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আকুল প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার ক্ষুদ্র সাধনা কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীণ মুক্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

(মোঃ রাশেদুল ইসলাম)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিবর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

[আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত]

বর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ
ء اَ	অ	ض	দ	ـَ	া (আ-কার)	وُ	উ
ب	ব	ط	ত	ـِ	ি (ই-কার)	وُ وْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُ	ু (উ-কার)	وِ يْ	বি / ভী
ث	ছ	ع	‘	ـَا	া (আ-কার)	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	ـِ يْ	ী (ঈ-কার)	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	ـُو	ূ (ঊ-কার)	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	اَ	া (আ-কার)	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	া (আ-কার)	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إِ	ি (ই-কার)	عَ	‘আ
ر	র	م	এ	إِ يْ	ী (ঈ-কার)	عَا	‘আ
ز	য	ن	ন	أُ	ু (উ-কার)	عِ	‘ই
س	স	و	ও	أُ وْ	ূ (ঊ-কার)	عِىْ	‘ঈ
ش	শ	ه	হ	وَ وَا	ওয়া	عُ	‘উ
ص	ছ	ي	য়	وِ	বি	عُوْ	ঊ

- ع('আইন) বর্ণের উচ্চারণ বুঝাতে (') চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : اَلْمُعْجَمُ (আল-মু'জাম), اَلْعَالَمِيْنَ (আল 'আলামিন), اَلْجَامِعُ (জামি'), رَعْدٌ (র'দ) প্রভৃতি।
- ء (হামযা) ا (আলিফ) এর মত। তবে সাকিন হলে (') চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : اَلْقُرْآنُ (আল কুর'আন), تَأْثِيْرٌ (তা'ছীর), تَأْجِيْرٌ (তা'জীর) প্রভৃতি।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহুল প্রচলিত বিদেশি শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথাবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন– ইন্টারনেট (Internet), ডাটা (Data), কুর'আন (قُرْآنٌ) , দ্বীন (دِيْنٌ) , দা'ওয়াহ (دعوة) , নবী (نبي), রাসুল (رَسُوْلٌ), রোযা (روزه), সলাত (صلاة), নামাজ (نماز) প্রভৃতি।

শব্দ সংক্ষেপ

ক্র.	সংকেত		বিবরণ
১	অনুঃ	:	অনুবাদ
২	অনূঃ	:	অনূদিত
৩	ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
৪	‘আ.	:	‘আলাইহিস সালাম (عليه السلام)
৫	আঃ	:	আয়াত
৬	১ম	:	প্রথম
৭	২য়	:	দ্বিতীয়
৮	৩য়	:	তৃতীয়
৯	৪র্থ	:	চতুর্থ
১০	৫ম	:	পঞ্চম
১১	৬ষ্ঠ	:	ষষ্ঠ
১২	৭ম	:	সপ্তম
১৩	৮ম	:	অষ্টম
১৪	৯ম	:	নবম
১৫	১০ম	:	দশম
১৬	প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
১৭	বি.	:	বিশেষ
১৮	দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
১৯	তাং	:	তারিখ
২০	তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
২১	পাণ্ডু.	:	পাণ্ডুলিপি
২২	মু.	:	মুদ্রণ
২৩	মূ. পা.	:	মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
২৪	পরি.	:	পরিশিষ্ট
২৫	স.	:	সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
২৬	রা.	:	রাদি‘আল্লাহু ‘আনহু /রাদি‘আল্লাহু ‘আনহা رضي الله عنه\رضي الله عنها
২৭	র./রহ.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি

ক্র.	সংকেত		বিবরণ
২৮	দ./দঃ	:	দরুদ
২৯	হি.	:	হিজরী সাল
৩০	খ.	:	খণ্ড
৩১	খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ/খ্রিস্টাব্দ
৩২	খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ
৩৩	খৃ.পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
ক্র.	সংকেত		বিবরণ
৩৪	ড.	:	ডক্টর/পিএইচ.ডি/Doctor of Philosophy
৩৫	পৃ.	:	পৃষ্ঠা
৩৬	সং	:	সংস্করণ
৩৭	ed.	:	edited
৩৮	M.Phil	:	Master of Philosophy
৩৯	p.	:	page
৪০	pp.	:	pages
৪১	vol.	:	volume

অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ (Abstract of the Thesis)

আল-কুর'আন সকল জ্ঞানের উৎস। এ যাবত বিশ্বে বিজ্ঞানের যতকিছু আবিষ্কৃত হয়েছে সবকিছুতেই মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের বিরাট অবদান রয়েছে। আল-কুর'আনের ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। এই আয়াতগুলো বুঝতে হলে তার তাফসীরের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তাফসীর ছাড়া কুর'আনের সঠিক বুঝ বুঝা সম্ভবপর নয়। কুর'আনের সঠিক বুঝ বুঝার জন্য আধুনিক বর্ণনা ভিত্তিক তাফসীরের বিকল্প নেই। যুগে যুগে দেশ ও জাতির সেবায় আল-কুর'আনের মাধ্যমে আলেম-উলামা যেই অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। আধুনিক সময়ে অনেক আলেম আল-কুর'আনের খেদমত করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাইখ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী (রহ.)। বিজ্ঞ মহল থেকে শুরু করে সাধারণ জনসমাজ পর্যন্তও যেন এ কুর'আন বুঝ বুঝতে সক্ষম হয় এ কারণেই আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে **'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী: রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য'** নির্ধারণ করি।

এই শিরোনামে গবেষণার করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো তাফসীরুস সা'দীর আলোকে বাঙ্গালি মুসলিম জাতিকে আল-কুর'আনের বুঝ ও শিক্ষণীয় বিষয় উদ্বুদ্ধ করা ও তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত করানো।

এ লক্ষ্যে আলোচ্য অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় **গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার পদ্ধতি, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা, অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ও পরিশেষে উপসংহারের মাধ্যমে প্রথম অধ্যায় শেষ করা হয়েছে।

একজন মুফাসসিরের গ্রন্থ ও রচনা তখনই মূল্যায়ন হবে যখন তাঁর জীবনী ও সমকাল সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। সে লক্ষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ ও জীবনী। এই অধ্যায়ে প্রথমে আলোচিত হয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। শেষের দিকে আলোচিত হয়েছে তাঁর নাম, বংশ, শিক্ষা জীবন, তাঁর শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, লিখিত গ্রন্থাবলি, আখলাক, মৃত্যু, আকিদা ও ফিকহী মাযহাব সম্পর্কে।

একটি গ্রন্থের পরিপূর্ণ তথ্য জানা যাবে যখন সেই গ্রন্থের রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। সে লক্ষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে **'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান'** গ্রন্থ বিষয়ক পর্যালোচনা। এই অধ্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর পদ্ধতি, শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের উদ্দেশ্য,

তাফসীরুস সা'দীর গুরুত্ব, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান, উৎস ও শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের ধরন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

তাফসীরের অন্যতম বিষয় হলো সনদ ভিত্তিক তাফসীর। সে লক্ষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে আত-তাফসীর বিল মা'ছুর ও আত-তাফসীর বির রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কুর'আনের আয়াত দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর, হাদিস দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর, সাহাবাদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর, তাবি'ঈদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে উসূলুত তাফসীর, শাব্দিক তাফসীর, বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আল-কুর'আনের সাথে একটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যার আলোচনা না করলে কুর'আনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সে লক্ষ্যে পঞ্চম অধ্যায় তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে উলূমুল কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে উলূমুল কুর'আনের গুরুত্ব, তেলাওয়াতের পঠননীতি, হুরূফুল মুকাত্তো'আত, নাসিখ-মানসূখ, ইসরা'ইলী বর্ণনা, কুর'আনের ঘটনা, আমসালুল কুর'আন ও ই'জাযুল কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সকল আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো আকিদা সংশোধন করা। সে লক্ষ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে আকিদা সংক্রান্ত তাফসীর আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে তাওহীদ, অদৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম মানব সমাজ যে বিষয়ের প্রতি বেশি সম্পৃক্ত সে বিষয়ে আলোচনা করে থিসিসের মূল আলোচনা শেষ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে সপ্তম অধ্যায়ে ফিকহী মাসাঈল সংক্রান্ত তাফসীর আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ইবাদাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল, মু'আমালাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল, ব্যক্তিগত ও বিবাহ সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল, সামাজিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি এর মাধ্যমে অভিসন্দর্ভ শেষ করা হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমই পারে একটি উন্নত রাষ্ট্র উপহার দিতে। অত্র গবেষণার মূল লক্ষই হলো আল-কুর'আনের ছাত্রদেরকে আধুনিক তাফসীরের প্রতি আকৃষ্ট করা। তাফসীরের মাধ্যমে কুর'আন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে যেন আমরা সমৃদ্ধশীল জাতি ও দেশ পেতে পারি। সর্বোপরি আধুনিক তাফসীরের রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হয়ে এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত ও তথ্যভিত্তিক সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য **'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী : রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য'** শিরোনামে এ গবেষণাকর্ম পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

সূচিপত্র

❖ উৎসর্গ ii

❖ ঘোষণাপত্র iii

❖ প্রত্যয়নপত্র iv

❖ কৃতজ্ঞতা স্বীকার v

❖ প্রতিবর্ণায়ন viii

❖ শব্দ সংক্ষেপ x

❖ অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ xii

❖ সূচিপত্র xiv

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

❖ গবেষণা প্রস্তাবনা ২

❖ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩

❖ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৫

❖ গবেষণার পদ্ধতি ৫

❖ সাহিত্য পর্যালোচনা ৬

❖ গবেষণা কর্মের পরিধি ৯

❖ গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস ৯

❖ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ১০

❖ গবেষণার সময়কাল ১১

❖ গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা ১২

❖ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ১২

❖ উপসংহার ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ ও জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ	১৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর জীবনী	৪০

তৃতীয় অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থ বিষয়ক পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও ধরন	৬০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	উৎস ও রেফারেন্স বিষয়ক আলোচনা	৭১

চতুর্থ অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে তাফসীর বিল মা'ছূর ও তাফসীর বির রয় বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আত-তাফসীর বিল মা'ছূর	৮০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আত-তাফসীর বির রয়	১০০

পঞ্চম অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে উলূমুল কুর'আন বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে উলূমুল কুর'আনের গুরুত্ব	১৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	তেলাওয়াতের পঠননীতি	১৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	হুরূফুল মুকাত্তো'আত	১৫৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	নাসিখ-মানসূখ	১৫৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	ইসরাইলী বর্ণনা	১৬৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	কুর'আনের ঘটনা	১৬৭
সপ্তম	:	আমসালুল কুর'আন	১৭৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	ই'জাযুল কুর'আন	১৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে আকিদা সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	তাওহীদ বিষয়ক তাফসীর	১৮৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	অদৃশ্য বিষয়ক তাফসীর	১৯৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর	২২৫

সপ্তম অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে ফিকহী মাসাঈল সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইবাদাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল	২৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	মু'আমালাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল	২৫৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বৈবাহিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল	২৬২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল	২৭৮

পরিশিষ্ট

- ❖ উপসংহার ২৮৫
- ❖ গ্রন্থপঞ্জি ২৮৮

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- ❖ গবেষণা প্রস্তাবনা
- ❖ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- ❖ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- ❖ গবেষণার পদ্ধতি
- ❖ সাহিত্য পর্যালোচনা
- ❖ গবেষণা কর্মের পরিধি
- ❖ গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস
- ❖ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ
- ❖ গবেষণার সময়কাল
- ❖ গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা
- ❖ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা
- ❖ উপসংহার

❖ গবেষণা প্রস্তাবনা (Introduction)

আল-কুর'আনের ব্যাখ্যার নাম তাফসীর। তাফসীর ছাড়া আল-কুর'আন সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা কঠিন বিষয়। সুতরাং আল-কুর'আন অনুধাবন করতে হলে তাফসীরের বিকল্প নেই। আল-কুর'আন সকল জ্ঞানের উৎস। দ্বীন-দুনিয়ার সকল বিষয় আল-কুর'আনে লিপিবদ্ধ আছে। মানবজাতির পার্থিব ও পরলৌকিক জগতে আল-কুর'আনের জ্ঞানের প্রতি মুখাপেক্ষী, কারণ আল-কুর'আন সকল বিষয়ে সমাধান দিয়েছে। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে মানবজাতির দুনিয়ার বিধি-বিধান স্পষ্টাকারে বর্ণনা করেছেন। আর তাফসীর বুঝতে হলে নিজের মতো করে তাফসীর বুঝলে পথহারা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। মনগড়া তাফসীর করলে পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাফসীর গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ তা'আলার তাফসীর। অর্থাৎ একটি আয়াতের তাফসীর আল্লাহ তা'আলা আরেকটি আয়াতের মাধ্যমে যেই তাফসীর করেছেন। সেই তাফসীর আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এভাবে তাফসীর গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ তা'আলার রাসূল (স.) এর তাফসীর। তিনি যেভাবে তাফসীর করেছেন সেই তাফসীর গ্রহণ করতে হবে। এভাবে সাহাবে কেরাম এর তাফসীর, তাবি'ঈদের তাফসীর, তাবি'ঈ-তাবি'ঈদের তাফসীর, আইম্মায়ে কেরামের তাফসীর, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তাফসীর ও সালফে-সালিহীনদের তাফসীর।

আল-কুর'আন আরবি ভাষা। আরবি ভাষায় আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আন নাযিল করেছেন। আর আল-কুর'আনের তাফসীর এসেছে প্রথম আরবির মাধ্যমেই। আমরা বাংলাদেশের জনগণ। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আল-কুর'আন অনুধাবন করতে হলে আরবি ভাষা জানা ছাড়া বিকল্প নেই। আর আরবি ভাষা তথা আল-কুর'আন জানতে হলে আরব আলিম থেকে অথবা যারা আরবি ভাষা সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাদের কাছ থেকে জানতে হবে। কারণ তাঁরা আরবি ভাষা সম্পর্কে বেশি অবগত।

ভারতীয় উপমহাদেশের আলিমদের মাধ্যমে আরব দেশ থেকে আমাদের কাছে আল-কুর'আন এসেছে। আরব আলিমদের আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা অধিকতর সঠিক ও নির্ভুল, কারণ তারা আরবি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। আরবি তাদের মাতৃভাষা। রাসূল (স.) থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে সকল আরব আলিম আল-কুর'আনের খেদমত করেছিলেন তাঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুগে যুগে দেশ ও জাতির সেবায় আল-কুর'আনের মাধ্যমে আলেম-উলামা যেই অসামান্য ভূমিকা রেখেছেন তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। আধুনিক সময়ে আরবের অনেক আলিম আল-কুর'আনের খেদমত করেছেন। তাঁদের অন্যতম মধ্যে ছিলেন শাইখ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী (রহ.)।

আল্লামা আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী (রহ.) সৌদী আরবের কসীম উপদেশে উনাউযা শহরে ১৩০৭ হিজরী, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতা-মাতা হারানোর পর ইয়াতিম অবস্থায় বড় হয়েছেন। ২৩ বছর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১২ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৩৪২ হিজরী, ৩৫ বছর বয়সে ***'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী*** *তাফসীরি কালামিল মান্নান'* রচনা শুরু করেন। ১৩৪৪ হিজরী ৩৭ বছর বয়সে মাত্র দুই বছরে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

তিনি একজন হাম্বলী মাজহাবের বড় আলিম ছিলেন। তিনি অনেক ছাত্র-ভক্ত রেখে গিয়েছিলেন। যার জ্বলন্ত প্রমাণ; শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন (রহ.)। তিনি তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তাফসীরের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রেখে ২৩ জুমাদাল উখরা, ১৩৭৬ হিজরী, ২৪ জুন ১৯৫৬ সালে নিজ জন্মস্থানে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটি হলো *'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান'*।

❖ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Reasonableness and Importance of Research)

নির্ধারিত বিষয়ে নতুন ও সঠিক কিছু আবিষ্কারের ফলকে গবেষণা বলে। গবেষণা অর্থ চিন্তা-চেতনা ও অনুধাবন। এমন গবেষণা করা প্রয়োজন যার মাধ্যমে সমাজ ও জাতি উপকৃত হয়। গবেষণার মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হয় এমন গবেষণা তৈরি করাই মূল উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা কি কুর'আন সম্পর্কে গভীর চিন্তা (গবেষণা) করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'?[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তারা কি কুর'আনের প্রতি গভীর চিন্তা (গবেষণা) করে না? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত তবে, এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।'[২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'অতএব তারা কি এই কালাম (কুর'আন) সম্পর্কে গভীর চিন্তা (গবেষণা) করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি?'[৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি (আল্লাহ) আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ তাঁর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।'[৪]

---

১. আল-কুর'আন, ২৬ : ২৪
২. আল-কু'রআন, ৪ : ৮২
৩. আল-কুর'আন, ১৮ : ৬৮
৪. আল-কুর'আন, ২৩ : ২৯

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, 'যে কোনো জাতি আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয় যে, তারা পরস্পরে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করবে এবং তাঁরা পরস্পরে অধ্যায়ন করবে, তাহলে তাদের উপর শান্তি নাযিল হবে, রহমত তাদের আচ্ছাদিত করবে এবং ফেরেস্তারা তাদের ঢেকে নেবে।'[৫]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে ও হাদিসে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (স.) কুর'আন গবেষণা, অনুধাবন ও চিন্তা-ভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লামা আস-সা'দী (রহ.) ইসলাম, কুর'আন ও হাদীস নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর জীবন, কর্ম ও গ্রন্থ বিষয়ে আজকের গবেষণার আলোচ্য বিষয়। তার লেখনী আধুনিক কালে সবার কাছে সমাদিত হয়েছে। আধুনিক মুফাসসির হিসেবে সবার নিকটে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। তিনি আরব দেশে সর্ব সাধারণের কাছে সমাদৃত ছিলেন। যার খেদমতের মাধ্যমে ***'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান'*** তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশ পায়। যার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বাংলাদেশের অনেক জনগণ অজ্ঞ। শুধু আলিমগণ তাঁর নাম মাত্রই শুনেছে। তাকে চিন্তেও পারে নিই।

আধুনিক মুফাসসির হিসেবে তিনি আরব-অনারবদের মাঝে একটি তাফসীর গ্রন্থ রেখে গেছেন যা অতুলনীয়। তাঁর তাফসীর গ্রন্থটি আধুনিক অন্যান্য মুফাসসিরদের থেকে পৃথক তাফসীর গ্রন্থ। তিনি যেভাবে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সহজ-সরলভাবে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন, সেভাবে অন্যান্য মুফাসসিরগণ তাফসীর উপস্থাপন করেননি।

তিনি এমনভাবে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন যাতে করে বিজ্ঞ আলিমগণ তো বুঝবেই সাধারণ মুসলমানও বুঝতে সক্ষম হবে। কুর'আন ও হাদিসের আলোকে তিনি দলীল ভিত্তিক তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। যার ফসল আজ আমরা অবলোকন করতে পারছি। আধুনিক তাফসীর হিসেবে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীর ভিন্নধর্মী তাফসীর। তাঁর গ্রন্থে কুর'আনের আয়াতসমূহের এমনভাবে তাফসীর করা হয়েছে যার মাধ্যমে দুনিয়ার বিধি-বিধানসহ আখেরাতের বিষয়ও স্পষ্ট হয়েছে। আরবি অলংকারশাস্ত্র এমনভাবে আলোকপাত করেছেন যার কারণে অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থও হার মানায়।

সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপনাই তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোনো গ্রন্থে নেই। পূর্ববর্তী অনেক গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন। সালফে-সালিহীনদের অনেক বর্ণনা তিনি গ্রহণ করেছেন। এসকল কারণেই ***'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী: রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য'*** শিরোনামে গবেষণার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

---

৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০১০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৭১, হা. নং ৭০২৮

❖ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী: রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য' অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কুর'আন গবেষকদের কাছে তাফসীরুস সা'দী সম্পর্কে অবগত করানো। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর জীবনী ও তাঁর সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে অবগত হওয়া

২. *'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান'* গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

৩. শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, ধরন, উৎস ও উল্লেখ করা

৪. তাফসীরুস সা'দীতে আত-তাফসীর বিল মা'ছুর ও তাফসীর বির রয় বিষয়ে তাফসীর বর্ণনা করা

৫. তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে উলূমুল কুর'আন বিষয়ক বিষয়াদি তুলে ধরা

৬. তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে আকিদা সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক বিষয়াদি উপস্থাপন করা

৭. তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে ফিকহী মাসাঈল সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক বিষয়াদি অবহিত করা।

❖ গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে গবেষণা হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কৌশল যা জ্ঞানার্জনের জন্য যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা[৬] দ্বারা পরিচালিত হয়। গবেষণা প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সম্মিলন ঘটায়। প্রকৃত অর্থে গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা বা বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন মাত্রা সংযোজন করা। প্রচলিত কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে গবেষণার যাত্রা শুরু হয় এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়।

বৈজ্ঞানিক ও দক্ষ নীতির বিষয়বস্তু তুলে ধরাই হলো গবেষণা পদ্ধতি– যা পাঠককে কোনো বিষয় উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে যুক্তি নির্ভরতা অনুসরণ করার পাশাপাশি সত্যানুসন্ধানী করে তোলে। বৈধ জ্ঞান অর্জন এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য একজন গবেষককে সঠিকভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় ও পদ্ধতি তাকে বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পাঠ ও পর্যালোচনা গবেষণার আরেকটি অন্যতম বিষয়। এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক, বিশ্লেষণমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক ধাপসমূহ ক্রমানুসারে অনুসৃত হয়েছে।

---

৬. মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো– ১. ঐতিহাসিক (Historical); ২. বর্ণনামূলক (Descriptive); ৩. বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং ৪. পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা সহজ হয় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার অর্জিত ফলাফল যাতে টেকসই কৌশলে পরাজিত কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।–গবেষক

এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। এ গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রমীত বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরগ্রন্থ, বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ এবং কুর'আন ও হাদিস বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

কুর'আন, হাদিস, তাফসীর ও ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সরল অনুবাদসহ উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে। কুরআনিক সায়েন্স বিষয়ক বই, ইন্টারনেট, ই-বুক এবং বিভিন্ন এ্যাপস থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে। গবেষণায় ঐতিহাসিক (Historical) ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational) আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। এটা বাংলা ভাষায় প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম।

❖ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত 'তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান' গ্রন্থটির রচনাশৈলী, বৈশিষ্ট্য, পদ্ধতি, ধরন, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ ও থিসিস লেখা হয়েছিল। এগুলো থিসিস ও লেখাগুলো আংশিক বিষয়ে গবেষণা হয়েছিলো। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:

আব্দুর রাজ্জাক ইবন আব্দুল মুহসিন আল-'আব্বাদ কর্তৃক গবেষণার বিষয় হলো "منهج السعدي وأثره في العقيدة" তথা 'সা'দী (রহ.) এর পদ্ধতি এবং আকিদার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব' এই গবেষণা কর্মটি গাজা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন থেকে ১৪০৮ হিজরী, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে আকিদা বিভাগ থেকে প্রকাশ পায়। এই গবেষণা কর্মে শুধু আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের ধরন ও আকিদাতে তার প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই থিসিসে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তাফসীরের বিস্তারিত ধরন আলোচনা হয়নি। এখানে আকিদা বিষয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ রময়ান কর্তৃক গবেষণার বিষয় - "الشيخ عبد الرحمن السعدي "منهجه وأثره في الدعوة"। তথা 'শাইখ আব্দুর রহমান সা'দী: তাঁর পদ্ধতি ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব' এই গবেষণা কর্মটি গাজা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন থেকে ১৪১৪ হিজরী, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে দা'ওয়াহ বিভাগ থেকে প্রকাশ পায়। এই গবেষণা কর্মতে দাওয়াতী বিষয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। তাফসীরের অন্যান্য বিভাগে আলোচনা করা হয়নি।

নাসির আল-আবদ সালিমুল মারনাজ কর্তৃক গবেষণার বিষয়- "منهج الشيخ السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسيركلام المنان"। এই গবেষণা কর্মটি গাজা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন থেকে ১৪২৩ হিজরী, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে আত-তাফসীর ওয়া উলূমুল কুর'আন বিভাগ থেকে প্রকাশ পায়। এই গবেষণা কর্মতেও তাফসীরের অন্যান্য দিক অসম্পূর্ণ থাকার কারণে বাংলা ভাষায় এর কোনো গবেষণাকর্ম না থাকায় বাংলা ভাষায় *'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দী : রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য'* শিরোনামে গবেষণার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ কয়েকজন বিখ্যাত আলেমদের তাফসীর গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে তাফসীরুল কুর'আনিল আজিম যার প্রসিদ্ধ নাম তাফসীরে ইবনে কাসীর। তাফসীরে ইবনে কাসীরের আলোকে তাফসীরুস সা'দীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেগুলো বিষয় তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে উল্লেখ নেই সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবন আলী শাওকানী কর্তৃক রচিত '*ফাতহুল কাদীর*' (বৈরুতঃ দারু ইবনে হযম, ১৯৯৫ খ্রি.) সনদ ভিত্তিক একটি তাফসীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থের আলোকে তাফসীরুস সা'দীর রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের মধ্যে সহিহ, হাসান, জঈফ ইত্যাদি হাদিসের মান বর্ণনা করা হয়েছে।

ড. ওয়াহাবাতু ইবন মুস্তফা যুহাইলী কর্তৃক রচিত ৩০ খণ্ডে '*আত তাফসীরুল মুনীর*' (কায়রো : দারুল ফিকর, ১৯৯১ খ্রি.)। আধুনিক তাফসীরের মধ্যে অন্যতম তাফসীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সূরার শুরুতে সূরার সারাংশ সম্পর্কে আলোচনা করা। অতঃপর সূরার নামকরণের কারণ উল্লেখ করা। অতঃপর সূরা ফজিলত বর্ণনা করা। অতঃপর একটি পয়েন্ট উল্লেখ করে সেই পয়েন্টের আলোকে তাফসীর করা। অতঃপর আরবি ব্যকরণের ই'রাব বর্ণনা করা। অতঃপর আরবি সাহিত্যের অলংকারশাস্ত্র বালাগাত ও ফাসাহাত সম্পর্কে আলোচনা করা। তারপর একক শব্দের ব্যাখ্যা করা। আয়াতের শানে নুযূল থাকলে শানে নুযূল বর্ণনা করা। এরপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা। পরিশেষে ফিকহুল হায়াত ও আহকাম বিষয়ের আলোচনা করা।

আহকামুল কুর'আন বিষয়ক কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে কিয়া আলহারাসী কর্তৃক রচিত আহকামুল কুর'আন, আল্লামা কুরতুবী কর্তৃক রচিত আহকামুল কুর'আন, কাজী আবু ইসহাক কর্তৃক রচিত আহকামুল কুর'আন, ইমাম শাফী কর্তৃক রচিত আহকামুল কুর'আন, ইবনুল আরাবী কর্তৃক রচিত আহকামুল কুর'আন ও আবু বকর জাসসাস কর্তৃক রচিত আহকামুল কুর'আন অন্যতম। এগুলোর আলোকে কুর'আনের আহকাম উপস্থাপন করা হয়েছে।

ড. হুসাইন আয-যাহাবী কর্তৃক রচিত '*আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*' (কায়রোঃ মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ১৯৯৫ খ্রি.)। তাফসীর সংক্রান্ত সকল বিষয় এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি এখানে মুফাসসিরদের জীবনী উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল আজীম আল-যুরকানী কর্তৃক রচিত '*মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুর'আন*' (মিসরঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২০১৭ খ্রি.)। উক্ত গ্রন্থটি উলূমুল কুর'আন বিষয়ে অনন্য গ্রন্থ। উলূমুল কুর'আন বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

মান্না ইবন খলিল আল-কাত্তান কর্তৃক রচিত '*মাবাহিসুন ফী উলূমিল কুর'আন*' (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০ খ্রি.)। উলূমুল কুর'আন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও উপকারী গ্রন্থ। এখানে উলূমুল কুর'আনের অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী কর্তৃক রচিত *'উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ'* (কুষ্টিয়া: রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.)। উলূমুল কুর'আন বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি অনন্য গ্রন্থ।

মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম কর্তৃক রচিত *'মাওসূ'আতুল ফিকহিল ইসলামী'* (রিয়াদ: বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.)। ইসলামী শরী'আতের সকল ফিকহি বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে ফিকহের সকল দিকে গবেষণা ভিত্তিক আলোকপাত করা হয়েছে।

আবু মালিক কামাল সায়্যিদ কর্তৃক রচিত *'সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ'* (কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, ২০১৬ খ্রি.)। সহিহ হাদিসের আলোকে অনন্য একটি নির্ভরযোগ্য ফিকহী গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ চার মাযহাব ও সহিহ হাদিসের আলোকে আকলী ও নাকলী দলীলের ভিত্তিতে আধুনিক যুগের একটি ফিকহ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ।

ওয়ালী উদ্দীন ইবনে খালদুন কর্তৃক রচিত *'মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন'* (কায়রো: দারু ইয়া'রাব, ২০০৪ খ্রি.)। ইতিহাস বিষয়ে একটি গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

আহমাদ শাকের কর্তৃক রচিত *'আত-তারীখুল ইসলামী'* (কায়রো: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.)। আধুনিক একটি ইতিহাস গ্রন্থ। ইসলামের শুরু থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল যুগের ইতিহাস এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী কর্তৃক রচিত *'সিয়ারু আলামুন নুবালা'* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৫ খ্রি.)। উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের আলেমদের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

আবু জা'ফর তহাবী কর্তৃক রচিত *'আল-আকিদাতুত তহাবী' (*বৈরুত: দারু ইবনে হযম, ১৯৯৫ খ্রি.)। আকিদা বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এটি যদিও হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুজতাহিদ রচনা করেছেন তথাপি এ গ্রন্থে সহিহ আকিদার সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ কর্তৃক রচিত 'আল-আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ' (রিয়াদ: দারু ইবনুল জাওযী, ১৪২১ হি.)। আকিদা বিষয়ক আরেকটি অনন্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ইবনু তাইমিয়্যাহ আকিদার সকল বিষয় উপস্থাপন করেছেন।

আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কয়েকটি গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে তাফসীর করেছেন। তাফসীরে ইবনে তাইমিয়াহ, ত্ববারী, ইবনে কাসীর, ইবনুল কৃয়্যিম, ইমাম রাযী ও ইমাম শাওকানী (রহ.) সহ অনেক তাফসীর গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়নপূর্বক তাফসীরুস সা'দীর রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তাত্ত্বিক বিষয়কে গ্রহণপূর্বক অন্যান্য তাফসীরের সাথে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর তাফসীর গ্রন্থ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অনুধাবন করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করে গবেষণা করা হয়েছে।

❖ গবেষণার পরিধি (Scope of Research)

আল্লামা সা'দী (রহ.) কর্তৃক রচিত তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে অন্য তাফসীরের তুলনায় এখানে সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা বেশি স্থান পেয়েছে। সামাজিক বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি যা সাহিত্যপূর্ণ আরবি ভাষায় অতি সহজে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি আখেরাতের বিষয়ও আলোচনা হয়েছে। আল্লামা সা'দী (রহ.) এর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা আলোচনায় স্থান পেয়েছে।। তাঁর জীবনদর্শন, শিক্ষা ও মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মে আল্লামা সা'দী (রহ.) যেভাবে তাফসীর করেছেন তাঁর আঙ্গিকে আলিমদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলার মতানৈক্যসহ গ্রহণযোগ্য মতামত পেশ করা হয়েছে। মানবজাতির ব্যক্তিগত, বৈবাহিক, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস (Source of Data)

প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস এবং দ্বৈতীয়িত উৎসের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসসমূহের (Primary Source) মধ্যে রয়েছে অফিসিয়াল রেকর্ড/ডাটা, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট ইত্যাদি।

দ্বৈতীয়িত উৎস (Secondary Source)

দ্বৈতীয়িত উৎসের মধ্যে (Secondary Source) পবিত্র কুর'আন ও কুর'আনের তাফসীর, হাদীস ও হাদীস শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ফিকহ গ্রন্থ, তাঁর জীবনীর উপর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ, বুলেটিন প্রভৃতি। দ্বৈতীয়িত উৎসসমূহের মধ্যে জার্নাল ও গ্রন্থসমূহ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ এর প্রধান মূলনীতি কুর'আন হওয়ার কারণে এ তথ্যাবলি সম্বলিত বই-পুস্তক গবেষণা উৎসের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

❖ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ (Analysis of Source)

গবেষণা পরিচালনার নিমিত্তে গবেষক যে স্থান হতে তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করে থাকে, তাই উৎস। মোট কথা যে সব উৎস ও প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে গবেষক পরিচালিত হয় তাই তথ্য।[৭]

তথ্য-উপাত্তর তিনটি ধারা রয়েছে-

১. প্রাথমিক উৎস/Primary Source/المصدر الأول

২. মাধ্যমিক উৎস/Secondary Source/المصدر الثاني

৩. তৃতীয় উৎস[৮]/Tertiary Source/المصدر الثالث

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীকে প্রাথমিক উৎস বলে। এই বিবরণ মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। যে তথ্য মূল উৎস হতে গবেষণার প্রয়োজনে সরাসরিভাবে সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিক উৎস বলে। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে এভাবে বলা যায় যে, যে তথ্য ব্যক্তিগত অনুসন্ধান বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ, অপরের নিকট প্রেরিত প্রশ্নপত্রের উত্তর হতে এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাই প্রাথমিক উৎস।

প্রফেসর রোবার্টসন বলেন, কোন বিশেষ গবেষণা সমস্যার সমাধানকল্পে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাকে প্রাথমিক উৎস/Primary Source/المصدر الأول বলে। নিম্নে প্রাথমিক উৎসগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে। পেশাগত জার্নালের প্রবন্ধ, ডক্টরাল থিসিস, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নোত্তর, চিঠি, ডায়েরী, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর বিবরণ, কবিতা, উপন্যাস, আত্মচরিত, কার্যবিবরণী, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের প্রতিবেদন, কোর্টের সাক্ষ্য, বাৎসরিক প্রতিবেদন ও কোন সভার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি হলো প্রাথমিক উৎস।[৯]

প্রাথমিক উৎস থেকে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে সংগৃহীত তথ্যের পুনঃ বিবরণী হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমিক উৎস বা দ্বিতীয় উৎস। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, মূল তথ্য উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যখন অন্য কোনো গবেষণার প্রয়োজনে পুনরায় সংগ্রহ করা হয়, তখন সে তথ্যকে মাধ্যমিক উৎস বা দ্বিতীয় উৎস বলে।[১০]

প্রফেসর রোবার্টসন বলেন, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যকে যখন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয তখন তাকে মাধ্যমিক উৎস/Secondary Source/المصدر الثاني বলে। নিম্নে দ্বৈতীয়িক উৎসগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে। অনুবাদ, সারাংশ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রাসঙ্গিক তথ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বই-পুস্তক, গবেষণার পর্যালোচনা বিশ্বকোষ, প্রবন্ধ, গবেষণার সারাংশ, গাইডবুক, সংবাদ পুস্তিকা ও

---

৭. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল*(কুষ্টিয়া: রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৪৪
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৯. প্রাগুক্ত।
১০.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

প্রচারপত্র, অফিস রেকর্ড, প্রতিবেদন, নথি পত্র, শুমারী, গবেষণা থিসিস ও তাফসীর বা ফিকহ গ্রন্থ ইত্যাদি হলো দ্বৈতীয়িক উৎস।[১১]

তথ্যের তৃতীয় প্রকার উৎস হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হতে পারে। এগুলো দ্বিতীয় প্রকার উৎস থেকে সংকলিত। রেফারেন্স হিসেবে কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক বিশ্বাসযোগ্য বলে এদের বৈধতা স্বীকার করে থিসিসের কাজে লাগানো হয়।[১২] উল্লিখিত তিনটি উৎসের মাধ্যমে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

❖ গবেষণার সময়কাল (Time of Research)

এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে চার বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়কালকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বই-পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশে-বিদেশে তাফসীর সংক্রান্ত বেশকিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। আল কুর'আনের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকাশিত জার্নাল, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ ও লাইব্রেরিওয়ার্ক করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা লাভ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহ যাছাই-বাছাই করে গবেষণাকর্মের মানদণ্ড বজায় রেখে কার্য সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে ড্রাফটিং, পুনঃসম্পাদনা এবং চূড়ান্ত প্রুফসহ সময় লেগেছে প্রায় চার বছর। গবেষণাকর্মে নিয়োজিত মোট সময়কাল নিচের ছকের মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো :

নিয়োজিত সময়ের তালিকা (কাজের প্রকার)	**:**	**নিয়োজিত সময়**
১ম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	:	৮ মাস
২য় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	:	৮ মাস
উভয়বিধ পর্যায়ের উৎসের মাঝে সমন্বয় সাধন	:	৬ মাস
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	:	৮ মাস
কম্পিউটার কম্পোজ	:	৮ মাস
১ম, ২য় ও ৩য় প্রুফ	:	৬ মাস
চূড়ান্ত মুদ্রণ, সম্পাদনা ও বাঁধাই	:	৪ মাস
মোট..		৪৮ মাস (৪ বছর)

১১. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

❖ গবেষণা কর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Research)

অভিসন্দর্ভ কর্মটি সম্পন্ন করার সময় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। যেমন;

১. উৎস ও তথ্য অধিকাংশই আরবি হওয়ার কারণে আমাদের দেশে তা অপ্রতুল। যার কারণে এগুলো সংগ্রহ করতে অনেক সমস্যা ও সময় ক্ষেপণ হয়েছে।

২. অধিকাংশ গ্রন্থ আরবি হওয়ার কারণে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

৩. লেখক আরব দেশের হওয়ার কারণে তাঁর সম্পর্কে অবগত হতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৪. তাফসীরুস সা'দী আধুনিক তাফসীর হিসেবে আধুনিক অন্যান্য তাফসীরের সাথে মিল রেখে আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে ।

৫. প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরসমূহের মধ্যে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গবেষণা কর্মটি আরো বেশি সময় লেগেছিল।

❖ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Research)

এ গবেষণা কর্মটি একটি ভূমিকা, সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে 'আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত তাফসীরুস সা'দীঃ (রহ.) রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্য' এর সার্বিক তথ্য ও মূল্যায়ন সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোকপাত করা হয়েছে। অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম ও পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'। 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা' শিরোনামাধীন ভূমিকা সম্বলিত এ অধ্যায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে গবেষণার গুরুত্ব, গবেষণার এ শিরোনাম নির্ধারণের যৌক্তিকতা, গবেষণার পদ্ধতি, গবেষণাকর্মের পরিধি, গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণার তথ্য-উপাত্তের উৎস, তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, গবেষণার সময়কাল, গবেষণাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার গঠন পরিকল্পনা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ ও জীবনী। এই অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর জীবনী। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। নাম, বংশ, শিক্ষা জীবন, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর শিক্ষকবৃন্দ, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর ছাত্রবৃন্দ, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর লিখিত গ্রন্থাবলি সম্পর্কে।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে **তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান** গ্রন্থ সম্পর্কে। এই অধ্যায়ে রয়েছে ছয়টি বিষয়ে আলোচনা। তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর পদ্ধতি, শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের উদ্দেশ্য, তাফসীরুস সা'দীর গুরুত্ব, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান, উৎস ও রেফারেন্স, শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের ধরন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ে আত-তাফসীর বিল মা'ছূর ও আত-তাফসীর বির রয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে দুটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে আত-তাফসীর বিল মা'ছূর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । এই পরিচ্ছেদে কুর'আনের আয়াত দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর, হাদিস দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর, সাহাবাদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর, তাবি'ঈদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উসূলুত তাফসীর, শাব্দিক তাফসীর, বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায় উলূমুল কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে আটটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে উলূমুল কুর'আনের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তেলাওয়াতের পঠন-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে হুরূফুল মুকাত্তো'আত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে নাসিখ-মানসূখ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কুর'আনের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে আমসালুল কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে ই'জাযুল কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আকিদা সংক্রান্ত তাফসীর আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অদৃশ্য সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ে ফিকহী মাসাঈল সংক্রান্ত তাফসীর আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে রয়েছে চারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে ইবাদাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মু'আমালাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্যক্তিগত

সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সামাজিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল আলোচনা করা হয়েছে। পরিশিষ্টে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি নিয়ে আলোচনা করে পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।

❖ উপসংহার (Conclusion)

সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনা শেষে একটি উপসংহার সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত অভিসন্দর্ভের সার-নির্যাস সংক্ষিপ্তাকারে উত্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রণীত হয়েছে সে বিষয়ে একান্ত অভিব্যক্তি এ উপসংহারে তুলে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থের আলোকে আধুনিক তাফসীর ও প্রাচীন তাফসীরের মাঝে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বাস্তব জীবনে করণীয় সম্পর্কে আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা আলিম-উলামা, আল কুর'আন বিশেষজ্ঞ, দ্বীনের প্রচারকগণ, ধর্মীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আল কুর'আনের গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনগণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। আলোচ্য অভিসন্দর্ভ থেকে আল-কুর'আন ও সুন্নাহর অনুশাসন অনুসরণপূর্বক কুর'আন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত ও উৎকলিত আধুনিক তাফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জগৎময় শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা হবে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ যৎসামান্য উপকার লাভ করতে পারবে। তখনি এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ যেন এ সামান্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন সে কামনাই করছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ ও জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর জীবনী

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ ও জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর যুগ ও তাঁর তাফসীরের গুরুত্ব প্রত্যেক মুফাসসিরের পরিচয়ের পূর্বে তিনি যে যুগে এসেছিলেন সেই যুগের তথ্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যে পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন, জন্মভূমি, ধনী-গরিব হিসেবে সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। যে যুগে তিনি এসেছিলেন সেই যুগের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই যুগের বিচারক, প্রশাসন ও প্রশাসকদের অবস্থা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সে দেশের পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দিক বিবেচ্য বিষয়। স্থায়ী বাসিন্দা, অস্থায়ী বাসিন্দা নিরাপত্তা দেয়া, না দেয়া, রাজনৈতিক বিশৃংখলা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

সামাজিক অবস্থা

সামাজিক অবস্থা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে মানব জাতির সমাজের বসবাসের রীতিনীতি। হোক এটা মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সংঙ্কীর্ণতা অথবা জীবিকার জন্য অসম্পূর্ণতা। সামাজিক অবস্থা অর্থ যা মানুষের একতা ও মতানৈক্যর সাথে বসবাস করা বুঝায়। আরব উপদ্বীপের মধ্যে মক্কা ও মদিনার মাঝে 'হারব' জাতি বসবাস করত। এখানে সেই ভূ-খন্ডের সামাজিক অবস্থার আলোচনার দাবিদার।

হারব জাতির সামাজিক অবস্থা

নিম্নে বর্ণিত কিছু উপকরণের উপর নির্ভর করে হারব জাতি মক্কা ও মদিনার মাঝে বসবাস করত।[১৩]

১. হজ্জ

হাজীগণ হারব গোত্রের থেকেই হজ্জ করতে অতিক্রম করেন। তাদের পেশার দিকে লক্ষ রেখে হারব জাতি অনেক ভূমিকা রাখত। হাজীরা যেন নিরাপদে সফর করতে পারে সে বিষয়ে তারা খেয়াল রাখত। তারা উটে আরহণ করিয়ে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌছায়ে দিত। এমনকি তাদের মধ্যে প্রত্যেকে ৬০টি উটের মালিক ছিলেন। যাদের কাছে উট নেই বললেই চলে তাদের কাছে সর্বনিম্ন ৫টি উট থাকত। মক্কা ও মদিনায় যাওয়া আসার জন্য উটের ভাড়া ছিল স্বর্ণের ৭টি মুদ্রা। মক্কা ও জিদ্দায় যাওয়া আসার জন্য উটের ভাড়া ছিল স্বর্ণের ৪টি মুদ্রা।

---

১৩. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্বাবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*(দামেশক: দারুল ফিকরিল আরাবিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.), খ. ২, পৃ. ৮৪৬-৮৪৮

মক্কা থেকে আরাফায় যাওয়া আসার জন্য উটের ভাড়া ছিল স্বর্ণের ২টি মুদ্রা। এভাবে তারা এক মৌসুমে ২০টি স্বর্ণের মুদ্রা অর্জন করত। যাদের কাছে কোনো উট ছিল না তারা হাজীদের চলাচলের পথে অস্থায়ী দোকান দিত। সেখানে তারা জালানী কাঠ বিক্রি করত। যাতে করে হাজীগণ এগুলো সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যখন হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে যেত তখন তারা নিরাপদে বাড়ি যেত।

২. কৃষিকাজ

হারবের এ স্থানে অনেক কৃষি কাজ হতো। মাররুয যাহরান ও মদিনার মাঝে ১৮৮টি ঝর্ণা ছিল। প্রত্যেকটি ঝর্ণার আশপাশ চারশত লোক বসবাস করত। যারা সেই পানির দ্বারা কৃষিকাজ করত। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকতো।

৩. মাছ শিকার

তাদের বাড়িগুলো আরব লোহিত সাগরের পাশেই ছিল। আর এই সাগরে অনেক ধরনের মাছের সমাহার ছিল। প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ ছিল। অনেকে সামুদ্রিক সম্পদের উপর নির্ভর করে নিজেদের সংসার পরিচালনা করত। এ থেকে অনেক বড় একটা অর্থ-সম্পদ অর্জন করত।

৪. উট-ছাগলের চারণভূমি

হাজীদের চলাচলের পথে তারা উট-ছাগল চরাতো। এগুলো অনেক মূল্য দিয়ে বিক্রি করা হতো। উট-ছাগল চরানোর কারণে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসতো। পর্যাক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অবস্থা পরিবর্তন হতে লাগলো। কিছু কারণে সামাজিক অবস্থাও পরিবর্তন হতে লাগলো। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হলো।[১৪]

ক. জমিন শুকিয়ে যাওয়া

হারবের লোকেরা অনেকে ৫০০ ঝর্ণার আশপাশ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। জমিন শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তারা কৃষি কাজ করতে সক্ষম হলো না। অনেক গ্রামের ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে গেল। ফলে তাদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিকভাবে তারা ক্ষণিকের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।

খ. যানবাহনের প্রসারতা বৃদ্ধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপে বিভিন্ন প্রকারের যানবাহনের প্রসারতা বৃদ্ধি পেল। তখন আর উটের প্রচলন থাকলো না। উটের সফর করলে সময় বেশি লাগার কারণে বাসে সফর করতে শুরু করলো।

গ. দ্রব্য মূল্যের দাম বেশি হওয়া

এ সময়ে দ্রব্য মূল্যর দাম অনর্থক বেশি হয়ে গেল। দেশে অনেক প্রকার খাদ্য সংকট দেখা দিল। সুতরাং সৌদি সরকার গ্রাম্য জনগণ থেকে দ্রব্যাদি, শস্য, ফলনাদি ইত্যাদি ক্রয় করে নিল। সৌদিতে এমন

---

১৪. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্বাবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৬-৮৪৮

অবস্থা হওয়ার কারণে কিছু লোক রাজধানী মক্কায় চলে গেল। আর কিছু লোক মদিনায় চলে গেল।[১৫] মক্কার বাসিন্দাদেরও অনেক কষ্ট সহ্য করে বসবাস করতে হতো। সৌদি সরকার এগুলো সুষম বণ্টনের সাথে আঞ্জাম দিতে লাগলো। এ ঘটনাগুলো ১৩৬৫ হিজরিতে সংগঠিত হয়েছিল। মক্কার মধ্যে নতুন নতুন আশ্চার্য প্রকারের বড় বড় অর্থনৈতিক সম্পদ উৎপন্ন হতে লাগলো। যেমন সুরমা ব্যবসা থেকে জনগণ অনেক লাভবান হতে লাগলো। মক্কা-মদিনার 'হারব' জাতির সকাল-সন্ধ্যা এমন জীবন যাপন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো সমৃদ্ধি করে দিল। একজন হাজীর থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে পরবর্তী বছর পর্যন্ত তারা অনায়সে জীবন যাপন করতে পারতো। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জাতির পিতার হয়তোবা ইব্রাহীম (আ.) এর দু'আর বরকতে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

অর্থাৎ, 'হে আমাদের রব! আমি কিছু বংশধরকে পবিত্র ঘরের কাছে ফসলহীন উপত্যকায় অধিবাসী করেছি। হে রব! যাতে তারা সলাত পড়তে পারে । কিছু মানুষের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলফলাদি দিয়ে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন, যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করতে পারে।'[১৬] কিন্তু অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ, 'তোমাদের আঘাত লাগলে অন্যদেরও তো অনুরূপ লেগেছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পালাবদল করি। যাতে আল্লাহ মু'মিনদের জানাতে এবং তোমাদের শহীদদের গ্রহণ করতে পারেন।'[১৭] আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালো অবস্থা থেকে সংকীর্ণ অবস্থায় উপনিত করালেন। তারা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতগুলো শুকরিয়া করেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

অর্থাৎ, 'আল্লাহ উদাহরণ দিচ্ছেন এক নিরাপদ ও নিশ্চিত গ্রামের, যেখানে সবদিক থেকে প্রচুর রিযিক আসত। তারপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকার করে, ফলে কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতি ভোগ করালেন।'[১৮] পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। পার্থক্য শুধু এতোটুক যে, যানবাহনের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছিল। দ্রুতগতিতে মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার জন্য বাস

---

১৫. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্বাবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৬-৮৪৮
১৬. আল-কুর'আন, ১৪ : ৩৭
১৭. আল-কুর'আন, ৩ : ১৪০
১৮. আল-কুর'আন, ১৬ : ১১২

ব্যবহার হতো, বিমান ব্যবহার হতো। যেমনিভাবে কৃষি কাজে আধুনিক যন্ত্রাদি, কারিগরি বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক মাধ্যম বিস্তার লাভ করেছিল। যা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক

সা'দী (রহ.) এর যুগে আরবদের মাঝে সামাজিক সম্পর্ক ছিল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও অমিল। হোক এটা বিচারকদের মাঝে, প্রশাসনের মাঝে, জনগণদের মাঝে সকলের মাঝে। কিন্তু আল্লাহ যাদের প্রতি দয়া করেছিলেন তাদের কথা ভিন্ন। তেমনিভাবে রাজা-শাসক সন্তানদের মাঝেও ছিল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। যেই সম্পর্কটি কঠিন মতানৈক্য ও বিরোধ আকারে রূপ নিত। নিম্নে বিশদআকারে আলোচনা করা হলো।

ক. বিভিন্ন গোত্রের রাজা-শাসকদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক

যেমনিভাবে আমরা দেখতে পায় যে, আলে রশীদ ও আলে সাউদ এর পরিবারের মধ্যে কঠিন বিরোধ ছিল। একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে বলতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। সূতরাং আলে রশীদ আলে সাউদের উপর হামলা চালাতো। এবং তাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছিলো। তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভও করেছিলো। রিয়াদ তাদের কর্তৃত্বে নিয়েছিলো।[১৯]

পক্ষান্তরে সাঊদ বংশধরের বাদশাহ আব্দুল আজিজ ইবনে রশীদ ও তার সহযোগিদের **১৩১৯** হিজরি, **১৯০১** সালে হত্যা করা হয়। বাদশাহ আব্দুল আজিজ ও তার অনুসারীগণ কুয়েতের উপর একাধিকবার হামলা করেছিলো। 'আওয়াযেম' এর সাথে মিলানোর চেষ্টাও তারা করেছিল। এমনকি কুয়েতবাসীদের থেকে **১৩৪২** হিজরিতে যাকাতের অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করেছিল। কুয়েতের আমির আহমাদ জাবের ইবনে রশীদের থেকে বাদশাহ আব্দুল আজিজ এর বিরুদ্ধে সাহায্যও চেয়েছিল। তাকে অর্থ-সম্পদ চাল দিয়েও সহযোগিতা করেছিল।

খ. সৌদি শাসকগণ নিজেদের বিরুদ্ধে সাহায্য তলব করা

এমনকি কুয়েতের আমীর শাইখ সালেম বাদশাহ আব্দুল আজিজ এর বিরুদ্ধে বৃটেনের কাছে অভিযোগ করেছিল। এমনকি বৃটেনের পক্ষ হতে নিযুক্ত ব্যক্তি রিয়াদে সফর করলেন এবং তাদের মাঝে সমাধান করলেন। তাদের মাঝে রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণ করলেন।

আরবের শাসকদের উচিৎ যে, নিজেদের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব নিজেরাই সমাধান করা। এখানে শত্রু পক্ষ দ্বারা সমাধান করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমনভাবে বৃটেনের সাথে করেছিল। অথচ তারা বিভিন্ন এলাকায় তাদের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ...

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে অথচ তারা অস্বীকার করেছে সেই মহান সত্যকে যা

---

১৯. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন ইবন মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামুন নুবালা*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৪

তোমাদের কাছে পৌঁছেছে (এমতবস্থায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব কিছুতেই সমীচীন হবে না)।'[২০] শয়তান ও কাফের এক ও অভিন্ন। তারা এক জাতীয় বন্ধু। তারা মুসলিম ও মু'মিনদের বন্ধু হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্রে বলেছেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থাৎ, 'মু'মিনদের বন্ধু আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেছেন। পক্ষান্তরে কাফেরদের বন্ধু শয়তান। সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এজন্যই কাফেররা দোযখের অধিবাসী হবে। সেখানে তার চিরকাল অবস্থান করবে।'[২১] মু'মিন ব্যতীত অন্য কোনো কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব না করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

অর্থাৎ, 'মু'মিনগণ যেন মু'মিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে। যে এটা করবে, সে আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ পাবে না।'[২২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা মু'মিনগণকে বর্জন করে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি ইচ্ছা করো যে, তোমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন করবে? (যদি এটা না চাও, তাহলে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না)।'[২৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا.

অর্থাৎ, 'যারা মু'মিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তারা কাফেরদের নিকটে সম্মান চায়। সম্মান তো একমাত্র আল্লাহর কাছেই।'[২৪] ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা একে অপরের বন্ধু। তারা মুসলিমদের শত্রু। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ, 'হে মু'মিনগণ! ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরে বন্ধু। তাদের সাথে বন্ধুত্বকারী তাদেরই দলভুক্ত হবে।'[২৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا رَاكِعُونَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ.

---

২০. আল-কুর'আন, ৬০ : ১
২১. আল-কুর'আন, ২ : ২৫৭
২২.আল-কুর'আন, ৩ : ২৮
২৩.আল-কুর'আন, ৪ : ১৪৪
২৪. আল-কুর'আন, ৪ : ১৩৯
২৫. আল-কুর'আন, ৫ : ৫১

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু হলো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল, মু'মিন বান্দারা যারা বিনীত হয়ে নামায আদায় করে ও যাকাত আদায় করে।'[২৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, 'মুত্তাকীরা ছাড়া সকল বন্ধু সেদিন একে অপরের শত্রু হবে।'[২৭] কাফেরদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ .

অর্থাৎ, 'জুলুমকারীদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, পড়লে আগুন স্পর্শ করবে। এ অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না থাকবে কোনো অভিভাবক আর না পাবে সাহায্য।'[২৮] আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ.

অর্থাৎ, 'ব্যক্তি তার বন্ধুর দ্বীনের ভিত্তিতে গণ্য করা হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে সবাই যেন কার সাথে বন্ধুত্ব করে এটা যেন লক্ষ্য রাখে।'[২৯] আল্লাহর রাসূল (স.) আরো বলেন,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تصحب إلا مؤمنا و لا يأكل طعامك إلا تقي.

অর্থাৎ, 'মু'মিন ছাড়া কাউকে যেন সাথী গ্রহণ করো না। আর খাঁটি মু'মিন ছাড়া কোনো ফাসেক তোমার খাদ্য না খায়।'[৩০] উপরের আয়াত ও হাদিসগুলোর মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি যে কোনো ধর্মের হোক না কেন মুসলিমদের সাথে তাদের কোনো বন্ধুত্ব নেই। বন্ধুত্ব হবে মুসলিমের সাথে। আরবের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানগণ বিধর্মীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব করা উচিৎ। যদিও মুসলিমরা পরস্পরে শত্রু হোক না কেন। মুসলিমরা পরস্পরে সমাধান করে নেবে। বিধর্মীদের মাধ্যমে আমরা মুসলিম জাতি সমাধান করতে প্রস্তুত না।

সুতরাং যেমনভাবে বৃটেনেরা ফিলিস্তিনিদের উপর হামলা করেছিল। এখন ইজরাইলরা হামলা করছে। ১৯১৭ সালে ফিলিস্তিনে হামলা করেছিল। অতএব, মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের উচিৎ মুসলমানদের প্রথম কেবলা 'মাসজিদে আকসাকে' মুসলিমদের দখলে নিয়ে আসা। এমনিভাবে বর্তমান সময়ে আলোচিত

২৬. আল-কুর'আন, ৫ : ৫৫
২৭. আল-কুর'আন, ৪৩ : ৬৭
২৮. আল-কুর'আন, ১১ : ১১৩
২৯. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*(বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৪, হা. নং ২৩৭৮; আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪০৭, হা. নং ৪৮৩৫
৩০.আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন*(বৈরুতঃ দারুল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১৪৩; আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী, *সহীহ ইবন হিব্বান*(বৈরুতঃ মুয়াস্‌সাতুর-রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩১৫; আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারামী, *মুসনাদে-দারামী*(বৈরুতঃ দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হি.), খ. ৬, পৃ. ২৬৫

বিষয় ভারতের বাবরি মাসজিদ। এটা সম্ভব যদি আরব বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহ ঐক্য পোষণ করে। একতাবদ্ধ হয়ে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্বার গতিতে আন্দোলন চালাতে হবে। দল, মত, মতানৈক্যসহ সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক আল্লাহ ও রাসূল (স.) কে বিশ্বাস করে এক সাথে এক পথে অগ্রসর হতে হবে।

বাদশাহর পরিবারের সন্তানদের মাঝে বিরোধ

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাঊদ আমীরদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধ ছিল। এ ফলে তাদেরকে দেশ থেকে বিতারিত হতে হয়েছে এবং ইবনে রশীদকে সাহায্য করেছে একই পরিবারের লোক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনে রশীদের পিতা, ভাই নিহত হওয়ার পর তার পাঁচ ভাইয়ের সন্তানদের হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করল। সবাইকে হত্যাও করল। ছোট হওয়ার কারণে একজনকে হত্যা না করে বন্দি করল। তার নাম ছিল নায়েফ। আল্লাহর রাসূল (স.) সত্যই বলেছেনে,

عن أبي ذر يقول ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصبح فقلت يا رسول الله أمرني فقال إنها أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.

অর্থাৎ, আবু জর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে সকাল পর্যন্ত রাসূল (স.) এর সাথে একাকী ছিলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমীর বানিয়ে দিন। রাসূল (সা.) বলেন, নিশ্চয় নেতৃত্ব আমানত ও কিয়ামত দিবসে অপদস্থ ও লজ্জিত হওয়ার কারণ। কিন্তু যে ব্যক্তি তার অধিকার আদায় করে নেয় এবং আদায় করে দেয় সে ভিন্ন।[৩১] পরবর্তীতে যেই কুয়েতের ক্ষমতা এসেছে সেই ইবনে রশীদের পথ অবলম্বন করেছে। এমনিভাবে কুয়েতে এক বিচারক পরিবারের সন্তানদের মাঝে একে অপরের হাতে নিহত হয়েছিল।

বিচারক ও শাসিত জনগণের মাঝে সম্পর্ক

বিচারক ও শাসিত জনগণের মাঝে এহেন অবস্থায় সম্পর্ক ছিন্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। শাসক ও শাসিত জনগণের মাঝে সম্পর্ক অবনিত ছিল। যার ফলে রাষ্ট্র প্রধানদের উপর নির্ভরশীল হতে পারত না। অনাস্থা থাকার কারণে জনগণ ও জনগণের প্রতিনিধিদের মাঝে সম্পর্ক অবনিত ছিল।

উপরের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর যুগে সৌদি আরবের সামাজিক অবস্থা দু' ধরনের ছিল। একটি ছিল নিজেদের সামাজিক মু'আশারাত, লেন-দেন ও আদান-প্রদান ব্যবস্থা। আরেকটি ছিল অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক তথা শাসক ও শাসিত গোষ্ঠির মধ্যে সম্পর্ক। সামাজিক মু'আশারাত, লেন-দেন ও আদান-প্রদানের মধ্যে ছিল হজ্জ মৌসুমে হাজীদের চলাচলের ব্যবস্থা। কৃষিকাজ, মাছ শিকার, উট-ছাগলের চারণ-ভূমি প্রভৃতি। অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক তথা শাসক ও শাসিত গোষ্ঠির মধ্যে সম্পর্ক হিংসা আর বিদ্বেষ দ্বারা পরিপূর্ণ। বিভিন্ন গোত্রের রাজা-শাসকদের নিজেদের মধ্যে মারামারি আর হানাহানি ছিল। সৌদি শাসকগণ নিজেদের বিরুদ্ধে অন্যদের কাছে সাহায্য তলব করত।

---

৩১. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*(কায়রো: দারুল হাদিস, ১৯৬৯ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৭৩, হা. নং ২১৫১৩

বাদশাহর পরিবারের সন্তানদের মাঝে বিরোধ ছিল। বিচারক ও শাসিত জনগণের মাঝে হিংসা ও বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক ছিল।[৩২]

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনৈতিকের উপর নির্ভর করে একটি দেশের সার্বিক বিষয়। অর্থনৈতিক অচল হলে দেশের সার্বিক বিষয় অচল হয়ে যায়। প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতি প্রতিটি দেশের উন্নয়নের মানদণ্ড। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সাধন করা অসম্ভব ও দুষ্কর। পরিবেশ ভেদে একেক দেশের অর্থ ব্যবস্থা একক রকম। সৌদি আরবের ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সেটাই আলোচনার বিষয়। সৌদি আরবে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর যুগে অনেকগুলোর মাধ্যমে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচল ছিল। যার কারণে সে দেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচ করে দাঁড়িয়ে ছিল। নিম্নে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর যুগে সৌদি আরবে সৌদি অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করা হলো।

১. হজ্জ

হাজীগণ হারব গোত্রের থেকেই হজ্জ করতে অতিক্রম করেন। তাদের পেশার দিকে লক্ষ রেখে হারব জাতি অনেক ভূমিকা রাখত। হাজীরা যেন নিরাপদে সফর করতে পারে সে বিষয়ে তারা খেয়াল রাখত। তারা উটে আরহণ করিয়ে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়ে দিত। এমনকি তাদের মধ্যে প্রত্যেকে ৬০টি উটের মালিক ছিলেন। যাদের কাছে উট নেই বললেই চলে, তাদের কাছে সর্বনিম্ন ৫টি উট থাকত। মক্কা ও মদিনায় যাওয়া আসার জন্য উটের ভাড়া ছিল স্বর্ণের ৭টি মুদ্রা। মক্কা ও জিদ্দায় যাওয়া আসার জন্য উটের ভাড়া ছিল স্বর্ণের ৪টি মুদ্রা। মক্কা থেকে আরাফায় যাওয়া আসার জন্য উটের ভাড়া ছিল স্বর্ণের ২টি মুদ্রা। এভাবে তারা এক মৌসুমে ২০টি স্বর্ণের মুদ্রা অর্জন করত। যাদের কাছে কোনো উট ছিল না তারা হাজীদের চলাচলের পথে অস্থায়ী দোকান দিত। সেখানে তারা জালানী কাঠ বিক্রি করত। যাতে করে হাজীগণ এগুলো সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যখন হজ্জের মৌসুম শেষ হয়ে যেত তখন তারা নিরাপদে বাড়ি যেত।

২. কৃষিকাজ

হারবের এ স্থানে অনেক কৃষি কাজ হতো। মাররুয যাহরান ও মদিনার মাঝে ১৮৮টি ঝর্ণা ছিল। প্রত্যেকটি ঝর্ণার আশে পাশে চারশত লোক বসবাস করত। যারা সেই পানির দ্বারা কৃষিকাজ করত। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাকতো।[৩৩]

---

৩২. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্ববাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৩৫-৮৩৭
৩৩. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্ববাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪০-৮৪১

৩. মাছ শিকার

তাদের বাড়িগুলো আরব লোহিত সাগরের পাশেই ছিল। আর এই সাগরে অনেক ধরনের মাছের সমাহার ছিল। প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ ছিল। অনেকে সামুদ্রিক সম্পদের উপর নির্ভর করে নিজেদের সংসার পরিচালনা করত। এ থেকে অনেক বড় একটা অর্থ-সম্পদ অর্জন করত।

৪. উট-ছাগলের চারণভূমি

হাজীদের চলাচলের পথে তারা উট-ছাগল চরাতো। এগুলো অনেক মূল্য দিয়ে বিক্রি করা হতো। উট-ছাগল চরানোর কারণে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসতো। পর্যাক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হতে লাগলো। কিছু কারণে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হলো।

ক. জমিন শুকিয়ে যাওয়া

হারবের লোকেরা অনেকে ৫০০ ঝর্ণার আশপাশ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। জমিন শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তারা কৃষি কাজ করতে সক্ষম হলো না। অনেক গ্রামের ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে গেল। ফলে তাদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিকভাবে তারা ক্ষণিকের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।

খ. যানবাহনের প্রসারতা বৃদ্ধি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপে বিভিন্ন প্রকারের যানবাহনের প্রসারতা বৃদ্ধি পেল। তখন আর উটের প্রচলন থাকলো না। উটের সফর করলে সময় বেশি লাগার কারণে বাসে সফর করতে শুরু করলো।

গ. দ্রব্য মূল্যের দাম বেশি হওয়া

এ সময়ে দ্রব্য মূল্যর দাম অনর্থক বেশি হয়ে গেল। দেশে অনেক প্রকার খাদ্য সংকট দেখা দিল। সুতরাং সৌদি সরকার গ্রাম্য জনগণ থেকে দ্রব্যাদি, শস্য, ফলনাদি ইত্যাদি ক্রয় করে নিল। সৌদিতে এমন অবস্থা হওয়ার কারণে কিছু লোক রাজধানী মক্কায় চলে গেল। আর কিছু লোক মদিনায় চলে গেল।[৩৪] মক্কার বাসিন্দাদেরও অনেক কষ্ট সহ্য করে বসবাস করতে হতো। সৌদি সরকার এগুলো সুষম বণ্টনের সাথে আঞ্জাম দিতে লাগলো। এ ঘটনাগুলো ১৩৬৫ হিজরিতে সংগঠিত হয়েছিল। মক্কার মধ্যে নতুন নতুন আশ্চার্য প্রকারের বড় বড় অর্থনৈতিক সম্পদ উৎপন্ন হতে লাগলো। যেমন সুরমা ব্যবসা থেকে জনগণ অনেক লাভবান হতে লাগলো। মক্কা-মদিনার 'হারব' জাতির সকাল-সন্ধ্যা এমন জীবন যাপন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো সমৃদ্ধি করে দিল। একজন হাজীর থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে পরবর্তী বছর পর্যন্ত তারা অনায়সে জীবন যাপন করতে পারতো। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জাতির পিতার হয়তোবা ইব্রাহীম (আ.) এর দু'আর বরকতে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৩৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৬-৮৪৮

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

অর্থাৎ, ‘হে আমাদের রব! আমি কিছু বংশধরকে পবিত্র ঘরের কাছে ফসলহীন উপত্যকায় অধিবাসী করেছি। হে রব! যাতে তারা সলাত পড়তে পারে । কিছু মানুষের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফলফলাদি দিয়ে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন, যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করতে পারে।’[৩৫] কিন্তু অবস্থা পরিবর্তন হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ, ‘তোমাদের আঘাত লাগলে অন্যদেরও তো অনুরূপ লেগেছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মাঝে পালাবদল করি। যাতে আল্লাহ মু'মিনদের জানাতে এবং তোমাদের শহীদদের গ্রহণ করতে পারেন।’[৩৬] আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালো অবস্থা থেকে সংকীর্ণ অবস্থায় উপনিত করালেন। তারা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতগুলো শুকরিয়া করেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.

অর্থাৎ, ‘আল্লাহ উদাহরণ দিচ্ছেন এক নিরাপদ ও নিশ্চিত গ্রামের, যেখানে সবদিক থেকে প্রচুর রিযিক আসত। তারপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের অস্বীকার করে, ফলে কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতি ভোগ করালেন।’[৩৭] পুনরায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। পার্থক্য শুধু এতোটুক যে, যানবাহনের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছিল। দ্রুতগতিতে মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার জন্য বাস ব্যবহার হতো, বিমান ব্যবহার হতো। যেমনিভাবে কৃষি কাজে আধুনিক যন্ত্রাদি, কারিগরি বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক মাধ্যম বিস্তার লাভ করেছিল। যা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

৫. স্বর্ণের অর্থনৈতিক অবস্থা

সৌদি আরবে অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছল থাকার জন্য সে দেশের স্বর্ণের বাজারের ব্যবস্থা দেশের অথনৈতিক চাকাকে আরো বেশি সচ্ছল করেছে। স্বর্ণ বিক্রির মাধ্যমে বিশ্বে রপ্তানি ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অথনৈতিক বাজার অন্যান্য সকল বিষয়ে তার প্রভাব ছিল। বর্তমান বিশ্বে আজ আমরা স্বর্ণের বাজারে সৌদি আরবে অনেক প্রভাব দেখতে পারছি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সৌদি আরবে স্বর্ণের ব্যবসার প্রচলন ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই স্বর্ণের বাজরের প্রচার ও প্রসার বেশি হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এর প্রচার আরো বেশি হয়েছিল। বর্তমান সময়ে তথা একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। প্রাচীনকালে এই স্বর্ণকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হতো। যাকে দিনার বলা হতো।

৩৫. আল-কুর'আন, ১৪ : ৩৭
৩৬. আল-কুর'আন, ৩ : ১৪০
৩৭. আল-কুর'আন, ১৬ : ১১২

৬. রৌপ্যের ব্যবসা

শাইখ সা'দী (রহ.) এর যুগে রৌপ্যের ব্যবসার মাধ্যমে সফলতার সাথে সৌদির জনগণ ব্যবসা করেছিল। এর মাধ্যমে সৌদি জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচল হয়েছিল। রৌপ্যের মাধ্যমে মহিলাদের অলঙ্কার ও আংটিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী বানানো হতো। প্রাচীনকালে রৌপ্যকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হতো যাকে দিরহাম বলা হতো।

৭. কাপড় বিক্রি

শাইখ সা'দী (রহ.) এর যুগে কাপড় বিক্রির মাধ্যমে সৌদি আরবে অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতি সাধন হয়েছিল। বিশেষ করে রমযান, হজ্জ-ওমরার সময়ে হাজীদের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অর্থনীতি সচ্ছল হতো। এ ছাড়া জনগণের পরিধানের জন্য কাপড় তৈরি করতো। বিংশ শতাব্দীতে সৌদি আরবে কাপড়ের বাজার অনেক ভালো থাকার কারণে দেশের অর্থনীতির অবস্থা উন্নতি ছিল।[৩৮]

৮. পরিবহন ব্যবস্থা

শাইখ সা'দী (রহ.) এর যুগে প্রথম দিকে সৌদি আরবে যোগাযোগের জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাদি আরোহী মাধ্যমে যাতায়াত করতো। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সৌদি আরবের জনগণ বাসে যাতায়াত করা শুরু করতো। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ট্রেনে যাতায়াত শুরু করেছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তথা ১৯৫০ সালের পর বিমানের প্রচলন বেশি হয়েছিল।

৯. তেল-পেট্রোলের ব্যবসা

শাইখ সা'দী (রহ.) এর শুরুর যামানায় তেল-পেট্রোলের ব্যবসা মাত্র শুরু হয়েছিল। ১৯৪০ সালের পর সৌদিতে এর প্রচলন বেশি হয়েছিল। তেল-পেট্রোলের মাধ্যমে সৌদি আরবে এর থেকে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল। বর্তমান তেলের উপর নির্ভর করে সৌদি সরকার অনেক উন্নতি সাধন করছে।

১০. খেজুর রপ্তানী

ইব্রাহীম (আ.) এর দু'আর বরকতে মক্কা মদীনায় খেজুরের রপ্তানী অনেক বেশি হয়েছিল। এটা প্রাচীনকাল থেকে মদীনা ও তায়েফসহ অনেক প্রদেশে বর্তমান সময়ে খেজুর চাষ হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে রমযানসহ সবসময় সৌদি আরব খেজুর সরবরাহ করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে, সৌদি আরবে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর যুগে অনেকগুলো অর্থ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে দেশ উন্নতি সাধন করেছিল। হজ্জ মৌসুমে হাজীদের চলাচলের ব্যবস্থা করে মুদ্রা অর্জন করতো। কৃষিকাজ করে মুদ্রা অর্জন করতেন। মাছ শিকার, উট-ছাগলের চারণভূমি, স্বর্ণের মাধ্যমে, রৌপ্যের মাধ্যমে, কাপড় বিক্রি, পরিবহন ব্যবস্থা, তেল-পেট্রোলের ব্যবসা, খেজুর রপ্তানী ইত্যাদি বিষয়ে অর্থ ব্যবস্থা উন্নতি সাধন করেছিল।[৩৯]

---

৩৮. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্বাবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৫-৮৪৬
৩৯. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্বাবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫০-৮৫১

সাংস্কৃতিক অবস্থা

প্রত্যেক মুফাসসিরের যুগে কিছু সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে যা যামানাকে বেষ্টন করে রাখে। এ সাংস্কৃতিক দিকগুলো অনেক প্রভাব ফেলে। আল্লামা সা'দী (রহ.) এর জীবনে প্রভাব ফেলেছে। সাংস্কৃতিক উন্নতি হলে সে দেশ বা জনগণের মানব জীবন অনেক উন্নতি হবে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উন্নতি সাধন করলে সকল বিষয়ে উন্নতি সাধন সক্ষম হবে। নিম্নে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানের প্রসারতা

সর্বপ্রথম শিক্ষার জন্য শহর তৈরি হয় ১৯২৬ সালে। এভাবে সে দেশের অভ্যন্তরে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হয়। আর ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম সরকারিভাবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে আরব উপদ্বীপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য গ্রহণ করা হয়। এই মহান দায়িত্ব পালন করেন ফাহাদ ইবন আব্দুল আজিজ। যিনি ২০০৫ সালে মারা যান। সে সময় হতে সৌদি রাষ্ট্রে শিক্ষা-দীক্ষা, সাংস্কৃতিক অঙ্গণে প্রসারতা লাভ করা শুরু হয়। ১৯৬০ সাল থেকে সৌদিতে মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপকতার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করে।[৪০]

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শাইখ সা'দী (রহ.) ১৯০১ সালে ১১ বছর বয়সেই কুর'আন হিফজ করেন। ১৯১৩ সালে ১৩৩০ হিজরি থেকেই নিজ শহরের আলেম ও বাহিরের আলেমদের থেকে অধ্যয়ন শুরু করেন। এভাবে তিনি অধ্যয়ন করে শিক্ষক হন। তিনি যখন শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তখন তিনি পুরাতন নিয়মনীতির আলোকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তিনি যখন শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তখন মসজিদের মজলিস ভিত্তিক পাঠ দান হত। এমনকি জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত এভাবে সময় অতিবাহিত হলো। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত আনুমাণিক এভাবে অতিবাহিত হলো।

আর তিনি ১৯৫৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৪১] আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি আল্লামা সা'দী (রহ.) এর শেষ যামানায় অধিক হারে প্রসারতা লাভ করেছে। অর্থাৎ তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ দেখতে পাননি। কিন্তু তিনি মিষ্টি মধুর জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সৌদি রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণার প্রকাশ পেয়েছিল তার মৃত্যুর পর। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিপূর্ণতায় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়গুলো অনেক প্রসারতা লাভ করে। যেমনভাবে বাহির দেশ তথা দক্ষিণ এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপসহ সকল উন্নত দেশ থেকে উন্নতি সাধন করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্নভাবে আগমন করতে লাগলো। সে সময় প্রধান আমীর ছিলেন বাদশাহ ফয়সাল। যখন শিক্ষার কোনো সমস্যার সম্মুখীন হত, সেগুলো সমাধান করতেন। এমন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কয়েক মিলিয়ন এর ন্যায় ছাত্র-ছাত্রী হয়ে গেল। এমনকি ১৯৬০ সালে ৪৭৫ মিলিয়ন ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা হয়ে গেল।[৪২]

---

৪০. ড. আহমাদ শালবী, *মাওসূ'আতুত তারীখিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০১
৪১. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল ক্বাবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭০-৮৭১
৪২. আহমাদ শাকের, *আত-তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮৮

সা'দী (রহ.) এর যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারতা

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর যুগে অনেক ছাত্ররা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। এর কারণ ছিল সাধারণ জনগণের নিকটে বিচার বুদ্ধির পক্ষপাতিত্ব। এ ছাড়া আরো অনেক কারণ ছিল। যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রচার প্রসার না হওয়া। নিম্নে আরো কিছু কারণ উপস্থাপনা করা হলো।

আল-কুর'আনের মাধ্যমে শরী'আত ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়ার সীমাবদ্ধতা

সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার সীমাবদ্ধতা ছিল শুধু কুর'আনের উপর। এটা সন্তানদের জন্য কঠিন ছিল। কিছু কিছু অভিভাবক তাদের মেয়েদের শিক্ষা দিত। কিন্তু এটা ছিল শুধু মাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগ। ১৩ শতকের শেষ দিকে 'হারব' জাতির এলাকায় অনেক মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা ছিল। নিম্নে কিছু মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা অর্জনের তালিকা দেয়া হল।

১. উসফানের মসজিদ[৪৩]

এ মসজিদে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া হতো। এখানে ছোট বড় অনেক শিক্ষক আসতেন।

২. গরানের মসজিদ[৪৪]

৩. খুলাইসার মসজিদ[৪৫]

৪. খিওয়ারের মসজিদ[৪৬]

৫. কুদাইদের ২টি মসজিদ

এসকল মসজিদ প্রসিদ্ধ ও বড় মসজিদ। ছোট ছোট ও অপরিচিত অনেক মসজিদ রয়েছে যেখানে শিক্ষা দেয়া হত।[৪৭] পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, শাইখ সা'দী (রহ.) এর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে মসজিদ সমূহতে শিক্ষা-দীক্ষা সীমিত ছিল। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। যেমনভাবে কুর'আনের জ্ঞানের ক্ষেত্রে কম ছিল।

১৩৭০ হিজরির পরে শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষি কাজের বিপ্লব হয়েছিলো। সুতরাং শিক্ষার ফলে অনেক শিক্ষক ও কর্মচারি খেদমতের জন্য বের হলেন। এমনকি সাধারণ শিক্ষিত অনেক প্রকাশ পেল। যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সংগঠক, জ্ঞান প্রচারক ইত্যাদি। দিনে দিনে এর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগলো। তাদের সংখ্যা

৪৩.'উসফান' عُسْفَانُ শব্দে আইন হরফে পেশ দ্বারা ও সীন হরফে সুকূন দ্বারা পড়া। জুহফা ও মক্কার মাঝে একটি রাস্তার ঘাট। অন্যান্যরা বলেন,দুটি মসজিদের মাঝের স্থানকে উসফান বলে। মক্কা থেকে ২ মারহালা দূরে অবস্থিত। কেউ বলেন, বড় প্রশস্থ একটি গ্রামের নাম উসফান। যেখানে খেজুর ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়। মক্কা থেকে ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। আর সেটা হলো 'তাহামার' সীমানা সেখানে রাসূল (স.) বনী লিহয়ানের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*(কায়রোঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি.), খ. ৪, পৃ. ১২১-১২২

৪৪. তাহামার স্থানের নাম। কেউ বলেন, সায়াহ ও মক্কার মাঝে হিজাজে বড় কঠিন একটি উপত্যকার নাম। কেউ বলেন, বালুর উপত্যকা।কেউ বলেন, এটা 'বনী লিহয়ান' গোত্রের ঘরবাড়ি। 'উসফান' ও 'আমজ' নামক স্থানের মাঝামাঝি স্থান। দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ১২১-১২২

৪৫. তাসগীর হিসেবে পড়তে হবে। মক্কা ও মদিনার মাঝে একটি দূর্গের নাম। দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯১

৪৬. মক্কার পাশে বাযরার নিকটে সিতারার একটি গ্রামের নাম। যেখানে অনেক পানি ও খেজুরের ব্যবস্থা রয়েছে। দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮৭

৪৭. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব, *মাওসূ'আতুল কৃবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৪৭

হাজার থেকে হাজার হতে লাগলো। পবিত্র ঐ সত্তার প্রশংসা যিনি অবস্থা পরিবর্তনশীল এবং যিনি জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত দান করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেরাই পরিবর্তন করে।'[৪৮]

সৌদি রাষ্ট্রের ইতিহাসে মক্কায় প্রথম জ্ঞান ভিত্তিক সম্মেলন

জুমাদাল আওয়াল মাসে ১৩৪৩ হিজরি ১৯২৩ সালে আলেমগণ জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা দেয়ার প্রসারতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। এই মহা গুরুত্বটা আরো বেশি গুরুত্বের সাথে পরিলক্ষিত হয় 'মদিনাতুল মা'আরিফ' নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। যা পরিপূর্ণ রূপ ধারন করেছিলো ০১.০৯.১৩৪৪ হিজরি ১৯২৪ সালে। ১৯২৫ সালে প্রশাসন ও বিচার বিভাগ এর নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো প্রকাশ করেন। সে সময়ে বিভিন্নভাবে দ্বীনের খেদমত প্রচার করা হচ্ছিল। আরবে সে সময়ে শরী'আত বিষয়ক অনেক কলেজ প্রকাশ পেয়েছিল। ২৩টি বিষয়ে সৌদিতে শিক্ষার মৌলিক দিক গুলো পাওয়া যেত। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাও প্রকাশ পেল। মাদরাসা, মক্তব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এগুলো অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিল। সমগ্র হিজাজে বিভিন্ন দিক থেকে খালেস দ্বীন তথা ইসলাম সংরক্ষণের ব্যাপারে দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষার ভূমিকা অনিস্বীকার্য।

হিজাজ রাষ্ট্রে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থাপনা

হিজাজে শিক্ষা বিষয়ে ঐক্যবদ্ধকরণ এবং এটাকে বিনামূল্যে ও বাধ্যগতভাবে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাটা ছিল ৪টি স্তরে।

১. প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা

২. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৩. মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

৪. উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা

১৯৫২ সালে সৌদি দেশের স্বাক্ষরতার পরিমাণ ছিল ১২ মিলিয়ন লোক। সেটা পরবর্তী বছর গিয়ে দাঁড়ালো ২০ মিলিয়ন। ২ বছর পর সেটা দাড়ালো ৮৮ মিলিয়ন। স্বাক্ষরতার দিক বিবেচনায় সৌদিতে ৬৫টি মাদরাসায় ১০ হাজার ছাত্রে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল।[৪৯]

রিয়াদ প্রশাসন কর্তৃক সন্তানদের জন্য ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা

সৌদি রাষ্ট্রের রিয়াদ রাজধানীর প্রশাসনের মাধ্যমে ১৯৩০ সালে জনগণের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দেন। এমনকি মদিনা ও মদিনার বাহিরেও এর প্রভাব পাওয়া যায়। কিছু কিছু

৪৮. আল-কুর'আন, ১৩ : ১১

৪৯. আশরাফ সাইয়েদ আল-আকবি, *মদিনাতুল মুস্তাকবিল*(রিয়াদ: আল-মা'আহাদুল আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১৪৩-১৪৫

মসজিদে তা'লিমের ব্যবস্থা করা হয়। এ সকল মাদরাসাগুলোতে কুর'আনের পাঠ, তেলাওয়াত ও মুখস্থর মাধ্যমে শিক্ষা আঞ্জাম দেওয়া হত। কিছু কিছু ইসলামের মৌলিক জ্ঞান, আরবি ভাষা, হিসাব বিজ্ঞানসহ সাধারণ কিছু বিষয় পাঠ দেওয়া হত। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে কিতাব আকারে পাঠ দান করা হত। এ সময় বাদশাহ আব্দুল আজিজ ১৯৩০ সালে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি একটি পাঠশালাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে সেই পাঠশালা বিদ্যালয় বা মাদরাসা নামে পরিচালিত হতো। মাদরাসাতুল উমারা নামেও একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেখানে শুধু আমীরদের ছেলে সন্তানই পড়াশোনা করতে পারবে। রবিউল আখির মাসে ১৯৩৯ সালে আনজাল নামক স্থানে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান উদ্ভোধন করা হয় সাঊদ ইবন আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে। এর কাজ শেষ হয় ১৯৪০ সালে। নাম পরিবর্তন করে মা'আহাদুল আনজাল করে নামকরণ করা হয়। সেই বছরে আমীর মানসুর ইবন আব্দুল আজিজ একটি 'গণ মাদরাসা' মুরাব্বা স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৪২ সালে ইয়াতিমদের একটি মাদরাসা চালু করা হয়। ১৯৪৩ সালে এই দুটি প্রতিষ্ঠান একটি মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়। যার নাম দেওয়া হয় আল-মাদরাসাতুস সাঊদিয়্যাহ। ১৯৪২ সালে আমীর আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান তার সন্তানদের জন্য রাজ প্রাসাদে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৪ সালে রিয়াদে অনেকগুলো প্রাথমিক মাদরাসার কাজ শুরু করেন। নিম্নে সেগুলো দেওয়া হলো।

১. মাদরাসাতু সাঈদ ইবন জুবাইর

২. মাদরাসাতুল হাজেব

৩. মাদরাসাতুল ক্বদিসিয়্যাহ

৪. মাদরাসাতু মা'ন ইবন যায়েদা

৫. মাদরাসাতুল মানসূর ইত্যাদি।[৫০]

পরবর্তী বছরে ১৯৫৫ সালে আরো কয়েকটি মাদরাসা নির্মাণ করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. মাদরাসাতু উম্মিল হাম্মাম

২. মাদরাসাতু জুবায়ের

১৯৫৭ সালে আরো অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন,

১. আল-মাদরাসাতুস সাঊদিয়্যাহ

২. মাদরাসাতু কুতাইবা ইবন মুসলিম

৩. মাদরাসাতুল বুহতারী[৫১]

১৩৭০ হিজরিতে রিয়াদে গবেষণা ইনস্টিটিউট খোলা হয়। যেটা প্রস্তুতিমূলক একটি গবেষণা বিভাগ ছিল। যে কোনো প্রাথমিক ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিকে এক সাথে পড়ানো হতো। যেখানে মাধ্যমিক বিভাগ ছিল না।

---

৫০. আশরাফ সাইয়েদ আল-আকবি, *মদিনাতুল মুস্তাকবিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

৫১. প্রাগুক্ত।

বিশেষ বিভাগ হিসেবে আরেকটি বিভাগ খোলা হয় । এমনকি যে সালে সা'দী (রহ.) ইন্তেকাল করেন অর্থাৎ ১৩৭৬ হিজরিতে রিয়াদ শহরে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সেখানে তার ইন্তেকালের সময় নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে অনেক প্রতিষ্ঠান হয়েছিলো। শুধু মাধ্যমিক স্তরে একটি গবেণষা ইনস্টিটিউট ছিল। রিয়াদের বাহিরে ছিল আনজাল ইনস্টিটিউট। বর্তমানে ১৫০টির বেশি প্রতিষ্ঠান হবে। নাহারিয়্যাহ তথা দিনের বেলায় পড়ানো প্রতিষ্ঠান ও লাইলিয়্যাহ তথা রাত্রে পড়ানো হয় এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়।[৫২]

নাজদে মাদরাসাতুল মা'আরিফ

১৩৬৫ হিজরিতে নাজদে 'মাদরাসাতুল মা'আরিফ' নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন তরবিলসি। পরবর্তীতে নাজদে ইদারাতুত তা'লীম নামে একঠি প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়।[৫৩]

মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা

শাইখ সা'দী (রহ.) শেষ যামানায় অধিকাংশ জনগণের পক্ষ থেকে বিচার বুদ্ধির পক্ষপাতিত্বের কারণে মেয়েদের লেখাপড়া ছিল ব্যক্তি কেন্দ্রক। শুধু পারিবারিক মাদরাসা ছিল। যার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ছিল না। অথবা সরকারি কোনো অনুদান বা নির্দেশনাও থাকতো না। ১৯৫৯ সালে সরকারের উদ্দ্যেগে মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বসহকারে লক্ষ রাখা হয়। এর ফলে পরিকল্পনা নির্ধারণ হয়। রিয়াদে الرئاسة العامة لتعليم البنات নামক একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩৭০ হিজরিকে সৌদি সরকার 'বালকদের শিক্ষারবছর' হিসেবে গণ্য করা হয়।

মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি

১. ইসলামী আকিদা ছাত্রীদের অন্তরে প্রবেশ করানো ও প্রচার-প্রসার করানো।

২. দায়িত্ব ও ইসলামী শিক্ষা তাদের পাথেয় হিসেবে চিহ্নিত করা।

৩. মহিলাদের জন্য উপযোগি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা অর্জন করানো।

৪. সমাজে মহিলাদের কল্যাণকর সদস্য হিসেবে প্রস্তুত করা।[৫৪]

সৌদিতে মহিলাদের শিক্ষার জন্য তিন ধরনের ব্যবস্থা ছিল।

ক. মক্তব স্তরঃ মক্তব স্তরে একজন মহিলা পরিচালনা করতেন। অথবা মহিলাদের সমষ্টি পরিচালনা করতেন। মহিলাদের তাদের বাড়িতে কুর'আনুল কারিম শিক্ষা দিতেন ও প্রাথমিক ধারণা দিতেন।

খ. একটি সংগঠনের মত দল শিক্ষার ব্যবস্থা করতো। যেখানে কোনো নিয়ম-নীতি ছিল না।

গ. পারিবারিক মাদরাসাঃ এই পারিবারিক মাদরাসা সৌদির মক্কাতে অনেক উন্নতি সাধন হয়েছিল। মক্কায় ১৩৬২ হিজরিতে মাদরাসাতুল বানাত আল-আহলিয়্যাহ নামক পারিবারিক মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

৫২. আশরাফ সাইয়েদ আল-আকবি, *মদিনাতুল মুস্তাকবিল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮, ও ১৭৫-১৭৭
৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

শাইখ সা'দী (রহ.) এর উপর জ্ঞান বিপ্লবের প্রভাব

শাইখ সা'দী (রহ.) এর জীবনে জ্ঞান বিপ্লবের প্রভাব অনেক বেশি। যার তুলনা হয় না। কারণ তাঁর তাফসীর পাঠ করলেই এটা অনুধাবন করা যায়। তার তাফসীরের ধরন ব্যতীক্রম। অনর্থক আলোচনা পরিহার করেছেন। আলোচ্য বিষয়ে বেশি মনোনিবেশ করতেন।

পূর্বের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, শাইখ সা'দী (রহ.) এর প্রাথমিক যুগে শুধু পুরুষদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কুর'আন, ইসলামী কিছু জ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক ধারণা ছাড়া আর কিছুই শিক্ষা দেওয়া হতো না। অতঃপর কিছু মহিলা ব্যক্তিগত উদ্দেগে শিক্ষা অর্জন করাতো। পুরুষ-মহিলারা সরকারি কোনো নিয়ম-নীতির আলোকে শিক্ষা দিত না। যাদের কোনো পাঠ পরিকল্পনা ছিল না। পরবর্তীতে ১৩৫০ হিজরিতে রিয়াদে বিশেষভাবে সৌদি রাষ্ট্রের বিভিন্নস্থানে সরকারি উদ্দেগে প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ হয়। শাইখ সা'দী (রহ.) এর মৃত্যুর পর সৌদির অনেক স্থানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে প্রচার প্রসার হয়। পরবর্তীতে ১৩৮০ হিজরিতে সৌদি বাদশাহর উদ্দেগে পাঠ পরিকল্পনা ও অর্থ-সম্পদ, আসবাব-পত্রের নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করা হয়। এমনকি সৌদিতে ১৫টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে রিয়াদে ২টি।[৫৫] আর পুরুষ-মহিলা সকলকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটাই সঠিক। কিন্তু মহিলাদের থাকবে পর্দার ব্যবস্থা। রাসূল (স.) বলেছেন, .النساء شقائق الرجال অর্থাৎ, 'মহিলাগণ পুরুষদের ভগ্নি সদৃশ।'[৫৬] রাসূল (স.) আরো বলেছেন, .طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة অর্থাৎ, 'প্রত্যেক নর ও নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।'[৫৭]

সাংস্কৃতিক অবস্থার আলোকে একথাটি স্পষ্ট যে, সৌদিতে শাইখ সা'দীর যুগে সাংস্কৃতিক অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। পরবর্তীতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়ে উন্নতি সাধিত হয়। যেমনভাবে মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতি হয়। বিভিন্ন প্রদেশে মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। বিভিন্ন স্থানে মহিলাদের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হয়।

রাজনৈতিক অবস্থা

একটি দেশ পরিচালিত হয় সেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে। রাজনৈতিক অবস্থা ভালো হলে দেশের অবস্থা ভালো হয়। রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিকূল হলে দেশের মান ক্ষুণ্ন হয়। নিম্নে সেই রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

---

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১৫৫

৫৬. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০

৫৭. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*(মক্কা মুকাররমাঃ মাকতাবাতু দারিল-বায, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৫৩, হা. নং ১৭

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) আলে আর-রশীদ[৫৮] এর খেলাফতের ১৩০৭ হিজরির শেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা জীবন সৌদি রাষ্ট্রের প্রথম দিকে শুরু করেন। ১৩১৯ হিজরি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তখন তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। ১৩৪৪ হিজরিতে হিজাজ, নাজদের পার্শ্ববর্তী সকল এলাকার বাদশাহ হয়েছিলেন দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ।[৫৯]

তিনি সৌদি আরব দেশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।[৬০] বিংশ শতাব্দির শুরুর দিকে আরব উপদ্বীপে দুটি পরাশক্তি ছিল। একটি উছমানী রাজত্ব আরেকটি বৃটেন রাজত্ব। আরব উপদ্বীপের জনগণ এই দুই পরাশক্তির ছায়াতলে জীবন যাপন করত। শাইখ আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) উছমানী রাজত্বের ছায়াতলে উনাইযা শহরে অবস্থান করতেন।[৬১]

তারুণ্যের যুগ

এ অবস্থায় বাদশাহ আব্দুল আজিজ তারুণ্যের যুগের দিকে উপনিত হলেন। তিনি আলে রশীদ থেকে রিয়াদ শহর মুক্ত করার মনস্থ করলেন, যাতে করে রিয়াদ শহর আলে রশীদ থেকে মুক্ত হয়। তিনি বিশেষ লোকদের মধ্যে ৬০ জন লোক বের করলেন, যাদের মধ্যে তার ভাই মুহাম্মাদ ও তার চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবন জালওয়াহ ছিল।[৬২] এই অল্প সংখ্যক সৈন্যর মাধ্যমে মহা পরিকল্পনা ছিল ইবনে রশীদকে হত্যা করার ও রিয়াদকে আলে সাউদের কাছে হস্তান্তর করার। এ ঘটনাটি ছিল শাওয়াল মাসে ৪ তারিখে ১৩১৯ হিজরিতে। বাদশাহ আব্দুল আজিজ যা অর্জন করল তার এই বিজয়ের ফলে জনগণের অন্তরে প্রভাব দেখা দিল। এমনকি ইবনে রশীদের জুলুম থেকে জনগণকে মুক্তি দান করলেন। এমনকি শহরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। জনগণ আনন্দ প্রকাশ করল। এই যুদ্ধে বাদশাহ আব্দুল আজিজের দুইজন অনুসারী নিহত হলো এবং চারজন আহত হলো।

৫৮.এমন এক পারিবারিক বংশধর যেটা নাজদের শামার পাহাড়ের নিকটে রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলো। যার রাজধানী ছিল হায়েল। আরব উপদ্বীপের মাঝে উত্তর দিকে এটা অবস্থিত। প্রতিষ্টা করা হয়েছিল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। ৮৮ বছর রাজত্ব ছিল। তাদের রাজত্ব শেষ হয়েছিল ১৯২১ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আলী আর-রশীদ। তাঁর নাম অনুযায়ী আলে আর-রশীদ রাখা হয়েছে। তার ভাই ও ভাইয়ের পাঁচ ছেলে নিহত হওয়ার পরে তার রাজত্ব ইরাক ও শাম দেশে বিস্তৃত হয়। আলে সাউদের আমিরদের মাঝে তার মতানৈক্য দেখা দিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাদেরকে তার আনুগত্বে রাজধানী হায়েলে প্রবেশ করালেন।তাঁর জন্ম ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু ১২৮২ হিজরি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে। দ্র. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*(বৈরুত: দারুল ইলম, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ২৪৪

৫৯.তিনি বাদশাহ আব্দুল আজিজ ইবন আব্দুর রহমান আল-ফয়সাল আলে সাউদ। তিনি জিলহজ্ব মাসে ১২৯২ হিজরি জানুয়ারি মাসে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রবিউল আওয়াল মাসে ১৩৭১ হিজরি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আধুনিক সৌদি আরব দেশের প্রতিষ্ঠাতা। দ্র. https://ar.m.wikipedia.org, visited on 17.04.2021 AD

৬০. ড. আহমাদ শালবী, *মাওসূ'আতুত তারীখিল ইসলামী*(কায়রো: মাকতাবাতুন নুহযহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১০২, দ্র. রয়হানী, *তারীখু নাজদিল হাদিস*(কায়রো: মাকতাবাতুন নুহযহ, তাবি), পৃ. ৭; আমীন মুহাম্মাদ সাঈদ, *মুলূকুল মুসলিমীন আল মু'আসিরূন ওয়া মাওলাহুম*(মিসকাত: মাকতাবাতু মাদবূলী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৭

৬১. ড. আহমাদ শালবী, *মাওসূ'আতুত তারীখিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩১৬; নাইফুল হাযাল ইবন ফয়সাল ইবন হিয়াম আবুল কিলাব ইবন হাশলিয়্যাহ। আজমান গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি ইবনে রশীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ১৯০৪ সালে মুবারক সবাহ এর সাথে বন্ধুত্ব করেন। ১৯২৯ সালে আজমান গোত্রের যা'আমাহ তার সাথে বন্ধুত্ব করেন। বাদশাহ আব্দুল আজিজ এর বিরুদ্ধে ছওরাতুল আখওয়ানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য শরীক হয়েছিলেন। বাদশাহ আব্দুল আজিজ জাহরতে ১৯৩৬ সালে তাকে বন্দী করেন। অতঃপর তাকে জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। দ্র. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৬

৬২.জন্ম ১৯৩৫ সালে। মৃত্যু ১৩৫৪ হিজরিতে। তিনি আলে সাউদের পক্ষ হতে শাজ'আন গোত্রের নাজদের আমীর ছিলেন। আলে রশীদ এর বিরুদ্ধে সৌদির রিয়াদ ফিরিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কুয়েতের বাদশাহ আব্দুল আজিজ এর সাথে যারা সহচার্য গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন আব্দুল্লাহ ইবন জালওয়াহ। তিনি রিয়াদের গভর্নরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আহসা স্থানের রাজত্বের দায়িত্ব নেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বীরত্বের সাথে দুনিয়ার বুকে পরিচিতি লাভ করেন। তার পিতার নাম মুশতাক। আলে সাউদ বিতারিত হওয়ার সময় তিনি জন্ম গ্রহণ করার কারণে তাকে জালওয়াহ বলা হয়। জালওয়াহ অর্থ বিতারিত ও দেশান্তর হওয়া। দ্র. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭৭

প্রতিরক্ষামূলক অবস্থা

প্রথম বিজয় ও ইবনে রশীদ হত্যার পর দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ বুঝতে পারলেন যে, রিয়াদের বাহির হতে হামলা হবে। প্রকৃত পক্ষে একটার পর একটা হামলা আসতেই থাকলো। আর এই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ প্রায় তিন-চার বছর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এভাবে আরব উপদ্বীপে অনেক যুদ্ধ সংগঠিত হতে লাগলো। চারটি যুদ্ধ চারটি এলাকায় সংগঠিত হলো।

১. আহসার যুদ্ধ[৬৩] ২. হায়েলের যুদ্ধ[৬৪] ৩. উসাইরের যুদ্ধ[৬৫] ৪. হিজাজের যুদ্ধ।[৬৬]

আহসার যুদ্ধের ফলাফল

১. সৌদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উজ্জলতার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। সুতরাং সৌদিরা একাধিক বার আরব উপসাগরের উপকূলে তেল ও পেট্রোলের খনিজ তৈরি করেছিল। যার মাধ্যমে সৌদি রাষ্ট্র অনেক অর্থ-সম্পদ অর্জন করতে সক্ষম হলো। এ সময় আল্লামা সা'দী (রহ.) ১৭ বছর বয়সে উপনিত হয়েছিলেন।

২. আহসা বিজয়ের কারণে সৌদি রাষ্ট্রের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হলো। কারণ এ বিজয় ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সামনে। আল্লামা সা'দী (রহ.) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর।

৩. বৃটেন ও সৌদি রাজ্যের মাঝে সমঝোতা তৈরি হলো। আহসা বিজয়ের ফলে বৃটেন সরকার বাদশাহ আব্দুল আজিজের সাথে সমঝোতা স্থাপন করলেন। এমনকি কুয়েতকে তার দখলে নিল। বৃটেনের এই চুক্তি ও সমঝোতা বাদশাহ আব্দুল আজিজের ক্ষমতা আরো শক্তিশালী করলো।[৬৭]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

উছমানীদেরকে আরব দেশ ও আরব উপদেশ থেকে বিতারিত করা হলো। আরব উপদ্বীপে উছমানীদের প্রভাবকে তালাবদ্ধ করা হলো। উছমানীদের কর্তৃত্বের পরে শরীফ হুসাইন নামক একজন আমিরকে আরব উপদ্বীপের বিচারক হিসেবে নিযুক্তকরা হলো। আর শরীফ হুসাইনকে বিচারক দেওয়াটা তুর্কিস্তানে ইসলামী খেলাফতের বিচার কার্যে ভূমিকা হিসেবে পরিলক্ষিত হলো। অতি আফসোসের সাথে বলতে হয় যে, আরব বিশ্বে বহির্শত্রুদের কারণে অনেক ক্ষতি হলো। এভাবে মুসলিম রাষ্ট্রে পশ্চিমাদের কৌশলের কারণে ইসলামী খেলাফত শেষ হতে লাগলো।

---

৬৩. আহসা أَحْسَاءُ শব্দটি حَسِيٌّ শব্দটির বহুবচন। যেই বালুর জমিন থেকে পানি বের হয় তাকে حَسِيٌّ বলে। আজার স্থানে ত্বয় গোত্রের পানিকে আহসা বলে। দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১১১-১১২

৬৪. 'হায়েল' حَائِلٌ শব্দটি বনী কা'ব ইবন সা'দ ইবন যায়েদ এর স্থানে বনী নুজাইর ও বনী হিমান এর আওতাধীন ইমামার একটি স্থানের নাম। অনেকে বলেন, এটা বনী কুশাইরের আওতাধীন ইমামার একটি স্থানের নাম। প্রকৃত পক্ষে এটা একটি তেলের উপত্যকা। আবু যায়েদ বলেন, ইয়ামামার শহর ও গ্রামের মাঝের একটি স্থানের নাম। এটি প্রশস্থ জমিন। এখানে বাজার ও অনেক মসজিদ রয়েছে। 'হায়েল' حَائِلٌ প্রসিদ্ধ একটি গ্রাম। দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১২৫

৬৫. উসাইর عُسَيْرٌ মদিনার একটি কূপ। যেটা আবু উমাইয়া মাখযূমির ছিল। যাকে রাসূল স. বন্দী করেছিলেন। দ্র. প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৫

৬৬. حِجَاجٌ হিজাজ একটি পাহাড়ের নাম। যেই পাহাড়টি তাহামা ও নাজদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে বলে তাকে হিজাজ বলে। কারণ হিজাজ অর্থ পার্থক্যকারী। কেউ কেউ বলেন, গাওর ও শাম গ্রামের মাঝে যেই পাহাড়টিপার্থক্য সৃষ্টি করেছে তাকে হিজাজ বলে। যেখান থেকে ইরাকবাসী হজ্বের ইহরাম বাঁধে। অর্থাৎ ইরাকবাসীর মিকাত হলো হিজাজ । দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৮

৬৭. ড. আহমাদ শালবী, *মাওসূ'আতুত তারীখিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৫১-১৫২

এ সময় শাইখ সা'দী (রহ.) ৩৪ বছরে উপনিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন দিক থেকে তখন তাঁর তাফসীর গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। এ সময় সৌদি বাদশাহ আব্দুল আজিজ অনেক শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করার সক্ষমতা অর্জন করেন। তিনি সৌদি রাষ্ট্রকে একীভূত করেন। সৌদি বাদশাহ আব্দুল আজিজ পশ্চিমা সৈন্য, আলে রশীদ, উছমানী ও গ্রাম্য কিছু লোকদের সাথে সমঝোতা করে দেশ পরিচালনা করেন। শাইখ সা'দী (রহ.) এর জীবনে সৌদি বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ তাঁর দেশকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে পরিচালনা করেছিলেন।

শাইখ সা'দী (রহ.) সৌদি বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল আজিজের যুগ পেয়েছিলেন। সৌদি বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ মারা গিয়েছিলেন শাইখ সা'দী (রহ.) মারা যাওয়ার ৩ বছর পূর্বে। যা ছিল রবিউল আওয়াল মাসে ১৩৭৩ হিজরিতে ১৯৫৩ সালে নভেম্বর মাসে ৯ তারিখে। সৌদি বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ উছমানী খেলাফতের পক্ষ থেকে দখলদারিত্ব ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। যারা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করত তাদের বিরুদ্ধে সন্ধি করার চেয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। এমনকি সৌদি দেশের লোভীদের ছাড় দিতেন না। কিন্তু বর্তমান মুসলিম প্রধান ও বিচারকদের জন্য খুবই আফসোসের বিষয় যে, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। যারা পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত এই একনিষ্ঠ দ্বীনের মাধ্যমে বিজয় লাভ করেছিলেন। যাতে করে সবাই ঐক্যের সাথে অবস্থান করতে পারে।

যেমন আল্লাহ তা'আলার রাসূল (স.) বলেন, عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية অর্থাৎ, 'তোমাদের (মু'মিন ও মুসলিম) উপর একতাবদ্ধ তথা জামাতবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। কেননা বিচ্ছিন্ন ছাগলের দলকে সিংহ ভক্ষণ করে।'[৬৮]

কুয়েত রাষ্ট্র পরিচালকদের সাথে সমঝোতা করার উদ্যোগ গ্রহণ

বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ তাদেরকে নিজেদের কাছে ডেকে নিয়ে এসে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে জমা করলেন। কুয়েতে বৃটেনের পক্ষ হতে নিযুক্ত হিমেল্টনের কাছে কুয়েতের রাজা শাইখ সালেম অভিযোগ করলো। যেই হিমেল্টন সৌদি রিয়াদে সফর করেছিলেন। এভাবে কুয়েত ও সৌদির মাঝে 'হিময' যুদ্ধ সংগঠিত হলো। এতে সৌদিরা জয়লাভ করলো।

এ যুদ্ধের ফলে কুয়েতের রাজা শাইখ সালেম ১৩২৮ হিজরিতে কুয়েতের জন্য তার শহরের সীমানা নির্ধারণ করলেন। অতঃপর ইংল্যান্ডের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী সৌদি ও কুয়েতের মাঝে সীমানা স্থীর হলো। সৌদিরা জাহরা আক্রমন করল ১৯৩০ সালে।[৬৯] কিন্তু সৌদি আমির ফয়সাল ইবন আদ-দাবিশের কাছে

---

৬৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ হাকিম নিসাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৩০, হা. নং ৭৬৫

৬৯. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন ইবন মুহাম্মাদ আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামুন নুবালা*(বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৬

মনোঃপুত হলো না। অতঃপর কুয়েতের উপর আবার আক্রমন করলো। ১৩৪২ হিজরিতে কুয়েতের এক আমির আহমাদ জাবের ইবনে রশীদকে অর্থ-সম্পদ ও চাল-ডাল দিয়ে তাকে সৌদির বিপক্ষে পরাজিত করার জন্য লেলিয়ে দিল।[৭০]

আরব মহাবিপ্লব

১৩২৬ হিজরিতে ৬ই শাওয়াল মাসে শরীফ হুসাইনকে হিজাজের আমির হিসেবে নিয়োগ দেন। সেই বছরেই ৯ই জিলক্বদ মাসে তিনি জিদ্দায় আগমন করেন। তিনি উছমানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেন।

১৩৩৪ হিজরি শা'বান মাসে ৯ তারিখে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ জুন মাসের ১০ তারিখে বিপ্লব শুরু করার জন্য শরীফ হুসাইন বুলেট নিক্ষেপ করেন। জুলাই মাসে ১০ তারিখে শরীফ হুসাইন জিদ্দায় ৪ হাজার সৈন্যর মাধ্যমে তার গোত্র 'হারব' এর সহযোগিতায় আঘাত হানা দিলো। তাকে সহযোগিতা করেছিলো ইংরেজ যুদ্ধজাহাজ ও রণতরী। জুলাই মাসের ১৭ তারিখে অর্থাৎ বিপ্লব শুরুর ৩৭ দিন পর জিদ্দা নিরাপদ হয়। তাদের সৈন্য সংখ্যার মধ্যে ৪৮ জন দলনেতাসহ ১৩৪৬ জন আত্মসমর্পণ করলো।

অতঃপর তারা মক্কার মধ্যে অবস্থিত আজয়াদ দূর্গ থেকে তুরস্কের দিকে চলে গেল।[৭১] এ পৃথিবীর নীতি হিসেবে কাফেররা একে অপরের বন্ধু। তাদের অবস্থান জাহান্নাম।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ .

অর্থাৎ, 'তোমরা কাফেররা কিয়ামতের দিন একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে। তোমাদের অবস্থান জাহান্নাম। কিয়ামত দিবসে তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'[৭২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যায় ও জুলুম করবে আমি (আল্লাহ তা'আলা) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাব।'[৭৩] ১৯২৪ সালে ইসলামী খেলাফতের পতন হওয়া মহাবিপদ ও বড় মসিবত। আর এই মহাবিপদ ও বড় মসিবত হলো দ্বীন ইসলামের জন্য ও ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার জন্য। বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল আরব ভূমিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্তিকরণ। এটা ছিল মুসলমানদের দূর্বলতার কারণ। বিশেষ করে মসজিদে আকসা ও ফিলিস্তিন থেকে মুসলমানদের বাহির করা। তখন আল্লামা সা'দী (রহ.) এর বয়স ছিল ২৭ বছর। যেমনিভাবে রাসূল (স.) জালেম বাদশাহ সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী বলে দিয়েছেন। নো'মান ইবন বশীর ও হুযাইফা (রা.) হতে হাদিসটি বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেন,

---

৭০. আহমাদ শাকের, *আত-তারীখুল ইসলামী*(কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৩১৭-৩১৮
৭১. আহমাদ শাকের, *আত-তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯-৭৭৮
৭২. আল-কুর'আন, ২৯ : ২৫
৭৩. আল-কুর'আন, ২২ : ২৫

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ.

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা যতোদিন ইচ্ছা করেন ততোদিন তোমাদের (সাহাবাদের) মাঝে নবুওতী ধারা অব্যহত রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর আবার নবুওতী ধারার খেলাফত আসবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় যতোদিন নবুওতী ধারা থাকার থাকবে। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর এক কঠোর প্রকৃতির বাদশাহ আসবে। আল্লাহর ইচ্ছায় যতোদিন কঠোর প্রকৃতির বাদশাহ থাকার থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর জালেম বাদশাহর রাজত্ব আসবে। আল্লাহর ইচ্ছায় যতোদিন জালেম বাদশাহর রাজত্ব থাকার থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর নবুওতী ধারার খেলাফত আসবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার রাসূল (স.) কিছু না বলে চুপ থাকলেন।'[৭৪]

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট যে, শাইখ সা'দী (রহ.) এমন এক যুগে এসেছিলেন যার পূর্বে ও পরে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, মারামারি, হাঙ্গামা, ফাসাদ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ইত্যাদি গর্হিত কাজের সয়লাব ছিল। সবগুলোর মূল কারণ ছিল রাজত্বের কর্তৃত্ব, ক্ষমতার লড়াই, ক্ষমতার লোভ-লালসা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে শুধু রক্তপাতই হত। আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হত। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হত। স্বজনপ্রীতির দিকে আমিররা অটল ছিল। ক্ষমতার দ্বন্দে এক ভাই আরেক ভাইয়ের রক্ত হরণ করেছে। এগুলো ছাড়া আরো অনেক অনৈতিক কার্যকলাপ সংগঠিত হয়েছিল।[৭৫]

১. বৃটিশদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন। যেমন দ্বিতীয় আব্দুল আজিজ উছমানীদের বিরুদ্ধে সম্পর্ক করেছিলেন।
২. আহমাদ জাবের ইবনে রশীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন বাদশাহ আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে। ইসলামী খেলাফত নিশ্চিন্ন করার জন্য আরব মহা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। মুসলিম রাষ্ট্রে শরীফ হুসাইনের মাধ্যমে বৃটেনদের কাছে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিলো।
৩. সম্মানিত শহর মক্কা শরীফে রক্তাত্ব করা হয়েছিলো। আজইয়াদ দূর্গতে মক্কাবাসীকে হত্যা করা হয়েছিল।
৪. পশ্চিমাদের কাছে নিজেদের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল।
৫. ধর্মীয় ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয় হয়েছিলো। বিশেষ করে ইসলামকে নিঃশেষ করার শড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

---

৭৪. আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*(কায়রো: দারুল হাদিস, ১৯৬৯ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৭৩, হা. নং ১৮৪০৬
৭৫. আহমাদ শাকের, *আত-তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮১৬-৮১৮

৬. পেট্রোল পদার্থকে ধ্বংস করার জন্য পাঁয়তারা চালানো হয়েছিল

আমরা মান-সম্মান ফিরিয়ে পাব না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ইসলাম না অনুসরণ করি। আমরা কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারব না যতক্ষণ না পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা আমরা গ্রহণ না করি। আমরা ফলাফল অর্জন করতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এককত্বের প্রতি বিশ্বাস না করি। এই পরিবর্তন আমাদের কৃতকর্মের ফল। যেমন আমাদের পূর্ববর্তীরা করেছিলেন ও বর্তমান সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ করছে। যার বাস্তব দিক আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেরাই পরিবর্তন করে।'[৭৬] উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর সমসাময়িক যুগে আরবের মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থা উন্নতি ছিল না। যার বাস্তব চিত্র বর্ণনায় পাওয়া গেল। আল্লামা সা'দী (রহ.) এর শুরুর যামানা থেকে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গিয়েছিলো। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর পরবর্তীতে উন্নতি সাধন হয়েছিল। সে সময়ে আরব ভূখন্ডে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে সুসম্পর্ক ছিল না। এমনকি মুসলিম রাষ্ট্রদের সাথেও ভালো সম্পর্ক ছিল না। সৌদি শাসকগণ নিজেদের বিরুদ্ধে অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য তলব করত।

বাদশাহর পরিবারের সন্তানদের মাঝে বিরোধ ছিল। যার জ্বলন্ত প্রমাণ এখন একবিংশ শতাব্দীতেও পাওয়া যাচ্ছে। সামাজিক অবস্থার অবনতি ছিল। আধুনিকতার ছোয়া সে সময়ে সেখানে পৌঁছেনি। সে সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থার মাত্র উন্নতি সাধন হতে লাগছে। সে সময়ে হজ্জের মৌসুমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একটু উন্নতি হতো। তারা সে সময়ে কৃষিকাজ, মাছ শিকার, উট-ছাগলের চারণভূমির মাধ্যমে অর্থ অর্জন করতো। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতি সাধন হয়ে বর্তমানে বিশ্বে একটি উন্নতশীল দেশে রূপান্তর হয়েছে।[৭৭]

এছাড়াও তারা কাপড় বিক্রি, পরিবহন ব্যবস্থা, উটে আরোহণ করানো, তেল-পেট্রোল, খেজুর রপ্তানীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থা সচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলো। সে সময়ে অনেক মাসজিদে কুর'আন ও হাদিসের চর্চার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অবস্থা উন্নতি সাধন হয়েছিলো। বর্তমান সময়ে এখনো মাসজিদ ভিত্তিক কুর'আন ও হাদিসের দারস প্রচলন আছে। উসফানের মসজিদ, গরানের মসজিদ, খুলাইসার মসজিদ, খিওয়ারের মসজিদ, কুদাইদের মসজিদ উল্লেখযোগ্য।[৭৮]

---

৭৬. আল-কুর'আন, ১৩ : ১১
৭৭. আহমাদ শাকের, *আত-তারীখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮২০
৭৮. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৮২০

সৌদির রাজধানী রিয়াদ প্রশাসন কর্তৃক সন্তানদের জন্য ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। সে সময়ে অনেক দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ছিল। মাদরাসাতু সাঈদ ইবন জুবাইর, মাদরাসাতুল হাজেব, মাদরাসাতুল ক্বদিসিয়্যাহ, মাদরাসাতু মা'ন ইবন যায়েদা, মাদরাসাতুল মানসূর, মাদরাসাতু উম্মিল হাম্মাম, মাদরাসাতু জুবায়ের, উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা তেমন গুরুত্বের সাথে পরিলক্ষিত ছিল না।

কিছু কিছু মক্তব ছিল যেখানে মক্তব স্তরে একজন মহিলা পরিচালনা করতেন। অথবা মহিলাদের সমষ্টি পরিচালনা করতেন। মহিলাদের তাদের বাড়িতে কুর'আনুল কারীম শিক্ষা দিতেন। পারিবারিক মাদরাসা সৌদির মক্কাতে অনেক উন্নতি সাধন হয়েছিল। মক্কায় ১৩৬২ হিজরিতে মাদরাসাতুল বানাত আল-আহলিয়্যাহ নামক পারিবারিক মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর জীবনী

সর্বপ্রথম তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে জানার পূর্বে তার জন্ম, বংশ, জ্ঞান চর্চার জীবনী, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র ও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি জানা প্রয়োজন। তিনি ব্যতীক্রম একজন আলেম হওয়ার কারণে প্রশংসীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সহিহ হাদিসের আলোকে ইসলামের অনেক বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে তাঁর শিক্ষা জীবন পরিচালিত করেছেন। নিম্নে তাঁর জীবনী আলোকপাত করা হলো।

নাম ও বংশ

তাঁর নাম আব্দুর রহমান। উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। বংশীয় নাম সা'দী। তাঁর পিতার নাম নাসির। দাদার নাম আব্দুল্লাহ। পরদাদার নামও নাসির। তাঁর পূর্ণ বংশধারা হলো আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নাসির আস-সা'দী (রহ.) ।[৭৯] তিনি তামীম[৮০] গোত্রের লোক ছিলেন। নাজদ বাসীর আলেম ছিলেন। হাম্বলী মাযহাবের একজন মুফাসসির ছিলেন। কসীম[৮১] জায়গার উনায়যা শহরে মুহাররম মাসে ১২ তারিখে ১৩০৭ হিজরি, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন

বাল্যকাল থেকেই তিনি অনেক জ্ঞানের মারহালা অতিক্রম করেন। এমনকি যখন তাঁর বয়স চার বছর তখন তাঁর মাতা ইন্তেকাল করেন। সাত বছর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। সুতরাং ইয়াতিম হিসেবে তিনি পালিত হন কিন্তু তিনি সুন্দর জীবন অতিক্রম করেন। বাল্যকাল থেকেই জ্ঞানের প্রতি তার অধিক আগ্রহ ছিল। তাঁর পিতা ইন্তেকাল করার পরই তিনি কুর'আন হিফজ করার শুরু করেন এবং এগার বছর বয়সে কুর'আন মুখস্থ শেষ করেন। অতঃপর তাঁর শহরে যেসকল আলেম ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। নিজের শহরে জ্ঞান অর্জন করার পর অন্যান্য শহরের দিকে মনোনিবেশ করলেন। জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ কষ্ট স্বীকার করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি শিক্ষা অর্জন শেষ করে শিক্ষা দানের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেন। নিজে শিক্ষা করে অপরকে শিক্ষা দিতেন। এভাবে তাঁর জীবনের সময় অতিক্রম করলেন। ১৩৫০ হিজরিতে তাঁর নিজ শহরে শিক্ষার দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেন।

---

৭৯. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪০

৮০. নজদের অধিবাসীকে তামীম বলা হয়। এরা তিন ভাগে বিভক্ত। এক হানযালা ইবন মালিক ইবন যায়েদ মানাত ইবন তামীমের বংশধর। দুই সা'দ ইবন যায়েদ মানাত ইবন তামীমের বংশধর। তিন আমর ইবন তামীমের বংশধর। দ্র. রিজওয়ান ইবরাহিম দা'বুল, *মু'আসসাতুর রিসালাহ*(বৈরুত: আন-নাকাবাহ, ১৯৭০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৫

৮১. আবু মানসূর বলেন, ক্বসীম একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। ফালাজ স্থানে (বাতনে ফালাজ) যার রাস্তাটি অনেক কঠিন। আবু উবাইদ সাকুনী বলেন, তিরাজ এর নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। যেখানে অনেক উপগান্ডা রয়েছে। সেখানে ফলের গাছ ত্বীন, খাওজ গাছ রয়েছে। কসীম স্থানটি বর্তমান সৌদি রাষ্ট্রের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমি। কারণ সেখানে আবহাওয়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রীত না শীত না গরম। উদ্ভিদ ও জীবের একটি বিচরণ ক্ষেত্র। দ্র. ইয়াকূত ইবন আব্দুল্লাহ আল-হামাভী, ***মু'জামুল বুলদান***, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৭

তাঁর জ্ঞানের প্রভাব

তাঁর জ্ঞানের প্রভাবের মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো তিনি একটি ইসলামী লাইব্রেরি তৈরি করেছিলেন, যেখানে বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থের সমাহার ছিল।[৮২] তাঁর একদল ছাত্র বলেন, আলেমগণ তাঁর রচনাবলি গ্রহণ করেছেন। ইলমী দিকগুলো পাঠের মাধ্যমে ও গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা তাঁর জীবদ্দশায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে অনেকে আরো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা, আকীদা বিষয়ক, বড় বড় অভিসন্দর্ভ, বিস্তারিত গবেষণা, তাঁর জীবনী লেখেছেন। তাঁর জীবনী সম্পর্কে আরবের পাঠকের কাছে কোনো গোপন বিষয় নেই।[৮৩]

তাঁর সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে একজনের প্রশংসা

তাঁর একজন ছাত্র বলেন, তিনি বড় আলেমদের মজলিসের একটি অংশ। তিনি ইলমে শরী'আতের প্রত্যেকটি স্থানে পদাচারণ করেন। আরবি বিষয়ে প্রত্যেকটি স্থানে পরিপূর্ণভাবে সফলতা অর্জন করেন। তিনি কুর'আনুল কারিমের তাফসীর করেন। উসূলুত তাফসীরের ধারণা দিয়েছেন। হাদিসুন নববীর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তাওহীদকে তিন প্রকারে বিভিক্ত করেছেন।

১. তাওহীদ ফিল উলূহিয়্যাহ

২. তাওহীদ ফিল উবূদিয়্যাহ

৩. তাওহীদ ফির রুবূবিয়্যাহ

তিনি ফাসেদ আকিদা ও ধ্বংসাত্মক মতাবলম্বীদের কথার প্রেক্ষিতে উত্তর প্রদান করেছেন। মূল ও শাখাগত শরী'আতের বিধান বর্ণনা করেছেন। সুতরাং দূরবর্তী আহকামগুলো নিকটবর্তীরূপে রূপান্তর করেছেন। কঠিন আহকামগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। আহকামের প্রকারগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। মুতাশাবিহাতের আয়াতগুলো পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন।

সহজ সরল বাক্যের মাধ্যমে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন, যাতে করে প্রত্যেক পাঠক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তিনি দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করেছেন। শক্তিশালী দলীল ও সহিহ হাদিসের বিপরীতে মতানৈক্য, দূর্বল ও যঈফ দলীলগুলো পরিত্যাগ করেছেন।[৮৪]

শিক্ষা অবস্থান

তিনি ফিকহ, উসূলুল ফিকহ ও তার শাখা প্রশাখায় পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হাম্বলী মাজহাবের ফিকহের অনেক মূল ইবারত মুখস্থ করেছিলেন। তাঁর একটি ফিকহ বিষয়ে গ্রন্থ ছিল, যেখানে তিনি ৪০০ শত কবিতা বর্ণনা করেছেন। সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কিন্তু সেগুলো প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিলেন না।

---

৮২. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪০
৮৩. সা'দ ইবন ফাওয়ায আস-সুমাইল, *মাজমুউল ফাওয়ায়েদ ওয়াকতিনাসুল আওয়াবিদ*(দাম্মাম: দারু ইবনিল জাওযী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৭
৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

আল্লামা সা'দী (রহ.) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তাঁর ছাত্র ইবনুল ক্বয়্যিম এর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করার কালে বিভিন্ন প্রকারের উপকারী জ্ঞান বিশেষ করে ফিকহ, তাফসীর, তাওহীদ বিষয়ে উসূলের ক্ষেত্রে বড় একটি অবদান রাখেন। তিনি শুধু হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন না বরং শরী'আতের দলীলের মাধ্যমে যে মত প্রাধান্য দেওয়া যায় সেটাকে প্রাধান্য দিতেন।

মাজহাবের আলেমদের সন্তুষ্ট রাখতেন। তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। এমনকি তিনি কয়েক খন্ডে তাফসীরও রচনা করেছেন। কুর'আনের অর্থ বর্ণনা করার পর উপকারিতা, গুরুত্বপূর্ণ ভাবার্থ ও অভিনব উপকারী আয়াতের থেকে মাস'আলা উদঘাটন করেছেন। তাঁর মজলিসে সাহিত্য দ্বারা ভরপুর থাকতো। দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করতেন। যে ব্যক্তি তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করবে, সে তাঁর শিক্ষা অবস্থান সম্পর্কে অবগত হবেন।[৮৫]

তাঁর লেখনির উদ্দেশ্য

তাঁর লেখনির উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞান ও দা'ওয়াত দেওয়া। সুতরাং তিনি এমন কিছু গ্রন্থ রচনা প্রকাশ করেছিলেন যা দুনিয়াতে সবাই বুঝতে সক্ষম হয় বরং তিনি এমনভাবে রচনা করেন যাতে করে সবাই ব্যাপক হারে উপকার পায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইসলাম ও মুসলিমদের কারণে উত্তম প্রতিদান দান করুন।[৮৬] আর এটাই হলো আমলকারী আলেমদের প্রথা ও নিয়ম যারা তাঁদের মূল্যাবান ও গুরুত্বপূর্ণ সময় দ্বীন, ইলম ও ছাত্রদের সেবায় নিয়োজিত রাখেন। আর এটাই হলো আল্লাহর নিকটে আখেরাতে গচ্ছিত ভান্ডার। যেমনটি রাসূল (স.) বলেন,

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

অর্থাৎ, 'যখন মানুষ ইন্তেকাল করে তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিন শ্রেণি ব্যক্তির আমল বন্ধ হয় না। এক সদকায়ে জারিয়া, দুই উপকারী জ্ঞান, তিন সৎ সন্তান যে সন্তান পিতা-মাতার জন্য দোয়া করবে।'[৮৭] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁর প্রতিদান কিয়ামত দিবসে তাঁর জন্য দান করেন। (আমীন)

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর শিক্ষকবৃন্দ

কুর'আন, সুন্নাহ, আকীদা, ফিকহ, উসূল, তাফসীর, ইত্যাদি থেকে উদ্ভুত বিভিন্ন প্রকারের শরী'আতের জ্ঞান যাদের নিকট থেকে যেকোনো বড় কোনো আলেম অর্জন করবে তাদের পরিচয় অবশ্যই জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে মাদরাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান প্রচার ও প্রসার করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলের পরিচয় থাকা আবশ্যক। কারণ যাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে তাদের মূল্যায়ন

---

৮৫. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*(রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৫৬

৮৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

৮৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০১২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হা. নং ১৬৩১; আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৬৬০, হা. নং ১৩৭৬

আমরা না দিতে পারলেও আল্লাহর রাসূলের কণ্ঠে আল্লাহ তা'আলা ঠিকই তাঁদের মূল্যায়ন করেন। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. অর্থাৎ, 'রাসূল (স.) বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, যিনি কুর'আন শিক্ষা করেন ও শিক্ষা দেন।'[৮৮] শাইখ সা'দী (রহ.) উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এ ধরার বুকে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর অনেক শিক্ষক রয়েছে। নিম্নে তার সূচী তুলে ধরা হলো।

১. শাইখ ইব্রাহিম ইবন হামদ ইবন জাসির (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৪১ হিজরি। মৃত্যু ১৩৩৮ হিজরি। যার নিকটে তিনি প্রথম শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) তার এই শিক্ষকের প্রশংসা করতে বলেছিলেন যে, তিনি সহিহ বুখারী ও মুসলিম মুখস্থ করতেন। তিনি আরো বলেন, ইমাম মুসলিম কর্তৃক সহিহ মুসলিম রচিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইমাম নববীর শরহে মুসলিম তাঁর মেধায় উপস্থিত ছিল। ফকীহদের ভালোবাসা ও পরহেযগারীর বিষয়ে তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন, অনেক নিঃস্ব লোক শীতকালে তাঁর কাছে আসত। তাঁর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তখন তিনি তাঁর দুটি কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড় খুলে তাকে পরিয়ে দিতেন।[৮৯]

২. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল কারীম আশ-শাবল (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৫৭ হিজরি। মৃত্যু ১৩৪৩ হিজরি। তিনি মক্কা ও মদিনার অনেক আলেমদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি মিশর, শাম, ইরাক, কুয়েত ইত্যাদি স্থানে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভ্রমণ করেছিলেন এবং সেখানের আলেমদের নিকট হতে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর কাছে ফিকহ, আরবিসহ অনেক জ্ঞান অর্জন করেন।[৯০]

৩. শাইখ সলিহ ইবন উসমান আল-কাযী (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৮২ হিজরি। মৃত্যু ১৩৫১ হিজরি। তাঁর সাথে সা'দী (রহ.) অনেক সময় অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর কাছে অধ্যয়ন করার পর শিক্ষা দিতেন। তিনি উনায়যার কাজী ছিলেন। তাঁর নিকটে তাওহীদ, তাফসীর, ফিকহ, উলূমুল ফিকহ ও তার শাখা-প্রশাখা অধ্যয়ন করেছিলেন। এমনকি তাঁর নিকটে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।[৯১]

৪. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আইজ (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৪৯ হিজরি। মৃত্যু ১৩২২ হিজরি। তিনি ইবাদতগুজার, কারী, সুন্দর তেলাওয়াতকারী ছিলেন।[৯২]

৮৮.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৭৪, হা. নং ৪৭৩৯
৮৯. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯
৯০. প্রাগুক্ত।
৯১. প্রাগুক্ত।
৯২. প্রাগুক্ত।

৫. শাইখ স'ব ইবন আব্দুল্লাহ আত-তাবীজরী (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৫৩ হিজরি। মৃত্যু ১৩৩৯ হিজরি। অধিক কুর'আন তেলাওয়াত করার কারণে তিনি প্রসিদ্ধ বান্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় কুর'আন তেলাওয়াত করতেন।[৯৩]

৬. শাইখ আলী ইবন মুহাম্মাদ আস-সিনানী (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৬৩ হিজরি। মৃত্যু ১৩৩৯ হিজরি। তিনি তাফসীর ও হাদিসের অনেক পান্ডিত ছিল। তিনি সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন।[৯৪]

৭. শাইখ আলী ইবন নাসির ইবন ওয়াদী (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৭৩ হিজরি। মৃত্যু ১৩৬১ হিজরি। তিনি একজন হাদিসের এমন পন্ডিত ছিলেন যার নিকট হতে ভারত বর্ষের অনেক আলেম হাদিস গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শাইখ নাজীর হুসাইন ও শাইখ সদীক হুসাইন প্রমুখ। তিনি উত্তম চরিত্র ও সুন্দর ইবাদতগুযার ছিলেন। তাঁর কাছে হাদিস পড়েছেন। তাঁর কাছ থেকে ছয়টি[৯৫] প্রসিদ্ধ কিতাব অধ্যয়ন করেছেন। এ ছাড়া আরো অনেক হাদিসের কিতাব পড়েছেন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি পান।[৯৬]

৮. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন শাইখ আব্দুল আজীজ ইবন মানিঈ (রহ.)

তাঁর জন্ম ১৩০০ হিজরি। মৃত্যু ১৩৮৫ হিজরি। তিনি ১৩৬৫ হিজরিতে মা'আরিফের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। বাগদাদ, বুসরা, মিশর, দামেশক প্রমুখ স্থানের অনেক আলেম তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। বারিদা নামক স্থানে জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করেন। অতঃপর ১৩১৮ হিজরিতে বুসরায় যান। অতঃপর বাগদাদ ও মিশরে অবস্থান করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুহুকে গ্রহণ করেন। লেবাননের বাইরুতে ১৩৮৫ হিজরতে মৃত্যুবরণ করেন।[৯৭]

৯. শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আল-হাসানী আশ-শানকীতী (রহ.)

তাঁর জন্ম ১৩০৭ হিজরি। মৃত্যু ১৩৮৭ হিজরি। শানকীতীতে জন্ম গ্রহণ করে সেখানেই বেড়ে উঠেন। মদিনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ীভাবে শিক্ষক হোন। অতঃপর রিয়াদে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩১৮ হিজরিতে দায়িত্ব পালন করেন। যখন তিনি উনায়যাতে আসতেন তখন তিনি পাঠ দান করার জন্য সবাইকে বসাতেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর কাছে তাফসীর, হাদিস, মুস্তলাহুল হাদিস, উলূমুল হাদিস, আরবি, নাহু-সরফ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন।[৯৮]

---

৯৩. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯
৯৪. প্রাগুক্ত।
৯৫. হাদিসের ছয়টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ অথবা মুয়াত্তা মালেক।
৯৬. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯
৯৭. প্রাগুক্ত।
৯৮. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

১০. শাইখ ইব্রাহিম ইবন সলিহ ইবন ঈসা (রহ.)

তাঁর জন্ম ১২৭০ হিজরি। মৃত্যু ১৩৪৩ হিজরি। ইরাক ও ভারত বর্ষের আলেমদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করার অনুমতি পান।[৯৯]

১১. শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলে-সালীম (রহ.)[১০০]

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর ছাত্রবৃন্দ

আল্লামা সা'দী (রহ.) কুর'আন, সুন্নাহ, আকীদা, ফিকহ, উসূল, তাফসীর, ইত্যাদির আলোকে যাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা অনেক। আল্লামা সা'দী (রহ.) এর চিন্তাধারা ও মতাদর্শ যারা লালন করেছেন তারই তাঁর ছাত্রবৃন্দ। আরব-অনারবের অনেক আলেম তাঁর কাছে জ্ঞান অর্জন করে পৃথিবীর বুকে আলো ছড়ায়েছেনে। নিম্নে তাদের তালিকা প্রদত্ত হলো।

১. শাইখ সুলাইমান ইবন ইব্রাহিম আল-বাসসাম (রহ.)।

২. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল আজীজ আল-মুতাওঈ (রহ.)

৩. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আলে উসাইমিন (রহ.)। সা'দী (রহ.) মৃত্যুর পরই তিনিই তাঁর স্থান দখল করে ছিলেন। রেখে যাওয়া বাকী কাজ তিনিই আঞ্জাম দিতেন।

৪. শাইখ আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন যামিল আলে সালিম (রহ.)। নাজদ এলাকার নাহু সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন।

৫. আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আজীজ ইবন আকীল (রহ.)। তিনি বিচারালয়ের অনেক দায়িত্বে ছিলেন।

৬. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন মানসূর আলে যামিল আকীল (রহ.)। উনাইযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ছিলেন।

৭. শাইখ সুলাইমান ইবন সালিহ ইবন হামদ আল-বাসসাম (রহ.)। আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম (রহ.) এর চাচা।

৮. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আল-বাসসাম (রহ.)। শাইখ সা'দীর ছাত্রদের মধ্যে তিনিই তাঁর অনুকরণীয় ছাত্র ছিলেন।

৯. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আল-আওহালী (রহ.)। মক্কার ইলমী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন।

১০. হামদ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাসসাম (রহ.)। উনাইযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ছিলেন।

১১. শাইখ আব্দুল আজীজ ইবন মুহাম্মাদ আল-বাসসাম (রহ.)। শাইখ সা'দী (রহ.) জীবদ্দশায় তিনিই তাঁর পক্ষে খুতবা ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন।

১২. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন হাসান আলে বারিকান (রহ.)। উনাইযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ছিলেন।[১০১]

---

৯৯. প্রাগুক্ত।
১০০. তাঁর সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় নিই।

১৩. শাইখ আব্দুল আজীজ ইবন মুহাম্মাদ আস-সালমান (রহ.)। রিযাদে ইমামুদ দাওয়াহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন। অনেক গ্রন্থের রচয়িতা।

১৪. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান ইবন আব্দুল আজীজ আল-বাসসাম (রহ.)। মক্কায় অবস্থান করতেন। মক্কার হেরেম শরীফের শিক্ষক ছিলেন। শাইখ সা'দীর বিশেষ ছাত্রদের মধ্যে একজন।

১৫. শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-খুরাইদিলী (রহ.)। জিযানের বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন।

১৬. শাইখ মুহাম্মাদ আন-নাসির আল-হানাকী (রহ.)। কুওয়াইঈয়্যাহ নামক স্থানের বিচারক ছিলেন।

১৭. শাইখ আব্দুর রহমান আলে আকীল (রহ.)। জিযানের বিচারক ছিলেন।

১৮. শাইখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাম্মাদ আল-মাতরূদী (রহ.)। সহিহ বুখারীর সনদসহ মুখস্থ করেছিলেন।

১৯. শাইখ আব্দুর রহমান আল-আব্দালী (রহ.)।

২০. শাইখ আব্দুল্লাহ আল-আব্দুল আজীজ আল-মুতাওঈ (রহ.)।

২১. শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মানিঈ (রহ.)।

২২. শাইখ সুলাইমান আল-মুহাম্মাদ আশ-শাবল (রহ.)। মক্কা ও উনাইযার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন।

২৩. শাইখ ইব্রাহিম আল-মুহাম্মাদ আল-আমূদ (রহ.)। কয়েকবার বিচার কার্যে পদে পরিবর্তন হয়। পরিশেষে পূর্ব দিগন্তে বিচারক হিসেবে নিয়োগ পান।

২৪. শাইখ মুহাম্মাদ আর-সালিহ আল-ফুযাইলী (রহ.)। তাইমার বিচারক ছিলেন।

২৫. শাইখ আব্দুল আজীজ আল-আলী আল-মুসাঈদ। উনাইযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ছিলেন।[১০২]

২৬. শাইখ সুলাইমান আব্দুর রহমান আদ-দামিগ (রহ.)। আরবি ভাষায় অনেক জ্ঞান ছিল। রিয়াদের শিক্ষক ছিলেন।

২৭. শাইখ হামদ আল-মুহাম্মাদ আল-মারযুকী (রহ.)। নূর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন।

২৮. শাইখ সালিহ আল-মুহাম্মাদ আয-যুগাইবী (রহ.)। মক্কার মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন।

২৯. শাইখ সালিহ আল-আব্দুল্লাহ আয-যুগাইবী (রহ.)। মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন।

৩০. শাইখ আব্দুর রহমান আল-মুহাম্মাদ আলে ইসমাঈল (রহ.)। ইমাম ও খতীব ছিলেন। উনাইযার প্রাথমিক রাহমানিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন।

৩১. শাইখ হামদ আস-সগীর (রহ.)। রস শহরের বিচারক ছিলেন।

৩২. শাইখ আব্দুল্লাহ আল-মুহাম্মাদ আস-সয়খান (রহ.)। উনাইযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ছিলেন।

---

১০১. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১
১০২. প্রাগুক্ত।

৩৩. শাইখ আব্দুল আজীজ ইবন সাবিল (রহ.)। বুকাইরিয়া স্থানের বিচারক ছিলেন। অতঃপর মসজিদে হারামের শিক্ষক ছিলেন।

৩৪. শাইখ আব্দুল্লাহ আল-খুযাইরী (রহ.) । আফীফ শহরের বিচারক ছিলেন। অতঃপর মদিনার শিক্ষক নির্বাচিত হন।

৩৫. শাইখ আব্দুর রহমান আল-মুহাম্মাদ আল-মুকাওবিশ (রহ.)। রিয়াদের বিচারক ছিলেন। অতঃপর তাকাউদের দিকে স্থানান্তর করা হয়।

৩৬. শাইখ মুহাম্মাদ আস-সালিহ আল-খুযাইম (রহ.)। মুযনাবের বিচারক ছিলেন। অতঃপর উনাইযার।

৩৭. শাইখ আলী ইবন হামদ আস-সলিহী (রহ.)। প্রকাশনা ও প্রচারণা জন্য নূর প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন।

৩৮. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল আজীজ আশ-শাবলী (রহ.)। উনাইযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক ছিলেন।

৩৯. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন উসমান ইবন সালিহ আলে কাজী (রহ.)। তিনি উনাইযার বক্তা, আলেম, ইমাম ও বিচারক ছিলেন।

৪০. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ইবন সালিহ আল-বাসসাম (রহ.)। বড় একজন আলেম। অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। 'উলামায়ে নাজদ' গ্রন্থের রচনাকারী।

৪১. শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন হানতী (রহ.)। তিনি দাঈয়্যার বিচারক ছিলেন।[১০৩]

৪২. শাইখ আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল আজীজ ইবন যামিল ইবন আব্দুল্লাহ আলে সালিম (রহ.)। সা'দী (রহ.) এর পূর্ববর্তী ছাত্রদের মধ্যে থেকে তিনি অন্যতম। তাঁর সমবয়স্ক অনুবাদক হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। উনাইযা শহরের বড় আলেম ছিলেন।[১০৪]

আল্লামা সা'দীর লিখিত গ্রন্থাবলি

শরী'আতের বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থের সমাহার যাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তারা দ্বীন ও দুনিয়ার উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। কেননা তাঁরা টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ রেখে যান না তারা রেখে যান জ্ঞান-ভান্ডার। তাঁরা নবীদের উত্তরাধিকারী। যেমন রাসূল স. বলেছেন, العلماء ورثة الأنبياء অর্থাৎ, 'আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।'[১০৫] আল্লামা সা'দী (রহ.) ৪০টির অধিক কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলো প্রদত্ত হলো।

তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থাবলি:

১০৩. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১
১০৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১-১২
১০৫. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৮ হা. নং ২৬৮২

ক্র. নং	গ্রন্থের নাম
১	تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان
২	تيسير اللطيف المنام في خلاصة تفسير القرآن
৩	المواهب الربانية من الآيات القرآنية
৪	القواعد الحسان لتفسير القرآن
৫	التوضيح والبيان لشجرة الإيمان
৬	خلاصة التفسير
৭	تفسير أسماء الله الحسنى

উলূমুল কুর'আন বিষয়ক গ্রন্থাবলি:

ক্র. নং	গ্রন্থের নাম
৮	فوائد قرآنية
৯	قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر والفوائد الكثيرة المستفادة من قصص القرآن

হাদিস বিষয়ক গ্রন্থাবলি:

ক্র. নং	গ্রন্থের নাম
১০	بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار
১১	جوامع الأخبار

আকিদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি:

ক্র. নং	গ্রন্থের নাম
১২	الأدلة القواطع والبراهين في أصول الملحدين
১৩	الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية
১৪	الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية
১৫	التنبيهات اللطيفة علي ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة
১৬	القول السديد شرح كتاب التوحيد اللإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب[১০৬]
১৭	المواهب الربانية من الآيات القرآنية
১৮	توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية لابن قيم الجوزية

ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থাবলি:

১০৬.ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ আল-মানিস, *আল-আজবিবাতুস সাউদিয়্যাহ 'আনিল মাসাঈলিল কুইতিয়্যাহ*(কুয়েত: মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতুল কুইতিয়্যাহ, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১৪

ক্র. নং	গ্রন্থের নাম
১৯	رسالة في القواعد الفقهية
২০	المختارات الجلية من المسائل الفقهية
২১	الإرشاد إلي معرفة الأحكام
২২	منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين
২৩	القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
২৪	إرشاد أولي البصائروالألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسرالأسباب
২৫	الفتاوى السعدية
২৬	رسالة لطيف و جامعة في أصول الفقه المهمة
২৭	المناظرات الفقهية
২৮	حاشية علي الفقه
২৯	مختصر في أصول الفقه
৩০	منظومة القواعد الفقهية.

আরবি ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলি

ক্র. নং	গ্রন্থের নাম
৩১	التعليق وكشف النقاب علي نظم قواعد الإعراب

বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থাবলি:

ক্র. নং	গ্রন্থের নাম
৩২	الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة
৩৩	الدلائل القرآنية في أنال علوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي
৩৪	الدين الصحيح يحل جميع المشاكل
৩৫	الوسائل المفيدة للحياة السعيدة
৩৬	المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الله بن ناصرالسعدي
৩৭	الفواكه الشهية في الخطب المنبرية
৩৮	الفوائد السعدية لأبناء الأمة الإسلامية
৩৯	الرسائل والمتون العلمية
৪০	طريق الوصول إلي العلم المأمون بمعرفة القواعد والضوابط والأصول[১০৭]
৪১	من محاسن الدين الإسلامي

[১০৭]. ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ আল-মানিস, *আল-আজবিবাতুস সাউদিয়্যাহ 'আনিল মাসাঈলিল কুইতিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৪২	مجموع الفوائد واقتناص الأوابد
৪৩	وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني
৪৪	تنزيه الدين وحملته ورجالهم ما افتراه القصيم يفي أغلاله
৪৫	أثر علامة القصيم[১০৮].

দৌহিক অবকাঠামো

তিনি মধ্যম উচ্চতা ব্যক্তি সম্পন্ন ছিলেন। মাথার চুল ঘন ছিল। গোলাকার হাস্যজ্জ্বল চেহারা অধিকারী ছিলেন। তাঁর দাঁড়ি ছিল কোঁকড়া চুল বিশিষ্ট। লাল মিশ্রিত সাদা তাঁর গায়ের রং ছিল। চুলের উজ্জ্বলতাটা বেশি কালো ছিল। অল্প বয়সেই তাঁর চুল সাদা হয়েছিল। এমনকি আনুমাণিক ২৮ বছর বয়সে তাঁর দাঁড়ি সাদা হয়েছিল। একথাগুলো তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন। তাঁর চেহারায় সৌন্দর্য, আলো, উজ্জ্বলতা ছিল।[১০৯]

আখলাক

আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। শ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ (স.) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وإنك لعلي خلق عظيم অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।'[১১০] সুতরাং আলেমদের উচিত নবির চরিত্র গ্রহণ করা। কেননা আলেমগণ আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إنما يخشي الله من عباده العلماء অর্থাৎ, 'আল্লাহর জ্ঞানী বান্দারাই শুধু আল্লাহকে ভয় করে।'[১১১] সুতরাং আখলাক ব্যতীত জ্ঞান আত্মা ব্যতীত শরীরের ন্যায়। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, .إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق অর্থাৎ, 'আমি (রাসূল) উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[১১২] রাসূল (স.) আরো বলেন, .أدبني ربي فأحسن تأديبي অর্থাৎ, 'আমার প্রতিপালক আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং তিনি সুন্দর আদব প্রদান করেছেন।'[১১৩] ইমাম সা'দী (রহ.) এর আখলাক ছিল প্রশংসনীয়, কারণ তিনি আমলদার আলিম ছিলেন। এমন তথ্য তাঁর ছাত্রের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

তাঁর উত্তম আখলাকের মধ্যে হলো বড়দেরকে সম্মান করতেন। ছোটদের প্রতি তিনি স্নেহশীল ছিলেন। ধনী বা গরীব সকলের প্রতি তিনি দয়াশীল ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁর সাথে সময় অতিক্রম করতে চাইতো তাকে তিনি সময় দিতেন। শিক্ষার জন্য অনেক মজলিস ভ্রমণ করতেন। যেমন প্রয়োজন হতো তেমনি বক্তব্য দিতেন। ন্যায় বিচারের সাথে দুই ঝগড়াকারীদের মাঝে মিমাংসা করতেন। তাঁর সাধ্যের মধ্যে

১০৮. ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ আল-মানিস, *আল-আজবিবাতুস সাউদিয়্যাহ 'আনিল মাসাঈলিল কুইতিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১০৯. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬
১১০. আল-কুর'আন, ৬৮ : ৪
১১১. আল-কুর'আন, ৩৫ : ২৮
১১২. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন বাইহাকী, *সুনানুল কুবরা*(রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯১, হা. নং ২০৫৭১
১১৩. আলাউদ্দীন আলী ইবন হিসামুদ্দীন আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল*(রিয়াদ: বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যাহ, 2005 খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২১৪, হা. নং ১৮৩৬৭

ধনী-গরীবদের খুশি রাখতেন। আদব, ভালবাসা, অনুগ্রহ, মায়া-মমতার সাথে তাদেরকে কাছে টেনে নিতেন। ছাত্রদের মেধা বিকাশে তাদের মাঝে তর্কের ব্যবস্থা করতেন। যে ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছা করতেন তাকে মাহরূম করতেন না। ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাপারে তাদেরকে সুপরামর্শ দিতেন।

অধিকাংশ আলেমদের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। সমতা ছিল তাঁর প্রধান বিচার। এই জন্য অনেক ছাত্র তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করত।[১১৪] তিনি দুনিয়ার ফিতনা থেকে বিমূখ ছিলেন। জীবনে চাকচিক্য পরিহার করতেন।[১১৫] তাঁর ছাত্র ইব্রাহিম ইবন হামদ ইবন জাসির বলেন, শীতকালে তাঁর কাছে কোনো লোক আসলে তাঁর দুটি কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড় তাকে দিয়ে দিতেন। গরীব, মিসকিন ও ফকীরদের চাহিদা অনুযায়ী দান করতেন। তাঁর হাতে কম অর্থ-সম্পদই গচ্ছিত থাকতো। তাঁর এই কাজটি আল্লাহর বাণীর সাথে মিল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ, 'আর তাঁরা (সাহাবাগণ) নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের উপর মু'মিন ভাইদেরকে প্রাধান্য দিতেন।'[১১৬]

মৃত্যু

প্রত্যেক জিনিসের শেষ রয়েছে। বয়স যতই বেশি হবে কবরে যাওয়া তার জন্য ততোই নিকট আসবে। আল্লাহ তা'আলা যথার্থই বলেছেন, كُلُّ شَيْءٍهَالِكٌ إِلَّاوَجْهَهُ অর্থাৎ, 'একমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।'[১১৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ, 'প্রত্যেক আত্মা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।'[১১৮] উক্ত আয়াতের অংশটি কুর'আনে তিন স্থানে বর্ণনা এসেছে। সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে, সূরা আম্বিয়ার ৩৬ নং আয়াতে ও সূরা আনকাবূতের ৫৭ নং আয়াতে। কা'ব ইবন যুহাইর (রা.)[১১৯] কবিতায় বলেন,

كلُّ ابن أنثى وإن طالتْ سلامتهُ ... يوماً على آلةٍ حدباءَ محمولُ

---

১১৪. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬

১১৫. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *শরহু জাওয়ামিঈল আখবার*(রিয়াদঃ আল-মাকতাবাতুল ওয়াকাফিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৮

১১৬. আল-কুর'আন, ৫৯ : ৯

১১৭. আল-কুর'আন, ২৮ : ৮৮

১১৮. আল-কুর'আন, ২৯ : ৫৭

১১৯. কা'ব ইবন যুহাইর ইবন আবী সালমা আল-মাযনী (রা.)। মৃত্যুবরণ করেন ২৬ হিজরি তথা ৬৬২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি নাজদবাসীর (বর্তমানসৌদি আরব) কবি ছিলেন। যখন ইসলাম প্রকাশ পেল তখন রাসূল (সা.) এর কুৎসা (ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে) রটাতেন। যার রক্ত হালাল তথা হত্যা করা জায়েয ছিল। রাসূল (সা.) কিছু সংখ্যক কাফির-মুশরিকদের হত্যা করা আদেশ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কা'ব ইবন যুহাইর ইবন আবী সালমা আল-মাযনী (রা.) ছিলেন। একদিন আবু বকর (রা.) এর কাছে আসলেন। ফজরের নামাজের পর রাসূল (সা.) এর কাছে নিয়ে আসলেন। রাসূল (স.) তখন পাগড়ী পরিধান করছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন। তার হাত প্রসারিত করলেন এবং চেহারা উন্মুক্ত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কা'ব ইবন যুহাইর। রাসূল (স.) তাকে নিরাপত্তা দিলেন। দ্র. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৬

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক মহিলার সন্তান তথা মানবজাতির হায়াত যত লম্বা হবে। দিনে দিনে বিপদের সম্মুখীন বেশি হবে। অর্থাৎ মৃত্যু আসবে তাড়াতাড়ি।'[১২০] সা'দী (রহ.) ঐ সকল আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনি সুবর্ণ সুযোগ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এমনিভাবে তিনি আল্লাহর আনুগত্যে ইসলামের ও মুসলিমদের খেদমতে নিজেকে বিলীন করেছিলেন। কুর'আনের তাফসীরের মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবের খেদমত করেছিলেন। তেমনিভাবে রাসূল (স.) এর সুন্নাত, ইসলামী আকিদা, ফিকহ, ও উসূলুল ফিকহের খেদমত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করেন।

হঠাৎ কঠিন রোগের কারণে তিনি আল্লাহর কাছে সাক্ষাত করতে চলে গেলেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাত্রে ২৩ জুমাদাল উখরা, ১৩৭৬ হিজরি, ২৪ জুন ১৯৫৬ সালে নিজ জন্মস্থানে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দয়া করুন এবং আমাদের তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। কেউ কেউ বলেন, জুমাদিউল উখরার ২৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন। চেষ্টা, সাধনা ও কুর'আনের খেদমতের মাধ্যমেই তাঁর জীবনটা ছিল সুখময়। এই উম্মতের প্রত্যেক আলেমদের তাঁর মতনই হওয়া প্রয়োজন।[১২১]

আকিদা

তাঁর বিভিন্ন প্রকারের লিখিত গ্রন্থের অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের অনুসারী ছিলেন। যেমনিভাবে তিনি তাঁর তাফসীরের অনেক স্থানে বলেছেন 'এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতে মতামত ও দলীল'। বিস্তারিতভাবে তাঁর তাফসীরের ক্ষেত্রে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। যেমনিভাবে তাঁর কিছু ছাত্র স্পষ্ট করে বলেছেন। আমরা (ছাত্ররা) আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা, সন্তুষ্টি, সফলতা ও উত্তম জান্নাত চাচ্ছি কারণ তিনি আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা করেছেন। নিঃস্বার্থভাবে পূর্ববর্তীদের অনুসারী ছিলেন।[১২২] আর এটাই হলো মুক্তিকামী দল যে, দল সম্পর্কে রাসূল (স.) সংবাদ দিয়েছিলেন। এ মর্মে রাসূল (স.) বলেন,

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي.

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, নিশ্চয় বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সকলে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু একদল জান্নাতে যাবে। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? রাসূল (স.) বলেন, আমি ও আমার

---

১২০. আহমাদ কাব্বাশ ইবন মুহাম্মাদ নাজিব, *মাজমাউল হিকাম ওয়াল আমছাল*(দামেশক: দারুর রশীদ, ১৯৮৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৪৩
১২১. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬
১২২. সা'দ ইবন ফাওয়ায আস-সুমাইল, *মাজমুউল ফাওয়ায়েদ ওয়াকতিনাসুল আওয়াবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

সাহাবাগণ যেই পথে রয়েছি।[১২৩] মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। তাঁরা হলেন হাদিসের ভাষায় তিন স্বর্ণযুগের মানব। রাসূল স. বলেন,

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم .

অর্থাৎ, 'রাসূল (স.) বলেন, সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ তথা সাহাবাদের যুগ। অতঃপর তাবি'ঈদের যুগ। অতঃপর তাবি'উত তাবি'ঈদের যুগ।'[১২৪] তাঁরা হলেন এই উম্মতের পূর্ববর্তী আলিম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর আকিদা ছিল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের মতন। নিম্নে তাফসীরের মধ্যে তাঁর আকিদার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

১নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. অর্থাৎ, 'সুতরাং তোমরা এমন আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। জাহান্নামের আগুন কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।'[১২৫] আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এ সকল আয়াতগুলো প্রমাণ বহন করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম মাখলূক বা সৃষ্ট যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও মতামত।[১২৬]

২নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. অর্থাৎ, 'আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ইমান বিনষ্ট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষদের প্রতি দয়াশীল, অনুগ্রশীল।'[১২৭] আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কেবলা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে যারা মারা গেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল বিনষ্ট করবেন না। কেননা তারা আল্লাহ ও রাসূল (স.) এর আনুগত্য করেছিল। এই আয়াতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও মতামতের উপর প্রমাণ বহন করে যে, ইমানের মধ্যে বাহ্যিক আমল অন্তর্ভুক্ত।[১২৮]

৩নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.

---

১২৩. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫ পৃ. ২৬, হা. নং ২৬৪১

১২৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৯৩৮, হা. নং ২৫০৯

১২৫. আল-কুর'আন, ২ : ২৪

১২৬. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১ পৃ. ৪৩; আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪৩

১২৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৪৩

১২৮. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১৫৬; আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১৬৭

অর্থাৎ, 'মক্কাবাসীরা কি তাহলে এটা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করছে? যে, তাদের কাছে ফেরেশতা, রব অথবা রবের কোনো আয়াত আসবে? রবের আয়াত আসার দিন যে আগে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে নেক কাজ করেনি তার ইমান কোনো কাজে আসবে না। তোমরা প্রতীক্ষা করো আমরাও করছি।'[১২৯] আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, 'অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনায়ন এটা মানুষকে উপকার দেবে।' পক্ষান্তরে মৃত্যু, ক্ষণিক সময়ের পূর্বে মৃত্যু দেখে ইমান তার কাজে আসবে না'।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ.

অর্থাৎ, 'এরপর তারা আমার শাস্তি দেখে বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম এবং তার শরীকদের প্রত্যাখান করলাম।'[১৩০]

৪নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ, 'আর মুশরিকদের কেউ আশ্রয় চাইলে আশ্রয় দিবেন, যাতে সে আল্লাহর কালাম কুর'আন শোনে। এরপর নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিবেন। কারণ তারা অজ্ঞ জাতি।'[১৩১] আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই আয়াতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদা ও মতামতের দলীল। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমগণ বলেন, কুর'আন তথা আল্লাহর কালাম মাখলূক নয়। কেননা আল্লাহই নিজেই হলেন বক্তা বা মুতাকাল্লিম। এর দ্বারা মু'তাযেলিদের ভ্রান্ত মতবাদ বাতিল হয়ে যায় কারণ তারা ধারণা করেন যে, কুর'আন বা আল্লাহর কালাম মাখলূক।[১৩২]

ফিকহী মাযহাব

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীর ও তাঁর রচিত সকল গ্রন্থ অনুসন্ধান করে বুঝা যায় যে, তিনি হাম্বলী মাযহাবের একজন আলেম ছিলেন। কেননা তিনি তাঁর শিক্ষকবৃন্দের প্রতি অনুগামী হয়ে থাকতেন। আর তাঁর শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।

তাঁর তাফসীরের ভূমিকায় কোনো এক ছাত্র বলেন, 'তিনি শুধু হাম্বলী মাযহাবের আলেম ছিলেন না বরং শরঈ দলীলের মাধ্যমে তিনি অধিকতর প্রাধান্য দিতেন। মাযহাবের আলেমদের অপবাদ দিতেন না।' যেমনভাবে যাদের কোনো মাযহাব নেই তাঁরা অপবাদ দিয়ে থাকেন।

১২৯. আল-কুর'আন, ৬ : ১৫৮
১৩০. আল-কুর'আন, ৪০ : ৮৪
১৩১. আল-কুর'আন, ৯ : ৬
১৩২. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৩

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি কট্টরপন্থী হাম্বলী মাযহাবের আলেম ছিলেন না। তাঁর তাফসীর থেকে উদ্ভুত বিষয় যার মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি হাম্বলী মাযহাবেব আলেম ছিলেন। হাম্বলী মাযহাবের আলেম ছিলেন এই হিসেবে নিম্নে কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো।

১নং নমুনা

ইবনুল কয়্যিম ও ইবন তাইমিয়া এর মতামত বেশি বেশি উল্লেখ করেছেন। বড় বড় হাম্বলী মাযহাবের ইমামদের বাণীগুলো বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কয়্যিম রচিত بدائع الفوائد গ্রন্থ থেকে তিনি অনেক উপকারী বিষয় উল্লেখ করেছেন।[১৩৩]

২নং নমুনা

মিরাজের মাসয়ালা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইবনুল কয়্যিম (রহ.) এর মতামত ব্যক্ত করেছেন ও দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[১৩৪]

৩নং নমুনা

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া কথাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা হলো।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ, 'তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় মু'মিন হবে? তাদের একদল জেনে শুনেও আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করে।'[১৩৫] আল্লামা সা'দী (রহ.) তাফসীর শেষে বলেন, ইবনে তাইমিয়া এমনি বলেছেন।[১৩৬]

৪নং নমুনা

ইমাম ফুজাইল ইবন ইয়াজ[১৩৭] (রহ.) এর বাণীর মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, ইমাম ফুজাইল ইবন ইয়াজ (রহ.) কিছু আয়াতের তাফসীর উপস্থাপন করেছেন নিম্নরূপ। বিশেষ করে নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণীতে রাসূল (স.) এর সুন্নাহ অনুসরণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ, 'যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে কার আমল বেশি সুন্দর তাকে পরীক্ষা করেন।'[১৩৮]

---

১৩৩. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪
১৩৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৩
১৩৫. আল-কুর'আন, ২ : ৭৫
১৩৬. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০
১৩৭. হাম্বলী মাযহাবের একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারী ছিলেন। ১০৭ হিজরিতে সমরকন্দে জন্ম গ্রহণকরেন। ১৮৭ হিজরি ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। দ্র. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৪৪
১৩৮. আল-কুর'আন, ৬৭ : ২

এখানে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একনিষ্ঠ আমল ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না এবং যা রাসূল (স.) এর সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক হয় সেটাই গ্রহণ করেন।[১৩৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, 'অতঃপর আমি (আল্লাহ) আপনাকে দ্বীনের বিশেষ শরী'আতের উপর প্রতিষ্টিত করেছি। অতএব, আপনি কেবল এই শরী'আতকেই অনুসরণ করুন। অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।'[১৪০] শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ তা'আলা) আপনাকে এমন একটি পরিপূর্ণ শরী'আত দিয়েছি যেই শরী'আত প্রত্যেক ভালো কাজের দিকে আহবান করে এবং প্রত্যেক খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। কেননা এই পরিপূর্ণ শরী'আত অনুসরণেই রয়েছে চিরস্থায়ী নৈকট্য, সফলতা ও কামিয়াব। হে রাসূল! আপনি জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন না। তারা সকলেই রাসূল (স.) এর শরী'আতের বিরোধিতা করে।[১৪১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ, 'রাসূল (স.) তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।'[১৪২] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, এই আয়াতটি দ্বীন ইসলামের সকল মূলনীতি, শাখা-প্রশাখা, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্যসহ সকল বিষয়ের ব্যাপক নীতি নির্ধারক আয়াত। আল্লাহর রাসূল (স.) যা কিছু দ্বীনের বিষয় আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন সবকিছুই বান্দার জন্য নির্ধারিত পালনীয় বিষয় ও অনুসরণযোগ্য। তার বিরোধিতা করা হালাল হবে না। আল্লাহর রাসূল (স.) এর যেকোনো বিষয়ে প্রকাশ্য আদেশ আল্লাহর প্রকাশ্য আদেশের ন্যায়। যার মধ্যে কোনো ওজর-আপত্তি, হ্রাস ও ছাড়ের সুযোগ নেই। আল্লাহর রাসূলের কথার পূর্বে অন্য কোনো ব্যক্তির কথাকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেছেন ঐ ব্যক্তির যে, ইসলামী শরী'আতকে ছেড়ে দেয় এবং মনের কু-প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে।[১৪৩] আল্লাহ তা'আলাই যথার্থই বলেছেন, . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, 'হে ইমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে কোনো বিষয়ে অগ্রগামী হয়ে যেও না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, জানেন।'[১৪৪] শাইখ সা'দী (রহ.) হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সর্বসময় তিনি হাম্বলী মাজহাবের তাকলীদ বা নির্দিষ্ট মাজহাবের

---

১৩৯. জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানসূল লিস-সুয়ূতী*(বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪০৪
১৪০. আল-কুর'আন, ৪৫ : ১৮
১৪১. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৭৯
১৪২. আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭
১৪৩. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০১
১৪৪. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১

অনুসারী ছিলেন না। বরং কিছু কিছু সিদ্ধান্ত তিনি নিজের ইজতিহাদ বা গবেষণায় সঠিক মনে করতেন সেটাই তিনি প্রাধান্য দিতেন। শাইখ সা'দী (রহ.) কোনো একক মাজহাবের স্বদলপ্রীতি ছিলেন না। তিনি যেটা শরী'আতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ পেতেন সেটাই গ্রহণ করতেন ও প্রাধান্য দিতেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। তাঁর তাফসীরের মধ্যে অল্প কিছু বিষয় রয়েছে যা তিনি হাম্বলী মাজহাবের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। নিম্নে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে উপমাগুলো আলোচনা করা হল।

১নং উপমা

একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তিকে ওজরের কারণে বহন করে হজ্জের তওয়াফ বা সা'ঈ করে এবং দুনোজনই হজ্জের তওয়াফ বা সা'ঈর নিয়্যাত করে। তাহলে পরবর্তী হাম্বলী মাজহাবের মত অনুযায়ী যাকে বহন করা হয়েছে শুধু তার হজ্জের তওয়াফ বা সা'ঈ শুদ্ধ হবে। বহনকারীর হজ্জের তওয়াফ বা সা'ঈ শুদ্ধ হবে না। শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, এই মতটি দুর্বল যার কোনো প্রমাণ নেই এবং সহিহ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর সঠিক মতামত হলো ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতামত। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, দুনজনের হজ্জের তওয়াফ বা সা'ঈ শুদ্ধ হবে। আর এটাই সঠিক।[১৪৫]

২নং উপমা

ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, আমাকে হাম্বলী আলেমদের এই মতামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তুকারী যখন ওমরার জন্য তওয়াফ করে সা'ঈ করে। তারপর ওমরা থেকে হালাল হয়ে যায়। অতঃপর হালাল হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে। অতঃপর হজ্জের জন্য ইহরামের নিয়্যাত করে এবং হজ্জ পূর্ণ করে। হজ্জ পূর্ণ করার পর তার নিকটে এ কথা স্বরণ হয় যে, ওমরার জন্য যেই তওয়াফ করা হয়েছিল সেটা অপবিত্র অবস্থায় করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে হাম্বলী মাজহাবের আলেমগণ বলেন, ঐ ব্যক্তির হজ্জ শুদ্ধ হয় নিই। কেননা তিনি ফাসেদ ওমরার সাথে হজ্জ করেছেন এবং ফাসেদ ওমরার সাথে হজ্জ করা জায়েয নেই।

ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এ কথাটি সঠিক কিনা? এবং আপনার মতামত কি? উত্তরে সা'দী (রহ.) বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলার সিদ্ধান্ত হলো তার হজ্জ শুদ্ধ হবে। শুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এর সঠিক দলীল রয়েছে। সবগুলো দলীলের ভিত্তিতেই গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মতামত এমনি। এমনকি হানাফী মাজহাবের মতামত হলো শুদ্ধ হবে।

৩নং উপমা

ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, হাম্বলী মাজহাবের মতামত হলো, কসরের দূরত্ব পরিমান (৪৮ কিলোমিটার) যদি যাকাতের অর্থ দেওয়ার কোনো ব্যক্তি পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও অন্য কোনো শহর বা স্থানে যাকাতের

১৪৫. সা'দ ইবন ফাওয়ায আস-সুমাইল, *মাজমুউল ফাওয়ায়েদ ওয়াকতিনাসুল আওয়াবিদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

অর্থ স্থানান্তর করা যাবে না। লোক না পাওয়া গেলে দেওয়া যাবে। যেকোনো কারণ ছাড়াই যাকাতের অর্থ-সম্পদ স্থানান্তর করা যাবে। এটাই সহিহ কথা। আর এটাই প্রকাশ্য শরী'আতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত।[১৪৬] বলা বাহুল্য, হানাফী মাজহাবের মতামতও এমনি। আর তা হলো সকল স্থানে যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রাপ্য জনগণকে প্রদান করা যাবে।

৪নং উপমা

হাম্বলী মাজহাবের ইমামগণ বলেন, যে, স্ত্রীর পূর্বের খরচাদি রুটির পরিবর্তে গম বা আটা দিয়ে আদায় করলে আদায় করা শুদ্ধ হবে না। সূতরাং রুটিই দিতে হবে। গম বা আটা দিয়ে আদায় করলে আদায় করা শুদ্ধ হবে না। যদিও স্বামী-স্ত্রী দুজনই গম বা আটা দেওয়ার উপর খুশি থাকে। তারপরও শুদ্ধ হবে না কারণ এটা কম-বেশি করার কারণে রিবা বা সুদ হয়েছে। ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, এটা শুধু একটি ভুল মতামত যা শুদ্ধ নয়। কেননা এটা প্রকৃত পরিবর্তন না। সুতরাং গম বা আটা প্রদান করে দিলে শুদ্ধ হবে। এটাই ইমাম সা'দী (রহ.) এর মতামত। ইমাম সা'দী (রহ.) দলীল হিসেবে একটি হাদিস উপস্থাপন করেন। রাসূল (স.) হিন্দা বিনতে উতবাকে[১৪৭] বলেন, خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ, 'তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যা যথেষ্ট হয় সে পরিমাণ তুমি যথাযথভাবে গ্রহণ করো।'[১৪৮] ইমাম সা'দী (রহ.) আলোচনার শেষে বলেন যে, একথাগুলো আমি যা বললাম সেগুলো ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী (রহ.) তাঁর কিতাব মুগনিতে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১৪৯]

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) এর যুগ ও জীবনী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ জীবনী ছিল। সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় সর্বদিকে সংস্কারমুখীর পথে অগ্রসর হচ্ছিল। শাইখ সা'দী (রহ.) এর জ্ঞানের ফলশ্রুতিতে শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আলে উসাইমিন (রহ.) এর মতো ছাত্র তৈরি হয়েছিল। সা'দী (রহ.) মৃত্যুর পরই তিনিই তাঁর স্থান দখল করে ছিলেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) ৪০টির অধিক বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি একজন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী সালফে সালেহীনদের অনুগামী হাম্বলী মাজহাবের বিজ্ঞ আলিম ছিলেন।

---

১৪৬. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৪৮

১৪৭. তিনি হলেন হিন্দ ইবনত উতবা ইবন রবী'আ ইবন আব্দ শামস। আবু সুফিয়ান (রা.) এর স্ত্রী। মু'আবিয়া (রা.) এর মাতা। হিন্দের মাতার নাম সফিয়্যা ইবন উমাইয়া ইবন হারেছা ইবন আল-ওয়াকস। মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। উসমান (রা.) এর খিলাফত কালে মারা যান। দ্র. মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান, *আস সিকাত লি ইবনে হিব্বান আল-বুসতী*(বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৭৫ খ্রি.), খ. ৩ পৃ. ৪৩৯

১৪৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০৩

১৪৯. সা'দ ইবন ফাওয়ায আস-সুমাইল, *মাজমুউল ফাওয়ায়েদ ওয়াকতিনাসুল আওয়াবিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থ বিষয়ক পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও ধরন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	উৎস ও রেফারেন্স বিষয়ক আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থ বিষয়ক

প্রথম পরিচ্ছেদ

শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও ধরন

তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর পদ্ধতি

শাইখ সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর কিতাবের তাফসীর অনেক তাফসীর গ্রন্থই পাওয়া যায়। যেগুলোর মধ্যে কিছু উদ্দেশ্য বহির্ভুত বিস্তারিত। আর কিছু রয়েছে উদ্দেশ্য বহির্ভুত কিছু শাব্দিক শব্দের ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থ। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভব করি যে, কুর'আনের আয়াতের অর্থ উদ্দিষ্ট হবে এবং শব্দগুলো তার মাধ্যম।

আর এই তাফসীর হবে সনদ ভিত্তিক তাফসীর। যা মানব জাতির আলেম সমাজ, জ্ঞানী, গ্রামীণলোক, শহুরে লোক, বিধর্মীসহ সকল শ্রেণির উপকারে আসবে এমন তাফসীর লেখব। সুতরাং তাফসীরের মূল লক্ষ্য থাকবে আয়াতের পরস্পর ধারাবাহিকতা, রাসূল (স.) এর জীবনীসহ তাঁর অবস্থা, সাহাবী ও রাসূল (স.) এর শত্রু তথা কাফেরদের অবস্থা, নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট ইত্যাদি। যেগুলো তাফসীরের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা হিসেবে সহায়ক হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন প্রকারের মতানৈক্যসহ প্রাধান্য মতামত থাকবে অত্র গ্রন্থে।

শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাওফীক দিয়েছেন যেন আমি কুর'আনের গবেষণার দিকে অগ্রসর হই। বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা করি। আল্লাহ তা'আলার শব্দ ও তাঁর অর্থের সাথে যেন মিল থাকে। কুর'আন গবেষণার তাওফীক একমাত্র তাঁরই পক্ষ থেকে হয়।[১৫০]

শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের উদ্দেশ্য

১. সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হলো মানব সকলের স্তর ও পর্যায়ের মতানৈক্যর ভিত্তিতে সকলের হেদায়াত কামনা।

২. সকল মানুষের যেই মিশন তথা রাসূল (স.) এর চরিত্র ও জীবনীর উপর গুরুত্ব দেওয়া। বিশেষ করে তাঁর দ্বীনী ভাই ও কাফেরদের সাথে কেমন সম্পর্ক ছিল।

৩. সর্বশেষ আরবি জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকারের বিষয় গুরুত্ব দেওয়া।

---

১৫০. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*(রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২-১৩; ড. ফাহাদ ইবন আব্দুর রহমান রূমী, *কিতাবু ইত্তেজাহাতুত তাফসীর ফিল কুরুনির রাবিঈ আশার*(রিয়াদ: ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৫০-১৫১; আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *আল-কাওয়া'ঈদুল হিসান লি তাফসীরিল কুর-আন*(রিয়াদ: দারুত তয়ইবা, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৫-৬

উপরের ৩টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করেন যাতে করে আল্লাহর উদ্দেশ্যর দিকে পৌঁছতে পারেন।

তাফসীরুস সা'দীর গুরুত্ব

আধুনিক তাফসীরসমূহের মধ্যে প্রত্যেকটি তাফসীর অবশ্যই দ্বীনি ও ইলমীর গুরুত্ব রাখে। কেননা শাইখ সা'দী (রহ.) যেই তাফসীর রচনা করেছেন সেটাকে আধুনিক তাফসীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। কেননা তিনি এ গ্রন্থ যখন রচনা শুরু করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর এবং আধুনিক সময়ে রচনা করেন। তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে অনেক দিক দিয়ে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। তার মধ্যে ছিল তাহলীলী ভিত্তিক তাফসীর তথা বিশ্লেষণ ভিত্তিক তাফসীর, মাওজুঈ ভিত্তিক তাফসীর তথা আলোচ্য বিষয় ভিত্তিক তাফসীর, ইজমালী ভিত্তিক তাফসীর তথা মৌলিকভাবে তাফসীর, তুলনামূলক তাফসীর ইত্যাদি।

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য

১. স্পষ্ট ও সহজ

ছাত্রদের জন্য সবচেয়ে সহজ ও স্পষ্ট তাফসীর হলো আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان অর্থাৎ, যার বাংলা নাম 'অনুগ্রহশীল আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যাতে সম্মানিত দয়ালু আল্লাহর সহজকরণ'। উক্ত তাফসীরটি সহজ-সরল তাফসীর। লেখক তার মধ্যে নতুন বিষয় নিয়ে এসেছেন। বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে মধ্যম পন্থায় তাফসীর রচনা করেছেন। এই জন্য তার গ্রন্থের নামের সাথে শাব্দিক ও অর্থের ভিত্তিতে অনেক উপকার প্রদানে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদা বর্ণনা

কুর'আনের তাফসীর, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও এর সাথে যেগুলো সম্পৃক্ত এগুলো বর্ণনা করার প্রতি জনগণ মুখাপেক্ষী থাকে। আর সা'দী (রহ.) তার তাফসীরে সেগুলোই নিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও প্রমাণাদি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিপদগামীদের সন্দেহ ও তার উত্তর এমনভাবে প্রদান করেছেন যেখানে কোনো সন্দেহের লেশ মাত্র থাকে না। বিশেষ করে আধুনিক যুগের সন্দেহ সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৩. আধুনিক বাস্তবতার সাথে তাফসীরের সম্পৃক্ততা

এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক তাফসীরকারকদের। তাঁদের মধ্যে একজন সা'দী (রহ.)। এমনকি সমাজের দিকে লক্ষ রেখে তাফসীরের সমন্বয় সাধন করেছেন। সমাজে ইসলামী রাজনীতি, সমাজনীতি, ও অর্থনীতির সমস্যা সমাধানকল্পে কুর'আনের ভিত্তিতে কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।[১৫১]

৪. জ্ঞান-গর্ভ তাফসীরে অনর্থক বিষয় পরিহার

আধুনিক সকল মুফাসসিরগণ এই বিষয়টি পরিহার করেছেন। তিনি এমনভাবে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন যেন মনে হয় ব্যাখ্যাটাই আসল কথা। তার ব্যাখ্যা ও মূল শব্দে অনেক মিল রয়েছে।

---

১৫১. ড. আব্দুস সাত্তার ফাতহুল্লা সাঈদ, *আল-মাদখাল ইলাত তাফসীরিল মাওজূঈ*(কায়রো: দারুত তাওযী' ওয়ান নাশরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.), পৃ. ১৭

৫. নাহু ও বালাগাত শাস্ত্রে গুরুত্বারোপ

ইবনুল ক্বায়্যিম[১৫২] (রহ.) যেমনভাবে নাহু ও বালাগাত শাস্ত্রে গুরুত্বারোপ দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি আল্লামা সা'দী (রহ.) গুরুত্বারোপ দিয়েছেন।

৬. শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ

কুর'আনের আয়াত ও ব্যাখ্যা থেকে নসীহত, ওয়াজ ও শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করেন। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং কুর'আনের কাহিনি থেকে শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করেন। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা, ইউসূফ (আ.) এর ঘটনা, জিহাদের আয়াত, সূরা বাকারার গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসহ অনেক শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করেন।

শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের ধরন

আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان গ্রন্থে চার ধরনের তাফসীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১. আলোচ্য বিষয় ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুল মাওজুঈ

২. শাব্দিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুত তাহলীলী

৩. সমষ্টিগত অর্থাৎ সাধারণভাবে তথা তাফসীরুল ইজমালী

৪. তুলনামূলক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুল মুকারিন

ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীরে অর্থের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শব্দের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন নি। আল্লাহর কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে অর্থের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যা মুসলমানদের উপকারে আসে ও মঙ্গল থাকে। তাঁর তাফসীরের মাঝে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি প্রথমে আলোচ্য বিষয় ভিত্তিক তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। তারপর শাব্দিক বিশ্লেষণ করেছেন। তারপর সমষ্টিগত তাফসীর করেছেন। পরিশেষে তুলনামূলক তাফসীর করেছেন।

১. আলোচ্য বিষয় ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুল মাওজুঈ

এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো কুর'আন, সূরা বা আয়াতের একটি বিষয়ে বিভিন্ন আয়াতের সন্নিবেশন করা। যেমন, যে সকল সূরায় حم অথবা এ জাতীয় শব্দ রয়েছে তার আলোচনা।[১৫৩]

আত-তাফসীরুল মাওজুঈর নমুনা

১. রহমত সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়ের তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

---

১৫২. ইবনুল ক্বায়্যিম আব্দুর রহমান ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জাওযী আল-কুরাশী আল-বাগদাদী (রহ.)। জন্ম ৫০৮ হিজরী। মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী। জন্ম ও মৃত্যু বাগদাদে। ৩০০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে তারকীহু ফাহুমি আহলির আসর, আন-নাসিখ ওয়াল মানসূখ, তালবীসু ইবলীস, মানাকিবু ওমর ইবন আব্দুল আজিজ। দ্র. খায়রুদ্দীন ইবন মাহমূদ আল-যারকালী, *আল-আলাম*(বৈরুতঃ দারুল ইলম, ৮ম প্রকাশ ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩১৬

১৫৩. ড. আব্দুস সাত্তার ফাতহুল্লা সাঈদ, *আল-মাদখাল ইলাত তাফসীরিল মাওজূঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

অর্থাৎ, 'তিনি (আল্লাহ) ও তাঁর ফেরেস্তাগণ অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য তোমাদের উপর রহমত পাঠান। তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।'[১৫৪] শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ মু'মিনদের সাথে রয়েছে। মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তারা রহমতের দু'আ করেন। মু'মিনদেরকে গুনাহের অন্ধকার ও মূর্খতা থেকে ইলম, আমল, জিকির তাওফীক, ও ইমানের আলোর দিকে বাহির করেন। যারা আল্লাহর জিকির বেশি বেশি করে ও শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ ঐ সকল অনুগত বান্দাদের প্রতি অনেক বেশি নেয়ামত দিয়েছেন। আরশ বহনকারী ফেরেস্তাগণ, প্রসিদ্ধ ফেরেস্তাগণ আরশের পাশে যারা অবস্থান করেন তারা তাদের প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করেন এবং তারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনায়ন করেন এবং ইমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফেরেস্তারা আল্লাহর বাণীর ভাষায় বলেন,

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থাৎ, 'হে আমাদের রব! তাদের ওয়াদাকৃত জান্নাতে আদনে স্থান দাও এবং তাদের নেককার বাবা-মা, স্বামী ও স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের। নিশ্চই তুমি মহাশক্তিশালী মহাবিজ্ঞানী। তাদের অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। সেদিন যাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন তাকে তো অবশ্যই রহম ও দয়া করবেন। আর সেদিন তো মহাসাফল্য।'[১৫৫] সুতরাং এগুলো হলো তাদের প্রতি দুনিয়াতে দয়া ও অনগ্রহ। আর আখেরাতে দয়া ও রহমত হলো উত্তম প্রতিদান। আর সেটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, সম্ভাষণ, আল্লাহর সাথে কথপোকথন, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ও মহা প্রতিদান অর্জন যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে দান করবেন।[১৫৬]

২. কবরের আজাবের সত্যায়ন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

অর্থাৎ, 'আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, তার জীবন অবশ্যই সংকুচিত হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।'[১৫৭] এ আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত আরো অনেক আয়াতে তিনি কবরের আজাবের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সা'দী (রহ.) বলেন, সংকীর্ণ জীবনকে কবরের আজাবের সাথে ব্যাখ্যা ও তুলনা করা হয়েছে এবং কবরে তার স্থান সংকীর্ণ হবে। সেখানেই সে আবদ্ধ থাকবে। আল্লাহর জিকির থেকে কিয়ামতের দিবসে বিমূখ থাকার কারণে তাকে শাস্তি দেবেন। উক্ত আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কবরের আজাবের ব্যাপারে আরো একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১৫৪. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৪৩
১৫৫. আল-কুর'আন, ৪০ : ৮-৯
১৫৬. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৫৮; ড.ওয়াহাবাতু ইবন মুস্তফা যুহাইলী, *আত তাফসীরুল মুনীর*(কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ২২, পৃ. ৪৩
১৫৭. আল-কুর'আন, ২০ : ১২৪

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ.

অর্থাৎ, 'আপনি যদি জালেমদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে পেতেন এবং যখন ফেরেস্তারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলে, তোমাদের প্রাণগুলো বের করে দাও, আজ তোমাদের লাঞ্ছনার শাস্তি দেয়া হবে। কারণ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সম্মন্ধে অহংকার করতে।'[১৫৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. অর্থাৎ, 'আমি (আল্লাহ) তাদেরকে বড় শাস্তির আগে অবশ্যই দুনিয়ার ছোট শাস্তি ভোগ করাব। যাতে তারা ফিরে আসে।'[১৫৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ ফির'আনের বংশধরকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, তাদের সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে রেখে দেয়া হবে। আর কিয়ামতের দিন বলা হবে ফির'আউনের বংশধরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও।'[১৬০] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, আয়াতের শুরুতে কবরের আযাব সম্পর্কে বলেন আর শেষের দিকে কিয়ামত দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন।[১৬১]

সুতরাং উপরের উল্লেখিত বিষয়গুলো হলো তাফসীরুল মাওজুঈ এর ধরন ও নমুনা। কেননা সা'দী (রহ.) অনেক আয়াত নিয়ে এসে একটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেটা হলো কবরের আযাব। মাঝে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আলামে বারযাখ সম্পর্কে বলেন সেটাই কবরের আযাব কিয়ামতের পূর্বে। আমি পূর্ববর্তীদের ব্যাখ্যা সমর্থন করি। এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো; আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. অর্থাৎ, 'তাদেরকে আমি (আল্লাহ) মুনাফিকীর কারণে দুবার শাস্তি দেয়। এরপর তাদেরকে ভয়ানক শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'[১৬২] অর্থাৎ, প্রথম শাস্তি হলো কতল/নিহত হওয়ার শাস্তি অথবা দুনিয়াতে মৃত্যুর শাস্তি। দ্বিতীয়বার হলো কবরের শাস্তি। অতঃপর কিয়ামতের শাস্তি তারা ভোগ করবে।[১৬৩]

২. শাব্দিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুত তাহলীলী

মাসহাফে উসমানীর ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে মুফাসসির যা তাফসীর করেন সেটাই তাফসীরুত তাহলীলী। সুতরাং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করবেন অথবা সূরা বা সম্পূর্ণ কুর'আনের ব্যাখ্যা করবেন।

---

১৫৮. আল-কুর'আন, ৬ : ৯৩
১৫৯. আল-কুর'আন, ৩২ : ২১
১৬০. আল-কুর'আন, ৪০ : ৪৬
১৬১. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৮
১৬২. আল-কুর'আন, ৯ : ১০১
১৬৩. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৬৬; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*(বৈরুতঃ দারু ইবনে হযম, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৯২

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় বর্ণনা করবেন। শানে নযূল বর্ণনা করবেন। শাব্দিক অর্থ যার আয়াতের অর্থের সাথে মিল থাকে যেমন কেরাত, শরী'আতের বিধি-বিধান ইত্যাদি।

তাফসীরে তাহলীলীর নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ, 'কিছু লোক আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।'[১৬৪] শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, একক শব্দসমূহের অর্থ এখানে يَشْرِي শব্দের ইবনে মাঞ্জুর সিহাহ গ্রন্থে বলেন, شريت الشيئ اشتريته شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضداد. অর্থাৎ, যখন তুমি কোনো কিছু বিক্রি ও ক্রয় করবে তখন তুমি বলবে شريت الشيئ اشتريته । এখানে اشتراء ও بيع দুটি বিপরীত শব্দ। এখানে يَشْرِي অর্থ يبيع।[১৬৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

অর্থাৎ, 'ইউসূফ (আ.) এর ভাইয়েরা নামমাত্র কয়েক দেরহামে তাঁকে বিক্রি করেছিল।'[১৬৬] এখানে شَرَوْا অর্থ باعوا । এমনিভাবে কামূস অভিধানে রয়েছে। পূর্বের আয়াত অর্থাৎ সূরা বাকারার ২০৭ নং আয়াতটি সুহাইল ইবন সিনান আর-রুমীর শানে নাযিল হয়েছে যখন মক্কার মুশরিকরা তাকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। তখনি এই আয়াত নাযিল হয়। যেমনিভাবে ইবনু আব্বাস, আনাস, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব, আবু উসমান আন-নাহদী,[১৬৭] ইকরামাসহ সাহাবাদের একটি জামা'আত বর্ণনা করেন। যখন সুহাইল ইবন সিনান আর-রুমী মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন মক্কার কাফের-মুশরিকরা তাকে হিজরত করতে নিষেধ করল। তথাপিও তিনি তাদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য হিজরত করতে ভালোবাসলেন।

সুতরাং তাদের থেকে মুক্তি পেলেন এবং তার অর্থ-সম্পদ কাফের-মুশরিকদের দিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর শানে এই আয়াতটি নাযিল হলো যে, মানুষদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে বিক্রি তথা নিজের অর্থ-সম্পদ বিক্রি করে দেয়। অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের পরিবর্তে হিজরতকে পছন্দ করে নেয়। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি দয়ালু। অতঃপর সুহাইল ইবন সিনান আর-রুমী হুররা[১৬৮] নামক স্থানে ওমর ইবনুল খাত্তাবসহ (রা.) অনেকের সাথে সাক্ষাত করলেন।

---

১৬৪. আল-কুর'আন, ২ : ২০৭

১৬৫. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবন মুকরিম ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব*(বৈরুত: দারু সাদির, ১৪১৪ হি.), খ. ৮, পৃ. ২৩

১৬৬. আল-কুর'আন, ১২ : ২০

১৬৭. আবু উসমান আন-নাহদীর প্রকৃত নাম আব্দুর রহমান ইবন কল্লা কূফী। বসরায় বসবাস করতেন। তিনি জাহিলী যুগ ও রাসূল (স.) এর যুগ দুটিই পেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল (স.) এর সাথে সাক্ষাত করতে পারে নিই। এই জন্য তিনি মুখাযরামী সাহাবী। আবু বকর (রা.) ইন্তেকালের পরে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। তিনি ওমর (রা.) থেকে অনেক হাদিস ও রাসূলের জীবনী শুনেন। তিনি ৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১০৪ বছর। দ্র. হাফেজ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ ইবন আব্দুর রহমান মাযযী, *তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল*(দামেশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), খ. ১৭ পৃ. ২৪-৪২৯; রিজওয়ান ইবরাহিম দা'বুল, *মু'আসসাতুর রিসালাহ*(বৈরুত: আন-নাকাবাহ, ১৯৭০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১২৮

১৬৮. মদিনার পশ্চিম দিকে এটা অবস্থিত। সেই স্থানের দিকে নিসবত করে ৬৩ হিজরীতে ইয়াজিদ ইবন মু'আবিয়া এর যামানায় হুর্‌রা নাম করণ করা হয়েছে। দ্র. ইয়াকুত ইবন আব্দুল্লাহ হামাবী, *মু'জামুল বুলদান*(বৈরুত: দারু সাদির, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৪৯

সাহাবারা বললেন, তাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর? সে ব্যবসায় লাভবান হয়েছে। অতঃপর সুহাইল ইবন সিনান আর-রুমী অন্যান্য সাহাবাদের উদ্দেশ্য করে বলেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যবসাকে ধ্বংস করবেন না। অর্থাৎ তোমরাও ব্যবসায় লাভবান হবে। লোকেরা তাঁকে বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমার শানে এই আয়াতটি নাযিল করেছেন। বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল (স.) তাকে বলেছিলেন সুহাইল ব্যবসায় লাভবান হয়েছে।[১৬৯]

আবু উসমান আন-নাহদীর হাদিসটি সুহাইল থেকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবন সালামা আলী ইবন ইয়াযিদ[১৭০] থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে এমনভাবে বর্ণনা করেন। বর্ণনার শেষে তিনি বলেন, এমনি বর্ণনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বলেন, উক্ত আয়াতটি আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারী প্রত্যেক মুহাজিরদের শানে নাযিল হয়েছে। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে কাফেরদের সাথে লড়াই করে এবং নিজেরাও শহীদ হয়। এটা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুর'আনে বর্ণিত আল্লাহর সত্য ওয়াদা। আর আল্লাহর চেয়ে ওয়াদা পূর্ণকারী কে আছে? অতএব, তোমরা যা ক্রয়-বিক্রয় করছ সে বিষয়ে আনন্দিত থেকো। আর এটাই মহাসাফল্য।'[১৭১]

আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, যখন হিশাম ইবন আমির (রা.)[১৭২] এই দুই আয়াতের মাঝে সমন্বয় সাধন করলেন তখন কিছু সাহাবা অস্বীকার করলেন। তখন ওমর (রা.) ও আবু হুরাইরা (রা.) ছাড়া আরো অনেকে ভিন্নমত পোষণ করলেন। অতঃপর এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা গেল যে, ইমাম সা'দী (রহ.) একক প্রতি শব্দের ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। অতঃপর এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা সনদসহ নিয়ে এসেছেন। এভাবে তিনি কমই বর্ণনা

---

১৬৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ হাকিম নিসাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৩. পৃ. ৪৫০, হা. নং ৫৭০০; আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩

১৭০. আলী ইবন ইয়াযিদ নামে তিন জন রাবী আছে। যথা-১. আলী ইবন ইয়াযিদ আবু হিলাল আল-আলহানী। তিনি দামেশকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জঈফ রাবী ও মুনকিরুল হাদিস। ২. আবু হাসান আলী ইবন ইয়াযিদ ইবন সালীম/সুলাইম সুওয়ায়ী। আবু হাতেম বলেন, তিনি শক্তিশালী রাবী নন। তিনি মুনকিরুল হাদিস। ৩. আলী ইবন ইয়াযিদ ইবন রিকানাহ ইবন আবদ ইয়াযিদ আল-মাত্তালাবী। তার পিতার থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। দাদার থেকে মুরসাল হাদিস হিসেবে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তার সম্পর্কে বলেন, তার হাদিস সঠিক বা সহীহ। ইবনে হিব্বান তাকে সহী বা ছিকা নির্ভরযোগ্য রাবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে ৩য় জন উদ্দেশ্য। দ্র. আবুল ফজল আহমাদ ইবন আলী ইবনে হাজার 'আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*(লাখনৌ: দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৬ হি.), খ. ৭, পৃ. ৩৪৫-৩৪৭

১৭১. আল-কুর'আন, ৯ : ১১১

১৭২.হিশাম ইবন আমির ইবন উমাইয়া ইবন হাসহাস ইবন মালিক ইবন আমির ইবন গনাম। বর্ণিত আছে, তার নাম ছিল শিহাব। আল্লাহর রাসূল(সা.) তার নাম পরিবর্তন করে হিশাম রাখলেন। কারণ শিহাব অর্থ আগুন ও অগ্নিশিখা আর হিশাম অর্থ বদান্যতা ও উদারতা। এই দিকে লক্ষ রেখে রাসূল (সা.) নাম পরিবর্তন করেন। রাসূল (সা.) থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার ছেলে সা'দ হাদিস বর্ণনা করেন। হিশাম যিয়াদ ইবন মুয়াবিয়া এর যামানা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। দ্র. আবুল ফজল আহমাদ ইবন আলী ইবনে হাজার 'আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ২৯ ও ৮৩

করেছেন। উল্লেখিত আয়াতে شراء শব্দটি ক্রয় ও বিক্রয় দুটির অর্থ প্রদান করে। কিন্তু ক্রয়ের জন্য আলাদা শব্দ হলো اشتراء আর বিক্রয়ের জন্য আলাদা শব্দ হলো بيع। আর উক্ত আয়াতে اشتراء ও بيع দুটিই পাওয়া গেছে। একারণেই ইমাম সা'দী (রহ.) কুর'আনের তাফসীরের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তরকারী নিয়মকে তাফসীরের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। তা হলো-

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

অর্থাৎ, শব্দের ব্যাপকতার কারণে শিক্ষণীয় বিষয় নির্গত হয় কিন্তু সবাব, কারণ বা উপকরণ নির্দিষ্ট হলে শিক্ষণীয় বিষয় নির্গত হয় না। উক্ত আয়াতটি যদিও সুহাইল (রা.) এর শানে নাযিল হয়েছিল কিন্তু শব্দের ব্যাপকতার কারণে সকল মুজাহিদ ও মুহাজির আল্লাহর এই আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের অর্থ-সম্পদ ও জান ইত্যাদি বিক্রি করে দেয়।

৩. সমষ্টিগত তথা তাফসীরুল ইজমালী

তাফসীরে ইজমালী অর্থ মুফাসসির একটি আয়াত বা একাধিক আয়াতের অর্থের সারাংশ বর্ণনা করবেন। যেখানে থাকবে কঠিন শব্দসমূহের ব্যাখ্যা, শানে নুযূলের ব্যাখ্যা। এমনভাবে বর্ণনা করবেন যার দ্বারা বিস্তারিত তাফসীর করার কোনো প্রয়োজন থাকবে না।[১৭৩]

তাফসীরুল ইজমালীর নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইলদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের বাদশাহ তালূত এর সাথে লড়াই করার ব্যাপারে যে আয়াত নাযিল করেছেন সেই আয়াতের তাফসীর নিম্নরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

অর্থাৎ, 'মূসা (আ.) এর পরে বনী ইসরাইলের নেতাদের দেখেন নি? যখন তারা নবীকে বলেছিল, আমাদের একজন বাদশা নির্ধারণ করে দিন, যাতে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি...।'[১৭৪] আল্লাহ তা'আলা এখানে বনী ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যাতে করে উম্মতে মুহাম্মাদি এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। জিহাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং জিহাদের প্রতি অনাগ্রহ ও ভয় সৃষ্টি না হয়। কেননা ধৈর্যশীলদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশংসনীয় প্রতিদান ও পরিণাম রয়েছে। আর অনাগ্রহী ও ভীতুদের দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদিকে সংবাদ দিলেন যে, বনী ইসরাইলদের মধ্যে সত্যের পথের পথিকেরা জিহাদ করা ভালোবাসত।

তারা নবীকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে তারা ঐক্যমত পোষণ করেছিলেন। যাতে করে নিজেদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ পায়। কোনো ব্যক্তির কোনো কথা বলার সুযোগ না থাকে। সুতরাং তারা নবীর এমন প্রস্তাবে দৃঢ় প্রত্যায়ের সাথে উত্তর প্রদান করলো যে, আমরা আপনার সাথেই রয়েছি। যাতে তারা নিজেদের বাসস্থানে ফিরে আসতে পারে ও নিজেদের ঘর-

১৭৩. ড. আব্দুস সাত্তার ফাতহুল্লা সাঈদ, *আল-মাদখাল ইলাত তাফসীরিল মাওজূঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৭৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৪৬

বাড়ি ফিরিয়ে পায়। আল্লাহ তাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত করে দিলেন। যাতে করে তার দল নিয়ে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন। তারা বিশ্বাস করতো যে, তালূতের সাথে ঐক্যতা পোষণ করে জালুতের বিরুদ্ধে আমরা জয়লাভ করব।

তাদের নবী উত্তর দিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই আমাকে তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে রাষ্ট্র পরিচালনার জ্ঞান দিয়েছেন। বাহাদুরী, সাহাসিকতার মত শারীরিক শক্তিও দান করেছেন। উত্তম চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বেশি অর্থ-সম্পদ দেননি বরং দিয়েছেন মুজেযা অর্থাৎ তাদের কাছে তাবুত এসেছিলো যার মধ্যে সাকিনা তথা শান্তি ছিল এবং মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) এর পরিবারের অবশিষ্ট বিষয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল ও ভীতুদের শনাক্ত করলেন এবং নদীর দ্বারা তাদের পরীক্ষা করলেন। কারণ তাদের নবী বলেছিলেন যে, তারা যেন নদীর পাশ দিয়ে আগমন করতে কোনো পানি যেন পান না করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিহাদের উপকার বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, 'যদি আল্লাহ তা'আলা একজনকে দিয়ে অপরজনকে না হটাতেন তাহলে গোটা দুনিয়া ফাসাদ হতো। আর আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল।'[১৭৫] বিশৃঙ্খলাকারী, মুশরিক, পাপাচার, কাফেরদের কর্তৃত্ব বিলীণ করার জন্যই জিহাদের প্রবর্তন হয়েছে। দ্বীন-ধর্ম ও নিজেদের আত্মা, অর্থ-সম্পদ, সংশোধন ও সংরক্ষণের জন্য জিহাদ শরী'আত সম্মত হয়েছে।[১৭৬] মুজাহিদদের উপর এটা যদিও কঠিন তারপরও তাদের পরিণাম প্রশংসিত। আর যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ভয় করে তথা মুনাফিকরা তাদের দুনিয়াতে অবস্থান যদিও দেখতে ভালো কিন্তু আখেরাতে তাদের অবস্থান কঠিন হবে। সুতরাং সা'দী (রহ.) এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আয়াতের অর্থের ভিত্তিতে সারাংশ বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত তাফসীরের দিকে মনোনিবেশ দেন নি। সুতরাং এই ঘটনা ও কাহিনি থেকে মুসলমানদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। একজন মুসলিম নেতার জ্ঞান, হিকমত, শারীরিক শক্তি, দ্বীনি শক্তি, শান্তি ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে শত্রুদের সাথে সম্পর্ক এগুলো বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন। তেমনিভাবে সৈন্যদের ক্ষেত্রে ধৈর্য, কষ্ট সহ্য করা, আকিদা বিশুদ্ধ করা। কেননা জিহাদের ময়দানে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। সুতরাং সৈন্যদের ইসলামিক আত্মিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রয়োজন। আর এটা অর্জন হবে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যমে। আর আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব তার তাকওয়া অর্জন করার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. অর্থাৎ, 'আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে

---

১৭৫. আল-কুর'আন, ২ : ২৫১

১৭৬. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৬-১৯৯; সাইয়েদ কুতুব শহিদ, *ফী জিলালিল কুর'আন*(বৈরুত: দারুশ শুরুক, ১৪১২ হি.), খ. ১, পৃ. ২৭০-২৭১

জ্ঞাত।[১৭৭] যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম শাসকগণ, বিচারকগণ, মন্ত্রী এ সকল নিয়মনীতি পালন করবে ততোদিন পর্যন্ত তারা শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করতে পারবে এবং তাদের কাছে আল্লাহর প্রকাশ্য সাহায্য আসবে।

তুলনামূলক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুল মুকারিন

মুফাসসিরগণের তাফসীরের আলোকে একটি আয়াত, একাধিক আয়াত অথবা সূরার তাফসীরগুলো তুলনামূলকভাবে বর্ণনা করার নাম আত-তাফসীরুল মুকারিন। যেখানে মুফাসসিরদের মতামত থাকবে। তুলনামূলক তাফসীরের ফলাফল থাকবে। যেমন হজ্জের আয়াত সূরা হজ্জে, রোজার আয়াত সূরা বাকারায়। যখন এগুলোর ব্যাখ্যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাসসিরদের মতামত এর ভিত্তিতে বর্ণনা ভিত্তিক ও জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনা ভিত্তিক অর্থাৎ তাফসীর বিল মা'ছূর ও তাফসীর বির- রয় এর মধ্যে আলোচনা থাকবে।[১৭৮]

তুলনামূলক তাফসীরের নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

অর্থাৎ, 'আর যে ব্যক্তি মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর রাগ, লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তির ব্যবস্থা করবেন।'[১৭৯] ইমামগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। খারেজী ও মু'তাযেলীরা এ আকীদা পোষণ করে যে, যারা অন্যকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে আর যদি সে এককত্বের স্বীকারও করে তার পরও সে জাহান্নামে চির জীবন অবস্থান করবে। এই আয়াতের তাফসীরের ব্যাখ্যা করার পর তিনি মুফাসসিরদের মতামত বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

পরিশেষে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে তাফসীরের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও ধরন বিষয়ক অনেক বিষয়ের সন্নিবেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি একটি নিয়মকে সামনে রেখে তাফসীর করেছেন যে, কুর'আনের আয়াতের অর্থ উদ্দিষ্ট হবে এবং শব্দগুলো তার মাধ্যম হবে। শাইখ সা'দী (রহ.) যেই তাফসীর রচনা করেছেন সেটাকে আধুনিক তাফসীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। তাঁর তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো মানব সকলের স্তর ও পর্যায়ের মতানৈক্যর ভিত্তিতে সকলের হেদায়াত কামনা। সকল মানুষ যেন রাসূল (স.) এর চরিত্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। আরবি জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকারের বিষয় যেন জানতে পারে।

---

১৭৭. আল-কুর'আন, ২ : ২৮৩
১৭৮. ড. আব্দুস সাত্তার ফাতহুল্লা সাঈদ, *আল-মাদখাল ইলাত তাফসীরিল মাওজূঈ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১৭৯. আল-কুর'আন, ৪ : ৯৩

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে স্পষ্ট ও সহজভাবে বর্ণনা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদা বর্ণনা, আধুনিক বাস্তবতার সাথে তাফসীরের সম্পৃক্ততা, জ্ঞান-গর্ভ তাফসীরে অনর্থক বিষয় পরিহার, নাহু ও বালাগাত শাস্ত্রে গুরুত্বারোপ ও শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীরে চার ধরনের তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।[১৮০] আলোচ্য বিষয় ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুল মাওজুঈ। শাব্দিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুত তাহলীলী। সমষ্টিগত অর্থাৎ সাধারণভাবে তাফসীরুল ইজমালী ও তুলনামূলক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুল মুকারিন।

১৮০. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উৎস ও রেফারেন্স বিষয়ক আলোচনা

আল্লামা সা'দী (রহ.) যে সকল উৎস ও রেফান্সের উপর নির্ভর করে তাফসীর করেছেন সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, প্রত্যেক মুফাসসির বিশেষ করে আধুনিক মুফাসসির তাদের গ্রন্থে তাফসীর উপস্থাপন করেন পূর্ববর্তী আলেমদের গ্রন্থ থেকে। যেমন ইবনু তাইমিয়্যাহ, ত্ববারী, ইবনু কাসীর প্রমুখ মুফাসসিরদের গ্রন্থ থেকে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। আর যেহেতু সা'দী (রহ.) আকীদার দিক দিয়ে সালাফী ছিলেন সেহেতু তিনি পূর্ববর্তী আলেমদের থেকে তথা ইবনু তাইমিয়্যাহ, ত্ববারী, ইবনু কাসীর ও ইবনুল ক্বয়্যিম, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রমুখ থেকে তাফসীর গ্রহণ করেছেন। নিম্নে তার তালিকা দেওয়া হলো। তিনি অনেক তাফসীরকারকদের তাফসীর থেকে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। মৌলিকভাবে ৪ জনের তাফসীর থেকে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা হলেন- ইবনু কাসীর , ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনুল ক্বয়্যিম ও ইমাম রাযী (রহ.)। নিচে উপমাসহ উদাহরণ আলোচনা করা হলো।

ক. ইবনু কাসীর

أعدت للكافرين এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **أعدت للكافرين** অর্থাৎ,'কাফেরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।'[১৮১] এমনিভাবে জান্নাত মু'মিনদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) এই সকল আয়াতে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকিদা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে আছে। যার জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না।[১৮২] এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করার পর ইবনু কাসীর (রহ.) অনেক সহীহ হাদিস ও মুতাওয়াতির হাদিস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'দী (রহ.) এতো বিস্তারিত আলোচনা না করে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন যেন কলেবর বৃদ্ধি না পায়।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি স্বরণ করুন ঐ সময়, যখন মুসা (আ.) তার গোত্রকে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গাভী জবাই করার আদেশ দিয়েছেন...।'[১৮৩]

---

১৮১. আল-কুর'আন, ২ : ২৪ ও ৩ : ১৩১
১৮২. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবনু কাসীর, *তাফসীরে ইবনু কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩
১৮৩. আল-কুর'আন, ২ : ৬৭

এই আয়াত ও এতদসংক্রান্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) অনেক বর্ণনার মাধ্যমে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। এগুলো আয়াতের ব্যাখ্যা উবায়দা সালমান সাদী বর্ণনা করেন। আল্লামা আব্দুর রহমান সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেননি। উবায়দা সালমান সাদীর[১৮৪] বর্ণনাগুলো বনী ইসরাইলদের গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। আর এটা বর্ণনা জায়েয কিন্তু রাসূল (স.) এর হাদিসের দিকে লক্ষ রেখে বলা যায় لا نصدق ولا نكذب তথা সত্যও বলব না মিথ্যাও বলব না।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ অর্থাৎ, 'আপনার কাছে কি বিবাদমান লোকদের খবর এসেছে? যখন তারা দাঊদ (আ.) এর ইবাদত খানায় দেয়াল টপকে প্রবেশ করেছিল।'[১৮৫] এই আয়াতসহ এ বিষয়ে অন্যান্য আয়াতের তাফসীর গুলোতে মুফাসসিরগণ অনেক বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ করে ইবনু কাসীর (রহ.) যেগুলো হাদিস বর্ণনা করেছেন সেগুলো ইসরাইলী বর্ণনা। এ ব্যাপারে সহিহ হাদিস পাওয়া যায়নি। মুহাদ্দিস ইবনে আবি হাতেম একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার সনদ সহিহ না। কেননা সেই সনদের মধ্যে ইয়াযিদ রুকাশী[১৮৬] নামক রাবী রয়েছে যিনি আনাস (রা.) হতে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ইয়াযিদ যদিও সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তারপরও মুহাদ্দিসদের নিকটে তার হাদিস জঈফ।

ইমাম ইবনু কাসীর (রহ.) তার গ্রন্থে অনেক মুফাসসিরগণের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, মুফাসসিরগণ মনে করেন এই ঝগড়া দ্বারা উদ্দেশ্য জিব্রাইল (আ.) ও মিকাইল (আ.)। تَسَوَّرُوا এর মধ্যে সর্বনাম তাদের দিকেই ফিরবে। এভাবে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, যার কোনো সঠিক সনদ নেই।[১৮৭] পক্ষান্তরে, ইমাম সা'দী (রহ.) এই বর্ণনাগুলো তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। তিনি বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক ইসরাইল বর্ণনা পাওয়া যায়। যেগুলো মুফাসসিরগণ রেওয়াতের ভিত্তিতে দোষের কারণে অশুদ্ধ বা জঈফ ইত্যাদি হিসেবে সাব্যস্থ করেন।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয় সফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে ২টি নিদর্শন।'[১৮৮] আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন, সফা ও মারওয়াহ ২টি নিদর্শন। দ্বীনের প্রকাশ্য আলামত। যেখানে বান্দারা ইবাদত করে। তারা সেগুলো সম্মান করে। কারণ আল্লাহ তাদেরকে সম্মান করতে আদেশ দিয়েছেন।

---

১৮৪. আবু আমের উবায়দা ইবন আমর আস-সিলমানী/আস-সালমানী আল-মারাদী আল-কূফী। একজন বড় তাবেঈ ও বড় ফকীহ ছিলেন। ৭২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো ৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। দ্র. আবুল ফজল আহমাদ ইবন আলী ইবনে হাজার আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৫৪

১৮৫. আল-কুর'আন, ৩৮ : ২১

১৮৬. ইয়াযিদ ইবন ত্বহমান আবুল মু'তাসির রুকাশী বুসরী। তিনি হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। কুফার অধিবাসী ছিলেন। তার রেওয়াকৃত হাদিস সঠিক না। যার হাদিসে গ্রহণযোগ্যতা নেই। দ্র. আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবন আবি হাতেম, *কিতাবুল জারাহ ওয়াত তা'দীল*((দামেশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি.), খ. ৯, পৃ. ২৭৩

১৮৭. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবনু কাসীর, *তাফসীরে ইবনু কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০০

১৮৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৫৮

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করবে এটা তো অন্তরের তাকওয়াহ।'[১৮৯] সুতরাং উপরের দুটি আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, এগুলো আল্লাহর নিদর্শন। এগুলোকে সম্মান করতে হবে। সাঈ করা ওয়াজিব একথা সবাই বলেছেন। কারণ এগুলোর ব্যাপারে রাসূল (স.) কথা ও কাজের সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, خذوا عني مناسككم 'তোমরা আমার থেকে হজের মাসয়ালা গ্রহণ কর।'[১৯০] আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) আরো অনেক সহীহ হাদিস উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে, সা'দী (রহ.) বিস্তারিত হওয়ার ভয়ে সহীহ হাদিসও উল্লেখ করেননি।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ.......حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ.......حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, 'মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পদ পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ন্যায় বিচারের সাথে (বণ্টনের) অসীয়ত করার বিধান তোমাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে।'[১৯১] আয়াতটির হুকুম রাসূলের হাদিস দ্বারা রহিত করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত নেই।'[১৯২]

আল্লামা ইবনু কাসীর হতে বর্ণিত রেওয়াতের বিরোধিতা করেন আল্লামা সা'দী (রহ.)। তিনি বলেন, এই আয়াতটি রহিত না। কিন্তু সকল মুফাসসির বলেন, আয়াতটি রহিত। সা'দী (রহ.) বলেন, জামহুর মুফাসসিরগণ বলেন, এই আয়াতটি মিরাছের আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। আর কিছু কিছু মুফাসসির[১৯৩] বলেন, আয়াতটি পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকার ব্যতীত অর্থ-সম্পদ পাবে। অথচ এখানে কোনো নির্দিষ্ট করার প্রমাণ বা দলীল নেই। আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক মতামত হলো এই আয়াতটি পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে মুজমাল। আল্লাহ তাদের এই আয়াতটি প্রচলিত সমাজের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। যার ইচ্ছা ওয়াসিত করবে যার ইচ্ছা অসীয়ত করবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য সকল ওয়ারিছদের জন্য মিরাছের আয়াত দ্বারা মিরাছ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এখানে যেহেতু সহীহ

---

১৮৯. আল-কুর'আন, ২২ : ৩২

১৯০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০১২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১১৫৫, হা. নং ১৬৩১; আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*(বৈরুত: দারইহইয়াউত- তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৬৬০, হা. নং ১৩৭৬; আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২১; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবনু কাসীর, *তাফসীরে ইবনু কাসীর* প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৫

১৯১. আল-কুর'আন, ২ : ১৮০

১৯২. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*(রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিল-বায, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১৬৩

১৯৩. সম্ভবত আল্লামা সা'দী (রহ.) কিছু কিছু মুফাসসির দ্বারা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীকে বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ তিনি এই বক্তব্যের প্রবক্তা।

দলীল নেই যার কারণে আয়াতের অর্থ পালন করলে উত্তম হবে। এটাকে নসখ বা রহিত মানার কোনো প্রয়োজন নেই।[১৯৪]

আয়াত রহিত বিষয়ে উত্তর

শাইখ সা'দী (রহ.) ইবনে কাসীরের রেওয়াত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের অসীয়তের ব্যাপারে আয়াতটি রহিত হয়নি। অথচ সকল আলেম রহিত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ২টি দলীলের মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। ১টি কুর'আনের আয়াত দ্বারা। আরেকটি হাদিস দ্বারা। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে মিরাছের অসীয়ত ফরজ করে দিয়েছেন যে, একজন পুরুষ দুইজন মহিলার সমান পাবে...।'[১৯৫]

হাদিসে রাসূল (স.) বলেন, إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত নেই।'[১৯৬] ইমাম সা'দী (রহ.) এর কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আর জামহুরের মতামত অগ্রাধিকার। সম্ভবত সা'দী (রহ.) ফখরুদ্দীন রাজির মতামতের ভিত্তিতে মতামত উপস্থাপন করেছেন। যেমন ইমাম রাজি বলেন, পিতা-মাতার অসীয়তের আয়াতটি মিরাছের আয়াতের ব্যাখ্যা। অথচ ইমাম ইবনু কাসীর কার গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিরোধীদের উত্তর প্রদান করেছেন।

... وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ অর্থাৎ, 'তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে (শয়তান) অংশীদার হয়ে যাও এবং ওয়াদা দাও।'[১৯৭] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, অনেক তাফসীরকারক বলেন, অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে (শয়তান) অংশীদার হওয়া এই আয়াতটি সহবাসের সময়, খাবারের সময়, পান করার সময় বিসমিল্লাহ না বলার কারণে তার কাজের মধ্যে শয়তানের অংশীদার হয়ে যায়। যেমন হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। এটা বলা যায় যে, সা'দী (রহ.) যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটা ইবনু কাসীর (রহ.) তার গ্রন্থে রাসূল (স.) এর হাদিস দ্বারা নিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে আগমনের (সহবাসের) ইচ্ছা করে তাহলে সে যেন এই দোয়া পড়ে।

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.

---

১৯৪. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবনু কাসীর, *তাফসীরে ইবনু কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৭; ড.ওয়াহাবাতু ইবন মুস্তফা যুহাইলী ,*আত তাফসীরুল মুনীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১২, পৃ. ১২২

১৯৫. আল-কুর'আন, ৪ : ১১

১৯৬. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

১৯৭. আল-কুর'আন, ১৭: ৬৪

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ আপনি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে সরে দিন এবং আপনি যা রিজিক (সন্তান) দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে কে দূরে সরে দিন।'[১৯৮] এখানে আয়াত ও হাদিসের আলোকে মানুষের কাজে শয়তান শরীক থাকে যদি বিসমিল্লাহ না বলে শুরু করে।

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى** অর্থাৎ, 'আমিই তোমার প্রতিপালক। জুতা খোলো। তুমি তো এখন পবিত্র উপত্যকায় এসেছ।'[১৯৯] শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, অনেক মুফাসসির বলেন, فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ দ্বারা উদ্দেশ্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ মূসা (আ.) কে আদেশ করেছেন যে, তোমার জুতা খোলো কেননা তোমার জুতা গাধার চামড়া দ্বারা তৈরি। এখানে ইবনু কাছীর (রহ.) অনেক আলোচনা নিয়ে এসেছেন যেগুলো সা'দী (রহ.) পরিহার করেছেন। উল্লেখিত বর্ণনাটির কোনো নির্ভরযোগ্য সহিহ সনদের হাদিস নেই।

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ....شَيْخٌ كَبِيرٌ এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

অর্থাৎ, 'যখন মূসা (আ.) মাদইয়ানের একটি পানির কূপের কাছে গিয়ে দেখলেন একদল লোক তাদের পশুকে পানি পান করাচ্ছে। আর দু'জন মেয়ে পিছনে তাদের পশু থামিয়ে রেখেছে। মূসা (আ.) বললেন ব্যাপার কি তোমাদের? তারা বলল, রাখালরা পশুগুলো সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা পশুগুলো পানি পান করাতে পারছি না। আমাদের পিতা একজন অতি দুর্বল বৃদ্ধ মানুষ।'[২০০]

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত এবং এই আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত আয়াতগুলোতে দুই মহিলা ও তাদের পিতার নাম স্পষ্ট করে বলেননি। আলেমগণ তাদের নামের ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেছেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, দুই মহিলার পিতা প্রসিদ্ধ নবী শু'আইব (আ.) নন। যেমনি অনেকের নিকট প্রসিদ্ধ মতামত। কেননা এ ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট দলীল নেই। শু'আইব (আ.) এর মাতৃভূমি ছিল মাদইয়ানে। এটা বলা মুশকিল যে, মূসা (আ.) হযরত শু'আইব (আ.) এর যামানা পেয়েছিলো কি না? তাহলে কীভাবে আমরা বলব যে, তিনিই শু'আইব (আ.)। আর যদি তিনিই শু'আইব (আ.) হতেন তাহলে আল্লাহ তার নাম বলতেন। আমরা এটাই জানি যে, শু'আইব (আ.) এর গোত্র ও জাতিকে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছিলেন। ইমানদার ব্যক্তি ছাড়া কেউ জীবিত ছিল না। শু'আইব (আ.) হবেন

---

১৯৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(বৈরুত: দারু ইবনু কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৫, হা. নং ১৪১
১৯৯. আল-কুর'আন, ২০ : ১২
২০০. আল-কুর'আন, ২৮ : ২৩

এ ব্যাপারে কোনো সহীহ বর্ণনা রাসূল (স.) থেকে পাওয়া যায়নি।[২০১] আল্লামা সা'দী (রহ.) এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁর কথার উপর আমি ঐক্যমত পোষণ করি। কেননা এ ব্যাপারে কোনো সহীহ বর্ণনায় হাদিস পাওয়া যায়নি। যেমনিভাবে ইবনু কাসীর (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। এগুলো ছিল আল্লামা ইবনু কাসীরের তাফসীর যা আল্লামা সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো।

খ. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ

শাইখ সা'দী (রহ.) ইবনে তাইমিয়ার আকীদা ও মাজহাব এর দিকে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। যার প্রমাণ তার তাফসীরের মধ্যে পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু আলোচনা করা হলো।

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ...وَهُمْ يَعْلَمُونَ এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ, 'তোমরা মু'মিনরা কি আশা কর যে, তাঁরা (আহলে কিতাবরা) তোমাদের কথায় মু'মিন হবে? তাদের একদল জেনে শুনেও আল্লাহ তা'আলার বাণী পরিবর্তন করে।'[২০২] শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল আহলে কিতাবদের নিন্দা বর্ণনা করেছেন। যারা তাদের কিতাবের বাণী স্ব-স্থান থেকে পরিবর্তন করে। যারা শুধু ধারণা করেই বলে। তারা নিজেদের পক্ষ হতে লেখে বলে 'এটা আল্লাহর কিতাব'। সবাই একই শ্রেণির লোক।[২০৩]

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ অর্থাৎ, 'তারা কি কোনো কিছু ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে? নাকি তারাই স্রষ্টা? না তারা আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী।'[২০৪] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, এভাবে কাফেরদের কাছে দলীল উপস্থাপন করার পর আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছুই সম্ভব না। অথবা দ্বীন-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে হবে। এই দলীল-প্রমাণাদির দ্বারা শরী'আত ও বুদ্ধি-বিবেচনায় তিনটি অবস্থা দেখা যায়।

১নং অবস্থা

হয়তো বা কাফের-মুশরিক কোনো কিছুর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ তাদের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। বরং তারা এমনি এমনি দুনিয়াতে এসেছে। আর এটা বাস্তবিক পক্ষেই অসম্ভব।

২০১.আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবনু কাসীর, *তাফসীরে ইবনু কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০; ড.ওয়াহাবাতু ইবন মুস্তফা যুহাইলী ,*আত তাফসীরুল মুনীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২০, পৃ. ৮৫

২০২. আল-কুর'আন, ২ : ৭৫

২০৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭০-৭১

২০৪. আল-কুর'আন, ৫২ : ৩৫-৩৬

২য় অবস্থা

হয়তো বা তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা ও তৈরিকারী। তারা নিজেরাই কারিগর। আর এ অবস্থাটাও অসম্ভব। কেননা তারা বাস্তবিক পক্ষে কোনো বস্তুকে সৃষ্টি করতে পারে না। যখন দেখা গেল যে, উপরের দুটি বিষয় অসম্ভব তখন আমরা বলব যে, ৩য় বিষয়টা সম্ভব। আর তা হলো...

৩য় অবস্থা

কাফেররা নিজে নিজে তৈরি হয়নি। আর নিজেরাও সৃষ্টিকর্তা নয় বরং তাদের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন। আর তিনি হলেন প্রভু আল্লাহ তা'আলা। এ যুক্তিগুলোই ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তাঁর তাফসীরের মধ্যে উল্লেখ করেন। সেই তাফসীরগুলো সা'দী (রহ.) তার তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[২০৫]

গ. আল্লামা ইবনুল ক্বয়্যিম (রহ.)

শাইখ সা'দী (রহ.) আল্লামা ইবনুল ক্বয়্যিম (রহ.) রচিত 'বাদাইউল ফাওয়াইদ' গ্রন্থ থেকে কুর'আনের তাফসীরের সাথে সম্পৃক্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকারী বিষয় বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনুল ক্বয়্যিম (রহ.) তাঁর রচিত গ্রন্থে পাঁচ পরিচ্ছেদে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন যথা-

১. আরবি ভাষার অলংকারশাস্ত্র তথা বালাগাত-ফাসাহাত

২. আরবি ব্যাকরণ তথা নাহু

৩. কুর'আনের জ্ঞান তথা উলূমুল কুর'আন

৪. ফিকহ

৫. বিবিধ

অনুরূপভাবে আল্লামা সা'দী (রহ.) চারটি বিষয়ে তার গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

১. নাহু

২. বালাগাত-ফাসাহাত

৩. কুর'আনের জ্ঞান তথা উলূমুল কুর'আন

৪. আয়াত থেকে উদ্ভুত অনেক মাসয়ালার উপকারিতা[২০৬]

খ. রাসূল (স.) এর হাদিস শরীফের ক্ষেত্রে ইমাম ইবনুল ক্বয়্যিম থেকে সা'দী (রহ.) বর্ণনা করেন।[২০৭] সা'দী (রহ.) বলেন, উপরের উল্লেখিত বিষয়গুলো সূরার অর্থ বা তাফসীর বুঝতে সহায়তা করবে। তিনি সূরাসমূহের অর্থ ও গোপন রহস্য বিষয়ে আলোচনা করেন। সূরা ফাতহের মধ্যে হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করেন। যাতে করে কলেবর বৃদ্ধি না হয়ে যায়।

---

২০৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮১৬
২০৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪
২০৭. ইবনুল কয়্যুম জাওযী, *যাদুল মা'আদ ফী হাদই খয়রিল ইবাদ*(*বৈরুতঃ* দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ . ১২২

ঘ. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.)

পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের বিষয়ে যেই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অসীয়তের অংশ দেওয়ার কথা আলোচনা করেছেন, সেই আয়াতে ইমাম রাযী (রহ.) রহিত না হওয়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

অর্থাৎ, 'মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পদ পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ন্যায় বিচারের সাথে (বণ্টনের) অসীয়ত করার বিধান তোমাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে।'[২০৮] আল্লাহর রাসূল (স.) এর হাদিস দ্বারা এটা রহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জনকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত নেই।'[২০৯] আল্লামা সা'দী (রহ.) এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, উক্ত আয়াত ও তার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতগুলো রহিত হয়নি। যেই মতামত জমহুর আলিম ও মুফাসসিরগণের মতামতের বিরোধী।

এই অধ্যায় থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) রচিত تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان অর্থাৎ যার বাংলা নাম 'অনুগ্রহশীল আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় সম্মানিত দয়ালু আল্লাহর সহজকরণ' তাফসীর গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকারী বই। এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর পদ্ধতি, তাঁর তাফসীরের উদ্দেশ্য, তাফসীরুস সা'দীর গুরুত্ব, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের বৈশিষ্ট্য, উৎস-রেফারেন্স ও শাইখ সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের ধরনসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো। এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলে একজন মুফাসসির সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

২০৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৮০
২০৯. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

চতুর্থ অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে আত-তাফসীর বিল মা'ছূর ও তাফসীর বির রয় বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আত-তাফসীর বিল মা'ছূর
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	আত-তাফসীর বির রয়

চতুর্থ অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে তাফসীর বিল মা'ছুর ও তাফসীর বির রয় বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাফসীর বিল মা'ছুর

পৃথিবীতে আল-কুর'আনের তাফসীর দু'ধরনের। একটি ধারাবাহিক তথা সনদ সহকারে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (স.) সাহাবা, তাবি'ঈগণ ও তাবি'উত তাবি'ঈগণের তাফসীর। দ্বিতীয়টি কুর'আন-হাদীসের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে নিজের বুদ্ধি-বিবেক, প্রযুক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে তাফসীর। প্রথম প্রকারের তাফসীর সর্বসম্মতিক্রমে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়টি আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি প্রশংসনীয় আরেকটি নিন্দনীয়। যাকে উলূমুল কুর'আনের পরিভাষায় তাফসীরে মাহমূদ ও মাজমূম নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এখানে তাফসীর বিল মা'ছুর ও তাফসীরে মাহমূদ তথা প্রশংসনীয় তাফসীর বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে ২টি পরিচ্ছেদে আলোচনা হবে। প্রথম পরিচ্ছেদ আত-তাফসীর বিল মা'ছূর। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আত-তাফসীর বির রয় তথা তাফসীরে মাহমূদ অর্থাৎ, প্রশংসনীয় তাফসীর।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল-কুর'আন নাযিল করেছেন। আল-কুর'আনের ব্যাখ্যা অনেক স্থানে আল্লাহ তা'আলা নিজেই দিয়েছেন। সেখানে আমাদের ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন থাকে না। অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহর রাসূল (স.) দিয়েছেন। সেখানে আর কোনো সাহাবির ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন থাকে না। যেখানে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (স.) এর ব্যাখ্যা নেই সেখানে সাহাবীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেই আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (স.) ও সাহাবীরা দেননি। সেখানে তাবি'ঈগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাফসীরের এই চারটি পর্যায় বেশি গ্রহণযোগ্য।

আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে তাফসীর বিল মা'ছুল কয়েকভাবে আলোচনা করেছেন। একটি কুর'আনের আয়াতের তাফসীর কুর'আনের আয়াত দ্বারা। আরেকটি কুর'আনের আয়াতের তাফসীর হাদিস দ্বারা। তৃতীয় পর্যায়ে সাহাবাদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর। চতুর্থ পর্যায়ে তাবি'ঈদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর।[২১০]

---

২১০. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*(কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৬৩

যদি বলা হয় উপরের তাফসীরের মধ্যে কোনটি উত্তম তাফসীর? উত্তরে সর্বসম্মতিক্রমে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার তাফসীরই উত্তম তাফসীর। এরপর হাদিস ভিত্তিক তাফসীর। যেমন; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

অর্থাৎ, 'আমি আপনার নিকটে কুর'আন অবতীর্ণ করেছি যেন তাদের মতানৈক্য বিষয় স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। কুর'আন মু'মিন জাতিদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।'[২১১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল (স.) বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. অর্থাৎ, 'জেনে রাখো! আমাকে কুর'আন এবং এর অনুরূপ আরেকটি দেওয়া হয়েছে।'[২১২] অর্থাৎ, অনুরূপ কুর'আন দ্বারা হাদিস বুঝানো হয়েছে।[২১৩] এমনকি ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, আল্লাহর রাসূল (স.) যেটা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটাই আল্লাহর সিদ্ধান্ত বা বুঝ।[২১৪]

কুর'আনের আয়াত দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর

কুর'আনের আয়াত মাধমে আরেকটি কুর'আনের আয়াতের তাফসীর করার নাম তাফসীরুল কুর'আন বিল-কুর'আন। এ ধরনের তাফসীর ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে অনেক আলোচনা করেছেন। নিম্নে কিছু বর্ণনা করা হলো।

১নং তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

অর্থাৎ, 'আর ভয় করো সেই দিনটির ব্যাপারে, যেদিন কেউ কারো কিছুমাত্র কাজে আসবে না, যেদিন কারো শাফা'আত কবুল করা হবে না, যেদিন কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং যেদিন তাদের (পাপিদের) সাহায্যও করা হবে না।'[২১৫] এ বিষয়ে এমনি আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.

---

২১১. আল-কুর'আন, ১৬ : ৬৪
২১২. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩২৮ হা. নং ৪৬০৬
২১৩. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১ পৃ. ১৮৮
২১৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২
২১৫. আল-কুর'আন, ২ : ৪৮

অর্থাৎ, 'আর ভয় করো সেই দিনটির ব্যাপারে, যেদিন কেউ কারো কিছুই কাজে আসবে না, যেদিন কোনো বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না, কোনো শাফা'আতও কাজে আসবে না এবং যেদিন তাদের (পাপীদের) সাহায্যও করা হবে না।'[২১৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে কিয়ামতের ভীতি প্রদর্শন করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো কাজে আসবে না যদিও সে ব্যক্তি নবী-রাসূল ও সৎ লোক হোক না কেন? সে ব্যক্তি নিকট আত্মীয় হলেও কোনো কাজে আসবে না। সেদিন তার নিজের আমলই কাজে আসবে। আল্লাহ তা'আলা যাকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করবেন সেই শুধু সুপারিশ করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. অর্থাৎ, 'এমন কে আছে যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সম্মুখে শাফ'আত করবে?'[২১৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا.

অর্থাৎ, 'সেদিন জিবরাইল (আ.) এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা কোনো কথা বলবে না (বলার সাহস পাবে না) তবে দয়াময় রহমান কাউকে অনুমতি দিলে (সে কথা বলবে) এবং ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।'[২১৮] উপরের দুটি আয়াতের অনুবাদ থেকে বুঝতে পারলাম যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো সুপারিশ করতে পারবে না। আল্লামা সা'দী (রহ.) সূরা বাকারার ৪৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের তাফসীর আরেকটি আয়াত দ্বারা করেছেন। আর তা হলো:

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ.

অর্থাৎ, 'যারা জুলুম করে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেগুলো এবং আরো সমপরিমাণ সম্পদও যদি তাদের থাকে, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে তারা সবই দিয়ে দেবে। আর তাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে এমন কিছু প্রকাশ হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।'[২১৯]

এই আয়াতের বিষয়বস্তু হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে অনেক স্থানে বলেছেন। নিম্নে কিছু আয়াত প্রদত্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

---

২১৬. আল-কুর'আন, ২ : ১২৩
২১৭. আল-কুর'আন, ২ : ২৫৫
২১৮. আল-কুর'আন, ৭৮ : ৩৮
২১৯.আল-কুর'আন, ৩৯ : ৪৭

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় যারা কুফুরি করে, পৃথিবীর সব কিছু যদি তাদের হয় এবং সমপরিমাণ যদি আরো থাকে, কিয়ামত কালের আযাব থেকে মুক্তির জন্য (তারা সবই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দিতে চাইবে, কিন্তু) তাদের থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'[২২০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ.

অর্থাৎ, 'আর যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় না, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই যদি তাদের থাকত এবং সেই সাথে অনুরূপ আরো থাকত, তারা (আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য) মুক্তিপণ হিসেবে সেই সবই দিয়ে দিত। তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট হিসাব এবং তাদের আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। সেটা খুবই নিকৃষ্ট স্থান।'[২২১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় যারা কুফুরি করে এবং কাফির অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়, কিছুতেই তাদের কারো (তওবা) কবুল করা হবে না, এর বিনিময়ে পূর্ণ পৃথিবী সমান সোনা মুক্তিপণ হিসেবে দিলেও নয়। এদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'[২২২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

অর্থাৎ, 'সুতরাং আজ তোমাদের থেকে কোনো ফিদিয়া তথা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের থেকেও নয়। জাহান্নামই হবে তোমাদের আবাসস্থল এবং সেটাই হবে তোমাদের অভিভাবক। আর সেটা যে কতই নিকৃষ্ট পরিণাম!'[২২৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا... অর্থাৎ, 'তার (খারাপ নফস) জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। আর তারা (যারা দ্বীনকে খেল তামাশা হিসেবে গ্রহণ করে) মুক্তির বিনিময়ে সব কিছু দিলেও সেটা গ্রহণ করা হবে না...।'[২২৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

---

২২০. আল-কুর'আন, ৫ : ৩৬
২২১. আল-কুর'আন, ১৩ : ১৮
২২২. আল-কুর'আন, ৩ : ৯১
২২৩. আল-কুর'আন, ৫৭ : ১৫
২২৪. আল-কুর'আন, ৬ : ৭০

অর্থাৎ, 'হে ঐ সকল লোক যারা ইমান এনেছ! সেই দিনটি আসার পূর্বেই তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো সেই সম্পদ থেকে, যা আমি তোমাদের দান করেছি, যেদিন অর্থের কোনো আদান-প্রদান থাকবে না এবং থাকবে না কোনো সুপারিশ। মূলত কাফিররাই হলো অত্যাচারী-যালিম।'[২২৫] সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ৪৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কুর'আনের অনেক স্থানে তার বর্ণনা নিয়ে এসেছেন। এখানে নমুনা স্বরূপ একটি আয়াতের তাফসীর ১০টি আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। এই তাফসীরকেই বলা হয় তাফসীরুল কুর'আন বিল-কুর'আন। আল্লামা শাইখ সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে অনেক স্থানে এভাবে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।

২নং তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

অর্থাৎ, 'নাকি তোমরা ধরে নিয়েছ, তোমরা (অতি সহজেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ইমানের পথে চলেছিল, তাদের উপর দিয়ে যে অবস্থা অতিবাহিত হয়েছিল, সে অবস্থা এখনো তোমাদের উপর আসেনি। তাদের উপর নেমে এসেছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্য, দুখ-কষ্ট এবং তারা প্রকম্পিত ও বিচলিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি রাসূল (স.) এবং তাঁর ইমানদার সাথীরা বলে উঠেছিল; متي نصر الله তথা আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখন তাদের বলা হয়েছিল) 'জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।'[২২৬]

শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় আরেকটি আয়াত উল্লেখ করে পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। আয়াতটি নিম্নরূপ; আল্লাহ তা'আলা বলেন, . أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ, 'তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনো বাস্তবে দেখে নেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে আর কারা অটল অবিচল থেকেছে।'[২২৭] শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরেকটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. অর্থাৎ, 'মানুষ কি ধারণা করে নিয়েছে যে, 'আমরা ইমান এনেছি' একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?'[২২৮] এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে আরো বলেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

---

২২৫. আল-কুর'আন, ২ : ২৫৪
২২৬. আল-কুর'আন, ২ : ২১৪
২২৭. আল-কুর'আন, ৩ : ১৪২
২২৮. আল-কুর'আন, ২৯ : ২

অর্থাৎ, 'আমি তাদের পূর্বের লোকদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্য (পরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তবে) জেনে নেবেন তাদের, যারা (ইমানের দাবীতে) সত্যবাদী, এবং জেনে নেবেন তাদের, যারা (ইমানের দাবীতে) মিথ্যাবাদী। যারা মন্দ কর্মে লিপ্ত তারা কি ধারণা করেছে যে, তারা আমাদের অতিক্রম করে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই যে নিকৃষ্ট!'[২২৯] শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি প্রবাদ বাক্য নিয়ে এসেছেন। فعند الامتحان يكرم المرأ أو يهان. অর্থাৎ, 'মানুষ পরীক্ষার সময় সম্মানিত অথবা অসম্মানিত হয়।'[২৩০]

পূর্বের পাঁচটি আয়াতের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে আরো কয়েকটি আয়াত প্রদত্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. অর্থাৎ, 'আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতোদিন না আমি জেনে নেব তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যধারণকারীদের। এ জন্য আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।'[২৩১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ.

অর্থাৎ, 'তোমরা এখন যে অবস্থায় আছো আল্লাহ মু'মিনদের এ অবস্থা রেখে দেবেন না, তিনি খারাপ লোকদের ভালো লোকদের থেকে পৃথক করবেন...।'[২৩২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

অর্থাৎ, 'এর (জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের না হওয়া) কারণ হলো, আল্লাহ তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করতে চান এবং তোমাদের সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করতে চান। আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন।'[২৩৩] সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কুর'আনের অনেক স্থানে তার বর্ণনা এসেছে। এখানে নমুনা স্বরূপ সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াতের তাফসীর ৬টি আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। এই তাফসীরকেই বলা হয় তাফসীরুল কুর'আন বিল-কুর'আন। আল্লামা শাইখ সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে অনেক স্থানে এভাবে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।

৩নং তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. অর্থাৎ, 'আল্লাহ তাদের সাথে বিদ্রুপ করেন এবং তাদের তাদের বিদ্রোহী ভূমিকায় অন্ধভাবে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।'[২৩৪] শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন, কিয়ামত দিবসে মুনাফিকদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের কিয়ামত দিবসে তাদের প্রকাশ্য নূর বা আলো দেবেন। যখন মু'মিনগণ তাদের নূর নিয়ে চলবে তখন মুনাফিকদের নূর নিভে যাবে এবং তারা অন্ধকারের মধ্যে

---

২২৯. আল-কুর'আন, ২৯ : ৩-৪
২৩০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*(রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২ খ্রি.), খ. ১,পৃ. ১৬৯-১৭০
২৩১. আল-কুর'আন, ৪৭ : ৩১
২৩২. আল-কুর'আন, ৩ : ১৭৯
২৩৩. আল-কুর'আন, ৩ : ১৫৪
২৩৪. আল-কুর'আন, ২ : ১৫

নিপতিত হবে। তাদের এর থেকে বড় আফসোস থাকবে না। শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরেকটি আয়াত নিয়ে আসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

অর্থাৎ, 'তখন মুনাফিকরা মু'মিনদের ডেকে বলবে; 'আমরা কি (পৃথিবীতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না? তখন তারা বলবে; হ্যাঁ ছিলে, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলেছিলে, তোমরা (আমাদের অমঙ্গলের) অপেক্ষা করছিলে, সন্দেহ পোষণ করছিলে এবং অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিল। এমনি করে আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু বা ইসলামের বিজয়) এসে পড়েছিল, আর মহাপ্রতারক (শয়তান) আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদের প্রতারিত করে রেখেছিল।'[২৩৫]

শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এভাবেই তাফসীর করেছেন।[২৩৬]

মুনাফিকদের সম্পর্কে কুর'আনে অনেক আয়াতের বর্ণনা এসেছে। যার কোনো সীমাবদ্ধ নেই। একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা মুনাফিকদের নামে সাথে মিল রেখে ৬৩ তম সূরা 'মুনাফিকূন' নামে নামকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সূরা বাকারায়, তওবা, আহযাব, হাদীদ, নিসা, আনকাবূত, মুহাম্মাদ ও ফাতহসহ অনেক সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে কুর'আনে অনেক আয়াতের বর্ণনা এসেছে। নিম্নে কিছু আয়াত প্রদত্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. অর্থাৎ, 'মুনাফিকরা মু'মিনদের সাথে (দুনিয়াতে) ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, মুনাফিকদের সাথেও আল্লাহ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।'[২৩৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

অর্থাৎ, 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কিংবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না-ই করুন, একই কথা। তুমি তাদের জন্য সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল (স.) এর প্রতি কুফুরি করেছে। আল্লাহ ফাসিক-পাপাচারী লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।'[২৩৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.

২৩৫. আল-কুর'আন, ৫৭ : ১৪
২৩৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯
২৩৭. আল-কুর'আন, ৯ : ৭৯
২৩৮. আল-কুর'আন, ৯ : ৮০

অর্থাৎ, 'যখন ভয়ের সময় আসে, তুমি তাদের দেখবেন মরণের ভয়ে মূর্ছা যাওয়া ব্যক্তির মতো তারা চোখ উল্টিয়ে তোমার দিকে তাকায়। আবার যখন ভয় চলে যায় তখন সম্পদের লোভে তারা তোমাদের প্রতি ভাষার তীর নিক্ষেপ করে। এরা ইমান আনেনি ফলে, আল্লাহ তাদের আমল বিনষ্ট করে দিয়েছেন, আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।'[২৩৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ.

অর্থাৎ, 'মু'মিনেরা (প্রকৃত মু'মিন নয়, মুনাফিক প্রকৃতি লোক) বলে, 'এমন একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকবে) তারপর যখন কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত সূরা নাযিল হয়, যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকে, তখন আপনি দেখবেন, যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা মরণের ভয়ে হতভম্ব মানুষের মতো আপনার দিকে তাকাচ্ছে। তাদের জন্য উত্তম হতো (আনুগত্য করা ও সৎ কথা বলা)।'[২৪০]

সুতরাং বুঝা গেল সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় কুর'আনের অনেক স্থানে তার বর্ণনা এসেছে। এখানে নমুনা স্বরূপ সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতের তাফসীর ৫টি আয়াত দ্বারা করা হয়েছে। এই তাফসীরকেই বলা হয় তাফসীরুল কুর'আন বিল-কুর'আন। আল্লামা শাইখ সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে অনেক স্থানে এভাবে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। যা আল্লামা শাইখ সা'দী (রহ.) এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি। এভাবে কুর'আনের অনেক স্থানে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকামে দান করুন।

হাদিস দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর

কুর'আন নাযিল করা হয়েছে মুহাম্মাদ (স.) এর উপর। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের অনেক আয়াতে সম্বোধন করেছেন। তাঁর নাম পর্যন্তও কুর'আনে এসেছে। আল্লাহর পরে কুর'আনের ব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশি জানতেন স্বয়ং রাসূল (স.)। কারণ তিনিই হলেন কুর'আনের সম্বোধিত ব্যক্তি। কুর'আনের আয়াত মুখস্থ ও ব্যাখ্যা করানোর দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

অর্থাৎ, 'তুমি তাড়াহুড়া করে অহী আয়ত্ব করার জন্য বারবার জিহ্বা নাড়াবেন না। এর সংরক্ষণ ও পড়ানোর দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন কুর'আন পড়ি তুমি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করো। অতঃপর তার ব্যাখ্যা করার দায়িত্বও আমার।'[২৪১]

---

২৩৯. আল-কুর'আন, ৩৩ : ১৯
২৪০. আল-কুর'আন, ৪৭ : ২০
২৪১. আল-কুর'আন, ৭৫ : ১৬-১৯

সুতরাং এই আয়াতের অর্থ থেকে জানতে পারলাম যে, কুর'আনের ব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশি জানতেন রাসূল (স.)। আর কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা হাদিস দ্বারা করার নাম تفسير القران بالسنة النبوي তথা **হাদিস দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর।** শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এ ধরনের অনেক তাফসীর নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে রাসূল (স.) এর হাদিস নিয়ে এসেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হলো।

কুর'আনের অনেক ফরজ বিধান রয়েছে যার ব্যাখ্যা কুর'আনে নেই। সেগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল (স.)। যেমন; সলাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ্জ ইত্যাদি বিষয়ের অনেকগুলো স্পষ্টাকারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুর'আনে কিছু স্থানে ইঙ্গিত হিসেবে দেওয়া হয়েছে মাত্র। বাকিগুলো আল্লাহর রাসূল (স.) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমনি আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ অর্থাৎ, 'জেনে রাখ! আমাকে কুর'আন এবং এর অনুরূপ আরেকটি দেওয়া হয়েছে।'[২৪২] অনুরূপ কুর'আন দ্বারা হাদিস বুঝানো হয়েছে।[২৪৩] আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, صلوا كما رأيتموني أصلي অর্থাৎ, 'আমাকে যেমন তোমরা সলাত পড়তে দেখছ সেভাবে তোমরা সলাত পড়ো।'[২৪৪] আল্লাহর রাসূল (স.) আরো বলেন, لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ অর্থাৎ, 'তোমরা আমার থেকে যেন হজ্জের মাস'আলা গ্রহণ কর।'[২৪৫] আল্লাহর রাসূল (স.) ঐ সকল মানুষদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন যারা নিজেদের মধ্যে বিচার কাজে সুন্নাতকে অনুসরণ করতে চাইত না এবং তারা মনে করে একমাত্র কুর'আনই ফয়সালাকারী। রাসূল (স.) এ বিষয়ে বলেন,

ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ماحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حرم الله

অর্থাৎ, 'জেনে রেখো! এটা কি এমন যে এক ব্যক্তির কাছে আমার হাদিস বর্ণনা করা হয়। এমতাবস্থায় সে তার গদিতে হেলান দিয়ে বলে, আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবই সিদ্ধান্ত দেবে। সুতরাং আল্লাহর কিতাবে যা হালাল পেয়েছি সেটাই হালাল হিসেবে সাব্যস্ত করব আর যা পাইনি সেটাকে হারাম হিসেবে সাব্যস্ত করব। যেমন আল্লাহ হারাম করেছেন তেমনি আল্লাহর রাসূল (স.) হারাম করেছেন।'[২৪৬]

শাইখ সা'দী (রহ.) কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন রাসূল (স.) এর হাদিস দ্বারা। কখনো হাদীসের রাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। কখনো হাদীসের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেছেন। কখনো রাবীর নাম

২৪২. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৮, হা. নং ৪৬০৬
২৪৩. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৮
২৪৪. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী, *সহীহ ইবন হিব্বান*(বৈরুত: মুয়াসসাতুর- রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৪১, হা. নং ১৬৫৮
২৪৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০১২ খ্রি.), খ. ২ পৃ. ৯৪৩, হা. নং ৩১৯৭
২৪৬. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ৩, হা. নং ২৬৬৪

উল্লেখ করেননি। কখনো কখনো মূল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি সবসময় সহীহ হাদীসের আলোকে দলীল উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হলো যা শাইখ সা'দী (রহ.) সুন্নাহর আলোকে কুর'আনের ব্যাখ্যা করেছেন।

সুন্নাহর ভিত্তিতে কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যার নমুনা

১নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.

অর্থাৎ, 'মানুষের মধ্যে কিছু (মুনাফিক) লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান এনেছি, অথচ তারা মু'মিন নয়। তারা (মুনাফিকরা) মনে করে, তারা আল্লাহ ও মু'মিনদের সাথে ধোকাবাজি করে। অথচ তারা যে নিজেরা ছাড়া আর কাউকে ধোকা দিচ্ছে না, এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না।'[২৪৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, 'জেনে রাখো! নিফাক হলো ভালোকে প্রকাশ করা এবং খারাপকে গোপন করা। এই সংজ্ঞার মাধ্যমে ই'তেকাদী নিফাক ও আমলী নিফাক তথা বিশ্বাসগত নিফাক ও আমলগত নিফাক দুটিই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। যেমনি আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ অর্থাৎ, 'মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে। যখন অঙ্গীকার করবে ভঙ্গ করবে। যখন আমানত রাখা হবে খিয়ানত করবে।'[২৪৮] অন্য বর্ণনায় আরেকটি আলামত বলা হয়েছে। সেটা হলো-وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ অর্থাৎ, 'যখন ঝগড়া করবে তখন অশালীন গালি দেবে।'[২৪৯] সুতরাং উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা গেল যে, মিথ্যা পরিত্যাগ করতে হবে আর সত্য আঁকড়ে ধরতে হবে। যেমনি ইবন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস রাসূল (স.) বলেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

অর্থাৎ, 'সত্য ভালো কাজের দিকে পথ দেখায় এবং ভালো কাজ জান্নাতের দিকে পথ দেখায়। আর মানুষ যখন সত্য কথা বলে তখন সে সত্যবাদী হিসেবে সাব্যস্ত হয়। আর মিথ্যা খারাপ কাজের দিকে

---

২৪৭. আল-কুর'আন, ২ : ৮-৯
২৪৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২১, হা. নং ৩৩
২৪৯. প্রাগুক্ত, হা. নং ৩৪, ২৪৫৯ ও ৩১৭৮

পথ দেখায় এবং খারাপ কাজ জাহান্নামের দিকে পথ দেখায়। আর মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন আল্লাহর কাছে তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লেখা হয়।'[২৫০]

২নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً অর্থাৎ, 'তারপরও তোমাদের হৃদয়গুলো কঠিন হয়ে গেল। মনে হয় পাথরের ন্যায় কঠিন অথবা তার থেকেও আরো বেশি কঠিন।'[২৫১] এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, 'জেনে রাখো! এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক মুফাসসির বনী ইসরাইলদের ব্যাপারে অতিরিক্ত তাফসীর করেছেন যেগুলো ইসরাইলী বর্ণনা বলে আলেমগণ অভিমত উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে কুর'আনের তাফসীর হিসেবে উপস্থাপন করতে চান। তারা দলীল হিসেবে রাসূল (স.) এর এই হাদিস উপস্থাপন করেন। রাসূল (স.) বলেন,

وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, 'তোমরা বনী ইসরাইলদের থেকে বর্ণনা করো এতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় সে যেন জাহান্নামকে নিজের বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করে।'[২৫২] ইমাম সা'দী তাঁর গ্রন্থে এমনিভাবে তাফসীর করেছেন।[২৫৩]

৩নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ অর্থাৎ, 'তোমাদের জন্য মৃত পশু ও রক্ত হারাম করে দেয়া হলো...।'[২৫৪] আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, মৃত জীব হারাম। আর মৃত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার আত্মা নেই এবং সেটা শার'ঈ নিয়মে জবাই ব্যতীত যার প্রাণ চলে গেছে। কেননা সেটা মানুষের দেহের জন্য ক্ষতিকর বলেই হারাম করে দেওয়া হয়েছে। কেননা শার'ঈ জবাইকৃত ব্যতীত সেগুলোর গোশত মানব দেহে প্রবেশ করলে অনেক ক্ষেত্রে মুত্যু পর্যন্তও হতে পারে। কিন্তু মৃত জীবের মধ্যে থেকে টিড্ডী (এক প্রকার ফড়িং এর ন্যায় পাখি) ও মাছ হালাল। অর্থাৎ, এগুলো মৃত হলেও খাওয়া হালাল বা বৈধ। আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদিস উপস্থাপন করে ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, সব মৃত ও রক্ত হারাম নয়। কিছু মৃত ও রক্ত হালাল। কেননা রাসূল (স.) বলেন, أحلت لكم ميتتان ودمان . فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال অর্থাৎ, 'তোমাদের জন্য দুটি মৃত জীব ও দুটি রক্ত হালাল করা হয়েছে। সুতরাং দুটি মৃত জীব হলো মাছ ও টিড্ডী। আর দুটি রক্ত হলো কলিজা ও প্লীহা বা তিল্লি।'[২৫৫]

---

২৫০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৮ পৃ. ২৯, হা. নং ৬৮০৩
২৫১. আল-কুর'আন, ২ : ৭৪
২৫২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৭৫, হা. নং ৩৪৬১
২৫৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮
২৫৪. আল-কুর'আন, ৫ : ৩
২৫৫. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবন মাজাহ*(বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৯ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১১২ হা. নং ৩৩১৪

রাসূল (স.) কে সামুদ্রিক পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, সমুদ্রের পানি পবিত্র কি না? রাসূল (স.) বলেন, পানি ও সমুদ্রের মৃত মাছ হালাল।[২৫৬] এখানে دَم দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবাহিত রক্ত। এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা আরেকটি আয়াতে বলেন,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا...

অর্থাৎ, 'হে নবী! বলুন 'কেউ যা খেতে চায়, আমার প্রতি প্রেরিত অহীতে তার মধ্যে মৃত প্রাণি ও প্রবাহিত রক্ত ছাড়া (অথবা শুয়োরের গোশত ছাড়া) আর কিছুই হারাম পাই না...।'[২৫৭] আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে বলেন যে, এখানে আল্লাহর রাসূল (স.) এর হাদিস দ্বারা উলূমুল কুর'আনের পরিভাষায় تخصيص العام في القران তথা কুর'আনে ব্যাপক বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা সব মৃত ও রক্তকে হারাম করেছেন কিন্তু রাসূল (স.) তাঁর হাদিস দ্বারা কিছু মৃত ও রক্তকে হালাল করেছেন। এখানে দুটি মৃত হালাল জীব হলো মাছ ও টিড্ডী। আর দুটি রক্ত হালাল হলো কলিজা ও প্লীহা বা তিল্লি। এখানে রাসূল (স.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর হাদিস দ্বারা। এখানে শুধু কুর'আনের ব্যাপকতার দিকে লক্ষ রেখে সব রক্ত হারাম সাব্যস্ত করলে মানবজাতির নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস হারাম হবে। অর্থাৎ, এই দুটি বস্তুর আমাদের সমাজে অধিক প্রচলন রয়েছে। যার কারণে রাসূল (স.) এটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন।

৪র্থ নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

অর্থাৎ, 'তোমাদের যেসব নারী ফাহেশা কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয় (বলে অভিযোগ উঠে), তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো। তারা যদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তবে তাকে গৃহবন্দী করে রাখো যতদিন না তার মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ এ ধরনের নারীদের বিষয়ে কোনো বিধান নাযিল করবেন।'[২৫৮]

আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা যেনার বিষয়ে চার জন সাক্ষ্য প্রদান করলে স্ত্রীকে ঘরে বন্দী করে রেখে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথবা আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো বিধান নাযিল করবেন। ইমাম সা'দী (রহ.) উল্লেখিত সূরা নিসার ১৫ নং আয়াতটি মানসূখ তথা রহিত হিসেবে গ্রহণ করেন না। অথচ এই আয়াতটি ইসলামের শুরু যামানায় নাযিল হয়েছিল। তারপরও এই আয়াতের মধ্যে আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. তথা আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে নারীদের জন্য কোনো বিধান নাযিল করবেন।

---

২৫৬. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১২, হা. নং ৩৮৮
২৫৭. আল-কুর'আন, ৬ : ১৪৫
২৫৮. আল-কুর'আন, ৪ : ১৫

পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে ...الشيخ والشيخة إذا زنيا এই আয়াত নাযিল করেন। এই আয়াতটি যদিও শাব্দিকভাবে রহিত করা হয়েছে কিন্তু সকল আলেম বলেন যে, হুকুম রহিত হয়নি। আল্লামা সা'দী (রহ.) সূরা নিসার ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা স্পষ্টাকারে দলীল উপস্থাপন করেননি। বরং শুধু এ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মহিলাদের বিষয়ে বিধান নাযিল করবেন। আর সেটা হলো পাথর নিক্ষেপ করা ও বেত্রাঘাত করা। বেত্রাঘাত করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ অর্থাৎ, 'যেনাকারিণী মহিলা ও যেনাকারী পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত করো।'[২৫৯] এখানে মূল আলোচনার বিষয় হলো কুর'আনের আয়াতকে হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা। এই আয়াত অথবা এ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল আয়াতের ব্যাখ্যা হলো রাসূল (স.) এর সুন্নাহ তথা হাদিস। রাসূল (স.) বলেন;

خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

অর্থাৎ, 'আমার থেকে গ্রহণ করো, আমার থেকে গ্রহণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের বিষয়ে বিধান নাযিল করেছেন। অবিবাহিতা নারী ও অবিবাহিত পুরুষের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছর দেশান্তর। বিবাহিতা নারী ও বিবাহিত পুরুষের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ।'[২৬০]

এই হাদীসের কয়েকটি বিষয় লক্ষনীয়।

১. خُذُوا عَنِّى শব্দটি রাসূল (স.) দুবার বলেছেন। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, কুর'আনের সূরা নিসার ১৫ নং আয়াত বা যেনা সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আমি রাসূল থেকে গ্রহণ করো। এই বাক্য দুবার বলার কারণ এটাই প্রমাণ করে যে, রাসূল (স.) যেনা সংক্রান্ত আয়াতগুলো এই হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

২. أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً কুর'আনে এই বাক্য বলার অর্থই হলো আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে বিধান নাযিল করবেন। এ কথা প্রমাণ বহন করে যে কুর'আনের আয়াত ও রাসূল (স.) এর হাদীসের মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরিত্য নেই।

৩. এই হাদীসের ভিত্তিতে রাসূল (স.) দু'ধরনের শাস্তি বর্ণনা করেছেন।

ক. অবিবাহিতা নারী ও অবিবাহিত পুরুষের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছর দেশান্তর।

খ. বিবাহিতা নারী ও বিবাহিত পুরুষের জন্য একশত বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ।

৪. এই হাদীসের ভিত্তিতে রাসূল (স.) দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তির বিধান বর্ণনা করেছেন।

---

২৫৯. আল-কুর'আন, ২৪ : ২

২৬০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৫, হা. নং ৪৫০৯ ও ৪৫১১

ক. একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছর দেশান্তর।

খ. একশত বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ। একশত বেত্রাঘাতের পরেও যদি মৃত্যু না হয় তাহলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত যেনার আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হয়েছে।

সাহাবাদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর

একথায় কোনো সংশয় বা সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন সাহাবিগণ। কেননা তাঁদের সময়ে কুর'আন নাযিল হয়েছিল। তাঁদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। একেক জন সাহাবী একেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সকল গুণের সমাহার ছিল। রাসূল (স.) একেকজন সাহাবীকে একেকটি উপাধী দিয়েছিলেন। একজন সাহাবীর মধ্যে যেই গুণ ছিল সেই গুণ আরেকজনের মধ্যে ছিল না। তাঁরা তাফসীরের এমন জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যেই জ্ঞান আর কেউ অর্জন করতে সক্ষম হতে পারেনি। কারণ তাঁরা রাসূল (স.) এর নিকট থেকে অর্জন করেছিলেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন,

وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت.

অর্থাৎ, 'ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হতে হাদিসটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। কুর'আনের যে কোনো আয়াত কার ব্যাপারে ও কোথায় নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে আমার থেকে বেশি আর কেউ জানে না।'[২৬১] সাহাবিগণ প্রত্যেকে তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন; আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) রাসূল (র.) এর জুতা বহনকারী ছিলেন। তিনি সাহিবুত তাহুর ওয়ান না'লাইন নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। আল্লাহর রাসূল (স.) ইবন আব্বাস (রা.) সম্পর্কে বলেন, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।'[২৬২] এই জন্য তিনি তাসফীরকারকদের প্রধান তথা رئيس المفسرين হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন।

তেমনিভাবে মা'আজ ইবন জাবাল (রা.) হালাল-হারাম সম্পর্কে বেশি জানতেন। যায়েদ ইবন সাবিত (রা.) মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদারিত্ব সম্পর্কে বেশি জানতেন। আতা ইবন আবী রবাহ (রা.) হজ্জের মাস'আলা সম্পর্কে বেশি জানতেন। চারজন কিরাত সম্পর্কে বেশি জানতেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ, মা'আজ ইবন জাবাল, উবাই ইবন কা'আব ও আবু হুযাইফার গোলাম সালিম (রা.)।

---

২৬১. আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*(রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদিসাহ, সৌদি আরব, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৩৬

২৬২. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী, *সহীহ ইবন হিব্বান*(বৈরুত: মুয়াসসাতুর-রিসালাহ, লেবানন, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৩, হা. নং ৭০৫৫

বেশি দয়ালু ছিলেন আবু বকর (রা.)। তিনি আবার সিদ্দীক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। দ্বীনের বিষয়ে কঠোর ছিলেন ওমর ইবন খত্তাব (রা.)। রাসূল (স.) তাঁকে ফারুক তথা সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে উপাধি দেন। যার মতামত ও চিন্তা চেতনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা প্রায় পঁচিশটি আয়াত নাযিল করেছিলেন। আর কোনো সাহাবির নামে এতো বেশি আয়াত নাযিল হয় নিই। এমনকি রাসূল (স.) বলেন, আমার পরে যদি কোনো নবী হতো তাহলে ওমর ইবন খত্তাব (রা.) হতো। কারণ তিসি নবুওতের মানহাজ বা ধারা বেশি বুঝতেন।

উসমান ইবন আফফান (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল। এমনকি রাসূল (স.) তাঁর সাথে দু কন্যা বিবাহ দিয়েছিলেন। যার কারণে তিনি দুই নূরের অধিকারী তথা যুন নূরাইন উপাধি পেয়েছিলেন। রাসূল (স.) এমন বলেন যে, আমার একশত মেয়েও যদি থাকতো তাহলে একটা একটা করে উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম। আলী ইবন আবী তালিব (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বড় বিচারক বা ফয়সালাকারী। রাসূল (স.) তাঁকে আবুত তুরাব নামে অভিহিত করার কারণে তাঁর আবুত তুরাব নাম প্রসিদ্ধ লাভ হয়। এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)। সা'দ ইবন মালিক (রা.) ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাও'আত তথা যার দোয়া সরাসরি আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন।

হুযাইফাতুল ইয়ামান রাসূল (স.) এর সকল গোপন বিষয়ে ছিলেন। মুনাফিকদের তথ্য তাঁর কাছে রাসূল (স.) বলে গিয়েছিলেন। যেই জানাযার সলাতে হুযাইফা (রা.) যেতেন সেই জানাযায় ওমর (রা.) সহ সাহাবীরা সবাই যেতেন। আর যেই জানাযায় হুযাইফা (রা.) যেতেন না সেই জানাযাতে ওমর (রা.) যেতেন না। আম্মার ইবন ইয়াসির ছিলেন জারুল্লাহ তথা আল্লাহর প্রতিবেশী। সালমান ফারসি ছিলেন দু'কিতাবের (কুর'আন ও ইঞ্জিল) অধিকারী ছিলেন। আবু হুরাইরা (রা.) হাদিস বর্ণনাকারীদের সম্রাট ছিলেন। বেলাল (রা.) রাসূল (স.) এর মুয়াজ্জিন ছিলেন। সাবিত ইবন কায়েস ছিলেন রাসূল (স.) এর খতীব। হাসসান ইবন সাবিত রাসূল (স.) কবি। জারুর রাসূল তথা রাসূল (স.) এর প্রতিবেশী ছিলেন যুবায়ের ইবন আওয়াম (রা.)।

হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) ছিলেন আসাদুল্লাহ তথা আল্লাহর বাঘ। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা.) ছিলেন সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারি। আবু দারদা (রা.) ছিলেন হাকীমুল ইম্মাহ। হাসান ও হুসাইন (রা.) ছিলেন পুরুষ জান্নাতের নেতা। ফাতেমা (রা.) ছিলেন মহিলা জান্নাতের নেতা। মসজিদ সংরক্ষক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা.)। জাফর ইবন আবী তালিব ছিলেন দুই ডানা বিশিষ্ট পাখি। কবিদের নেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন রওয়াহা (রা.)।[২৬৩]

যায়েদ ইবন হারেছা (রা.) ছিলেন রাসূল (স.) এর পালকপুত্র ও আযাদকৃত গোলাম। এছাড়াও রাসূল (স.) এর বাণীতে রাসূল (স.) এর জীবদ্দশায় দশজন ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তাঁরা

---

২৬৩. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী, *সহীহ ইবন হিব্বান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩, হা. নং ৭০৫৫

হলেন আবু বকর, ওমর ইবন খত্তাব, উসমান ইবন আফফান, আলী ইবন আবী তালিব, তলহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইবন যায়েদ, আবু উবাইদা ইবন জাররাহ (রা.)। এমন সকল সাহাবীই ছিলেন যারা আল্লাহর রাসূল (স.) সাহচার্য লাভ করেছিলেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এ সকল সাহাবীদের তাফসীর বা মতামত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু উপমা প্রদত্ত হলো।

সাহাবাদের বাণীর ভিত্তিতে কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যার নমুনা

১ নং উপমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا...

অর্থাৎ, 'আপনার কাছে তারা মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। হে রাসূল! (তাদের) বলে দিন এ দুটির মধ্যে বড় গুনাহ ও মানুষের উপকার রয়েছে। উপকার থেকে অপকার তথা গুনাহ বা অপরাধ বেশি।'[২৬৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, 'এখানে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) কে মদের উপকার ও ক্ষতির দিক মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আদেশ করেছেন। এর ক্ষতির দিক হলো এটা পান করার দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। অর্থ-সম্পদ নষ্ট হয়। আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে। সলাত থেকে বিরত রাখে। মানুষের মাঝে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি হয়। উপকারের দিক হলো মদ পান করার মাধ্যমে ক্ষণিকের জন্য প্রশান্তি লাভ হয়। ব্যবসায় লাভবান হয়। ক্ষতি ও উপকারের দিকগুলো যখন প্রকাশ হবে তখন মানবসমাজ মানবতার দিকে লক্ষ রেখে এগুলো থেকে বিরত থাকবে। ক্ষতির দিক বেশি লক্ষ রেখে এগুলো থেকে পরিহার করবে। এ কারণেই যখন মদের আয়াত নাযিল হয় তখন ওমর ইবন খত্তাব (রা.) বলেন انتهينا انتهينا তথা আমরা বিরত হলাম, আমরা বিরত হলাম। এখানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ওমর ইবন খত্তাবের বাণীর মাধ্যমে তাফসীর উপস্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য।[২৬৫]

২নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.

অর্থাৎ, 'আর যারা হিদায়াতের পথে চলে, আল্লাহ তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দেন। আর স্থায়ী পুণ্যের কাজই তোমার প্রভুর সওয়াব লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।'[২৬৬] এখানে সা'দী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর উপস্থাপন করতে গিয়ে আলোচনা করেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা

২৬৪. আল-কুর'আন, ২ : ২১৯

২৬৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৫; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১৯২

২৬৬. আল-কুর'আন, ১৯ : ৭৬

জালেমদের জন্য পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি করেন এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের হিদায়াত আরো বৃদ্ধি করে দেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম, আমল ও ইমানের পথে চলবে সে ব্যক্তির রাস্তা আরো সহজ হবে। সে ব্যক্তির ইমান আরো বৃদ্ধি হবে। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইমান কম-বেশি হয়। যেমনিভাবে সালাফগণ বলেছেন।[২৬৭] এখানে সালাফগণ দ্বারা সা'দী (রহ.) সাহাবীগণ উদ্দেশ্য করেছেন।

৩নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

অর্থাৎ, 'যদি এমন কোনো পুরুষ বা নারী মারা যায়, যার কোনো সন্তান নেই, পিতা-মাতাও বেঁচে নেই তবে একজন ভাই এবং একজন বোন আছে, সে ক্ষেত্রে উভয়ের প্রত্যেকেই ছয় ভাগের একভাগ পাবে।'[২৬৮] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, এখানে সকল আলেম একমত পোষণ করেন যে, এখানে উদ্দেশ্য ভাই বা ভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় এবং পিতা-মাতা, ছেলে-সন্তান, দাদা-দাদি এভাবে পূর্বপুরুষ ও পরবর্তী পুরুষ কেউ না থাকলে তখন ভাই হবেন উত্তারধিকারী। যেমনিভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন আবু বকর (রা.)।[২৬৯] এভাবে ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে কিছু কিছু স্থানে সাহাবীদের নাম বা সালাফ বলে ইঙ্গিত করে তাদের বাণীর মাধ্যমে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।

তাবি'ঈদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর

একথা স্পষ্ট যে, তাবি'ঈগণ সাহাবীদের থেকে সরাসরি তাফসীর গ্রহণ করেছেন। আর সাহাবীগণ স্বয়ং রাসূল (স.) হতে তাফসীর গ্রহণ করেছেন। তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য ও দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যদিও তাবি'ঈদের মতামত গ্রহণ করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তারপরও তাদের তাফসীরের ক্ষেত্রে অঘাত জ্ঞান থাকার কারণে তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য। যেমন তাবি'ঈ ইমাম মুজাহিদ (রহ.) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর নিকটে তিনবার কুর'আনের তাফসীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি। কুর'আনের আয়াতের তাফসীরের ব্যাপারেও আমি তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। তেমনিভাবে তাবি'ঈ ক্বতাদা (রহ.) বলেন, কুর'আনের এমন কোনো আয়াত নেই যে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর নিকটে শুনিনি।[২৭০] তাবি'ঈদের কিছু তাফসীরের নমুনা উপস্থাপন করা হলো যা ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

---

২৬৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৭; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৪৬৩

২৬৮. আল-কুর'আন, ৪ : ১২

২৬৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২৫; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৩৬৪; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪৩২

২৭০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩; খ. ১, পৃ. ১৩৮

১নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ, 'জালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস ও রহমত থেকে দূর।'[২৭১] এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, জালিমদের শাস্তির সাথে কিয়ামত দিবসে লা'নত, অপমান, অনিষ্ট ইত্যাদি বিষয় তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

অর্থাৎ, 'আসমান ও জমিন কেউ তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের কোনো প্রকার অবকাশ দেয়া হয়নি।'[২৭২] আসমান জমিন ক্রন্দন করা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো। বর্ণিত রয়েছে যে, যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার সলাতের স্থান ক্রন্দন করে। তার ইবাদতের স্থান ক্রন্দন করে। বেশি বেশি আমল করার স্থান ক্রন্দন করে। এক কথায় জমিনের সকল তার পদচিহ্নের জন্য ক্রন্দন করে। তেমনিভাবে তাবি'ঈ হাসান বসরী (রহ.) থেকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমনটিই পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আসমান ও জমিনবাসী তার জন্য ক্রন্দন করে।[২৭৩]

২নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. অর্থাৎ, 'যে আমার জিকির (কুর'আন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জীবনযাপন পদ্ধতি সংকুচিত হয়ে পড়বে। আর কিয়ামত দিবসে আমি তাকে অন্ধ করে একত্রিত করব।'[২৭৪] এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য শাস্তি হলো তার জীবন চলার পথ সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আর সংকীর্ণ একমাত্র আজাবই হবে। مَعِيشَةً ضَنْكًا দ্বারা তাফসীর করা হয় কবরের আজাব। কবর তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই এই শাস্তি। আর কবরে শাস্তি হওয়ার ব্যাপারে একটি দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

অর্থাৎ, 'সকাল সন্ধ্যায় তাদের জাহান্নামের সামনে উপস্থাপন করা হবে। আর যেদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত করা হবে, সেদিন বলা হবে; ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আজাবে নিক্ষেপ করো।'[২৭৫] এখানে আয়াতের প্রথমাংশ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا দ্বারা কবরের আজাব উদ্দেশ্য।

---

২৭১. আল-কুর'আন, ২৩ : ৪১
২৭২. আল-কুর'আন, ৪৪ : ২৯
২৭৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত,খ. ৩, পৃ.৩৫৭; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩০৩; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*(বৈরুত: দারু ইবন হযম, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৭৫-৫৭৭
২৭৪. আল-কুর'আন, ২০ : ১২৪
২৭৫. আল-কুর'আন, ৪০ : ৪৬

আর দ্বিতীয় অংশ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ দ্বারা কিয়ামত দিবসের জাহান্নামের আজাব উদ্দেশ্য। এই আয়াতের তাফসীর সালাফগণ এমনি তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।[২৭৬] ইমাম ইবন কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে বলেন, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কবরের আজাব। যেমন তাবি'ঈ ইমাম সুফিয়ান ইবন উয়াইনা[২৭৭] (রহ.) সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তার জন্য কবরে সংকীর্ণ হয়ে যাবে এমনকি তার এক পার্শ্বের পাঁজরের হাড্ডি আরেক পার্শ্বের হাড্ডির সাথে মিলিয়ে যাবে।[২৭৮]

৩নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ.

অর্থাৎ, 'তাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে প্রকাশ্য বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম। আর তাদের বলেছিলাম তোমরা এসব জনপদে নিরাপদে দিনে ও রাতে ভ্রমণ করো।'[২৭৯] এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, الْقُرَى এর অর্থ হলো গ্রাম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন'আ স্থান। এখানে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা অর্জনের অনেক মাধ্যম রয়েছে। একাধিক সালাফগণ এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, পবিত্র ভূমির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাম দেশ। কেননা শাম দেশে অতি সহজে নিরাপদে পৌঁছা যায়। সেখানে কোনো প্রকার ভয়-ভীতি থাকে না।[২৮০]

৪নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

অর্থাৎ, 'মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিজের জান-প্রাণ বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহ তাঁর এই বান্দাদের প্রতি অতিশয় কোমল-দয়াবান।'[২৮১] এই আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে ইমাম সা'দী (রহ.) তাবি'ঈদের অনেক দলীল ও মতামত বর্ণনা করেছেন। তিনি একটি সনদসহ

২৭৬.আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৫৮; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৪৯৭; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯২

২৭৭. তার প্রকৃত নাম সুফিয়ান ইবন উয়াইনা। তার উপনাম আবু মুহাম্মাদ ও ইবন আবী ইমরান। বংশীয়ভাবে তিনি আল-হেলালী ও আল-কূফী। মক্কায় বসবাস করেন। ১০৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইবন মাদীনী বলেন; ইমাম যুহরী (রহ.) এর সাথীদের মধ্যে তার থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য কেউ ছিল না। আল্লামা আজলী বলেন; হাদিস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবন সলাহ বলেন; উলুমুল হাদীসে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৯৮ হিজরিতে মারা যান। তিনি মক্কায় ৬৩ বছর বসবাস করেছিলেন। তিনি ২৮ বছর বয়সে মক্কায় এসেছিলেন। জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। দ্র. আবুল ফজল আহমাদ ইবন আলী ইবন হাজার 'আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*(লাখনৌ: দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৬ হি.), খ. ৪, পৃ. ১১৭-১২২

২৭৮. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৪৯৭

২৭৯. আল-কুর'আন, ৩৪ : ১৮

২৮০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৩

২৮১. আল-কুর'আন, ২ : ২০৭

বর্ণনা নিয়ে আসেন। হাম্মাদ ইবন সালামা আলী ইবন ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সাঈদ ইবন মুসায়্যাব থেকে বর্ণনা করেন। আর সাঈদ ইবন মুসায়্যাব একজন তাবি'ঈ ছিলেন। যিনি তাফসীর ও হাদীসের ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।[২৮২]

৫নং নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন।'[২৮৩] এ জাতীয় সকল আয়াত তথা যেখানে الْحِكْمَةَ নাযিল করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায় সবগুলো الْحِكْمَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য সুন্নাহ তথা রাসূল (স.) এর জীবন-আদর্শ। এমনি কিছু সালাফগণ মতামত উপস্থাপন করেছেন। যেমনভাবে রাসূল (স.) এর উপর কুর'আন নাযিল হয় তেমনি রাসূল (স.) এর উপর সুন্নাহও নাযিল হয়।[২৮৪] যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

অর্থাৎ, 'তিনি নিজের খেয়াল-খুশি মতো কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা তো অহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।'[২৮৫]

আত-তাফসীর বিল মা'ছূর এর আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে, ইমাম আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহ.) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কুর'আনের তাফসীর কুর'আনের মাধ্যমে। যেখানে তিনি কোথাও সূরার নাম উল্লেখ করেছেন আবার কোথাও উল্লেখ করেননি। কোনো স্থানে আয়াত নাম্বার উল্লেখ করেছেন কোনো স্থানে আয়াত নাম্বার উল্লেখ করেননি। তেমনিভাবে হাদিস দ্বারা কুর'আনের তাফসীর করেছেন। তেমনিভাবে তিনি সাহাবা ও তাবি'ঈদের বাণীর মাধ্যমে তাফসীর উপস্থাপন করেছেন। তিনি কখনো 'সালাফ' দ্বারা সাহাবী অথবা তাবি'ঈ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। বুখারীসহ অনেক হাদিস গ্রন্থে একাধিক বর্ণনায় এসেছে যে, ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) বলেন, রাসূল (স.) ثم الذين يلونهم দুইবার বলেছেন নাকি তিনবার বলেছেন এটা আমার জানা নেই। এই হাদিসের ব্যাখ্যায় সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম আন-নববী বলেন, সঠিক কথা হলো قرني দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাহাবাদের যুগ। দ্বিতীয় স্তর হলো তাাবি'ঈদের যুগ। তৃতীয় স্তর হলো তাবি'উত তাবি'ঈদের যুগ।[২৮৬] ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) এর সেই বর্ণনাটা যদি গ্রহণ করা হয় যেখানে তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) তিন বার ثم الذين يلونهم বলেছেন। তখন আরেকটি স্তর বৃদ্ধি হবে। মোট ৪/৫টি যুগ হবে শ্রেষ্ঠ যুগ। হাদীসের ভাষ্য মতে এই ৪/৫টি যুগ উত্তম যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সে মতে পর্যাক্রমে চারটি যুগের তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করি। শর্ত হলো রাবীগণ নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

---

২৮২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ.১৬৪
২৮৩. আল-কুর'আন, ৪ : ১১৩
২৮৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৬
২৮৫. আল-কুর'আন, ৫৩ : ৩-৪
২৮৬. আবু জাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবন শরফ নববী, *শরহুন নববী লি মুসলিম*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১৬, পৃ. ৮৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত-তাফসীর বির রয়

তাফসীর বির রয় এমন তাফসীর যা কুর'আন, সুন্নাহ, আরবের ভাষা ও ইসলামি শরী'আতের অনুযায়ী হয়। যেই তাফসীরের মধ্যে তাফসীর করার শর্ত ও আদব ইত্যাদি বিষয় পাওয়া যাবে সেটাই তাফসীর বির রয়। যেই তাফসীরের মধ্যে কুর'আন ও সহিহ হাদিসের আলোকে তাফসীর বিষয়াদি থাকবে তাকেই তাফসীর বির রয় বলে। আর যেই তাফসীর কুর'আন , সুন্নাহ ও ইসলামি শরী'আতের বিপরীতে হবে সেটাই নিন্দনীয় তাফসীর। সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। নিম্নে আল্লামা সা'দী (রহ.) তার তাফসীর গ্রন্থে কোনো ধরনের তাফসীর বির রয় এর আলোচনা করেছেন তা তুলে ধরা হলো।

তাফসীর বির রয় এর শাব্দিক সংজ্ঞা

আত-তাফসীর বির রয় আরবিতে উচ্চারণ التفسير بالرأي এখানে তিনটি শব্দ রয়েছে। التفسير যার অর্থ ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা ইথ্যাদি। با যার অর্থ দ্বারা বা মাধ্যম। الرأي যার অর্থ জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক, সিদ্ধান্ত, মতামত ইত্যাদি। সুতরাং তিনটি শব্দের মিলিত অর্থের রূপ দাঁড়ায় বিবেক- বুদ্ধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা বা তাফসীর।[২৮৭]

তাফসীর বির রয় এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

১. ইজতিহাদ ভিত্তিক এমন একটি কুর'আনের তাফসীর যা আরবের ভাষা ও নিয়ম-নীতির সাথে মিল থাকে। আরবি শব্দাবলি ও ব্যবহার সম্পর্কে জানা, পূর্বযুগের কবিতা, আসবাবুন নযূল, নাসিখ-মানসূখ ইত্যাদি সকল প্রয়োজনীয় বিষয় জানার নাম তাফসীর বির রয়।[২৮৮]

২. আরবের ভাষা ও কথোপকথনের দিকগুলো মুফাসসিরের কাছে অবগত হওয়া, আরবি শব্দের অলংকার ও ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা, কবিতাসমূহের ছন্দের মিল, আসবাবুন নযূল, উলূমুল কুর'আনের সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর কুর'আনের ব্যাখ্যা করার নাম তাফসীর বির রয়।[২৮৯]

৩. তাফসীর বির রয় এমন একটি তাফসীর যা সাহাবা, তাবিঈ ও তাবিউত তাবিঈগণের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কুর'আনের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।[২৯০]

---

২৮৭. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪১
২৮৮. মুহাম্মাদ আব্দুল আজীম আল-যুরকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুর'আন*(কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২০১৭ খ্রি.),খ. ১, পৃ. ৫২২
২৮৯. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৫
২৯০. মানি' ইবন আব্দুল হালিম, *মানাহিজুল* মুফাসসিরীন(কায়রো: দারুল কিতাব, ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩

৪. মুফাসসিরের একক চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে কুরআনের কোনো বিষয়ে গবেষণা করে মাস'আলা উদঘাটন করা এবং নির্দিষ্ট বুঝের উপর কুর'আনের ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করার নাম তাফসীর বির রয়।[২৯১]

উপরের সংজ্ঞাগুলো হতে বুঝতে পারলাম যে, তাফসীর বির রয় হলো বিবেক-বুদ্ধি সম্বলিত তাফসীরের নাম যা কুর'আন ও শরী'আতের মূল ভিত্তি অনুযায়ী হবে।

তাফসীর বির রয় গ্রহণ হওয়া না হওয়ার মতামত

তাফসীর বির রয় গ্রহণ হওয়া না হওয়ার মতামতে দুই শ্রেণির মুফাসসিরদের মতামত উপস্থাপন করা যেতে পারে। গ্রহণ না হওয়ার পক্ষাবলম্বীগণ। গ্রহণ হওয়ার পক্ষাবলম্বীগণ।

গ্রহণ না হওয়ার পক্ষাবলম্বীগণের মতামত

কিছু বিদ্ধানগণ বলেন, নিজেদের সিদ্ধান্ত বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে কুর'আনের তাফসীর করা জায়েয নেই। যদিও তিনি বিজ্ঞ আলেম হন না কেন? আরবি সাহিত্য ও কুর'আনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন না কেন? দলীল-প্রমাণ, ফিকহ, নাহু-সরফ, রাসূলে হাদিস, সাহাবাদের বাণী ইত্যাদি সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে কুর'আনের তাফসীর করতে পারবেন না।[২৯২]

গ্রহণ না হওয়ার পক্ষাবলম্বীগণের দলীলসমূহ

তাফসীর বির রয় গ্রহণ না হওয়ার পক্ষে কিছু দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হলো।

১নং দলীল, কুর'আনের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. অর্থাৎ, 'আর আমি (আল্লাহ তা'আলা) আপনার কাছে জিকির তথা কুর'আন অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি আপনার কাছে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে মানুষদের কাছে স্পষ্টাকারে বর্ণনা করেন। তারা সম্ভবত অনুধাবন করতে পারবে'।[২৯৩] এখানে আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি শুধু আল্লাহর রাসূল (স.) এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে অন্য কারোর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। সুতরাং অন্য কেউ নিজের বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

---

২৯১. মান্না ইবন খলিল আল-কাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল* কুর'আন(রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬২

২৯২. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩; আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯৭; ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৫

২৯৩. আল-কুর'আন, ১৬ : ৪৪

২নং দলীলঃ রাসূল (স.) এর হাদিস

ইবন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলেন,

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.

অর্থাৎ, 'তোমরা আমার নিকট হতে হাদিস বর্ণনা করতে সতর্ক থাকো। কিন্তু যা নিঃসন্দেহে জান সেগুলো বর্ণনা করো। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ করবে (আমি যা বলি নিই তা আমার নামে চালিয়ে দেওয়া) সে যেন নিজের আবাসস্থল জাহান্নাম হিসেবে নির্ধারণ করল। আর যে ব্যক্তি নিজের সিদ্ধান্তে কুর'আনের তাফসীর করে সেও যেন নিজের আবাসস্থল জাহান্নাম হিসেবে নির্ধারণ করল।[২৯৪] এ হাদিসটি আরো স্পষ্ট যে, নিজের সিদ্ধান্ত বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে কুর'আনের তাফসীর করা জায়েয নেই।

৩নং দলীল

জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেন,

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি কুর'আনের বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যা করে সে সঠিক করলেও সে ভুল করল।'[২৯৫] এ হাদিসটিও আরো স্পষ্ট যে, নিজের সিদ্ধান্ত বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে কুর'আনের তাফসীর করা জায়েয নেই।

৪নং দলীল, সাহাবি ও তাবিঈদের মতামত

সাহাবি ও তাবিঈদের অনেক সালাফগণ একথা বিশ্বাস করেন যে, নিজের সিদ্ধান্তে তাফসীর করা যাবে না। যেমন; আবু বকর (রা.) এর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

وروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى " وفاكهة وأبا " عبس فقال لا أدري ما الأب فقيل له قل من ذات نفسك يا خليفة رسول الله قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن بما لا أعلم.

অর্থাৎ, 'আবু বকর (রা.) কে কুর'আনের এই" وفكهة وأبا " আয়াতের অংশের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি তখন মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আমি জানি না أبا কি? তখন তাকে প্রশ্ন করা হলো। হে আল্লাহর রাসূলের প্রতিনিধি! আপনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করুন। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, আমি যখন কুর'আনের এমন ব্যাখ্যা বলব যা আমি জানি না তখন কোনো আসমান

---

২৯৪. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০০, হা. নং ২৯৫১

২৯৫. প্রাগুক্ত, হা. নং ২৯৫২

আমাকে ছায়া দান করবে এবং কোনো জমিন আশ্রয় দেবে?'[২৯৬] এখানেও আবু বকরের এই হাদিস দ্বারা নিজের মতামতের ভিত্তিতে কুর'আনের ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই কথা বুঝা যায়।

তাফসীর বির রয় গ্রহণ হওয়ার পক্ষাবলম্বীগণের মতামত

কিছু বিদ্ধানগণ বলেন, নিজেদের সিদ্ধান্ত বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে কুর'আনের তাফসীর করা জায়েয আছে। যদি তিনি বিজ্ঞ আলেম হন। আরবি সাহিত্য ও কুর'আনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হন। দলীল-প্রমাণ, ফিকহ, নাহু-সরফ, হাদিস, সাহাবাদের বাণী ইত্যাদি সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকলে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে কুর'আনের তাফসীর করতে পারবেন।[২৯৭]

গ্রহণ হওয়ার পক্ষাবলম্বীগণের দলীলসমূহ

১নং দলীল কুর'আনের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا অর্থাৎ, 'তারা কুর'আন নিয়ে কেন গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?'[২৯৮]

২নং দলীল কুর'আনের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, . أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا অর্থাৎ, 'তারা কুর'আন নিয়ে কেন গবেষণা করে না? যদি এ কুর'আন আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর কাছ থেকে আসত! তাহলে তারা সেই কুর'আনের মধ্যে অনেক মতানৈক্য দেখতে পেত।'[২৯৯] এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কুর'আন নিয়ে গবেষণার কথা বলা হয়েছে। আর গবেষণার অর্থই হলো কুর'আনের বুঝ বা ব্যাখ্যা।

৩নং দলীল কুর'আনের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, .كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ অর্থাৎ, 'আমি (আল্লাহ) পবিত্র কুর'আন আপনার নিকটে অবতীর্ণ করেছি যেন তারা কুর'আনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৩০০] উল্লিখিত আয়াতসমূহ হতে জানা গেল যে, কুর'আনের আয়াতের গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। আর এটা বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া সম্ভবপর নয়।

৪নং দলীল রাসূল (স.) এর হাদিস

আল্লাহর রাসূল (স.) ইবন আব্বাস (রা.) সম্পর্কে বলেন, .اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন এবং তাফসীরের জ্ঞান দান করুন।'[৩০১] সুতরাং যদি বিবেক-বুদ্ধি বা সিদ্ধান্ত দিয়ে তাফসীর করা দোষণীয় হতো তাহলে রাসূল (স.) এর এই বাণী বলার

---

২৯৬. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩
২৯৭. প্রাগুক্ত।
২৯৮. আল-কুর'আন, ৪৭ : ২৪
২৯৯. আল-কুর'আন, ৪ : ৮২
৩০০. আল-কুর'আন, ৩৮ : ২৯
৩০১. আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান আত-তামীমী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩, হা. নং ৭০৫৫

কোনো প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইজতিহাদ করে তাফসীর করা জায়েয।

৫নং দলীল রাসূল (স.) এর হাদিস

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

অর্থাৎ, 'যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে বিচার করে অতঃপর যদি বিচার কার্য সঠিক হয় তাহলে তার জন্য দুটি প্রতিদান। (একটি প্রতিদান ইজতিহাদ করার জন্য আরেকটি সঠিক বিচার করার জন্য) আর যদি ইজতিহাদ করে ভুল হয় তাহলে তার জন্য একটি প্রতিদান।[৩০২] ইজতিহাদ করার জন্য একটি প্রতিদান। ভুল করার জন্য কোনো প্রতিদান ও অপরাধ লেখা হবে না। এই হাদিস থেকে সরাসরি না বুঝা গেলেও মর্মার্থ বুঝা যায় যে, সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইজতিহাদ করে তাফসীর করা জায়েয আছে।

৬নং দলীল সাহাবাদের আমল ও তাফসীরের বিভিন্ন মতামত

অনেক সাহাবাগণ তাফসীরের ক্ষেত্রে ভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা সকলেই সব কথা রাসূল (স.) এর কাছ থেকে শ্রবণ করেননি। বরং তাঁরা যেটা বুঝেছেন সেটা ইজতিহাদের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। যদি ইজতিহাদী তাফসীর দোষণীয় হতো তাহলে তাঁরা এমন হারামে লিপ্ত হতেন না। অথচ তাদের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতে পারি না। আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৭নং দলীল যুক্তি

তাফসীর বির রয় যদি অবৈধ হতো তাহলে শরী'আতের অনেক বিধান অনর্থক হতো। আধুনিক অনেক মাস'আলার বিধান কুর'আন ও হাদিসে স্পষ্টাকারে বর্ণনা নেই। যার জন্য ইজতিহাদ বা গবেষণা করে মাস'আলার সমাধান করতে হয়। আর এটা তো অসম্ভব। কেননা ইজতিহাদের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত উন্মুক্ত আছে।

মতানৈক্যর বাস্তবতা

প্রকৃত পক্ষে এখানে দু'দলের মধ্যে কোনো প্রকার মতানৈক্য নেই। শুধু শাব্দিকভাবে মতানৈক্য রয়েছে। এখানে আসলে তাফসীর দু'প্রকারের মধ্যে মাহমুদ ও মাজমুম এর একটু আলোচনা করলে স্পষ্ট হবে। মাহমুদ যেটা সবার কাছে সমাদৃত। আর মাজমুম যেটা সবার কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। মাহমুদ যেই তাফসীর কুর'আন, সুন্নাহ, আরবের কালাম বা ভাষা তাফসীর করার শর্তগুলো, শরী'আতের মৌলিক বিধান, শরী'আতের আকিদাসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের যখন অনুযায়ী হবে তখনই তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে। আর যখন উল্লিখি বিষয়ের অনুযায়ী হবে না। তখনই তাফসীর গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

৩০২. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩২৪, হা. নং ৩৫৭৬

আল্লামা ইবন তাইমিয়ার অভিমত

আল্লামা ইবন তাইমিয়া বলেন, পূর্ববর্তীদের মতামত ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কথাই মূল যে, যে বিষয়ের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কোনো আলোচনা বা মতামতের প্রয়োজন নেই। এটা আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করে দিয়ে বলতে হবে আল্লাহই ভালো জানেন। যেমন আল্লাহ তা'আলাই যথার্থই বলেছেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেটার অনুসরণ করেন না। নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তর সবকিছুই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৩০৩] আর যারা শাব্দিক ও পারিভাষিকভাবে আলোচনা করেন সেগুলো বলার কোনো ক্ষতি বা অবৈধ হবে না। এ কারণেই পূর্ববর্তী অনেক সালাফদের থেকে এমন মতামত পাওয়া যায়। যে বিষয়ে তাঁদের কোনো জ্ঞান ছিল না সে বিষয়ে তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। আর এটার সবার জন্য প্রযোজ্য ও আবশ্যক। বিশেষ করে আলেম ও বক্তাদের জন্য একান্তই দরকার। আর যে বিষয়ে জ্ঞান ছিল সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। কারণ তাঁরা জ্ঞান গোপন করার শাস্তি জানতেন। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তিকে কোনো জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। অতঃপর সে যদি গোপন করে তাহলে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের লাগাম তাকে পরিয়ে দেওয়া হবে'।[৩০৪]

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মাণ হলো যে, কিছু কিছু বিষয়ে তাফসীর করা যাবে যদি সেটা কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী না হয়। আর কিছু কিছু বিষয়ে তাফসীর করা যাবে না যদি সেটা কুর'আন ও সুন্নাহ বিরোধী হয়। সেগুলোর থেকে বিরত থাকতে হবে। আত-তাফসীর বির রয় পরিচ্ছেদে নিম্নের বিষয় সমূহ আলোচনা করা হলো।

উসূলুত তাফসীর

তাফসীরের কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে যেগুলোর উপর নির্ভর করে একজন মুফাসসির কুর'আনের তাফসীর করবে। অনুরূপভাবে আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে তাফসীরের কিছু নিয়ম-নীতি গ্রহণ করেছেন যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হচ্ছে। কোনো শব্দ বা বাক্য সাধারণভাবে বর্ণনা হলে তাকে 'মুতলাক' হিসেবে বিবেচিত করা হবে। কোনো শব্দ বা বাক্য শর্তের ভিত্তিতে বর্ণনা হলে তাকে 'মুকায়্যিদ' হিসেবে বিবেচিত করা হবে। কোনো শব্দ বা বাক্য ব্যাপকভাবে বর্ণনা হলে তাকে 'আম' হিসেবে বিবেচিত করা হবে। কোনো শব্দ বা বাক্য নির্দিষ্টাকারে বর্ণনা হলে তাকে 'খাস' হিসেবে বিবেচিত করা হবে। কোনো শব্দ বা বাক্য সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা হলে তাকে 'মুজমাল' হিসেবে বিবেচিত করা হবে। কোনো শব্দ বা বাক্য বিস্তারিত বর্ণনা হলে তাকে 'মুফাসসাল'

---

৩০৩. আল-কুর'আন, ১৭ : ৩৬

৩০৪. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৯, হা. নং ২৬৪৯

হিসেবে বিবেচিত করা হবে। একটি আয়াত বা সূরা আরেকটি আয়াত বা সূরার সাথে মৌলিক বা আংশিক মিল থাকলে তাকে ইলমুল মুনাসাবাত হিসেবে বিবেচিত করা হবে।

মুতলাক ও মুকায়্যিদ

মুতলাক শব্দের শাব্দিক অর্থ

মুতলাক এই শব্দটি আরবি مطلق শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা বাবে إفعال এর إسم مفعول এর واحد مذكر এর সিগা। যার অর্থ নিম্নরূপ, ছেড়ে দেওয়া, মুক্তি দেওয়া, নিক্ষেপ করা, সাধারণ, মুক্ত, বাধাহীন ইত্যাদি।[৩০৫]

মুতলাক শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা

নিম্নে কিছু মুতলাকের পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. শর্ত ছাড়া কোনো বাক্য ব্যবহার হওয়াকে মুতলাক বলে।

২. ইমাম আব্দুল মু'মিন আল-বাগদাদি আল-হাম্বলি বলেন,

وهو ما تناول واحداً لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

অর্থাৎ, 'কোনো নির্দিষ্ট একক বিষয় অন্তর্ভুক্ত না করে বাস্তবিক পক্ষে কোনো জাতির একককে অন্তর্ভুক্ত করবে।'[৩০৬]

৩. শরহুল ওয়ারাকাত ফি উসূলিল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন,

المطلق في الاصطلاح هواللفظ الذي يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة.

অর্থাৎ, 'পরিভাষায় মুতলাক এমন একটি শব্দ যা পরিবর্তনের ভিত্তিতে এক সাথে না হয়ে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে'।[৩০৭]

মুকায়্যিদ শব্দের পরিচিতি

মুকায়্যিদ এই শব্দটি আরবি مقيد শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা বাবে تفعيل এর إسم مفعول এর واحد مذكر এর সিগা। যার অর্থ নিম্নরূপ, শর্তযুক্ত করা, নিয়ন্ত্রণ করা, লিপিবদ্ধকরণ, বন্ধন, বন্দীকরণ, সীমাবদ্ধকরণ, আবদ্ধ করা ইত্যাদি।[৩০৮]

মুকায়্যিদ শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা

নিম্নে কিছু মুকায়্যিদের পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হলো।

১. কেউ কেউ বলেন, المقيد اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها. অর্থাৎ, 'কোনো শর্তের ভিত্তিতে কোনো শব্দ প্রকৃত অর্থ বুঝালে সেই শব্দকে মুকায়্যিদ বলে।[৩০৯]

---

৩০৫. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*(বাংলাবাজার: রিয়াদ প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮৪ ও ৭১২

৩০৬. ইমাম আব্দুল মু'মিন ইবন আব্দুল হক আল-বাগদাদী আল-হাম্বলী, *তাইসিরুল উসূল ইলা কাওয়াইদিল উসূল ওয়া মা'আকিদিল ফুসূল*(রিয়াদ: দারুল ফজিলাত, ২০০১ খ্রি.), খ. ১ পৃ. ১৯৭

৩০৭. ইমাম আবুল মু'আলি জুওয়াইনি, *শরহুল ওয়ারাকাত ফি উসূলিল ফিকহ*(রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৩ পৃ. ৯

৩০৮. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯ ও ৭৩১

৩০৯.আলী ইবন মুহাম্মাদ আমাদী, *আল-আহকাম ফি উসূলিল আহকাম*(দামেশক: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০২ হি.),খ.২, পৃ. ১৬২

২. কিছু কিছু আলেম বলেন, .ما دل على الحقيقة بقيد অর্থাৎ, শর্তের সাথে প্রকৃত অর্থ বুঝালে তাকে মুকায়্যিদ বলে।

৩. নির্দিষ্ট কোনো শর্ত যুক্ত কোনো বিষয় বাস্তবিক পক্ষে যেটা বুঝায় তাকে মুকায়্যিদ বলে।[৩১০]

মুতলাক ও মুকায়্যিদের উদাহরণ

১নং উদাহরণ: গোলাম আযাদ করার আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

অর্থাৎ, 'যিহারকারীরা তাদের কথা প্রত্যাহর করতে চাইলে, মিলনের আগেই একটি গোলাম আযাদ করবে। এ আদেশ দিয়ে তোমাদের নসিহত করা হচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম বিষয়ে খবর রাখেন।'[৩১১] উক্ত আয়াতে মুমিন গোলাম বা কাফির গোলাম সকল গোলামকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। এই আয়াতটি মুতলাকের আয়াত। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ...

অর্থাৎ, 'মুমিন একজন আরেক জনকে হত্যা করতে পারবে না, তবে ভুলক্রমে হলে ভিন্ন কথা। ভুলক্রমে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে একজন মুমিন গোলাম আযাদ করবে'...।[৩১২] এই আয়াতে মুমিন গোলাম আযাদ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতটি মুকায়্যিদ তথা নির্দিষ্ট।

২নং উদাহরণ: সাক্ষ্য দেওয়ার আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

অর্থাৎ, 'ইদ্দত পূর্ণ করলে তাদের হয় বিধিমত রেখে দিবেন অথবা বিচ্ছিন্ন করে দিবেন এবং আল্লাহর জন্য দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী রাখবেন...।'[৩১৩] উক্ত আয়াতে দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। আয়াতটি মুকায়্যিদ তথা নির্দিষ্ট। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ...

অর্থাৎ, 'হে মুমিনগণ! মৃত্যুকালে অসীয়তের সময় তোমাদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে...।'[৩১৪] এই আয়াতেও দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। যা মুকায়্যিদ তথা নির্দিষ্ট।

৩১০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *রিসালাতুন ফী উসূলিল ফিকহ*(রিয়াদ: দারু কুনুয, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৬৭
৩১১. আল-কুর'আন, ৫৮ : ৩
৩১২. আল-কুর'আন, ৪ : ৯২
৩১৩. আল-কুর'আন, ৬৫ : ২
৩১৪. আল-কুর'আন, ৫ : ১০৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

অর্থাৎ, 'আর তোমরা (বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের সময়) পুরুষ থেকে দুজন সাক্ষী রাখবে। না হলে পছন্দ মতো এমন একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা রাখবে যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করে দেয়...।'[৩১৫] এই আয়াতটি মুতলাক। শুধু দুজন সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়েছে যা মুতলাক। অপর আয়াতেও মুতলাক হিসেবে আল্লাহ বলেন, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. অর্থাৎ, 'তাদের (ইয়াতিমদের) সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার সময় সাক্ষী রাখবে। আল্লাহই হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট...।'[৩১৬] এখানেও মুতলাক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বলেন। ন্যায়পরায়ণের কথা বলা হয়নি।

৩নং উদাহরণ: রক্ত হারাম হওয়ার আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চয় তিনি মৃত জীব, রক্ত ও শুকুরের গোশত হারাম করেছেন...।'[৩১৭] আল্লামা সা'দী (র.) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন যে, এখানে دم দ্বারা دم مسفوح তথা প্রবাহিত রক্ত বুঝানো হয়েছে। এই আয়াতটি মুতলাক। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ.

অর্থাৎ, 'বলুন, আমার কাছে পাঠানো অহীতে, মানুষের কোনো হারাম খাবার পাই না। মৃত প্রাণি, প্রবাহিত রক্ত এবং শুকুরের গোশত ছাড়া'...।[৩১৮] এখানে আল্লাহ তা'আলা دَمَ এর ব্যাখ্যা করেছেন دَمًا مَسْفُوحًا দ্বারা। সুতরাং এই আয়াতটি মুকায়্যিদ বা নির্দিষ্ট।

৪নং উদাহরণ: হারাম মাসে যুদ্ধ করার আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ অর্থাৎ, 'তারা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দিন, এ মাসে যুদ্ধ করা কবীরা গুনাহ...।'[৩১৯] সকল মুফাসসির বলেন, হারাম মাসে কিতাল বা যুদ্ধ না করার হুকুম রহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে নিম্নের এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.

---

৩১৫. আল-কুর'আন, ২ : ২৮২
৩১৬. আল-কুর'আন, ৪ : ৬
৩১৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৭৩ ও ১৬ : ১১৫
৩১৮. আল-কুর'আন, ৬ : ১৪৫
৩১৯. আল-কুর'আন, ২ : ২১৭

অর্থাৎ, 'যেখানেই কাফেরদের পাও সেখানেই তাদের হত্যা করো এবং তোমাদের যেখান থেকে বের করেছিল সেভাবেই তাদের বের করে দাও'...।[৩২০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ .

অর্থাৎ, 'কাফেরেরা বিমুখ হলে তাদের যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করো'...।[৩২১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ...فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ অর্থাৎ, 'কাফেরদের যেখানেই পাবে সেখানেই তাদের হত্যা করো'...।[৩২২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ...

অর্থাৎ, 'অতঃপর হারাম চার মাস চলে গেলে মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করো এবং পাকড়াও করো'...।[৩২৩] কতিপয় আলেম বলেন, হারাম মাসে যুদ্ধ করা যাবে না। এই বিষয় রহিত হয়নি।

৫নং উদাহরণ: হেদায়াতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্দিষ্টকরণের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ অর্থাৎ, 'তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখান'...।[৩২৪] এখানে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত বা পথ দেখানো মুতলাক রেখেছেন। এই আয়াতটি মুতলাক। কোনো শর্তযুক্ত করে দেননি। কিন্তু অন্য আয়াতে হিদায়াতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির শর্ত করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অর্থাৎ, 'এ কিতাব দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারীদের শান্তির পথ দেখান। তিনি নিজ হুকুমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে এনে সরল পথে পরিচালিত করেন'।[৩২৫] এই আয়াতটি মুকায়্যিদ। হিদায়াতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলা হয়েছে।

৬নং উদাহরণ: আমল বিনষ্ট হওয়ার উপমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ অর্থাৎ, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমলসমূহ বাতিল করো না'।[৩২৬] আল্লামা সা'দী (র.) এই আয়াত ও সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে,

৩২০. আল-কুর'আন, ২ : ১৯১
৩২১. আল-কুর'আন, ৪ : ৮৯
৩২২. আল-কুর'আন, ৪ : ৯১
৩২৩. আল-কুর'আন, ৯ : ৫
৩২৪. আল-কুর'আন, ২ : ১৪২
৩২৫. আল-কুর'আন, ৫ : ১৬
৩২৬. আল-কুর'আন, ৪৭ : ৩৩

আয়াতদ্বয়গুলো মুকায়্যিদ তথা শর্তযুক্ত। কাফের অবস্থায় যারা মারা যাবে তারা জাহান্নামী। তাদের জাহান্নামে যাওয়ার শর্ত করা হয়েছে তাদের মৃত্যু।[৩২৭]

৭নং উদাহরণ সৎ কাজ খারাপ কাজকে মিটিয়ে দেওয়ার আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. অর্থাৎ, 'নিশ্চয় সৎ কাজ খারাপ কাজকে মিটিয়ে দেয়'।[৩২৮] আল্লামা সা'দী (র.) বলেন, এখানে নেক আমল অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, নফল ইবাদাত ইত্যাদি। যেমন হাদিসে এসেছে। রাসূল (স.) বলেন, الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا অর্থাৎ, 'পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের মাধ্যমে অপরাধ মিটিয়ে দেন'।[৩২৯] এখানে আল্লাহ তা'আলা আরেকটি আয়াত দ্বারা শর্তযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা নিষিদ্ধ কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাক তাহলে আমি (আল্লাহ) তোমদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাব'।[৩৩০] তেমনিভাবে আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. অর্থাৎ, 'তারা (ইমানদারগণ) কবীরা গুনাহ ও ফাহেশা কাজ পরিহার করে, রেগে গেলে ক্ষমা করে'।[৩৩১] অনুরূপভাবে আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ, 'যারা ছোটো খাটো অপরাধ করলেও কবীরা গুনাহ ও ফাহেশা কাজ থেকে বিরত থাকে। নিশ্চয় আপনার রব ব্যাপক ক্ষমাশীল'।[৩৩২]

৮নং উদাহরণ: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হওয়ার আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. অর্থাৎ, 'যে আল্লাহ ও রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে'।[৩৩৩] এখানে অবাধ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অস্বীকার বশত অবাধ্য হওয়া। যেমনিভাবে কুর'আন ও হাদিসের আলোকে স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্যথায় শুধু অবাধ্য হলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে না। একথাগুলো পূর্ববর্তী সালাফগণ মতামত উপস্থাপন করেন।[৩৩৪]

---

৩২৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৫
৩২৮. আল-কুর'আন, ১১ : ১১৪
৩২৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩৯, হা. নং ৫২৮
৩৩০. আল-কুর'আন, ৪ : ৩১
৩৩১. আল-কুর'আন, ৪২ : ৩৭
৩৩২. আল-কুর'আন, ৫৩ : ৩২
৩৩৩. আল-কুর'আন, ৭২ : ২৩
৩৩৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৪

আম ও খাস

সীমাবদ্ধ ছাড়া সকল বিষয়কে যে জিনিস অন্তর্ভুক্ত করে নেয় তাকে ‘আম বলে। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বুঝালে তাকে খাস বলে। শরী‘আতের বিধানসমূহের জন্য এমন কিছু উদ্দেশ্য প্রণীত হয়েছে যার মাধ্যমে কোনো কোনো সময় এমন কিছু বিধান সমাধান করা হয়, যে বিধান অনেক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যখন কোনো উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে না তখন তাকে বলা হয় ‘আম বা ব্যাপক। আর যখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তখন তাকে বলা হয় খাস বা নির্দিষ্ট। আর নির্দিষ্ট হওয়া না হওয়া বোধগম্য হয় সম্মোধনের ভিত্তিতে এবং আরবি ভাষার পাণ্ডিত্য অর্জন করার মাধ্যমে। এখানে প্রথমে عام এর আলোচনা করা হবে।

১ম প্রকার: عام

عام এমন একটি শব্দকে বলা হয় যা সীমাবদ্ধ ছাড়াই অনেক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। عام এর জন্য এমন অনেক সিগা বা রূপ রয়েছে যার মাধ্যমে عام কে চিহ্নিত করা যায়। নিম্নে সিগা বা রূপগুলো আলোচনা করা হলো।

১নং সিগা

প্রত্যেক মুবতাদা (مبتدأ) عام হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. অর্থাৎ, ‘জমিনে যত প্রকার মানুষ ও জিন জাতি সকলে ধ্বংস হবে।’[৩৩৫] এখানে كُلُّ مَنْ মুবতাদা হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটা عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২নং সিগা

যেই (ال) আলিফ ও লাম জিনস তথা জাতিগত অর্থ বুঝাবে সেই (ال) আলিফ ও লামের মাধ্যমে عام হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. অর্থাৎ, ‘সময়ের শপথ। সকল মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।’[৩৩৬] এখানে الْإِنْسَانَ এর মধ্যে ال টি জিনসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটা عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩নং সিগা

নাসূচক বাক্য যদি নাকেরা তথা অনির্দিষ্ট বুঝালে عام হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...

অর্থাৎ, ‘হজ্ব অবস্থায় কোনো খারাপ কাজ, কোনো গুনাহের কাজ ও ঝগড়া নেই।’[৩৩৭] এখানে رَفَثَ، فُسُوقَ ও جِدَالَ তিনটা শব্দই নাকেরা তথা অনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে لَا দ্বারা

---

৩৩৫. আল-কুর’আন, ৫৫ : ২৬
৩৩৬. আল-কুর’আন, ১০৩ : ১-২
৩৩৭. আল-কুর’আন, ২ : ১৯৭

নাবাচক বুঝানো হয়েছে। সুতরাং নাকেরা তথা অনির্দিষ্ট ও নাফি তথা নাবাচকের মাধ্যমে عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪নং সিগা

শর্তের মাধ্যমে عام হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ...

অর্থাৎ, 'যদি কোনো মুশরিক আপনার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আপনি আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহর কথা (কুর'আন) শুনতে পারে...।'[৩৩৮] এখানে আয়াতের শুরুতে وَإِنْ أَحَدٌ দ্বারা শর্তের মাধ্যমে বাক্য শুরু করা হয়েছে। আর শর্ত হওয়ার কারণে عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫নং সিগা

ইসমে ইশারার মাধ্যমে عام ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا অর্থাৎ, 'যে কোনো ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, তোমরা ধ্বংস হও।'[৩৩৯] এখানে الَّذِي দ্বারা বাক্য শুরু করা হয়েছে। আর এটা এসমে ইশারার শব্দ। আর এসমে ইশারা হওয়ার কারণে عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ...وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُم অর্থাৎ, 'তোমাদের মহিলাদের মধ্যে যাদের মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে যায়...।'[৩৪০] এখানে اللَّائِي শব্দটি এসমে ইশারার শব্দ। এটার মাধ্যমে عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬নং সিগা

এসমে শর্তের মাধ্যমে عام ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا...

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ অথবা উমরার ইচ্ছা করবে তার জন্য সফা ও মারওয়া পাহাড় তওয়াফ করা ক্ষতি নেই...।'[৩৪১] এখানে فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ শব্দগুলো শর্তের স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا শব্দগুলো জাযায়ের স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং উক্ত আয়াতের অংশগুলো عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭নং সিগা

মুজাফের কারণে নির্দিষ্ট হওয়ায় عام ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

---

৩৩৮. আল-কুর'আন, ৯ : ৬
৩৩৯. আল-কুর'আন, ৪৬ : ১৭
৩৪০. আল-কুর'আন, ৬৫ : ৪
৩৪১. আল-কুর'আন, ২ : ১৫৮

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলার আদেশের যারা বিরোধিতা করে, তারা যেন তাদের কাছে ফিতনা অথবা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসার ভয় করে।'[৩৪২] এখানে أَمْرِهِ শব্দটি মুজাফ হওয়ার মাধ্যমে মারেফা তথা নির্দিষ্ট হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর আদেশটি আম তথা ব্যাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

عام এর প্রকারভেদ

عام এর অনেক প্রকার রয়েছে। এখানে কিছু প্রকারের আলোচনা করা হলো:

১নং প্রকার

عام ব্যাপকভাবে তার অর্থ ব্যবহৃত হবে। ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী বলেন, এর উপমা কুর'আনে অনেক পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু উপমা দেওয়া হল:

১নং উপমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তিকে জুলুম বা অত্যাচার করেন না।'[৩৪৩] এখানে জুলুম করা ব্যাপকভাবে সবার ক্ষেত্রের বলা হয়েছে। তথা এখানে عام টা ব্যাপকভাবে তার অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে ব্যাপকতার অর্থ প্রদান করেছে।

২নং উপমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ অর্থাৎ, 'তোমাদের উপর তোমাদের মাতৃগণকে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।'[৩৪৪] এখানে মাতৃগণ বলতে ব্যাপক বুঝানো হয়েছে। জন্মদাত্রী মা হোক অথবা স্ত্রীর মাতা তথা শাশুড়ি হোক অথবা সৎ মা হোক। সকল মাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৩নং উপমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ অর্থাৎ, 'তিনি (আল্লাহ তা'আলা) সকল বিষয়ে জ্ঞাত।'[৩৪৫] এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানকে ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে। এই আয়াত সংশ্লিষ্ট কুর'আনে আরো অনেক আয়াত রয়েছে'।[৩৪৬]

২নং প্রকার

عام দ্বারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

অর্থাৎ, 'মুশরিকদের সহযোগী লোকেরা মুসলিমদের বলে যে, নিশ্চয় মক্কার কাফিররা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হচ্ছে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো।

---

৩৪২. আল-কুর'আন, ২৪ : ৬৩
৩৪৩. আল-কুর'আন, ১৮ : ৪৯
৩৪৪. আল-কুর'আন, ৪ : ২৩
৩৪৫. আল-কুর'আন, ২ : ২৯
৩৪৬. আল-কুর'আন, ২ : ২৩১, ২ : ২৮২, ৪ : ১২৬, ৪ : ১৭৬, ৫ : ৯৭, ৬ : ১০১, ৮ : ৭৫, ৯ : ১১৫, ২১ : ৮১, ২৪ : ৩৫, ২৪ : ৬৪, ২৯ : ৬২, ৩৩ : ৪০, ৩৩ : ৫৪, ৪১ : ৫৪, ৪২ : ১২, ৪৮ : ২৬, ৪৯ : ১৬, ৫৭ : ৩, ৫৮ : ৭, ৫৮ : ৭, ৬৪ : ১১, ৬৫ : ১২, ৬৭ : ১৯

অতঃপর মুসলিমদের (এ কথার মাধ্যমে শুধু) ইমান বৃদ্ধি হলো। আর মুসলিমরা বলে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদের যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।'[৩৪৭] আয়াতে উল্লিখিত প্রথম النَّاسُ দ্বারা নির্দিষ্ট বুঝানো হয়েছে। আর প্রথম النَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো মুশরিকদের সহযোগী লোকেরা। আর لَهُمُ এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো মুসলিমরা। এখানে النَّاسُ শব্দটি عام ব্যবহার করার পরও এর দ্বারা خاص তথা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত দ্বিতীয় النَّاسُ দ্বারাও নির্দিষ্ট বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় النَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো মুশরিক লোকেরা। আর لَكُمْ এর সর্বনাম দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো মুসলিম লোকেরা। এখানেও النَّاسُ শব্দটি عام ব্যবহৃত করার পরও এর দ্বারা خاص তথা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا অর্থাৎ, 'মানুষদের মধ্যে যাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের উপর ঐ ঘরের হজ্জ করা কর্তব্য...।'[৩৪৮] এখানেও النَّاسِ শব্দটি عام ব্যবহৃত করার পরও এর দ্বারা خاص তথা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর নির্দিষ্ট হলো যাদের সামর্থ্য আছে তারাই উদ্দেশ্য। এখানে النَّاسِ দ্বারা যদিও সকল মানুষ উদ্দেশ্য তথাপি কিছু মানুষ উদ্দেশ্য। এখানে নির্দিষ্ট একটি দল বা প্রতিনিধি বুঝানো হয়েছে।

২য় প্রকার: خاص

عام এর বিপরীত যা সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিষয় বুঝাবে তাকে خاص বলে। নিম্নে خاص এর কিছু প্রকার দেওয়া হলো।

১নং প্রকার: ইস্তেসনা তথা পূর্বের হুকুমকে বাতিল করে নতুন হুকুম সাব্যস্ত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থাৎ, 'যারা বিবাহিতা সতী নারীদের নামে অপবাদ দেয়। অতঃপর তারা যদি ৪ (চার) জন সাক্ষী উপস্থিত না করতে পারে তাহলে তাদের ৮০টি (আশি) বেত্রাঘাত করো। আর তাদের থেকে কখনো সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর তারাই হলো পাপাচার-ফাসিক। কিন্তু তারা যদি এর পর তাওবা করে এবং সৎ কাজ করে (তাহলে তাদের তাওবা গ্রহণ করা হবে।) কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু'।[৩৪৯] এখানে আয়াতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ হওয়া না হওয়ার কারণ হলো তাওবা করা ও না করা। তাদের বেত্রাঘাত করার কারণে নয়। সুতরাং তাওবা করলে তাদের ফাসিকি দূর হবে। আর ফাসিকি দূর হলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। যেমনটা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন যা গ্রহণযোগ্য।

---

৩৪৭. আল-কুর'আন, ৩ : ১৭৩
৩৪৮. আল-কুর'আন, ৩ : ৯৭
৩৪৯. আল-কুর'আন, ২৪ : ৪-৫

আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, তাদের আজীবন তাওবা গ্রহণ হবে না যদিও তারা তাওবা করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে أَبَدًا শব্দ উল্লেখ করেছেন। আর أَبَدًا দ্বারা আজীবন উদ্দেশ্য। কারণ হানাফীগণ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ এই বাক্যটি وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ বাক্যর উপর عطف নির্ধারণ করেছেন। যার অর্থ হবে তারা যদি তাওবা করে তাহলে তারা ফাসিক হবে না। আর শাফিয়ীগণ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ এই বাক্যটি প্রকৃত হুকুম ও পূর্বের সকল বাক্যর উপর عطف নির্ধারণ করেছেন। ফলে অর্থ হবে তারা যদি তাওবা করে তাহলে তারা ফাসিক তো হবেই না বরং তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণ হবে। এই মতামতটি রাসূলের হাদিসের সমর্থন দেয়। যেখানে রাসূল (স.) বলেন, التائب من الذنب كمن لا ذنب له. অর্থাৎ, 'অপরাধ থেকে তাওবাকারী যার কোনো অপরাধ নেই তার মত'।[৩৫০]

২নং প্রকার: সিফাত এর মাধ্যমে خاص হওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...

অর্থাৎ, 'আর তোমাদের এমন স্ত্রীদের পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। (তোমাদের জন্য বিয়ে করা হারাম করা হয়েছে) যে সকল স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ। আর যদি তোমরা সহবাস না করে থাক (অর্থাৎ, সহবাস করার পূর্বেই তালাক দিয়েছ) তাহলে তাদের পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যাদের বিয়ে করতে বাধা নেই...।'[৩৫১] এখানে مِنْ نِسَائِكُمُ বাক্যাংশ موصوف হয়েছে। আর اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ বাক্যাংশ صفة হয়েছে। সুতরাং এখানে সিফাত এর মাধ্যমে خاص করা হয়েছে।

৩নং প্রকার: শর্তের এর মাধ্যমে خاص করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

অর্থাৎ, 'তোমাদের কোনো ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় হাজির হয় এবং সে যদি অর্থ-সম্পদ রেখে যায়, তাহলে বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীয়ত করে যাওয়ার বিধান তোমাদের জন্য যথাযথভাবে ফরজ করে দেওয়া হলো। এটা মুত্তাকীদের জন্য কর্তব্য।'[৩৫২] এখানে অসীয়ত ওয়াজিব হবে যখন মৃত ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ দুনিয়াতে রেখে যাবে। আর যদি না রেখে যায় তাহলে অসীয়ত ওয়াজিব হবে না।

---

৩৫০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৮ হা. নং ৪২৫০
৩৫১. আল-কুর'আন, ৪ : ২৩
৩৫২. আল-কুর'আন, ২ : ১৮০

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতটি মানসুখ। মিরাসের আয়াত অথবা রাসূলের হাদিস দ্বারা রহিত হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জনকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত নেই।'[৩৫৩]

৪নং প্রকার: পরিশেষ বর্ণনা করার মাধ্যমে خاص করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ... অর্থাৎ, 'কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছা পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করো না...।'[৩৫৪] এখানে حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ শব্দাংশ বলে মাথার চুল মুন্ডানোর সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

৫নং প্রকার: بدل الكل থেকে بدل البعض হিসেবে বর্ণনা করার মাধ্যমে خاص করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا... অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তির আল্লাহর ঘরের দিকে সফর করার সামর্থ্য আছে তার উপর হজ্জ করা আল্লাহর জন্যই ফরজ...।'[৩৫৫] এখানে وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ বাক্যংশ عام হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা আল্লাহর ঘর মানুষের উপর যিয়ারত করা ফরজ। কিন্তু পরবর্তীতে مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا বলা হয়েছে। যেটা بدل البعض হিসেবে خاص করা হয়েছে। অর্থাৎ, যারা মক্কায় যেতে সামর্থ আছে তাদের উপর শুধু হজ্জ ফরজ।

হুকুম নির্দিষ্টকারী বস্তু

যেকোনো হুকুমকে একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে থাকে। যার মাধ্যমে হুকুমটি خاص হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু হুকুম নির্দিষ্টকারী বস্তুর আলোচনা করা হল।

১. কুর'আনের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... অর্থাৎ, 'তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন কুরূ পর্যন্ত তারা নিজেরা (বিবাহ করার জন্য ইদ্দত পালন করবে) অপেক্ষা করবে...।'[৩৫৬] এখানে প্রত্যেক তলাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বুঝানো হয়েছে। চাই সে পেটে সন্তান ধারণকারিনী হোক বা পেটে সন্তান ধারণকারিণী না হোক। স্ত্রীর সাথে সহবাস হোক বা না হোক। এই আয়াতকে নিম্নের দুটি আয়াত خاص করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ... অর্থাৎ, 'আর গর্ভবতীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত...।'[৩৫৭] এখানে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ইদ্দত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

৩৫৩. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*(মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতু দারিল-বায, ১৯৯৪ খ্রি.),খ. ৫, পৃ. ১৬৩

৩৫৪. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৬

৩৫৫. আল-কুর'আন, ৩ : ৯৭

৩৫৬. আল-কুর'আন, ২ : ২২৮

৩৫৭. আল-কুর'আন, ৬৫ : ৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা মুমিন নারীদের বিয়ে করার পর, তাদের স্পর্শ (সহবাস করা) করার আগেই যদি তালাক দাও, সেক্ষেত্রে তোমাদের জন্য তাদের কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না, যা তোমরা গণনা করবে। এ অবস্থায় তোমরা তাদের কিছু অর্থ-সামগ্রী দেবে এবং সুন্দরভাবে তাদের বিদায় করবে।'[৩৫৮] এখানেও ইদ্দত خاص করে দেওয়া হয়েছে।

২. রাসূল (স.) এর হাদিস

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا অর্থাৎ, 'আর আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন...।'[৩৫৯] এই আয়াতটি عام। সকল ধরণের ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে। কিন্তু রাসূল (স.) এর হাদিস দ্বারা خاص করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবন ওমর থেকে বর্ণিত, نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل. অর্থাৎ, 'আল্লাহর রাসূল (স.) পুরুষ উট, গরু ও ছাগলের বীর্য ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।'[৩৬০] এখানে হাদিসের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, পুরুষ উট, গরু ও ছাগলের বীর্য ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আরেকটি পুরুষ উট, গরু ও ছাগলের বীর্যের মাধ্যমে প্রজনন ও গর্ভপাত ঘটায়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

৩. ইজমায়ে উম্মাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের অসিয়ত করেন যে, একজন ছেলে সন্তান দুইজন মেয়ে সন্তানের সমপরিমান সম্পদ পাবে...।'[৩৬১] এই আয়াতে সকল সন্তানরা মিরাছের উত্তরাধিকার পাবে এ বিষয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে ইজমায়ে উম্মাতের মাধ্যমে একটি বিষয় خاص করে দেওয়া হয়েছে। সেটা হলো সন্তানদের মধ্যে কেউ যদি গোলাম বা দাস থাকে তাহলে সে মিরাছ পাবে না। কেননা দাসত্ব মিরাছ পাওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।

৪. কিয়াস

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ অর্থাৎ, 'ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ প্রত্যেকজনকে একশতটি বেত্রাঘাত করো...।'[৩৬২] এখানে ব্যভিচারিনী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ স্বাধীন হোক বা দাস হোক সকলের কথা বলা হয়েছে। এখানে عام হিসেবে ব্যবহৃত

---

৩৫৮. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৪৯
৩৫৯. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৫
৩৬০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৭
৩৬১. আল-কুর'আন, ৪ : ১১
৩৬২. আল-কুর'আন, ২৪ : ২

হয়েছে। এখানে কিয়াসের মাধ্যমে গোলামকে خاص করা হয়েছে। এখানে এই কিয়াসের আরেকটি দলীল আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ...

অর্থাৎ, 'তারা (দাসী) যদি যেনার কাজে লিপ্ত হয়, তখন তাদের দন্ড হবে স্বাধীন সম্ভ্রান্ত নারীদের দন্ডের অর্ধেক...।'[৩৬৩] যদিও এখানে অনেকে কিয়াসের কথা বলেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে কুর'আনের আয়াতের মাধ্যমে خاص করা হয়েছে।

আল্লামা সা'দী (রহ.) এর নিকটে তাফসীরের ক্ষেত্রে عام ও خاص এর ব্যবহার

প্রত্যেক কুর'আনের তাফসীরকারকের জন্য এটি আবশ্যক যে, তার উলূমুল কুর'আনের জ্ঞান অঘাত থাকতে হয়। তেমনি আল্লামা সা'দী (রহ.) এর ক্ষেত্রেও ব্যতীক্রম নয়। তিনি এ ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি যেমনিভাবে আসবাবুন নুযূলের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি নাসিখ ও মানসূখের গুরুত্ব দিয়েছেন। মুতলাক ও মুকায়্যিদে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি মুজমাল ও মুফাসসালের গুরুত্ব দিয়েছেন। عام ও خاص কে যেভাবে তিনি চিহ্নিত করেছেন ঠিক তেমনি عام ও خاص কে নিশ্চিতভাবে ব্যবহারও করেছেন। নিম্নে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর নিকটে তাফসীরের ক্ষেত্রে عام ও خاص এর ব্যবহার ও মতামত আলোচনা করা হলো।

১নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,...وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ... অর্থাৎ, 'তোমরা (ইমানদারগণ) মুশরিক মহিলাদের ইমান গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত বিবাহ করো না...।'[৩৬৪]

আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, 'এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিক মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত শিরকে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিবাহ করা যাবে না। এটা সকল মহিলার ক্ষেত্রে عام। কিন্তু অন্য আয়াতে আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে বিবাহ করা জায়েয সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ... অর্থাৎ, 'তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে (তাদের বিবাহ করা হালাল করে দেয়া হয়েছে) তাদের সতী-সাধ্বী নারীদের যদি তোমরা বিয়ে করার উদ্দেশ্যে তাদের মোহরানা প্রদান কর...।'[৩৬৫] এই আয়াতটি خاص। সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতটি عام।[৩৬৬]

২নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,... وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ, 'তোমরা (কাফিররা) নিজেদের প্রভুর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ সন্ধানে বাইতুল হারাম অভিমুখী যাত্রীদের অবমাননা

৩৬৩. আল-কুর'আন, ৪ : ২৫
৩৬৪. আল-কুর'আন, ২ : ২২১
৩৬৫. আল-কুর'আন, ৫ : ৫
৩৬৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৭

করাকে হালাল করে নিয়ো না'...।[৩৬৭] এই আয়াতে হাজীদের কষ্ট দেয়াকে হালাল মনে করার নিষেধ করা হয়েছে। এই আয়াতে মক্কায় তথায় বাইতুল্লায় আগমন করার নিষেধ করা হয়নি। এই আয়াতটি عام। কিন্তু আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বাইতুল্লায় আগমন করা নিষেধ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا... অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং তারা যেন এই বছর পর মাসজিদে হারামে প্রবেশ না করে...।'[৩৬৮] এই আয়াতে মাসজিদে হারামে প্রবেশ করা নিষেধ করে দিয়েছেন। আর আয়াতটি خاص।[৩৬৯] আল্লামা সা'দী (রহ) এই মতামতই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যা এখানে আলোচনা করা হলো। কিন্তু অধিকাংশ আলেম ও মুফাসসিরগণ বলেন, পূর্বের আয়াতটি মানসূখ। আর এই আয়াতটি নাসিখ। তথা সূরা মায়িদার ২নং আয়াত মানসূখ। আর সূরা তাওবার ২৮নং আয়াতটি নাসিখ তথা রহিতকারী।[৩৭০]

আম ও খাসের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) তার তাফসীর গ্রন্থে আম ও খাসের দিকে বেশি মনোনিবেশ করেন নিই। যেমনিভাবে তিনি মুতলাক ও মুকায়্যিদের দিকে বেশি মনোনিবেশ করেননি। কারণ তাঁর উদ্দেশ্যে হলো কুর'আনের শাব্দিক তাফসীর।

মুজমাল ও মুফাসসাল

মুজমাল এমন একটি বাক্য, যার অর্থটি স্পষ্ট নয় এবং তার উদ্দেশ্যও প্রকাশ্য নয়। আরবি বাক্যে তার উদ্দেশ্যটি স্পষ্টাকারে বর্ণনা থাকে না। মুফাসসাল তার ব্যতীক্রম। অর্থাৎ, মুফাসসাল এমন একটি বাক্য, যার অর্থটি স্পষ্ট থাকে এবং তার উদ্দেশ্যও প্রকাশ্য থাকে। আরবি বাক্যে তার উদ্দেশ্যটি স্পষ্টাকারে বর্ণনা থাকে। আল-কুর'আনে মুজমাল ও মুফাসসালের বর্ণনা অনেক স্থানে আলোচনা এসেছে। আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মুজমাল ও মুফাসসালের আলোচনা স্থান দিয়েছেন। নিম্নে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

মুজমালের পরিচিতি

মুজমাল এটি আরবি শব্দ। مُجْمَلٌ এসমে মাফঊলের পুং লিঙ্গের একবচনের শব্দ। যার অর্থ অস্পষ্ট, মোটামুটি, মোট, সার-সংক্ষেপ ও সংক্ষেপণ ইত্যাদি।[৩৭১] পরিভাষায় যার দালালত বা প্রমাণ সরাসরি বোঝা য়ায় না। কেউ কেউ এভাবে বলেন, المجمل من الكلام هو الذي لم يَبِنْ، فلم يظهر معناه. অর্থাৎ, 'যেই কালামটির অর্থ প্রকাশ্য নয় এবং তার অর্থটি স্পষ্টও না।' কিছু আলেম বলেন,

---

৩৬৭. আল-কুর'আন, ৫ : ২
৩৬৮. আল-কুর'আন, ৯ : ২৮
৩৬৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫২
৩৭০. ড. ওয়াহাবাতু ইবন মুস্তফা যুহাইলী, *আত তাফসীরুল মুনীর*(কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৬৫
৩৭১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

المجمل هو اللفظ الذي لم يعرف منه معناه تحديدا سواء كان غير معلوم المعنى مطلقا أو تردد بين معنيين، ولم نعرف المراد به.

অর্থাৎ, 'মুজমাল এমন একটি শব্দ যার অর্থ নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। চাই সেটা স্বাভাবিকভাবে অর্থ অনির্দিষ্ট হোক অথবা দুটি অর্থের মধ্যে সংশয় তৈরি হোক এবং তার দ্বারা উদ্দেশ্য জানা যায়না'।[৩৭২] এখানে এই অস্পষ্টতা কয়েকভাবে হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু কারণ আলোচনা করা হলো।

১. ইশতিরাক তথা সমার্থবোধকের কারণে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ. অর্থাৎ, 'শপথ রাতের যখন তা বিদায় নেয়।'[৩৭৩] কেননা এখানে উক্ত আয়াতের অর্থ হলো أقبل ও أدبر । কেননা এর প্রমাণ হিসেবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ. অর্থাৎ, 'শপথ রাতের যখন তা ফিরে চলে যায়। শপথ ভোর বেলার যখন তা আলোকিত হয়ে উঠে।'[৩৭৪] এখানে পূর্বের আয়াতটি মুজমাল হওয়ার কারণে পরের আয়াতটি তাফসীল করা হয়েছে।

২. হযফ বা বিলুপ্তির কারণে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ... অর্থাৎ, 'আর তোমরা তাদের বিবাহ করতে আগ্রহী...।'[৩৭৫] এখানে প্রকৃতপক্ষে মূল বাক্য এমন হবে-

أما الرغبة في نكاحهن لجمالهن، أو الرغبة عن نكاحهن لعدم جمالهن.

অর্থাৎ, 'তাদের বিবাহ করার কারণ হয়তোবা তাদের সৌন্দর্যের কারণ অথবা তাদের বিবাহ না করার কারণ তাদের মধ্যে সৌন্দর্য না থাকার কারণে।'[৩৭৬] এখানে কিছু মুজমাল ও মুফাসসালের উদাহরণ দেওয়া হলো।

১নং উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...

অর্থাৎ, 'আর তোমরা পানাহার করতে থাকো যতক্ষণ না তোমাদের কাছে রাতের কালো রেখা থেকে ফজরের (ভোরের) সাদা রেখা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে...।'[৩৭৭] এখানে প্রথমে الْخَيْطُ বলার কারণে একপ্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্ট হয়েছে। পরবর্তীতে الْفَجْرِ বলার কারণে সেই অস্পষ্ট দূর হয়েছে। সুতরাং الْخَيْطُ শব্দটির আলোচনা করাটা এখানে মুজমাল হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে الْفَجْرِ বলার কারণে সেই অস্পষ্ট দূর হয়েছে। الْفَجْرِ শব্দটি মুফাসসাল হয়েছে।

---

৩৭২. ইমাম আবুল মু'আলি জুওয়াইনি, *শরহুল ওয়ারাকাত ফি উসূলিল ফিকহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯
৩৭৩. আল-কুর'আন, ৫ : ২
৩৭৪. আল-কুর'আন, ৭৪ : ৩৩-৩৪
৩৭৫. আল-কুর'আন, ৪ : ১২৭
৩৭৬. মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৫২০।
৩৭৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৮৭

২নং উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ, 'তালাক দুটি...।'[৩৭৮] এখানে তালাক দুটি বলার কারণে এক ধরনের অস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে এর অস্পষ্টতা দূর করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, 'সুতরাং যদি তাকে (স্ত্রী) তালাক (তিন তালাক) দিতে চাই তাহলে প্রথম স্বামী ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ না করার পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না।'[৩৭৯]

৩নং উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, 'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জীব হালাল করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদের কাছে পাঠ করা হবে...।'[৩৮০] এখানে এই আয়াতটি মুজমাল। পরবর্তীতে অন্য আয়াতের মাধ্যমে এর অস্পষ্টতা দূর করেছে । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ অর্থাৎ, 'তোমাদের উপর মৃত হারাম করে দেয়া হল...।'[৩৮১] এই আয়াতের শেষে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন কোন গবাদী পশু খাওয়া হালাল ও হারাম। এই আয়াতটি মুফাসসাল।

৪নং উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ অর্থাৎ, 'সে সময় আদম (আ.) তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি কথা (ক্ষমা ও তওবা কবুল করার জন্য) শিক্ষা লাভ করেছেন। তখন তিনি তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চই তিনিই তো তওবা কবুলকারী অতি দয়ালু...।'[৩৮২] এ বিষয়ে কয়েকটি কথা তথা ক্ষমা ও তওবা কবুল করা সম্পর্কে অন্য আয়াতে ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. অর্থাৎ, 'তখন তারা বললেন, আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের দয়া না করো, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব'।[৩৮৩] এই আয়াতে পূর্বের আয়াতকে তাফসীল করে দিয়েছে। এখানে কিছু বাক্য অতিরিক্ত উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫নং উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. অর্থাৎ, 'তাদের পথে (আমাদের পরিচালিত করুন) যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়,

---

৩৭৮. আল-কুর'আন, ২ : ২২৯
৩৭৯. আল-কুর'আন, ২ : ২৩০
৩৮০. আল-কুর'আন, ২২ : ৩০
৩৮১. আল-কুর'আন, ৫ : ৩
৩৮২. আল-কুর'আন, ২ : ৩৭
৩৮৩. আল-কুর'আন, ৭ : ২৩

যাদের প্রতি আপনার ক্রোধ রয়েছে। আর তাদের পথেও না যারা পথভ্রষ্ট।'[৩৮৪] এই আয়াতে স্পষ্টাকারে বর্ণনা হয়নি যে, কারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত। এই আয়াতে ব্যাখ্যা হিসেবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.

অর্থাৎ, 'আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবীগণ, সিদ্দিকগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবানগণের সাথে সঙ্গী হবে। সঙ্গী হিসেবে এরা কতইনা উত্তম!'[৩৮৫] এখানে অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সংখ্যা বলে দেয়া হয়েছে। তারা হলেন চার শ্রেণির লোক। নবীগণ, সিদ্দিকগণ তথা সত্যবাদীগণ, শহীদগণ ও পুণ্যবানগণ তথা সৎকর্মপরায়ণকারী বান্দাগণ। এখানে প্রথম শ্রেণির লোক হওয়া সম্ভব না। কারণ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে আর কোনো নবী পাঠাবেন না। অন্য শ্রেণির বান্দা হওয়া সম্ভব। এখানে সূরা ফাতিহার ৭নং আয়াত মুজমাল। আর সূরার নিসার ৬৯নং আয়াতটি মুফাসসিল। এমনিভাবে আল-কুর'আনে সলাত, যাকাত ও হজ্জ সম্পর্কে অনেক স্থানে মুজমাল আকারে বর্ণনা এসেছে। এগুলোর বিস্তারিত তথা মুফাসসাল আকারে রাসূল (স.) এর হাদিসে বর্ণনা এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. অর্থাৎ, 'আর তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো।'[৩৮৬]

এ জাতীয় অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সলাত ও যাকাত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যার বিস্তারিত হাদিসে বর্ণনা এসেছে। যেমন আল্লাহর রাসূল (স.) সলাত সম্পর্কে বলেন, . وصلوا كما رأيتموني أصلي অর্থাৎ, 'তোমরা সলাত পড়ো যেমন আমাকে তোমরা সলাত পড়তে দেখছ।'[৩৮৭] আল্লাহ তা'আলা হজ্জ সম্পর্কে বলেন, ...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا অর্থাৎ, 'যে কোনো ব্যক্তির (পথ অতিক্রম করে) সেখানে পৌছার সামর্থ্য আছে, সে ঘরে আল্লাহর জন্য হজ্জ করা তার কর্তব্য।'[৩৮৮]

ইমাম সা'দী (রহ.) এর নিকটে মুজমাল ও মুফাসসাল

১. মুজমাল ও মুফাসসাল উল্লেখ না করে বর্ণনা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. অর্থাৎ, 'সে সময় আদম (আ.) তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি কথা (ক্ষমা ও তওবা কবুল করার জন্য) শিক্ষা লাভ করেছেন। তখন তিনি তার তওবা কবুল করেন। কারণ তিনিই তো তওবা কবুলকারী অতি দয়ালু...।'[৩৮৯] এ বিষয়ে কয়েকটি কথা তথা ক্ষমা ও তওবা কবুল করা সম্পর্কে অন্য আয়াতে ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

---

৩৮৪. আল-কুর'আন, ১ : ৭
৩৮৫. আল-কুর'আন, ৪ : ৬৯
৩৮৬. আল-কুর'আন, ২ : ১১০
৩৮৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৪৩
৩৮৮. আল-কুর'আন, ৩ : ৯৭
৩৮৯. আল-কুর'আন, ২ : ৩৭

অর্থাৎ, 'তখন তারা বললেন, আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের দয়া না কর, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব।'[৩৯০] এই আয়াতে পূর্বের আয়াতকে তাফসীল করে দিয়েছে। আল্লামা সা'দী (রহ.) এখানে এভাবে বর্ণনা করে বলেননি যে, এটা মুজমাল আর সেটা মুফাসসাল।

২. আল্লাহ তা'আলার একককত্বের বিষয়ে দলীলাদির উপরে মুজমাল ও মুফাসসাল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. অর্থাৎ, 'আর তোমাদের প্রভু এক প্রভু। করুনাময় দয়ালু তিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই।'[৩৯১] এই আয়াতটি আল্লাহর একককত্বের উপরে দলীলটি মুজমাল হিসেবে ব্যবহৃত করা হয়েছে। এই মুজমাল আয়াতকে অন্য আয়াতে তাফসীল করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আসমান জমিনের সৃষ্টিতে, রাত দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারী দ্রব্যবাহী চলমান নৌযানে, আকাশ হতে আল্লাহর বর্ষিত বৃষ্টি দিয়ে শুকনো জমিন সজীব করাতে, বিচরণশীল প্রাণীতে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান জমিনের নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় রয়েছে বুদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শন।'[৩৯২]

৩. সূরার প্রথমে মুজমাল আর পূর্ণ সূরা মুফাসসাল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

অর্থাৎ, 'হে মানুষ! রবকে ভয় করো। যিনি এক আদম হতে তোমাদের এবং তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করে তাদের থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাকো। আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের পর্যবেক্ষক।'[৩৯৩] ইমাম সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি চিন্তা করে দেখো তো কিভাবে আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি তাকওয়াহ, আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক ও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে আদেশ করেছেন। এটা মুজমাল হিসেবে রেখেছেন। সূরার পরবর্তী আয়াতসমূহ তথা

---

৩৯০. আল-কুর'আন, ৭ : ২৩
৩৯১. আল-কুর'আন, ২ : ১৬৩
৩৯২. আল-কুর'আন, ২ : ১৬৪
৩৯৩. আল-কুর'আন, ৪ : ১

শেষ পর্যন্ত এগুলো বিষয়ে বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে সূরার প্রথম আয়াতটি মুজমাল আর বাকি আয়াতগুলো মুফাসসাল।[৩৯৪]

৪. মুজমালের পরে মুফাসসালের আয়াতের ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا.

অর্থাৎ, 'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকারে পুরুষদের এবং নারীদেরর অংশ রয়েছে, কম কিংবা বেশি।'[৩৯৫] ইমাম সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আর তাদের অংশ থেকে দুর্বল তথা মহিলা বাচ্চাদের সম্পদের ওয়ারিশ করত না। পুরুষদের জন্য সম্পদের বণ্টন করত। যারা যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে সম্পদের সুষম বণ্টন করার জন্য আয়াত নাযিল করেন। এই আয়াতটি তাফসীল করেছেন পূর্ববর্তী আয়াতের। সুতরাং পূর্ববর্তী তথা সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত হলো মুজমাল। পরবর্তী আযাতটি মুফাসসাল তথা সূরা নিসার ৭ নং আয়াত মুফাসসাল।[৩৯৬] সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত নিম্মরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

অর্থাৎ, 'মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পদ পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ইনসাফের সাথে (বণ্টনের) অসীয়ত করার বিধান রাখা হয়েছে। এটা মুত্তাকীদের জন্য কর্তব্য।'[৩৯৭] সকল আলেমের নিকটে সূরা বাকারার ১৮০ নং আয়াত মানসূখ হয়ে গেছে। নসখকারী আয়াত হলো সূরা নিসার ৭ নং আয়াত। তারপরও হাদিস দ্বারা নসখ করা হয়েছে। আর ইমাম সা'দী (রহ.) এর নিকটে এই দুই আয়াত মুজমাল ও মুফাসসাল। জমহুর আলেমগণ বলেন, এখানে মুজমাল ও মুফাসসাল এর আলোচনা করার প্রয়োজন নেই কারণ একটি আয়াত নাসিখ আরেকটি আয়াত মানসূখ।

৫. মুজমাল আয়াতকে হাদিস দ্বারা মুফাসসাল করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অর্থাৎ, 'আর আল্লাহ তা'আলা জিহাদকারীদের ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর মহান পুরষ্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত । আল্লাহ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল দয়ালু।'[৩৯৮] ইমাম সা'দী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে

---

৩৯৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩

৩৯৫. আল-কুর'আন, ৪ : ৭

৩৯৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১৪

৩৯৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৮০

৩৯৮. আল-কুর'আন, ৪ : ৯৫-৯৬

دَرَجَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত করেছেন। আর আল্লাহর রাসূল (স.) এই دَرَجَاتٌ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سالتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة.

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই জান্নাতে একশত দারজা বা স্তর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। (একটি দারজা বা স্তরের পরিমান) দুই দারজার মধ্যবর্তী স্থান হলো আসমান জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পরিমান। সুতরাং, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন তোমরা ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কেননা ফিরদাউস জান্নাত জান্নাতের মধ্যবর্তী ও সুউচ্চ স্থান।'[৩৯৯] উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুজমাল এমন একটি বাক্য, যার অর্থটি স্পষ্ট নয় এবং তার উদ্দেশ্যও প্রকাশ্য নয়। আরবি বাক্যে তার উদ্দেশ্যটি স্পষ্টাকারে বর্ণনা থাকে না। মুফাসসাল তার ব্যতীক্রম। অর্থাৎ, মুফাসসাল এমন একটি বাক্য, যার অর্থটি স্পষ্ট থাকে এবং তার উদ্দেশ্যও প্রকাশ্য থাকে। অস্পষ্টতা কয়েকভাবে হয়ে থাকে। সমার্থবোধক শব্দের কারণে ও শব্দ বা বাক্য বিলুপ্তির কারণে অস্পষ্টতা হয়ে থাকে। তাফসীরে সা'দীতে অনেক স্থানে মুজমাল ও মুফাসসাল উল্লেখ না করে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এককত্বের বিষয়ে দলীলাদির উপরে মুজমাল ও মুফাসসাল এর আয়াত নিয়ে আলোচিত হয়েছে। সূরার প্রথমে মুজমাল হিসেবে আয়াত নিয়ে আসা হয়েছে আর পূর্ণ সূরা মুফাসসাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মুজমালের পরে মুফাসসালের আয়াতের ব্যবহৃত করা হয়েছে। মুজমাল আয়াতকে হাদিস দ্বারা মুফাসসাল করা হয়েছে।

ইলমুল মুনাসাবাত

ইলমুল মুনাসাবাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের মধ্যে সম্পর্কের নাম ইলমুল মুনাসাবাত। তেমনিভাবে কয়েকটি একক বিষয়বস্তু আরো কিছু একক বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কের নামও ইলমুল মুনাসাবাত। একটি সূরা আরেকটি সূরার সাথে কিরূপ মিল রয়েছে এই মিল উদঘাটন করার নাম ইলমুল মুনাসাবাত। ইমাম সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে ইলমুল মুনাসাবাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নিম্নে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

ইলমুল মুনাসাবাত সম্পর্কে আলেমদের মতামত

১. কাজি আবু বাকার ইবন আরাবী[৪০০] বলেন, 'কুর'আনের কিছু আয়াত কিছু আয়াতের সাথে এমনভাবে মিল হবে, মনে হয় একটি আরেকটির সাথে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত।

৩৯৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১২৮, হা. নং ২৬৩৭ ও ৬৯৮৭

৪০০. তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-মু'আফিরী আল-আন্দুলুসী আল-আশবিলী আস-সালেকী। প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন ইবনুল আরাবী নামে। ইবনুল আরাবী হাদিস, ফিকহ, উসূলুল ফিকহ, উলূমুল কুর'আন, আরবি সাহিত্য, নাহু-সরফ তথা আরবি ব্যকারণ, ইতিহাস বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। আশবিলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই বিচার কার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। উদওয়াতে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচনাবলির মধ্যে শরহুল জামি'ঈ সহীহ লিত তিরমিযি, আল-মাহসূরাত ফিল উসূল ইত্যাদি। দ্র. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৯

মনে হয় একটি বাক্য বা শব্দ আরেকটি বাক্য বা শব্দের সাথে সম্পৃক্ত।'[৪০১]

২. আল্লামা বুকাঈ[৪০২] বলেন, 'এই ইলমুল মুনাসাবাতের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্তি লাভ হয়। আর এই জ্ঞান দুইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি বাক্য আরেকটি বাক্যর সাথে মিলে। আরেকটি হলো বাক্যগুলো ধারাবাহিকের ভিত্তিতে মিলে। প্রথম মিলটি শ্রোতাদের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকার। কেননা যে কেউ এগুলো শুনলেই তা আত্বস্থ করতে সক্ষম হবে।'[৪০৩]

মুনাসাবাতের কারণ

আল-কুর'আনে মুনাসাবাতের অনেক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো একটি আয়াত বা সূরা অথবা সূরার আয়াতাংশ কি কারণে মিল থাকে তার বিবরণ আছে। নিম্নে কিছু আলোচনা করা হলো।

১. আতফ (عطف) এর মাধ্যমে মিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, . يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا অর্থাৎ, 'তিনি জানেন যা প্রবেশ করে জমিনে এবং যা বের হয় জমিন থেকে, যা নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যা আসমানের দিকে উঠে।'[৪০৪] এই আয়াতের মধ্যে বিপরীতমুখী আতফ (عطف) করা হয়েছে। এখানে ولوج শব্দটি خروج এর বিপরীত। আর عروج শব্দটি نزول এর বিপরীত।

২. দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মাধ্যমে মুনাসাবাত হয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ অর্থাৎ, 'যেমনিভাবে আপনার প্রতিপালক আপনাকে আপনার ঘর সত্যের ভিত্তিতে বের করেছেন। কিন্তু মু'মিনদের কিছু লোক তা অপছন্দ কারী ছিল।'[৪০৫]

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে কিছু সাহাবাদের পছন্দ না থাকা সত্ত্বেও গনিমতের অর্থ-সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ দেন। তেমনিভাবে তারা যুদ্ধের জন্য দল প্রস্তুত করার বিষয়ে রাসূলের প্রতি অসন্তুষ্টি ছিলেন। যেমনিভাবে তারা গনিমতের অর্থ-সম্পদ বণ্টনে অসন্তুষ্টি ছিল। তেমনিভাবে তারা যুদ্ধের জন্য বের হতেও অসন্তুষ্টি ছিল।

৩. বিপরীতমুখী বুঝানোর জন্য মুনাসাবাত ব্যবহার হয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ, 'যেসব লোক (এ কথাগুলো মেনে নিতে) অস্বীকার করে, তাদের তুমি সতর্ক কর আর নাই কর, তাদের জন্য

৪০১. কাজী আবু বাকার ইবন আরাবী, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*(বৈরুতঃ দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪২

৪০২.তাঁর নাম ইবরাহিম ইবন ওমর ইবন হুসাইন। তাঁর মৃত্যু ৮৮৫ হিজরিতে। তিনি শাফেঈ মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। কায়রোর অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর দামেশক চলে যান। তিনি একজন আলেম, সাহিত্যিক, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। দামেশকে মৃত্যুবরণ করেন। তার অনেক লিখিত গ্রন্থ ছিল। তন্মধ্যে, নাজমুদ দুরার, আল-আসলুল আসিল ফী তাহরীমিন নাকলি মিনাত তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিল প্রসিদ্ধ। ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৬৯

৪০৩. আল্লামা বুকাঈ ইবরাহিম ইবন ওমর ইবন হুসাইন, *নাজমুদ দুরার*(বৈরুতঃ দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১১

৪০৪. আল-কুর'আন, ৫৭ : ৪

৪০৫. আল-কুর'আন, ৮ : ৫

উভয়টিই সমান, তারা ইমান আনবে না।'[৪০৬] সূরার শুরুতে মু'মিনদের আলোচনা পর কাফেরদের আলোচনা করেছেন। যেহেতু মু'মিন ও কাফের বিপরীতমুখী দুটি দল।

৪. মতামত প্রতিহত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا.

অর্থাৎ, 'ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো ছোটো মনে করে দেখেনি, নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতারাও নয়। যে কেউ আল্লাহর দাসত্ব করাকে হেয় জ্ঞান করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে অবশ্যই তাঁর কাছে একত্রিত করবেন।'[৪০৭] আয়াতের শুরুতে ঈসা (আ.) সম্পর্কে নবুওতি ধারণা পোষণকারী নাসারাদের মতামত প্রত্যাক্ষাণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ফেরেশতাদের সম্পর্কে ধারণা দূর করা হয়েছে।

৫. উত্তম পরিত্রাণ বর্ণনা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমাকে কিয়ামত দিবসে অপমান করবেন না।'[৪০৮] এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে অপমান না করার কথা বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে অপমান না করায়ে উত্তম পরিত্রাণ তথা কিয়ামত দিবসে কোনো অর্থ-সম্পদ ও সন্তানাদি কাজে আসবে না এমন পরিস্থিতিতে আমাকে অপমান করবেন না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ অর্থাৎ, 'যে দিবসে কোনো অর্থ-সম্পদ ও সন্তানাদি কাজে আসবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিরাপদ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবে।'[৪০৯]

৬. শ্রোতার মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট করার জন্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. অর্থাৎ, 'এটা উপদেশ, আর আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাসস্থল।'[৪১০] শ্রোতার মনোযোগ অন্য দিকে আকৃষ্ট করার জন্য পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ অর্থাৎ, 'এটা, (আলোচনা) আর অবাদ্ধদের জন্য রয়েছে খারাপ আবাসস্থাল।'[৪১১] প্রথম আয়াতে আল্লাহভীরুদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে هَذَا **ব্যবহার করে** শ্রোতার মনোযোগ অন্য দিকে তথা অবাদ্ধদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

৪০৬. আল-কুর'আন, ২ : ৬
৪০৭. আল-কুর'আন, ৪ : ১৭২
৪০৮. আল-কুর'আন, ২৬ : ৮৭
৪০৯. আল-কুর'আন, ২৬ : ৮৮-৮৯
৪১০. আল-কুর'আন, ৩৮ : ৪৯
৪১১. আল-কুর'আন, ৩৮ : ৫৫

৭. উদ্দেশ্য উপস্থাপন করার পূর্বে মাধ্যম উপস্থাপন করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 'আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'[৪১২] এখানে উদ্দেশ্য হল সরল পথে আমাদের পরিচালিত করা। আর মাধ্যম হলো ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা করা। যে বিষয়টি পরবর্তী আয়াতে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন।'[৪১৩] পূর্বের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হলো যে, একটি আয়াত বা সূরা বা সূরার অংশ আরেকটি বিষয়ের সাথে মিল থাকতে পারে যেগুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

ইলমুল মুনাসাবাতের ধরন

কখনো কখনো একটি আয়াতের শুরু ও শেষে মিল পাওয়া যায়। আবার একটি বিষয়ের আলোচনা শেষের দিকে মিল পাওয়া যায়। কখনো কখনো আয়াত ও একটি সূরার মাঝে মিল পাওয়া যায়। আবার পৃথক দুটি সূরার মাঝে মিল পাওয়া যায়। দূরবর্তী দুটি সূরার মাঝে মিল পাওয়া যায়। আবার একটি সূরা শুরু ও শেষের দিকে মিল পাওয়া যায়। নিম্নে এমন কিছু মিল বা মুনাসাবাত উল্লেখ করা হলো।

১. সূরার শুরু ও শেষের মিল

সূরা কসাসের শুরুতে মূসা (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চই আমি তাঁকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব। আর আমি তাঁকে রাসূল বানাব।'[৪১৪] আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) কে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার আলোচনা এই সূরার শুরুতে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই সূরার শেষে রাসূল (স.) কে তাঁর মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.

অর্থাৎ, 'যিনি তোমার প্রতি কুর'আনকে বিধান বানিয়ে দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবেন। তুমি বলো! আমার প্রভুই অধিক জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে, আর কে সুস্পষ্ট বিপথগামীতায় নিমজ্জিত রয়েছে।'[৪১৫] সুতরাং সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) কে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সূরার শেষে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (স.) কে তার মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফিরিয়ে দেওয়ার ভিত্তিতে সূরার শুরু ও শেষে মিল রয়েছে। তেমনিভাবে মূসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৪১২. আল-কুর'আন, ১ : ৫
৪১৩. আল-কুর'আন, ১ : ৬
৪১৪. আল-কুর'আন, ২৮ : ৭
৪১৫. আল-কুর'আন, ২৮ : ৮৫

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ.

অর্থাৎ, ‘মূসা (আ.) বলেন, হে আমার প্রতিপালক যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তাই আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।’[৪১৬] এই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ.

অর্থাৎ, ‘তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে তুমি তো কখনো সেই আশা পোষণ করোনি। এটা তো তোমার প্রভুরই অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী হবে না।’[৪১৭] সুতরাং উপরের দুটি আয়াতের প্রথম আয়াতে মূসা (আ.) এর সম্পর্কে অপরাধী ও কাফিরদের সাহায্যকারী হবে না বলে বর্ণনা এসেছে। দ্বিতীয় আয়াতে রাসূল (স.) এর সম্পর্কে অপরাধী ও কাফিরদের সাহায্যকারী হবে না বলে বর্ণনা এসেছে। তাহলে এই সূরার শুরুতে ও শেষে সাহায্যকারী না হওয়ার বিষয়ে মিল রয়েছে।

২. একটি সূরার শেষ ও অপর সূরার শুরুর মিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. অর্থাৎ, ‘এভাবে তিনি তাদের চিবানো ভূসির ন্যায় করে দিয়েছিলেন।’[৪১৮] এখানে আল্লাহ তা‘আলা কুরাইশ জাতিকে আবরাহা বাহিনী থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই সূরার শেষে কুরাইশ সূরার প্রথমে কুরাইশদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. অর্থাৎ, ‘কুরাইশ জাতির আসক্তির কারণে। শীত ও গরমকালে তাদের সফরের (শীতকালে ইয়ামেনে ও গরমকালে শামদেশে) আসক্তির কারণে।’[৪১৯] উল্লিখিত দুটি সূরার শেষ ও শুরুতে কুরাইশদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটাই এখানে মুনাসাবাত তথা মিল রয়েছে।

৩. এক সূরাতে বিভিন্ন আয়াতে মিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا.

‘তুমি কি তাদের দেখনি? যাদের কিতাবের বিশেষ অংশ দেয়া হয়েছে। তারা জিবত ও তাগুতের প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা কাফিরদের সম্পর্কে বলে, যারা ইমানের পথে চলে তাদের চাইতে এদের পথই অধিকতর সঠিক।’[৪২০] সূরা নিসার ৫১-৫৭ নং আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলো কা‘ব ইবন আশরাফ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। বদর যুদ্ধের পর মক্কার কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলেছিল যে তোমরাই মুহাম্মাদ (স.) থেকে বেশি সুপথপ্রাপ্ত। আর কা‘ব ইবন আশরাফ আহলে কিতাব ছিল। সে তাদের মূর্তিদের সিজদা

৪১৬. আল-কুর’আন, ২৮ : ১৭
৪১৭. আল-কুর’আন, ২৮ : ৮৬
৪১৮. আল-কুর’আন, ১০৫ : ৫
৪১৯. আল-কুর’আন, ১০৬ : ১-২
৪২০. আল-কুর’আন, ৪ : ৫১

করল। তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এই আয়াত নাযিল করার পর আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

অর্থাৎ, 'নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের আমানত প্রদান করার জন্য তার হকদারকে প্রদান করার জন্য আদেশ করেছেন। তিনি আরো নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সুবিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের অতি উত্তম উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[৪২১] এই আয়াতটি উসমান ইবন আবী তালহা (রা.) সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। যিনি কাবা ঘরের চাবির মালিক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন তার থেকে চাবি নিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উপরে দুটি আয়াতের মাঝে নাযিল হওয়া বিষয়ে ছয় বছর ব্যবধান ছিল। তারপরও এই আয়াতদ্বয়ের মাঝে অনেক মিল রয়েছে। আহলে কিতাবরা নিজেদের আমানতকে ভুলে গিয়ে শয়তান তথা তাগুতের অনুসরণ করেছিল। তারা আমানত রক্ষা করতে সক্ষম হতে পারেনি। তেমনিভাবে এই আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট আমানতের কথা আলোচনা এসেছে।[৪২২]

ইমাম সা'দী (রহ.) এর ইলমুল মুনাসাবাত বর্ণনার ধরন

ইমাম সা'দী (রহ.) স্পষ্টভাবে ইলমুল মুনাসাবাত তার তাফসীর গ্রন্থে বলেননি। কিন্তু কুর'আনে তার তাফসীরের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করেছেন। তার নির্ধারিত গবেষণায় তাফসীর গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন। নিম্নে সেগুলো কিছু আলোচনা করা হলো।

১ম ধরন: আয়াতের মাঝে ও আয়াতের শেষে মিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

অর্থাৎ, 'গোপনে কিছু গ্রহণ করা কোনো নবীর পক্ষে শোভনীয় নয়। গোপনে কেউ কিছু নিলে কিয়ামতে সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর সে উপার্জিত জিনিস পূর্ণ পাবে। আর তারা অত্যাচারিত হবে না।'[৪২৩]

আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, 'এখানে আয়াতের দুটি অংশ রয়েছে। একটি অংশ হলো

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আরেকটি অংশ হলো ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ । যখন আয়াতের প্রথম অংশে বলা হয়েছে তখন সন্দেহ হয়েছে যে, শুধু যুদ্ধের ময়দানে গোপনে অর্থ-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার ফয়সালা করা হবে। অন্যান্য

---

৪২১. আল-কুর'আন, ৪ : ৫৮
৪২২. আবু আব্দুল্লা ফখরুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ওমর রাজি, *মাফাতিহুল গাইব*(বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৩৭
৪২৩. আল-কুর'আন, ৩ : ১৬১

অপকর্মের ফয়সালা করা হবে না। পরের অংশ বলার কারণে সংশয় দূর হয়ে গেল। সুতরাং আয়াতের শুরুতে যে বিষয় তথা অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আয়াতের শেষে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।’[৪২৪]

২য় ধরন: এক সূরাতে বিভিন্ন আয়াতে মিল

১ম উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. অর্থাৎ, ‘হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’[৪২৫] আল্লামা সা‘দী (রহ.) বলেন, এই আয়াতের শুরুতে সকল বিষয়ের উপরে ধৈর্যধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। এই আয়াতের পরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার বিষয়ে ধৈর্যধারণ করার উপর আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এটা সর্বপেক্ষা উত্তম আনুগত্য।[৪২৬]

২য় উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. অর্থাৎ, ‘তোমাদের প্রভু এক প্রভু। কোনো ইলাহ বা প্রভু নেই। শুধু পরমকরুনাময় অতি দয়ালু আল্লাহ ছাড়া।’[৪২৭] এই আয়াতে আল্লাহর তাওহীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে আল্লাহ তা‘আলা তাওহীদ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ.

অর্থাৎ, ‘মানুষদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদের আল্লাহর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা তাদের এমনভাবে ভালোবাসে যেমন ভালোবাসা উচিৎ শুধু আল্লাহকে। পক্ষান্তরে যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। হায়! এ জালিমরা (দুনিয়াতে) যখন কোনো শাস্তি প্রত্যক্ষ করে তখন যদি বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহর জন্য। আযাব সচক্ষে দেখার পর এইসব জালিমরা যেভাবে বুঝবে, এখনই যদি সেভাবে অনুধাবন করতো যে, সমস্থ ক্ষমতা শুধু আল্লাহর এবং অবশ্যই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।’[৪২৮]

৩য় ধরন: সূরার শুরু ও সূরার আলোচ্য বিষয়ে মিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ... অর্থাৎ, ‘হে ইমানদারগণ! এক আত্মা থেকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তাকে তোমরা ভয় করো...।’[৪২৯]

---

৪২৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা‘দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৮
৪২৫. আল-কুর’আন, ২ : ১৫৩
৪২৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা‘দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৮
৪২৭. আল-কুর’আন, ২ : ১৬৩
৪২৮. আল-কুর’আন, ২ : ১৬৫
৪২৯. আল-কুর’আন, ৪ : ১

উক্ত আয়াত দ্বারা সূরা নিসা শুরু করা হয়েছে। শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার কথা আলোচনা করেছেন। অতঃপর আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা করেছেন। এগুলো হলো সূরার শুরুর আলোচ্য বিষয়। এই সূরার শেষ পর্যন্ত এগুলো বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হক ও বান্দার হক সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর বাকি সূরার শেষ পর্যন্ত অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাঝে ও তার বান্দার মাঝের অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৪৩০]

৪র্থ ধরন: সূরার শুরুর আয়াত ও সূরার শেষ আয়াতে মিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. অর্থাৎ, 'চতুষ্পদ জীব আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাতে রয়েছে শীত নিবারণ উপকরণ এবং অনেক উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার কর।'[৪৩১] এই আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াতে চতুষ্পদ জীবের উপকার সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। তেমনিভাবে এই সূরার শেষে চতুষ্পদ জীবের সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের ঘর শান্তির আবাস বানিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া দিয়ে তাবুর ব্যবস্থা করেন, সেগুলোকে তোমরা ভ্রমণকালে এবং বাড়িতে অবস্থানকালে হালকা মনে কর। তিনি তোমাদের জন্য সেগুলোর পশম, লোম ও কেশ থেকে অস্থায়ী সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী এবং ব্যবহারের উপকরণ ব্যবস্থা করেন।'[৪৩২] সূরার প্রথমে চতুষ্পদ জীব ও শেষের দিকেও চতুষ্পদ জীব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই কারণেই এই সূরার নাম 'আন'আম' বলে অভিহিত করা হয়।[৪৩৩]

৫ম ধরন: সূরার নাম ও উদ্দেশ্যের মাঝে মিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. অর্থাৎ, 'নক্ষত্রের শপথ, যখন নক্ষত্র অস্তমিত যায়।'[৪৩৪] এই আয়াতে النَّجْم দ্বারা সূরা শুরু করার কারণেই এই সূরার নাম 'নাজম' বলে অভিহিত করা হয়। النَّجْم অর্থ তারা, তারকা বা নক্ষত্র। এই সূরার মাঝে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. অর্থাৎ, 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার কাছে যা অহী প্রেরণ করার অহী প্রেরণ করলেন।'[৪৩৫]

---

৪৩০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১০
৪৩১. আল-কুর'আন, ১৬ : ৫
৪৩২. আল-কুর'আন, ১৬ : ৫
৪৩৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮
৪৩৪. আল-কুর'আন, ৫৩ : ১
৪৩৫. আল-কুর'আন, ৫৩ : ১০

এই সূরার নাম 'নাজম' নামের ক্ষেত্রে ও সূরা নাযিলের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এক অভিন্ন মিল ও সম্পর্ক রয়েছে। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা তারকার শপথ করে সূরা শুরু করেছেন। এখানে তারকার শপথ করে অহীর গুরুত্ব বুঝায়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তারকা দ্বারা প্রথম আসমান সুসজ্জিত করেছেন। আর অহীর দ্বারা দুনিয়া তথা দুনিয়ার মানব সকলকে সুসজ্জিত করেছেন।[৪৩৬]

৬ষ্ঠ ধরন: সূরার আলোচ্য বিষয় ও সূরার শেষের মিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. অর্থাৎ, 'আমি নিশ্চই নূহ (আ.) কে তার জাতির কাছে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, (তিনি বলবেন) নিশ্চই আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী।'[৪৩৭] সূরা হুদের আলোচ্য বিষয় হলো নবীদের কাহিনি বর্ণনা করা। এই আয়াত থেকে শুরু করেছেন। সূরার শেষে দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.

অর্থাৎ, 'আমি আপনার কাছে সকল রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করি এই কারণে যে, যেন এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। আর আপনার কাছে এই সত্য এসেছে। আর (এই কুর'আন) মুমিনদের জন্য উপদেশ ও সতর্কবাণী।'[৪৩৮] সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এই সূরার শুরুতে নবী-রাসূলদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আর ঘটন বর্ণনা করাই এই সূরার আলোচ্য বিষয়। আর এই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স.) এর অন্তরকে দৃঢ় করার জন্য নবী-রাসূলদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন।[৪৩৯]

৭ম ধরন: সূরার শব্দাবলি ও তার দ্বারা উদ্দেশ্যে এর মাঝে মিল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ.

অর্থাৎ, 'যখন ইউসুফ (আ.) তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! নিশ্চয়ই আমি স্বপ্নে এগারটি তারকা, সূর্য ও চাঁদ আমাকে সিজদা করত অবস্থায় দেখলাম।'[৪৪০] ইমাম সা'দী (রহ.) সূরা ইউসুফ ও তার অন্যান্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সূরা ইউসুফের মধ্যে সামষ্টিকভাবে অনেক উপকার বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইউসুফ (আ.) এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ইউসুফ (আ.) স্বপ্নে তারকা, সূর্য ও চাঁদ দেখেছে। এগুলো আসমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেয়। আর সূর্যের দ্বারা উদ্দেশ্য ইউসুফ (আ.) এর মা। চাঁদ দ্বারা উদ্দেশ্য ইউসুফ (আ.) এর বাবা ইয়াকুব (আ.)। যিনি নবী ছিলেন। তারকা দ্বারা উদ্দেশ্য ইউসুফ (আ.) এর ভাইগণ। আসমান যেভাবে চাঁদ সূর্য ও

৪৩৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, খ. ২ , পৃ. ১১৫
৪৩৭. আল-কুর'আন, ১১ : ১২৫
৪৩৮. আল-কুর'আন, ১১ : ১২০
৪৩৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৪০
৪৪০. আল-কুর'আন, ১২ : ৪

তারকার দ্বারা আলোকিত হয় ঠিক তেমনি নবী ও রাসূল দ্বারা পৃথিবী আলোকিত হয়। পৃথিবীর মানুষ আলোকিত হয়। তারা তাঁদের মাধ্যমে হেদায়াত লাভ করে। আর এখানে الشَّمْس শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গ। যার দ্বারা উদ্দেশ্য ইউসুফ (আ.) এর মাতা। আর الْقَمَر ও كَوْكَبًا শব্দদ্বয় পুংলিঙ্গ। যার দ্বারা উদ্দেশ্য ইউসুফ (আ.) এর পিতা ও ভাইয়েরা। এখানেও শাব্দিকভাবে মিল রয়েছে।[৪৪১]

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হলো যে ইমাম সা'দী (রহ.) সংক্ষিপ্তাকারে ইলমুল মুনাসাবাত আলোচনা করেছেন। তিনি কোনো স্থানে স্পষ্টাকারে কোনো স্থানে অস্পষ্টাকারে বর্ণনা করেছেন। কোনো সময় শব্দের মাঝে ও উদ্দেশ্যের মাঝে বর্ণনা করেছেন। কোনো সময় সূরা ও সূরার মাঝে মিল বর্ণনা করেছেন। একটি সূরার আলোচ্য বিষয় একাধিক আয়াতের মধ্যে মিল বর্ণনা করেছেন।

শাব্দিক তাফসীর

একজন মুফাসসির তথা তাফসীরকারকের জন্য আরবি ভাষা জানার কোনো বিকল্প নেই। আরবি ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাতের জ্ঞান থাকতে হবে। শাব্দিক তাফসীরের ক্ষেত্রে এখানে তাফসীরে মাহমূদ তথা প্রশংসনীয় তাফসীর সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। যেগুলো ইসলামী শরী'আতের মূল নীতির বিপরীত হবে না। কেননা কুর'আন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। আরবি জানা আবশ্যক বিষয়। ইমাম সা'দী (রহ.) তার তাফসীর গ্রন্থে ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য তাফসীরকারকদের ন্যায় বেশি ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাত বিষয়ে আলোচনা করেননি। তাঁর কাছে ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাত নিয়ে বেশি আলোচনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কাছে মূল উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির হেদায়াত ও শিক্ষণীয় বিষয়। এ অংশে ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাত, নাহু-সরফ, আরবি ব্যাকরণ, ইরাব ও বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীরের আলোচনা করা হবে।

ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাত

ইলমুল বালাগাত এমন একটি বিদ্যার নাম যা অবগত হলে অবস্থার চাহিদানুযায়ী কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি ছাড়াই বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়। আর ফাসাহাত হলো কোনো বক্তব্যের শব্দাবলি সুস্পষ্ট অর্থ সমৃদ্ধ, সহজ-সরল ও উত্তম বিন্যাসরীতি সম্পন্ন এবং দুর্বোধ্যতামুক্ত শব্দ ও বাক্য হওয়া। বালাগাত ও ফাসাহাত এর তিনটি বিষয় রয়েছে। ইলমুল মা'আনী, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বাদী। আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এই তিনটি বিষয়ে সামষ্টিকভাবে আলোচনা করেছেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) বালাগাত ও ফাসাহাত এর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকদিম-তাখির, ইস্তেফহাম, জিকর-হযফ, তারিফ-তানকির, মুতলাক-মুকায়্যিদ, কসর, ওসল-ফসল, তাকিদ, ইজাজ-ইতনাব-মুসাওয়াত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

---

৪৪১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৮-৪৯০

তাকদিম-তাখির

তাকদিম ও তা'খির হসর ও কসরের উপকার প্রদান করে। কোনো বাক্য প্রথমে নিয়ে আসার কারণে কোনো সময় হসর তথা সীমাবদ্ধতার উপকার দেয়। আবার কোনো বাক্যের শেষে নিয়ে আসলে হসর ও কসরের উপকার দেয়। যেমন একটি নিয়ম আছে আরবি নিয়মে মুবতাদাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হয়। আর খবরকে পরে নিয়ে আসতে হয়। আবার ফায়েল বা কর্তাকে প্রথমে নিয়ে আসতে হয়। আর মাফউলকে পরে নিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এর ব্যতীক্রম ব্যবহার করলে হসর ও কসরের উপকার প্রদান করে তথা সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। যেমন আল্লামা সা'দী (রহ.) সূরা ফাতিহার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন।

১নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থাৎ, 'আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'[৪৪২] এখানে إِيَّاكَ শব্দটি আরবি নিয়মে مفعول হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেটা পূর্বে নিয়ে আসা হয়েছে। যেটা পরে নিয়ে আসার নিয়ম ছিল। এখানে প্রথমে নিয়ে আসার কারণে সীমাবদ্ধতার উপকার প্রদান করেছে। এর পূর্ণ অর্থ হবে এভাবে যে, আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি অন্য কারোর ইবাদত করি না।[৪৪৩]

২নং আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ অর্থাৎ, 'আর আমরা তার জন্যই ইবাদতকারী।'[৪৪৪] এখানে لَهُ শব্দটি حرف جار ও مجرور পরে আসার নিয়ম। প্রথমে আসার কারণ হসর ও কসরের উপকার প্রদান করেছে। এর অর্থ হলো আমরা শুধু তারই ইবাদতকারী যার কোনো শরীক নেই, অন্য কারোর ইবাদতকারী নই।[৪৪৫]

উজুহ (وجوه) ও নাজায়ের (نظائر)

وجوه এমন মুশতারিক শব্দকে বলা হয় যার অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। نظائر এমন মুশতারিক শব্দকে বলা হয় যেগুলো প্রতিশব্দ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কেউ কেউ বলেন, শব্দগতভাবে نظائر আর অর্থগতভাবে وجوه ব্যবহৃত হয়। ইবন সা'দ তাঁর গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আলী (রা.) ইবন আব্বাসকে (রা.) খাওয়ারেজদের কাছে পাঠালেন। তখন আলী (রা.) ইবন আব্বাসকে (রা.) বললেন, তুমি তাদের কাছে যাও। তাদের সাথে হিকমতের সাথে বিতর্ক করো। কিন্তু কুর'আন দ্বারা তাদের সাথে বিতর্ক করো না। কেননা কুর'আনের অনেক অর্থ হতে পারে। এখানে আলী

---

৪৪২. আল-কুর'আন, ১ : ৫
৪৪৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৮
৪৪৪. আল-কুর'আন, ২ : ১৩৮
৪৪৫. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২

(রা.) وجوه শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আলী (রা.) তাকে বললেন, তুমি হাদিস দ্বারা তাদের সাথে বিতর্ক করবে।[৪৪৬]

وجوه ও نظائر এর উপমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ, 'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি উপরের দিকে নজর দেন এবং সেগুলোকে সপ্তাকাশ বানিয়ে দেন। আর প্রতিটি বিষয়ে তিনি অতিব জ্ঞানী।'[৪৪৭] উক্ত আয়াতের তাফসীর করার সময় সা'দী (রহ.) اسْتَوَى এর তিনটি অর্থ উল্লেখ করেছেন।

১. اسْتَوَى এর অর্থ পরিপূর্ণ হওয়া

যখন কোনো হরফে জারের সাথে ব্যবহৃত হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.) সম্পর্কে বলেন, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ, 'মূসা (আ.) যখন পূর্ণ বালেগ হলেন এবং বয়সের দিক থেকে পরিপূর্ণে পরিণত হলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আমি কল্যাণপরায়ণদের এভাবেই পুরস্কৃত করি।'[৪৪৮]

২. اسْتَوَى এর অর্থ ارتفع তথা সমন্নত হওয়া

যখন علي হরফে জারের সাথে ব্যবহৃত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, 'অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরশে সমন্নত হলেন...।'[৪৪৯]

৩. اسْتَوَى এর অর্থ ইচ্ছা করা

যখন إِلَى হরফে জারের সাথে ব্যবহৃত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ, 'তিনি এমন সত্ত্বা যিনি তোমাদের জন্য জমিনে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে ইচ্ছা (নজর দিলেন) করলেন এবং সেগুলোকে সাত আসমান তৈরি করলেন। আর তিনি সকল বিষয়ে বেশি জ্ঞানী।'[৪৫০] সুতরাং বোঝা গেল যে, اسْتَوَى এর অর্থ তিনটি। পরিপূর্ণ হওয়া, সমন্নত হওয়া ও ইচ্ছা করা। এমনিভাবে শাইখ সা'দী (রহ.) বলেছেন।[৪৫১]

---

৪৪৬. আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৯-৩০০
৪৪৭. আল-কুর'আন, ২ : ২৯
৪৪৮. আল-কুর'আন, ২৮ : ১৪
৪৪৯. আল-কুর'আন, ৭ : ৫৪, ১০ : ৩, ১৩ : ২, ২০ : ৫, ২৫ : ৫৯, ৩২ : ৪ ও ৫৭ : ৪
৪৫০. আল-কুর'আন, ২ : ২৯
৪৫১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২

হযফ তথা বিলুপ্তিকরণ

বাক্যে আগে ও পরের দিকে লক্ষ্য রেখে বালাগাতের নিয়ম অনুসরণে কোনো কোনো বাক্য বিলুপ্ত করা হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু বাক্যে বিলুপ্ত করা হয়। সেগুলো আলোচনা করা হলো।

ব্যাপকতার উদ্দেশ্যে কোনো বাক্যকে বিলুপ্ত করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. অর্থাৎ, 'এটা এমন একটি কিতাব যার মধ্যে কোনো সংশয় নেই। মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।'[৪৫২] এখানে এই শব্দগুলো هدى لجميع مصالح الدارين হযফ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।[৪৫৩]

প্রশ্নবোধক বাক্য অন্য অর্থ প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. অর্থাৎ, 'তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা মৃত ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের জীবিত করেছেন। আবার মৃত্যুবরণ করাবেন। অতঃপর আবার জীবিত করবেন। তারপর তার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[৪৫৪]এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যটি আশ্চার্য, ধমক ও অস্বীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৫৫]

দৃঢ়করণ অর্থে ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...

অর্থাৎ, 'আপনি যে স্থান থেকে বের হবেন আপনার চেহারা বাইতুল্লাহর দিকে করুন। আর যেখানেই তোমরা অবস্থান কর তোমাদের চেহারা বাইতুল্লাহর দিকে করো।'[৪৫৬] এখানে মুসলিমদের কেবলা কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে সলাত আদায় করার কথা বলা হযেছে। যেখানে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও আহলে কিতাবদের মনে অনেক সংশয় ছিল। এখানে কিবলাকে দুইবার পরিবর্তন করা হযেছে। একবার মক্কায় থাকা অবস্থায়। আরেকবার মদিনায় যাওয়ার পর। যেখানে একবার পরিবর্তন করলেই যথেষ্ট হতো। দুইবার পরিবর্তন করার মূল কারণ হলো গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৪৫৭]

নাহু-সরফ তথা আরবি ব্যাকরণ

নাহুর নিয়ম-নীতি আরবি ভাষার মৌলিক নিয়ম-নীতি। কেননা একজন মুফাসসির এগুলো না জানলে কোনোভাবেই তিনি তাফসীর বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম হবে না। আধুনিক আরবি বৈয়াকরণগণ নাহু-

৪৫২. আল-কুর'আন, ২ : ২
৪৫৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০২
৪৫৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৮
৪৫৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮
৪৫৬. আল-কুর'আন, ২ : ১৫০
৪৫৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৪

সরফকে আল-কাওয়াঈদুল আসাসিয়্যাহসহ ইত্যাদি নামে নামকরণ করে থাকেন। শাইখ সা'দী (রহ.) তার গ্রন্থে আরবি ব্যাকরণ সম্পর্কে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

সর্বনাম তথা জমির সমূহের মারজা

সর্বনাম অধিকাংশ সময়ে নিকটবর্তী শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কিছু উপমা দেওয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

অর্থাৎ, 'আর আমি ইবরাহিম (আ.) কে ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.) দান করেছি। ইতিপূর্বে নূহ (আ) ও তাঁর পূর্ববর্তী সকলকে হিদায়াত দান করেছি। আর তার বংশ থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা, হারূন (আ.) কে তাঁকে দান করেছি। তেমনিভাবে আমি সৎপরায়ণকারীদের এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি।'[৪৫৮] এখানে ذُرِّيَّتِهِ **এর জমির** নূহ (আ.) এর দিকে ফিরানো বেশি যুক্তি সঙ্গত মনে হয় কারণ নূহ (আ.) এর নাম নিকটবর্তী রয়েছে। আবার ইবরাহিম (আ.) এর দিকেও হতে পারে কিন্তু ইবরাহিম (আ.) এর নাম দূরবর্তী রয়েছে।[৪৫৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় যেদিন আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেই দিন থেকে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নির্ধারিত ১২টি মাস রয়েছে। তার মধ্যে থেকে ৪টি মাস হারাম। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা। সুতরাং তোমরা সে সকল মাসে নিজেদের জুলুম করো না।'[৪৬০] এখানে فِيهِنَّ এর মারজা তথা প্রত্যাবর্তনের স্থল ১২ মাসের দিকে ফিরানো সম্ভব। আবার হারাম ৪টি মাসের দিকে ফিরানো সম্ভব। কিন্তু এখানে নিকটবর্তী যেটা রয়েছে সেটার দিকে ফিরানো উত্তম। সেই হিসেবে ৪ মাসের দিকে ফিরানো উত্তম হবে। এখানে হারাম মাস হলো জিলকদ, জিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব।

অবস্থা বর্ণনা করা

কোনো কাজের বর্ণনা দেওয়াকে হাল বলে। কখনো একটি কালেমা হাল হয়। কখনো বাক্য হাল হয়। কখনো ক্রিয়াযুক্ত বাক্য হয়।

---

৪৫৮. আল-কুর'আন, ৬ : ৮৪
৪৫৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮
৪৬০. আল-কুর'আন, ৯ : ৩৬

শব্দ হাল হওয়ার উদাহরণ

১. একক শব্দ হাল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. অর্থাৎ, 'তোমরা মুশরিকদের সকলকে হত্যা করো। যেমনিভাবে তারা তোমাদের সকলকে হত্যা করে। আর তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।'[৪৬১] এখানে كَافَّةً শব্দটি হাল হয়েছে।[৪৬২] তেমনিভাবে আল্লাহর বাণী وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا এর মধ্যে عُرْفًا শব্দটি একক শব্দ হিসেবে হাল হয়েছে।[৪৬৩]

২. جملة اسمية হাল হওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা নিচে নেমে যাও। এমতাবস্থায় তোমরা পরস্পর পরস্পরে শত্রু'। জমিনে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে।'[৪৬৪] এখানে بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ বাক্যটি হাল হয়েছে।[৪৬৫]

৩. جملة فعلية হাল হওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. অর্থাৎ, 'আর যে ইমান আনলো এমতাবস্থায় তাঁর সাথে কিছু লোকই ইমান আনলো।'[৪৬৬] এখানে وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل বাক্যটি جملة فعلية হয়ে হাল হয়েছে।

ইলমে নাহুর বিভিন্ন নিয়ম-নীতির নমুনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তির কাছে হিদায়াত আসার পরও রাসূলের সাথে ঝগড়া করে এবং মুমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তা অনুসরণ করে। তাহলে সে যে দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সেই দিকে আমিও মুখ ফিরিয়ে নেব। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আবাসস্থল হিসেবে জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট!'[৪৬৭]এখানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে সা'দী (রহ.) বলেন, سَبِيل শব্দটি একবচন মুজাফ হয়েছে। আমল ও আকিদাগত সকল মুমিনকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

৪৬১. আল-কুর'আন, ৯ : ৩৬
৪৬২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৩
৪৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৫
৪৬৪. আল-কুর'আন, ৭ : ২৪
৪৬৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১০
৪৬৬. আল-কুর'আন, ১১ : ৪০
৪৬৭. আল-কুর'আন, ৪ : ১১৫

أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.

অর্থাৎ, 'তারা অবস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ এবং সরল পথ থেকে পথহারা।'[৪৬৮] এখানে شَرٌّ শব্দটি اسم تفضيل এর একবচন পুলিঙ্গ সিগা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ اسم تفضيل এর একবচন পুলিঙ্গ সিগা أفعل এর ওজনে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু خير ও شَرّ দুটি শব্দ ব্যতীক্রম ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর

বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর তথা বিজ্ঞানের আলোকে কুর'আনের ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করার নাম বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর। একজন গবেষক কুর'আনের মধ্যে জাগতিক সকল বিষয়কে সামনে রেখে কুর'আন মুজেযা হওয়ার সাথে সাথে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ে কুর'আনের ব্যাখ্যা বের করাই হলো আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর। আল্লামা সা'দী (রহ.) তার তাফসীর গ্রন্থে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন। নিম্নে সেগুলো বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীরে আলেমদের মতামত

বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ হওয়া আর না হওয়ার ব্যাপারে এখানে তিন ধরনের আলেমদের মতামত পাওয়া যায়।

ক. বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণযোগ্য।

খ. বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণযোগ্য না।

গ. কিছু শর্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণযোগ্য।

বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণযোগ্য মতালম্বীদের মতামত ও দলীলাদি

তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে অনেক দলীল উপস্থাপন করেন। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হলো:

১নং দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ.
অর্থাৎ, 'তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না? কিভাবে তিনি আসমান তৈরি করেছেন। আর কিভাবে আসমানকে সুসজ্জিত করেছেন। আর তাতে কোনো ফাটল নেই।'[৪৬৯]এই আয়াতের অনুবাদ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর তথা আধুনিক তাফসীরের আলোকে জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানের প্রতি গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে।

২নং দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

---

৪৬৮. আল-কুর'আন, ৫ : ১৬০
৪৬৯. আল-কুর'আন, ৫০ : ৬০

অর্থাৎ, 'অবশ্যই আসমান ও জমিনসমূহের সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টির থেকে অনেক বড় সৃষ্টি কিন্তু মানুষেরা বুঝে না।'[৪৭০] এই আয়াতের অনুবাদ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর তথা আধুনিক তাফসীরের আলোকে জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানের প্রতি গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে।

৩নং দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থাৎ, 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্বরণ করে আর তারা (বিশ্বাসীগণ) আসমান ও জমিনের সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা (গবেষণা) করে। (তারা বলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! এগুলো আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সুতরাং আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'[৪৭১] এই আয়াতের সাধারণ অনুবাদ থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর তথা আধুনিক তাফসীরের আলোকে জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানের প্রতি গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে।

৪নং দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অর্থাৎ, 'আমি তাদের উপরে (আসমানে) ও তাদের নিজেদের মাঝে আমার নিদর্শন দেখাই, যেন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটা সত্য। আপনার প্রতিপালকের বিষয়ে তিনি কি যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষ্যদাতা।'[৪৭২] এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর তথা আধুনিক তাফসীরের আলোকে জাগতিক বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতি গবেষণা করা জায়েয।

৫নং দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন। আসমান ও জমিনে যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো। যারা ইমান গ্রহণ করে না তাদের নিদর্শন এবং সতর্কবাণী উপকারে আসবে না।'[৪৭৩] এই আয়াত দ্বারাও

৪৭০. আল-কুর'আন, ৪০ : ৫৭
৪৭১. আল-কুর'আন, ৩ : ১৯১
৪৭২. আল-কুর'আন, ৪১ : ৫৩
৪৭৩. আল-কুর'আন, ১০ : ১০১

বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর তথা আধুনিক তাফসীরের আলোকে জাগতিক বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতি গবেষণা করা জায়েয বুঝা যায়।

৬নং দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে। তোমরা কেন দেখ না? তোমাদের রিযিক রয়েছে আকাশে এবং যা তোমাদের অঙ্গীকার করা হয়েছে তাও আকাশে রয়েছে।'[৪৭৪] বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ হওয়ার ব্যাপারে যে সকল আলেম মতামত দিয়েছেন তাদের দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ করা যাবে। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ হওয়ার নীতিবাচক প্রমাণ বহন করে।

বিরুদ্ধবাদীদের মতামত ও দলীলাদি

যারা বলেন বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ করা জায়েয নেই। তারা কিয়াস, সিদ্ধান্ত ও যুক্তির মাধ্যমে দলীল উপস্থাপন করেন। তাদের দলীল নিম্নরূপ; পূর্ববর্তী আলেমগণ তথা সালফে সালেহীন ও তাবিঈগণ এ বিষয়ে কোনো মতামত বা মন্তব্য করেন নি। সুতরাং এমন বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর করা জায়েয হবে না।

শর্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর মতালম্বীদের মতামত ও দলীলাদি

শর্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর মতালম্বীদের মতামত ও দলীলাদি উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে দুটি শর্তারোপ করেন।

১ম শর্ত

বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীরগুলো নিশ্চিত জ্ঞানের উপকার দেবে। যার মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। এমন শর্ত গ্রহণ করা হলে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ করা হবে।

২য় শর্ত

আরবি শব্দ ও অর্থের মাঝে এক পরিপূর্ণ যোগসূত্র তথা সম্পর্ক থাকতে হবে। শব্দ ও অর্থগত উদ্দেশ্য তাদের মাঝে বিপরীত সম্পর্ক দেখা গেলে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ যোগ্য হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

অর্থাৎ, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তুমি অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর প্রত্যকটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৪৭৫]এই দলের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, কোনো বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন ছাড়া সে বিষয়ে মন্তব্য করা যাবে না। তেমনিভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীরে নিশ্চিত

৪৭৪. আল-কুর'আন, ৫১ : ২০-২১
৪৭৫. আল-কুর'আন, ১৭ : ৩৬

জ্ঞান অর্জন ছাড়া সে বিষয়ে মন্তব্য করা বা তাফসীর করা জায়েয হবে না। উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিজ্ঞান ভিত্তিত তাফসীর গ্রহণ হওয়ার ব্যাপারে শর্তের ভিত্তিতে জায়েয।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে সা'দী (রহ.) এর তাফসীর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ. অর্থাৎ, 'আর তোমরা যদি অসুস্থ বা সফরে থাক...।'[৪৭৬] এই আয়াতের তাফসীর করতে শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, জেনে রাখো! চিকিৎসা বিজ্ঞান তিনটি নিয়মের উপর ভিত্তি।

১. ক্ষতিকারক পদার্থগুলো থেকে স্বাস্থ্য রক্ষা করা।

২. ক্ষতিকারক পদার্থগুলো থেকে নিজেদের সংরক্ষণ করা।

৩. ক্ষতিকারক পদার্থগুলোকে শরীল থেকে খালি করা।

এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাইখ সা'দী (রহ.) ২টি আয়াত উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. অর্থাৎ, 'আর তোমরা খাও ও পান করো। আর সীমালজ্ঘন করো না। আল্লাহ তা'আলা সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'[৪৭৭] শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াত উল্লেখ করে ১ম ও ২য় ভিত্তি বা মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ... অর্থাৎ, 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে অথবা তার মাথায় কষ্ট হলে...।'[৪৭৮] শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াত উল্লেখ করে ৩য় ভিত্তি বা মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৪৭৯]

সামুদ্রিক বিজ্ঞানে সা'দী (রহ.) এর তাফসীর

এ বিষয়ে তাঁর তাফসীরুস সা'দীতে ২টি আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১ম আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ...

অর্থাৎ, 'দুটি সমুদ্র সমান নয়। এটির পানি মুখরোচক, মিষ্টি, সুপেয়। আর সেটির পানি লোনা, খর...।'[৪৮০]

এই আয়াতের মধ্যে দুধরনের সামুদ্রিক পানির কথা বলা হয়েছে। একটি মিষ্টি পানির সমুদ্র। আরেকটি লবণাক্ত পানির। এই আয়াতের তাফসীর করতে সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও সকল জগতের মঙ্গলের জন্য দুটি সমুদ্রকে নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন। মিষ্টি পানি মানবজাতি পান করে

---

৪৭৬. আল-কুর'আন, ৪ : ৪৩ ও ৫ : ৬
৪৭৭. আল-কুর'আন, ৭ : ৩১
৪৭৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৬
৪৭৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১০
৪৮০. আল-কুর'আন, ৩৫ : ১২

তৃষ্ণা নিবারণ করবে। আর লবণাক্ত পানি পরিবেশ রক্ষা করবে। আর দুই ধরনের পানিতে দুই ধরনের মাছ পাওয়া যায়। যার স্বাদ দুই রকমের। এটাই বড় নিয়ামত।[৪৮১]

২য় আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. অর্থাৎ, 'সমুদ্রে চলমান পর্বতমালার মতো নৌযানগুলোও তাঁর অন্যতম নিদর্শন।'[৪৮২] এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নৌকা, জাহাজ, ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্রে ভ্রমণ করার কথা বলেছেন। এ ভ্রমণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব রয়েছে। এর নিয়ন্ত্রণ আল্লাহই করেন।[৪৮৩]

প্রথম আয়াতে মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানির বিবরণ দিয়েছেন। যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। দ্বিতীয় আয়াতে সমুদ্রে ভ্রমণের বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন। সেটাও আধুনিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আজ অনেক দেশে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং তথা সামুদ্রিক বিজ্ঞান বা প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাগারে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। উপরের আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, আল্লামা সা'দী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সামুদ্রিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ জাতীয় আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. অর্থাৎ, 'সমুদ্রে চলাচলকারী পর্বতসম জাহাজগুলো তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।'[৪৮৪] এ দু-তিনটি আয়াত ছাড়া কুর'আনে আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো সামুদ্রিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। প্রায় ৪০টির অধিক আয়াতে যেখানে সামুদ্রিক বিজ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।[৪৮৫]

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীর

জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সামান্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নিম্নে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. অর্থাৎ, 'সুতরাং আমি (আল্লাহ) নিশ্চিতভাবে শপথ করছি সেসব গ্রহের, যেগুলো ফিরে যায়, এবং সেইসব গ্রহের যেগুলো চলে আর অদৃশ্য হয়ে যায়।'[৪৮৬] এই আয়াতের তাফসীর করতে তিনি বলেন, এখানে الْخُنَّس অর্থ যে লুকিয়ে যায়। আর এখানে এর দ্বারা সাতটি তারকা উদ্দেশ্য। সূর্য, চাঁদ, যাহরা, মুশতারি, মারিখ, যাহাল ও আতারিদ।[৪৮৭] এগুলো ছাড়াও তিনি মাঝে মাঝে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বিবরণ দিয়েছেন। মূলত আল্লামা সা'দী (রহ.)

৪৮১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪২৬
৪৮২. আল-কুর'আন, ৪২ : ৩২
৪৮৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৫
৪৮৪. আল-কুর'আন, ৫৫ : ২৪
৪৮৫. আল-কুর'আন, ৫ : ৯৬, ৬ : ৫৯, ১০ : ২২, ১৬ : ১৪, ২৫ : ৫৩, ৩১ : ৩১, ৩৫ : ১২, ৪৫ : ১২, ৫৫ : ১৯-২০
৪৮৬. আল-কুর'আন, ৮১ : ১৫-১৬
৪৮৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬৯

তাঁর তাফসীর গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর করেছেন। এখানে চিকিৎসা বিজ্ঞান, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও জ্যোতিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল-কুর'আনের অন্যতম তাফসীর হলো কুর'আনের আয়াত দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর। এই তাফসীরের পরের ধাপ হলো হাদিস দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর। প্রয়োজনে সাহাবাদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর গ্রহণ করতে হবে। সর্বশেষে তাবি'ঈদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর হিসেবে স্বর্ণযুগের শেষ যুগের তাফসীর গ্রহণ করা যেতে পারে। কুর'আন ও হাদীসের মূলনীতির আলোকে যুক্তিভিত্তিক তাফসীর গ্রহণ করা যেতে পারে যদি সেগুলো কিছু মূলনীতির উপর নির্ভর করা হয়। যেমন, মুতলাক ও মুকায়্যিদ, আম-খাস, মুজমাল-মুফাসসাল, ইলমুল মুনাসাবাত, ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাত, আরবি ব্যাকরণ এর নিয়ম-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। পরিশেষে ইমাম সা'দী (রহ.) বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর করে তাঁর তাফসীর গ্রন্থটি সুসজ্জিত করেছেন। বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে তিনি তাফসীর উপস্থাপন করেননি। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, সৌর ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

তাফসীরুস সা‘দী গ্রন্থে উলূমুল কুর’আন বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে উলূমুল কুর’আনের গুরুত্ব
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	তেলাওয়াতের পঠননীতি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	হুরূফুল মুকাত্তো‘আত
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	নাসিখ-মানসূখ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	ইসরাইলী বর্ণনা
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	কুর’আনের ঘটনা
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	আমছালুল কুর’আন
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	ই‘জাযুল কুর’আন

পঞ্চম অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে উলূমুল কুর'আন বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আসবাবুন নুযূল সম্পর্কে উলূমুল কুর'আনের গুরুত্ব

শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে উলূমুল কুর'আন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি কোনো কোনো স্থানে আসবাবুন নুযূলিল কুর'আন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আবার কখনো কখনো তেলাওয়াতের পঠননীতি বা কেরাতের ধরন বর্ণনা করেছেন। সাত কেরাত বা দশ কেরাতের কারীদের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কুর'আনের কিছু সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন হরফসমূহের বিষয়ে নিজের মতামত ও অন্যান্যা আলেমদের মত ব্যক্ত করেছেন। কুর'আনের কিছু আয়াত নাসিখ ও কিছু আয়াত মানসূখ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (স.) ইসরাইলী বর্ণনার ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করার কথা বলেছেন। সেই ইসরাইলী বর্ণনা সম্পর্কে শাইখ সা'দী (রহ.) আলোকপাত করেছেন। কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় ইসরাইলী বর্ণনা পাওয়া গেছে আর কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি গ্রহণযোগ্য না এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কুর'আনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পূর্ববর্তী ঘটনার মাধ্যমে পরবর্তী মানবজাতিকে উপদেশ প্রদান করা। সেই বিষয়ে কসাসুল কুর'আন নামক আলোচনায় স্থান পেয়েছে। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপমা প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা অনেক স্থানে কাফের-মুশরিক ও মু'মিন-মুসলিমদের বুঝিয়েছেন। এ বিষয়ে ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে আমছালুল কুর'আন বর্ণনা দিয়েছেন।

আল-কুর'আন একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী গ্রন্থ। আরব-অনারবের কাছে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ তথা মুজেযা হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরবের কবি-সাহিত্যিকদের কাছে ও নাস্তিকদের কাছে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, এই কুর'আনের মতো একটি কুর'আন অথবা দশটি সূরা অথবা একটি সূরা রচনা করে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করো। সকলে অক্ষম হয়েছিল। সেই কুর'আনের মু'জেযা বা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ইমাম সা'দী (রহ.) আলোচনা করেছেন। মোট কথা ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে উলূমুল কুর'আন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৪৮৮]

কুর'আনের সূরা-আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ, প্রেক্ষাপট, ঘটনা, প্রশ্নত্তোর ইত্যাদি বিষয়ে যেখানে বর্ণনা পাওয়া যায় তাকে আসবাবু নুযূলিল কুর'আন বলে। একে শানে নুযূলে কুর'আনও বলা হয়। আসবাবে

---

৪৮৮. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*(রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪

নুযূলে কুর'আন অবগত হওয়ার কারণে কুর'আন বুঝতে সহায়তা করে। যেকোনো প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। শরী'আতের হুকুম-আহকামের রহস্য জানা যায়। কোন হুকুম কাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আর কাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এ বিষয়টি জানা যায়।

এ বিষয়ে ইমাম ওয়াহীদী[৪৮৯] (রহ.) বলেন, 'কুর'আন নাযিল হওয়ার কারণ ও উদ্দেশ্য না জানার কারণে কুর'আনের ব্যাখ্যা অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না'। এ বিষয়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন, 'আসবাবে নুযূলুল কুর'আনের বুঝ আয়াতের বুঝের উপর নির্ভর করে। কেননা কোনো কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম কারণ উদঘাটন করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন হয়।'[৪৯০] আসবাবু নুযূলিল কুর'আন সম্পর্কে শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে অনেক স্থানে বিভিন্ন বর্ণনা করেছেন। এখানে উপস্থাপন করা হলো।

১. সংক্ষিপ্তাকারে সবাবুন নুযূল বর্ণনা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থাৎ, 'তোমরা কি নিজেরা সৎ কাজের আদেশ করো আর নিজেদের ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?'[৪৯১] শাইখ এই আয়াত উল্লেখ করে বলেন, এই আয়াত যদিও বানী ইসরাইলদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তথাপি এটা সকলের জন্য ব্যাপক। এ বিষয়ে তিনি একটি আয়াত দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা যা করো না সেটা কেন বলো?'[৪৯২] সুতরাং উপরের দুটি আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ইমাম সা'দী (রহ.) কোনো কোনো সময় সংক্ষিপ্তাকারে সবাবুন নুযূল বর্ণনা করেছেন।[৪৯৩]

২. কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে সবাবুন নুযূল উল্লেখ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.

অর্থাৎ, 'আর স্মরণ করো, যখন আমরা তোমাদের থেকে পাকা অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা নিজেদের ভিতর রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের লোকদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দেবে না। এই অঙ্গীকারের কথাগুলো তোমরা স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং এর সাক্ষী তোমরা নিজেরাই।'[৪৯৪] ইমাম সা'দী (রহ.) এই আয়াত উল্লেখ করে বলেন যে, 'আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা হলো আনসার

৪৮৯. ইমাম ওয়াহীদীর প্রকৃত নাম আলী ইবন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আলী আবুল হাসান। তাঁর মৃত্যু ৪৬৮ হিজরীতে। তিনি নিসাপুরের একজন কুর'আনের মুফাস্সির ও আদিব ছিলেন। ইমাম যাহাবী তাঁকে عالم التاويل তথা তাবিলের (ব্যাখ্যার) ইমাম হিসেবে উপাধী প্রদান করেছেন। ওয়াহীদ ইবন দাইল মিহরাব নামক ব্যক্তির দিকে নিসবত বা সম্পর্ক করে তাঁকে ওয়াহীদী বলা হয়। https://ar.m.wikipedia.org, visited on 11.10.2020 AD

৪৯০.আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*(রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রিয়াদ আল- হাদীসাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৬১

৪৯১. আল-কুর'আন, ২ : ৪৪

৪৯২. আল-কুর'আন, ৬১ : ২

৪৯৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭

৪৯৪. আল-কুর'আন, ২ : ৮৪

সাহাবা। তারা রাসূল (স.) এর নবী হওয়ার পূর্বে তারা মুশরিক ছিলেন। জাহেলি স্বভাবগত কারণে তারা হত্যা-বিদ্রোহ করত। তাদেরকে কেন্দ্র করে এবং ইয়াহুদিদের তিনটি জাতি বানি কুরাইজা, বানি নাযির ও বানি কায়নুকা'দের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল করেছেন। তারা পরস্পরে একদল আরেক দলের সহযোগিতা করত। আরেক দলকে হত্যা করত। এভাবে তাদের মাঝে যুদ্ধ-বিদ্রোহ লেগে থাকতো। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।[৪৯৫]

৩. নস তথা মূল ইবারত উল্লেখ করে সবাব বর্ণনা করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

অর্থাৎ, 'যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, হে মুহাম্মাদ! তুমি তখন তাদের বলো; আমি নিকটেই আছি। কোনো আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ইমান আনে, যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হয়।'[৪৯৬] ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, এটা একটি প্রশ্নোত্তর। কিছু সাহাবী রাসূল (স.) কে প্রশ্ন করে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকটে যার কারণে আমরা তার সাথে গোপনে কথা বলব? নাকি দূরে অবস্থান করেন যার কারণে আমরা তাকে আহবান করব। একথা আল্লাহ তা'আলা শুনে এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.
অর্থাৎ, 'মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিজের জান-প্রাণ বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহ তাঁর এই ধরনের বান্দাদের প্রতি অতি কোমল-দয়ালু।'[৪৯৭] ইমাম সা'দী (রহ.) এরই আয়াতটি এখানে আলোচনা করার পর বলেন যে, এই আয়াতটি সুহাইল ইবন সিনান রুমী (রা.) এর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যখন মুশরিকরা তাকে ইসলাম ত্যাগ করার কথা বলেছিল। তিনি যখন মক্কায় অবস্থানরত ইসলাম গ্রহণ করেন। মুশরিকরা তাকে হিজরত করতে নিষেধ করেছিল। অতঃপর তিনি মদিনার দিকে হিজরত করেন। তখন মুশরিকরা বলে যে, তুমি তোমার অর্থ-সম্পদ নিয়ে হিজরত করতে পারবে না। তাকে একা হিজরত করতে অনুমতি দিল। তারপর মুশরিকদের কাছে নিজের অর্থ-সম্পদ দিয়ে হিজরত করেন। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল করা হয়। অতঃপর তিনি ওমর (রা.) সহ সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করার পর তারা বলেন তুমি অনেক লাভবান হয়েছো। সুহাইল ইবন সিনান রুমী (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদের ব্যবসাতেও ক্ষতিগ্রস্ত না

৪৯৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩-৭৪; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৮৫; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*(বৈরুত: দারু ইবনু হযম, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১ পৃ. ১১০
৪৯৬. আল-কুর'আন, ২ : ১৮৬
৪৯৭. আল-কুর'আন, ২ : ২০৭

করেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেছেন।[৪৯৮]

৪. মুফাসসিরদের উদ্ধৃতিতে সবাবুন নুযূল উল্লেখ করা

সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের ধরন থেকে একটি ধরন হলো মুফাসসিরদের উদ্ধৃতিতে সবাবুন নুযূল উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে; 'আল্লাহ হলেন ফকির আর আমরা হলাম ধনী'। তারা যা বলে এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যার বিষয়গুলো লেখে রাখব। আমি কিয়ামত দিবসে তাদেরকে বলব; তোমরা দগ্ধ হওয়ার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।'[৪৯৯] এই আয়াতটি উল্লেখ করে সা'দী (রহ.) বলেন, মুফাসসিরগণ বলেন, এই আয়াতটি ইয়াহুদি জাতির ব্যাপারে নাযিল করা হয়েছে। মদিনায় তাদের আলেমদের নেতা ফানহাস ইবন 'আযূরাসহ অনেকে বলে 'আল্লাহ তা'আলা গরিব আর আমরা ধনী'। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল করেন।[৫০০]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি বুঝা যাচ্ছে যে, আসবাবুন নযূল এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে কুর'আনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বুঝতে সহায়তা প্রদান করে। যার মাধ্যমে কুর'আন সম্বলিত ঘটনা জানা যায়। কুর'আনের আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ বা সবাব জানা যায়। কুর'আনের আয়াত নাযিল হওয়ার সঠিক উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও বিষয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়। কুর'আনের আয়াত ও ঘটনার সাথে নিগূঢ় সম্পর্ক পাওয়া যায়।

---

৪৯৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৪

৪৯৯. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮১

৫০০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৩; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তেলাওয়াতের পঠননীতি

আল্লাহ তা'আলা কুর'আন পাঠ করা ও অনুধাবন করাকে সহজ করে দিয়েছেন। সকল দেশ ও জাতির লোকেরা কুর'আন সহজভাবে পড়তে সক্ষম হয়। উপদেশের জন্যই কুর'আন সহজ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ অর্থাৎ, 'আর আমি কুর'আনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?[৫০১] কুর'আন মানবজাতির সহজের জন্য সাতটি আরবের উপভাষায় নাযিল করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

অর্থাৎ, 'নিশ্চই এ কুর'আন সাত হরফ তথা উপভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। যেটা সহজ হয় সেভাবে তোমরা পড়।[৫০২] এখানে সাত হরফের ব্যাখ্যা আলেমগণ অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রায় ৪০টির অধিক মতামত রয়েছে।[৫০৩] এগুলোর মধ্যে অন্যতম মতামত হলো হরফ উদ্দেশ্য আরবের সাতটি গোত্রের উপভাষা।

قراءات এর পরিচয়

قراءات এর শাব্দিক অর্থ

قراءات শব্দটি قراءة এর বহুবচন। قرء মূল শব্দটি বাবে فتح يفتح থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন; قرأت الشيئ তথা আমি কোনো জিনিস একত্রিত করলাম। তেমনিভাবে কুর'আনকে কুর'আন বলার অন্যতম কারণ হলো কুর'আনের একটি সূরা আরেকটি সূরার সাথে একত্রিত হয়েছে।[৫০৪]

قراءات এর পারিভাষিক অর্থ

ইলমে কেরাত এমন একটি ইলমের নাম যার মাধ্যমে কুর'আনের শব্দাবলির উচ্চারণ করার নিয়ম-নীতি জানা যায়।[৫০৫]

ইলমে কেরাতে ইমাম সা'দী (রহ.) এর রচনাশৈলী

কুর'আনের কিরাত কেমন হবে এর বিবরণ শাইখ সা'দী (রহ.) আলোচনা করেন। তিনি সাহাবীদের হাতে লিখিত পান্ডুলিপির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, কখনো কখনো তিনি মুফাসসিরের নাম উল্লেখ করে কেরাত বর্ণনা করেছেন।

---

৫০১. আল-কুর'আন, ৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০
৫০২. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৭, হা. নং ১৪৭৭
৫০৩. আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুর'আন*(কায়রোঃ দারুল হাদিস, ২০০৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৩০
৫০৪. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবন মুকরিম ইবনু মানজুর, *লিসানুল আরব*(বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৪১৪ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪৬
৫০৫. ইবনুল জাওযী, *আন-নাশরু ফিল কিরা'আতিল 'আশরি*(বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০

ইমামের নাম উল্লেখ করে কেরাত বলা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ অর্থাৎ, 'আর মারইয়াম (আ.) তার প্রতিপালকের কথা ও তার গ্রন্থগুলো সত্যায়ন করলেন। আর সে অনুগতদের একজন ছিলেন।'[৫০৬] ইমাম সা'দী (রহ.) এই আয়াতের বলেন, 'এখানে كُتُبِه বহুবচনে পড়া হয়েছে। বুসরা বাসী كتابه একবচন হিসেবে পড়ে।[৫০৭]

ইমামের নাম উল্লেখ না করে কেরাত বলা

ইমাম সা'দী (রহ.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করতে বলেন, এখানে অন্যান্য আলেমগণ বলেন, এখানে كُتُبِه স্থলে كتابه একবচন হিসেবেও পড়া যায়।

বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর প্রদান

সকল মুফাসসির যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার উপর নির্ভর করে সা'দী (রহ.) শরী'আতের বিধান উদ্ভাবন করেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর প্রদান করেছেন। এটা হলো ওযুর আয়াতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ অর্থাৎ, 'আর তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত তোমাদের পা ধৌত করো।'[৫০৮] জমহুর আলেম বলেন, এখানে وَأَرْجُلَكُمْ শব্দটি نصب এর মাধ্যমে পড়তে হবে। কারণ نصب এর মাধ্যমে পড়লে এর অর্থ হবে চেহারা ও পা ধৌত করতে হবে তথা وَأَرْجُلَكُمْ শব্দটি পূর্ববর্তী فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ শব্দটির উপর عطف হয়েছে। আর রাফেজীরা বলে, এখানে وَأَرْجُلَكُمْ শব্দটি بِرُءُوسِكُمْ শব্দটির উপর عطف হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে তোমরা মাথা ও পা মাসাহ করো। যেটা জামহুর আলেমের মতামতের বিপরীত। ইমাম সা'দী (রহ.) এখানে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, দুটিই মতামত ঠিক আছে। তিনি বলেন, وَأَرْجُلَكُمْ শব্দটি نصب এর মাধ্যমে পড়তে হবে ঐ সময় যখন পানি দ্বারা ওযু করতে হয়। আর وَأَرْجُلَكُمْ **শব্দটি** جرْ এর মাধ্যমে পড়তে হবে ঐ সময় যখন মোজা পরিধান করা অবস্থায় থাকে। তখন মাথা ও পায়ে মাসাহ করতে হবে।[৫০৯] অতএব, ইলমুল কিরাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে কুর'আন তিলাওয়াতের ধরন সহজ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে উম্মতের জন্য সহজ করা হয়েছে। কুর'আনের সেই আয়াতের সাথে মিল রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, কুর'আনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?[৫১০] কুর'আন সহজ বলেই বিশ্বের বুকে হাজার হাজার কুর'আনের হাফেজ রয়েছে যেটা অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে এর কোনো প্রমাণ নেই যে, হুবহু মুখস্থ করা হয় বা করা হয়েছে।

---

৫০৬. আল-কুর'আন, ৬৬ : ১২
৫০৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৭৪
৫০৮. আল-কুর'আন, ৫ : ৬
৫০৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬১
৫১০. আল-কুর'আন, ৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হুরূফুল মুকাত্তো'আত

আল-কুর'আনে মুকাত্তো'আত বর্ণমালা বা বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহ এর ব্যবহার একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুর'আনে ২৯টি সূরার শুরুতে মুকাত্তো'আত বর্ণমালা বা বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহ উল্লেখ রয়েছে। মুকাত্তো'আত বর্ণমালা বা বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহ আয়াতে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো অস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত। এগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট নয়, বিধায় এগুলো একাধিক ব্যাখ্যা দাবী রাখে। আর সেটা ব্যাখ্যাকারীর জ্ঞানের পরিধি অনুপাতে হয়ে থাকে। এগুলো কুর'আনের মু'জিযা। এর সঠিক ব্যাখ্যা ও অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা।

শাব্দিক অর্থ

হুরূফুল মুকত্তো'আত শব্দটি আরবি الحروف المقطعات শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। الحروف শব্দটি বহুবচন। একবচন الحرف ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ অক্ষর বা বর্ণ। আর المقطعات শব্দটিও বহুবচন। اسم مفعول এর جمع مؤنث এর সিগা। বাবে تفعيل থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ বিচ্ছিন্ন। দুটি শব্দের সম্মিলিত অর্থ হবে বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণ, হরফ বা অক্ষর।[৫১১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় আল-কুর'আনের এমন কিছু সূরার শুরুতে এমন কিছু বিচ্ছিন্ন বর্ণ যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।[৫১২]

হুরূফুল মুকাত্তো'আত এর সংখ্যা

১৪টি বর্ণ বা হরফ ২৯টি সূরায় ৩০টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. الم বর্ণটি সূরা বাকারা, আলে ইমরান, আনকাবূত, রূম ও লুকমান ও সাজদাতে মোট ৬টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. المص বর্ণটি সূরা আরাফ তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩. الر বর্ণটি সূরা ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, ইব্রাহিম ও হিজরে মোট ৫টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. المر বর্ণটি সূরা র'দ তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. كهيعص বর্ণটি সূরা মারইয়াম তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. طه বর্ণটি সূরা ত্বহা তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭. طسم বর্ণটি সূরা শু'আরা ও কসাস ২টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

৫১১. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*(বাংলাবাজার: রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ৮ম সং, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭৩০

৫১২. আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*(রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল- হাদীসাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৬১

৮. طس বর্ণটি সূরা নামল তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯. يس বর্ণটি সূরা ইয়াসিন তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১০. ص বর্ণটি সূরা সোয়াদ তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১১. حم বর্ণটি সূরা গাফির, ফুসসিলাত, শূরা, যুখরুফ, দুখান, জাসিয়া ও আহকাফে মোট ৭টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১২. عسق বর্ণটি সূরা শূরার ২য় আয়াতে তথা ১টি সূরাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩. ق বর্ণটি সূরা ক্বফ তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৪. ن বর্ণটি সূরা নূন/ক্বলাম তথা ১টি সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫১৩]

ইমাম যামাখশারী (রহ.) বলেন, হুরূফুল মুকাত্তো'আত বারংবার সূরার শুরুতে নিয়ে আসার কারণ হলো চ্যালেঞ্জ করা। কারণ প্রত্যেক সূরা শুরু হওয়ার পর কুর'আন বা অহীর বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কোনো সময় একটি হরফ ব্যবহার করে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন- ن । কোনো সময়ে ২টি হরফ ব্যবহার করে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন- حم । কোনো সময় ৩টি হরফ ব্যবহার করে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন- عسق। কোনো সময় ৪টি হরফ ব্যবহার করে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন- المر । কোনো সময় ৫টি হরফ ব্যবহার করে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। যেমন- كهيعص । এর কারণ হলো আরবরা কথার কৌশল বা ধরন এই পাঁচ অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। পাঁচ অক্ষরের বেশি অক্ষর তারা ব্যবহার কম করে।[৫১৪]

হুরূফুল মুকাত্তো'আত এর অর্থের বিষয়ে মুফাসসিরদের মতানৈক্য

হুরূফুল মুকাত্তো'আত এর অর্থের বিষয়ে মুফাসসিরদের মতানৈক্যর ব্যাপারে তিনটি মতামত রয়েছে।

১. কেউ বলেন, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অর্থ জানে না। কেউ এর ব্যাখ্যাও করতে পারেন না।[৫১৫]

২. কোনো মুফাসসির এগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে যে, এগুলো সূরার নাম। কেউ বলেন, এগুলো আল্লাহর নাম। কেউ বলেন, الم এর মধ্যে ا দ্বারা আল্লাহ উদ্দেশ্য। ل দ্বারা আল্লাহর গুণবাচক নাম লতীফ উদ্দেশ্য। م দ্বারা মাজিদ উদ্দেশ্য। আবার কেউ বলেন, الم এর মধ্যে ا দ্বারা আল্লাহ উদ্দেশ্য। ل দ্বারা জিবরিল (আ.) উদ্দেশ্য। م দ্বারা মুহাম্মাদ (স.) উদ্দেশ্য। সঠিক কথা হলো এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না।

---

৫১৩. আবুল কাসেম মাহমূদ ইবন ওমর আয-যামাখশারী আল-খাওয়ারযামী, *আল-কাশশাফু আন হাকায়িকিত তানযিল ওয়া উয়ূনিল আকাবিল ফী উজূহিত তাবিল*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৩-১০৪

৫১৪. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭

৫১৫. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *তাফসীরুল কুরতুবী*(কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৫৫

৩. কেউ বলেন, এগুলো কুর'আনের মুজেযা বা চ্যালেঞ্জ। এগুলোকে ই'জাযুল কুর'আন বলা হয়। এমনি ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেছেন। প্রথম ও তৃতীয় মতামত একটি আরেকটির সাথে মিল রয়েছে বিধায় বলা যায় যে, এ দুটি মতামত সঠিক। দ্বিতীয় মতামতটি ভুল তথা সঠিক না।[৫১৬]

ইমাম সা'দী (রহ.) হুরূফুল মুকাত্তো'আত বিষয়ে মতামত

তার তাফসীর গ্রন্থে অনুসন্ধান করে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, তিনি প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণির দলের অধিকারী ছিলেন। তিনি সূরা বাকারার الم এর ব্যাখ্যা করতে বলেন, 'সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর ব্যাপারে সবচেয়ে নিরাপদ হলো এর অর্থ উদঘাটন করার বিষয় থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণ ছাড়া এমনি নাযিল করেননি যে কারণ আমরা জানি না। এই মতামতের ভিত্তিতে 'আল্লামা সুয়ূতী তাফসীরে জালালাইনে ১৪টি বর্ণ বা হরফ ২৯টি সূরায় ৩০টি স্থানে এক ও অভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। ১৩ স্থানে এ সকল বর্ণের এই الله أعلم بمراده به বাক্য ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৪ স্থানে এ সকল বর্ণের এই الله أعلم بمراده بذلك বাক্য ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেছেন। ১ স্থানে বর্ণের এই الله أعلم بمراده فِي ذلك বাক্য ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেছেন। ১ স্থানে ن বর্ণের এই أحد حروف الهجاء الله أعلم بمراده به বাক্য ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, এটি একটি বর্ণমালা যার উদ্দেশ্য আল্লাহই বেশি জানেন। উপরের সবগুলো বাক্যর একই অর্থ যে, এর অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।

আল-কুর'আন পুরোটাই মু'জিযা। আল-কুর'আনে ২৯টি সূরার শুরুতে উল্লিখিত হুরূফুল মুকাত্তো'আত আয়াতে মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। আর এই হরফগুলো প্রমাণ করে যে, কুর'আন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। যদি তাই হতো তাহলে তারা কুর'আনের ছোটো একটি সূরা উপস্থাপন করতো বা হুরূফুল মুকাত্তো'আতগুলোর সঠিক অর্থ বলতো। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষ ও জিন জাতির কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই আমরা বলতে পারি যে, হুরূফুল মুকাত্তো'আত কুর'আনের মু'জিযা ও চ্যালেঞ্জ।

৫১৬. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাসিখ-মানসূখ

নাসিখ ও মানসূখ কুর'আনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামি শরী'আতে অনেক হুকুম-আহকাম এর মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়ার জীবনে মানুষের জন্য সহজ করার জন্য নাসখ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুসলিমদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। পূর্ববর্তী হুকুমকে বাতিল করে পরবর্তী একটি নতুন নির্দেশনা দেয়ার নামই নাসখ। নাসখের মাধ্যমে ইমানদারদের ইমান আরো বৃদ্ধি হয়। কাফির-মুশরিকদের কুফর আরো বৃদ্ধি হয়।

নাসখের পরিচয়

নাসখ (نسخ) এর শাব্দিক অর্থ দূর করা, রহিত করা, বাতিল করা, প্রত্যাহার করা, দূরীভূত করা ইত্যাদি।[৫১৭]

পরিভাষায় শর'ঈ কোনো হুকুম আরেকটি শর'ঈ দলীলের ভিত্তিতে পরিবর্তন করার নাম নাসখ।[৫১৮]

নাসখের প্রকার

নাসিখ তথা রহিতকারী ও মানসূখ তথা রহিতকৃত হিসেবে চার প্রকার

১. কুর'আনের আয়াত দ্বারা কুর'আনের আয়াত রহিত করা

কুর'আনের আয়াত দ্বারা কুর'আনের আয়াত রহিত করার উপমা-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী মারা যায়। আর তারা যদি স্ত্রী রেখে যায়। তাহলে তারা চার মাস দশ দিন (ইদ্দত পালন করবে) অপেক্ষা করবে।'[৫১৯] এই আয়াতটি নাসিখ তথা অন্য একটি আয়াতকে নাসখ করেছে। মানসূখ আয়াতটি নিম্নরূপঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী মারা যায়। আর তারা যদি স্ত্রী রেখে যায়। তাহলে তাদের স্ত্রীদের জন্য এটা অসীয়ত যে, তারা এক বছর পর্যন্ত বাহিরে বের হতে পারবে না।'[৫২০]

---

৫১৭. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৯

৫১৮. মুহাম্মাদ আব্দুল আজীম আল-যুরকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুর'আন*(কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২০১৭ খ্রি.),খ. ২,পৃ. ৭২

৫১৯. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৪

৫২০. আল-কুর'আন, ২ : ২৪০

২. হাদিস দ্বারা হাদিস রহিত করা

রাসূল (স.) থেকে বর্ণিত,

فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إنما الماء من الماء ».

অর্থাৎ, 'ইতবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিন্তু মানী (বীর্য) বের হয় না। তার বিধান কি? রাসূল (স.) বলেন, নিশ্চয় পানি তো পানি থেকেই সৃষ্টি তথা গোসল করতে হবে না।'[৫২১] এই হাদিসটি রহিতকৃত। রহিতকারি হাদিস নিম্নরূপ: আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত,

عن عائشة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ».

অর্থাৎ, রাসূল (স.) বলেন, 'যখন কোনো মানুষ তার চার রানের মাঝে বসে। অর্থাৎ সহবাস করার জন্য ইচ্ছা করে। অতঃপর একজনের লজ্জাস্থান আরেকজনের লজ্জাস্থানে স্পর্শ (গোপন হয়ে যায়) করে তখন গোসল করা ওয়াজিব।'[৫২২]

৩. কুর'আন দ্বারা হাদিস রহিত করা

কুর'আন দ্বারা হাদিস রহিত করার উপমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ অর্থাৎ, 'অতঃপর আপনার চেহারা মাসজিদে হারামের দিকে ফিরান।'[৫২৩] রাসূল (স.) বলেন,

عن البراء بن عازب قال صليت مع النبى -صلى الله عليه وسلم- إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت الآية التى فى البقرة (وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)

অর্থাৎ, বারা ইবনু আযেব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) এর সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ষোল মাস সলাত পড়েছিলাম সূরা বাকারার এই আয়াত وحيثما كنتم فولوا) وجوهكم (شطره নাযিল হওয়ার পর্যন্ত।[৫২৪]

৪. হাদিস দ্বারা কুর'আন রহিত করা

আয়েশা (রা.) হতে বর্নিত,

عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن.

---

৫২১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০১২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৮৫ হা. নং ৮০১

৫২২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৬, হা. নং ৮১২

৫২৩. আল-কুর'আন, ২ : ১৪৪

৫২৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৫, হা. নং ১২০৪

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে দুধ পান করানোর বিষয়ে এই عشر رضعات معلومات يحرمن আয়াতাংশ নাযিল করেছিলেন। পরবর্তীতে بخمس معلومات হাদিস দ্বারা নাসখ করে দেওয়া হয়েছে।[৫২৫] পরবর্তীতে তেলাওয়াত ও হুকুম দুটিই নাসখ করা হয়েছে।

হাদিস দ্বারা নাসখ করার প্রকার

হাদিস দ্বারা নাসখ করা ৪ প্রকার

১. হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা হাদিসে মুতাওয়াতিরের নাসখ করা। এটা জায়েয।

২. খবরে আহাদ দ্বারা খবরে আহাদের নাসখ করা। এটা জায়েয।

৩. হাদিসে মুতাওয়াতির দ্বারা খবরে আহাদকে নাসখ করা। এটা জায়েয।

৪. খবরে আহাদ দ্বারা হাদিসে মুতাওয়াতিকে নাসখ করা। এটা জায়েয নেই।

তেলাওয়াত ও হুকুমের ভিত্তিতে নাসখের প্রকার

তেলাওয়াত ও হুকুমের ভিত্তিতে নাসখ ৩ প্রকার।

১. তেলাওয়াত ও হুকুম দুটিই নাসখ করা

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত,

عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে দুধ পান করানোর বিষয়ে এই عشر رضعات معلومات يحرمن আয়াতাংশ নাযিল করেছিলেন। পরবর্তীতে بخمس معلومات হাদিস দ্বারা নাসখ করে দেওয়া হয়েছে।[৫২৬] পরবর্তীতে তেলাওয়াত ও হুকুম দুটিই নাসখ করা হয়েছে।

২. তেলাওয়াত নাসখ করা কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট থাকা

قال زيد بن ثابت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قال عمر لما أنزلت أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت أكتبنيها قال شعبة كما ذكره ذلك فقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.

অর্থাৎ, যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) বলেন, আমি রাসূল (স.) থেকে শুনেছি, তিনি কুর'আনের এই আয়াত বলেন, الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة অর্থাৎ, 'বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যখন যেনা করবে তখন তাদের অবশ্যই পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করো।' ওমর (রা.) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমি রাসূল (স.) এর কাছে আসলাম। আমি রাসূল (স.) কে বললাম, আমাকে এই আয়াত লেখার অনুমতি দেন। রাবী শু'বা বলেন, একথা শুনে রাসূল (স.) অপছন্দ করলেন। ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি দেখ না? যখন কোনো অবিবাহিত বৃদ্ধ যেনা করে তখন তাকে শুধু বেত্রাঘাত করা হয়। আর যখন

---

৫২৫. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, হা. নং ৩৬৭০

৫২৬. প্রাগুক্ত।

কোনো বিবাহিত যুবক যেনা করে তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়।'[৫২৭] এই হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতটির হুকুম বাকি আছে কিন্তু তেলাওয়াত বাকি নেই। এই প্রকার নাসিখের ব্যবহার কুর'আনে বেশি পাওয়া যায়। মুহাম্মাদ আকিলা কর্তৃক রচিত 'কিতাবুয যিয়াদাহ ওয়াল ইহসান' গ্রন্থে উল্লেক আছে যে, ৩০টি সূরাতে ১৩০ স্থানে মানসূখকৃত আয়াত রয়েছে। কেউ বলেন ২৪৯ টি মানসূখকৃত আয়াত রয়েছে।[৫২৮]

৩. হুকুম নাসখ করা কিন্তু তেলাওয়াত বাকি থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী মারা যায়। আর তারা যদি স্ত্রী রেখে যায়। তাহলে তাদের স্ত্রীদের জন্য এটা অসীয়ত যে, তারা এক বছর পর্যন্ত বাহিরে বের হতে পারবে না।'[৫২৯] এই আয়াতটির হুকুম নাসখ করা হয়েছে কিন্তু তেলাওয়াত বাকি রয়েছে।

নাসখের শর্ত

রহিত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যমে রহিত হওয়া না হওয়া সাব্যস্ত হয়। নিম্নে কিছু শর্ত দেয়া হলো।

১. নাসখকৃত বিষয় বা হুকুমটি শর'ঈ হতে হবে।

২. একটি হুকুম পূর্বে থেকে প্রচলন হতে হবে। আরেকটি নতুন করে হবে।

৩. নাসিখ ও মানসূখের মাঝে বাস্তবসম্মত বৈপরীত থাকতে হবে।

নাসিখ ও মানসূখ জানার মাধ্যম

কোনটা নাসিখ আর কোনটা মানসূখ এটা বুঝা যাবে কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেই বিষয়গুলো অবগত থাকলে নাসিখ ও মানসূখ চেনা সহজ হবে। নিম্নে নাসিখ ও মানসূখ চেনার অলামত প্রদত্ত হলো।

১. রাসূল (স.) এর স্পষ্ট কোনো হাদিস

যেমন; রাসূল (স.) বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم « نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِى زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً

অর্থাৎ, রাসূল (স.) বলেন, আমি তোমাদের কবর যিয়ারত করা নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা কবর যিয়ারত একটি উপদেশ বা স্মরণ (যা মৃত্যুকে স্মরণ করে)।[৫৩০]

---

৫২৭. আবু আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শু'আইব আন-নাসাঈ, *সুনানুন নাসাঈ*(কায়রোঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.). খ. ৪, পৃ. ২৭০, হা. নং ৭১৪৫

৫২৮. আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৮

৫২৯. আল-কুর'আন, ২ : ২৪০

৫৩০. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২১২, হা. নং ৩২৩৭

২. সাহাবীর পক্ষ থেকে কোনো সহিহ সনদে হাদিস।

৩. উম্মতের আলেমদের ঐক্যমত পোষণ।

৪. নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে অবগত হওয়া। এগুলো ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

সা'দী (রহ.) এর নিকটে নাসখের অর্থ

শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে নাসখের অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত হিকমাহ ও কারণ। তিনি তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। তাওরাতেও নাসখ বিষয়টি বিদ্যমান থাকার পরও আহলে কিতাবরা অস্বীকার করেছিল। তিনি বলেন, নাসখ শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন করা। বাস্তবতার ভিত্তিতে কোনো শরী'আতের হুকুম অন্য কোনো হুকুম দ্বারা পরিবর্তন করা।[৫৩১]

নাসখের আয়াত সংশ্লিষ্ট সা'দীর মতামত ও পর্যালোচনা

সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পদ, পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ন্যায় বিচারের সাথে (বণ্টনের) অসীয়ত করার বিধান তোমাদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে।[৫৩২] আয়াতটির হুকুম রাসূলের হাদিস দ্বারা রহিত করা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জনকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত নেই।'[৫৩৩]

আল্লামা ইবনু কাসীর হতে বর্ণিত রেওয়াতের বিরোধিতা করেন আল্লামা সা'দী (রহ.)। তিনি বলেন, এই আয়াতটি রহিত না। কিন্তু সকল মুফাসসির বলেন, আয়াতটি রহিত। সা'দী (রহ.) বলেন, জামহুর মুফাসসিরগণ বলেন, এই আয়াতটি মিরাছের আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে। আর কিছু কিছু মুফাসসির[৫৩৪] বলেন, আয়াতটি পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজনদের উত্তরাধিকার ব্যতীত অর্থ-সম্পদ পাবে। অথচ এখানে কোন নির্দিষ্ট করার প্রমাণ বা দলীল নেই। আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক মতামত হলো এই আয়াতটি পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে মুজমাল। আল্লাহ তাদের এই আয়াতটি প্রচলিত সমাজের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। যার ইচ্ছা ওয়াসিত করবে যার ইচ্ছা অসীয়ত করবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য সকল ওয়ারিছদের জন্য মিরাছের আয়াত দ্বারা মিরাছ সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এখানে যেহেতু সহীহ দলীল নেই যার কারণে আয়াতের অর্থ পালন করলে উত্তম হবে। এটাকে নসখ বা রহিত মানার কোন প্রয়োজন নেই।[৫৩৫]

---

৫৩১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ৬১

৫৩২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫

৫৩৩. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*(মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতু দারিল-বায, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫,পৃ. ১৬৩

৫৩৪. সম্ভবত আল্লামা সা'দী (রহ.) কিছু কিছু মুফাসসির দ্বারা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীকে বুঝাতে চেয়েছেন। কারণ তিনি এই বক্তব্যের প্রবক্তা।

৫৩৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪২; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৭; ওয়াহাবাতুয যুহাইলী, *আত তাফসীরুল মুনীর*(রিয়াদ: দারুল ফিকর, ১৯৯১ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. ১২২

আয়াত রহিত বিষয়ে উত্তর

শাইখ সা'দী (রহ.) ইবনু কাসীরের রেওয়াত থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজনদের অসীয়তের ব্যাপারে আয়াতটি রহিত হয় নিই। অথচ সকল আলেম রহিত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ২টি দলীলের মাধ্যমে রহিত করা হয়েছে। ১টি কুর'আনের আয়াত দ্বারা। আরেকটি হাদিস দ্বারা। কুর'আনে আল্লাহ বলেন, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে মিরাছের অসীয়ত ফরজ করে দিয়েছেন যে, একজন পুরুষ দুইজন মহিলার সমান পাবে...।'[৫৩৬] হাদিসে রাসূল (স.) বলেন,

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জনকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারের জন্য অসীয়ত নেই।'[৫৩৭] ইমাম সা'দী (রহ.) এর কথা গ্রহণযোগ্য না। আর জামহুরের মতামত গ্রহণযোগ্য। সম্ভবত সা'দী (রহ.) ফখরুদ্দীন রাযি (রহ.) এর মতামতের ভিত্তিতে মতামত উপস্থাপন করেছেন। যেমন ইমাম রাযি (রহ.) বলেন, পিতা-মাতার ওয়াসিতের আয়াতটি মিরাছের আয়াতের ব্যাখ্যা। অথচ ইমাম ইবনু কাসীর কার গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বিরোধীদের উত্তর প্রদান করেছেন।[৫৩৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, নাসখ শরী'আতের একটি হুকুম যার মাধ্যমে উম্মতের উপর সহজ করা হয়েছে। একটি সময়ে কোনো হুকুম সেই জাতির জন্য তাদের জীবনের সাথে মিলে যায়। পরবর্তীতে তাদের মঙ্গলের জন্য পরিবর্তন করা হয়। ইসলাম ধর্মই মধ্যবর্তী ধর্ম যার মাধ্যমে সকল ধর্মের লোকদেরকে অমঙ্গল থেকে হিফাজত করে। মুসলিমদের আরো সহজ করে দেয়। ইসলামি শরী'আতের বিধান পালন করতে মানুষকে সহযোগিতা করে। জীবন পরিচালনার মাধ্যম আরো সহজতর হয়।

---

৫৩৬. আল-কুর'আন, ৪ : ১১

৫৩৭. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী, *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬৩

৫৩৮. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*(কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৯১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসরাইলী বর্ণনা

ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান জাতিদের থেকে কুর'আনের তাফসীরের ক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যাগুলো তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায় সেগুলো ইসরাইলী বর্ণনা। ইয়াহুদিরা ও খ্রিস্টানরা কুর'আন নাযিল হওয়ার সময় মুসলিমদের সাথে ছিল। তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি তারা গ্রহণ করত। ইয়াহুদিরা তাদের তাওরাত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করত। খ্রিস্টানরা তাদের ইঞ্জিল গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করত। মুসলিম হওয়ার পরে আহলে কিতাবগণ তাদের বিকৃতি গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করত। রাসূল (স.) এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী নাযিল করার পর সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। যেই বর্ণনা করাতে কোনো প্রকার দোষ নেই সেই বর্ণনা করা বৈধ প্রদান করেছেন।

ইসরাইলী বর্ণনায় মুফাসসিরদের অবস্থান

একজন মুফাসসির হিসেবে ইসরাইলী বর্ণনা থেকে নিজেকে বিরত থাকতে হবে। এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্যের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১. সহিহ সনদের ভিত্তিতে ইসরাইলী বর্ণনা গ্রহণ করা যেই বর্ণনায় ইসলাম ধর্ম অনুমোদন করে।

২. শরী'আতে যেটা অনুমোদন দেয় না সেটা গ্রহণ করা যাবে না।

৩. প্রয়োজনের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. সহিহ ও জঈফ পার্থক্য করে বর্ণনা করা নিষেধ নেই।[৫৩৯]

ইসরাইলী বর্ণনা গ্রহণ হওয়ার বিষয়ে মতামত

ইসরাইলী বর্ণনা গ্রহণ হওয়া আর না হওয়ার বিষয়ে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

১. ইসরাইলী বর্ণনা জায়েয

তারা দলীল উপস্থাপন করে আল্লাহর রাসূলের এই হাদিস দ্বারা। রাসূল (স.) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, 'তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি বাক্য হলেও পৌঁছায়ে দাও। আর বানী ইসরাইলদের থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পারো। এত কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে সে যেন জাহান্নামকে তার বাসস্থান বানায়।'[৫৪০]

---

৫৩৯. মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯২

৫৪০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৫৬৭, হা. নং ৩৪৬১

এ বিষয়ে বুখারীতে একটি বর্ণনা এসেছে এই মর্মে যে, রাসূল (স.) বলেন, মূসা (আ.) এর সাথী হলো খিজির/খাজির (আ.)।[৫৪১] আর এমন তাফসীর গ্রহণযোগ্য মতামত।

২. ইসরাইলী বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে না

যেগুলো শরী'আত স্পষ্টাকারে অনুমোদন দেয় না সেগুলো বর্ণনা করা জায়েয নেই। সেগুলো পরিত্যক্ত।

৩. নীরবতা পালন করা

অনেক বর্ণনার ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করা আবশ্যক। যে বিষয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান থাকে না সে বিষয়ে নীরবতা পালন করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনার যে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই সেই বিষয়ের অনুসরণ করেন না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর সবকিছুকে (সেদিন) জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৫৪২] এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا { آمنا بالله وما أنزل إلينا }

অর্থাৎ, আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আহলে কিতাবরা তাওরাত কিতাব ইবরানি ভাষায় পড়ত। আর তারা মুসলিমদের জন্য আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করত। অতঃপর রাসূল (স.) বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদের বিশ্বাস করো না আর তাদেরকে মিথ্যাও বলো না বরং তোমরা বলো আমরা ইমান নিয়ে এসেছি আর যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে সেগুলো প্রতি।[৫৪৩]

যেগুলো দ্বীনি বিষয় না বা শরী'আতের হুকুম-আহকামও না সেগুলো বিষয়ে নিরবতা পালন করাই উত্তম। যেমন; আসহাবে কাহোফের সাথীদের নাম, তাদের কুকুরে নাম, কুকুরের রং, মূসা (আ.) এর লাঠির বিবরণ, যে পাখি ইবরাহিম (আ.) জবাই করেছিলেন সেই পাখির বিবরণ, সূরা বাকারায় বর্ণিত সেই আয়াতের ব্যাখ্যা যে আয়াতে গরুর গোশতের টুকরা দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করার কারণে জীবিত হয়েছিল, সুলাইমান (আ.) এর হুদহুদ পাখির বিবরণ, কুর'আনে বর্ণিত ছাড়া ইবলিসের রাজত্বের বিবরণ ইত্যাদি বিষয়ের তাদের পক্ষ থেকে তাফসীর গ্রহণ না করে নীরবতা পালন করাই উত্তম। যেগুলোর বর্ণনা রাসূল (স.) এর কাছ থেকে সরাসরি পাওয়া যায় সেগুলোর বিষয়ে নির্দিধায় গ্রহণ করা।

আর যেগুলোর বর্ণনা সাহাবীর থেকে সহিহ সনদে পাওয়া যায় সেগুলো গ্রহণ করা। তাবি'ঈ বা তাবি'উত তাবিঈদের পক্ষ থেকে যেগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলো বিষয়েও নীরবতা পালন করাই ভালো।[৫৪৪]

---

৫৪১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১০৭ হা. নং ৬৩১৮

৫৪২. আল-কুর'আন, ১৭ : ৩৬

৫৪৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯৫৩, হা. নং ৪২১৫, ৬৯২৮ ও ৭১০৩

৫৪৪. আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯১; মুহাম্মাদ হুসাইন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০

ইসরাইলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম সা'দী (রহ.) ইসরাইলী বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন শর্তের ভিত্তিতে সেটা পরিত্যাগ করেছেন। কিন্তু যেটা সহিহ সনদে বর্ণনা এসেছে সেগুলো গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, জেনে রাখো! অনেক মুফাসসির ইসরাইলী রেওয়াত বেশি বর্ণনা করেছেন। তারা এই হাদিসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাসূল (স.) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন, 'তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি বাক্য হলেও পৌছায়ে দাও। আর বানী ইসরাইলদের থেকে হাদিস বর্ণনা করতে পারো। এত কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে সে যেন জাহান্নামকে তার বাসস্থান বানায়।'[৫৪৫]

আহলে কিতাবদের মধ্যে মুসলিম

আহলে কিতাবদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু মুসলিম ছিলেন যারা কুর'আনের জ্ঞানের পাশাপাশি তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের জ্ঞান ছিল। তারা হলেন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা.)। তিনি আহলে কিতাবদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বানি কায়নুকা'র অধীবাসী ছিলেন।[৫৪৬] সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবন আখতাব (রা.) যিনি রাসূল (স.) এর সহধর্মিণী ছিলেন। কা'ব আল-আহবার প্রসিদ্ধ একজন তাবিঈ ছিলেন। আসাদ ইবন কা'ব তিনি বানী কুরাইযা গোত্রের সাহাবী ছিলেন। উসাইদ ইবন কা'ব তিনিও বানি কুরাইযা গোত্রের সাহাবী ছিলেন। মুখাইরিক (রা.) বানি নাযিরের অধিবাসী ছিলেন।

ইয়ামিন ইবন উমাইর (রা.) বানি নাযিরের অধিবাসী ছিলেন। রিফা'আ ইবন কুরাযা (রা.) তিনি বানি কুরাইযা গোত্রের সাহাবী ছিলেন। রাইহানা বিনতে যায়েদ (রা.) বানি কুরাইযার মহিলা সাহাবী ছিলেন। ওহাব ইবন মুনাব্বিহ একজন তাবিঈ ছিলেন। আব্দুর মালিক ইবন আব্দুল আজীজ ইবন জুরাইজ তাবিউত তাবিঈ ছিলেন।

এছাড়া হারুন ইবন মূসা, রু'আসি, সনদ ইবন আলী, ইবনু মালাকা বাগদাদী, সামওয়াল ইবন ইয়াহইয়া আল-মাগরিবী, ইবনু সাহাল আন্দালুসী, রশীদুদ্দীন ফজলুল্লাহ হামদানী, ইয়কুব ইবন কালস, ইবনু কওসিন, সাঈদ ইবন হাসান, ইয়াকুব কুর্দী, মুহাম্মাদ আসাদ, লাইলা মুরাদ, মুনির মুরাদ, মারইয়াম জামিলা প্রমুখ।[৫৪৭]

৫৪৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫৬৭, হা. নং ৩৪৬১
৫৪৬. মুহাম্মাদ আব্দুল আজীম আল-যুরকানী, *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৬৬
৫৪৭. আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হাইয়ান আল-বুসতী, *তারিখুস সাহাবা*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬২

তাফসীরে সা'দীর মধ্যে ইসরাইলী বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আমি তাকে (জুলকারনাইন) পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম। আর আমি তাকে সব বিষয়ের উপায়-উপকরণ দিয়েছিলাম।'[৫৪৮] ইমাম সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এই 'সাবাব' জুলকারনাইন বাদশাকে দান করেছেন। কিন্তু এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ও তার রাসূল (স.) বলে যাননি। আর এগুলো বিষয়ে কোনো সহিহ সনদে হাদিসও পাওয়া যায় না। সুতরাং এ বিষয়ে নীরবতা পালন করা বাঞ্ছনীয়।[৫৪৯]

ইসরাইলী বর্ণনার আলোচনা থেকে এ বিষয়টি অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকে বর্ণিত ঘটনা বর্ণনা করাই ইসরাইলী বর্ণনা। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিতাব দিয়েছেন তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়। এদের মধ্যে ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান জাতি অন্যতম। তাদের থেকে যেকোনো ঘটনা বর্ণনা করা যাবে যদি সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূলের অনুমতি থাকে। আর যদি আল্লাহর রাসূলের অনুমতি না থাকে তাহলে বর্ণনা করা যাবে না।

৫৪৮. আল-কুর'আন, ১৮ : ৮৪
৫৪৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কসাসুল কুর'আন

আল-কুর'আনে কসাসুল কুর'আন বিষয়ক আলোচনা অনেক বেশি। বাস্তবতার সাথে মিল রেখে অতীতকে স্মরণ করে ভবিষ্যৎ জীবনে পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ভূমিকা রাখে। এভাবেই আল-কুর'আনে অনেক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কসাসুল কুর'আনের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের সত্য ঘটনা ও বাস্তবতা বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। এর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, ইতিহাস জানা যায়, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা যায়।

কসাসুল কুর'আনের পরিচিতি

قصص শব্দটির অর্থ ঘটনা। قصة অর্থও ঘটনা। বহুবচন قِصَصٌ ব্যবহৃত হয়। বাবে نصر ينصر থেকে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ পদাঙ্ক অনুসরণ করা, পিছনে চলা, বর্ণনা করা, গল্প বলা ইত্যাদি। قص الشعر তথা কেটে ফেলা অর্থ ব্যবহৃত হয়। আর قران অর্থ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কুর'আন। সুতরাং সম্মিলিত অর্থ হলো কুর'আনের ঘটনা।[৫৫০]

পরিভাষায় কসাসুল কুর'আন হলো এমন একটি বিষয় যেখানে পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা, নবীদের গোত্রের তথ্য ও ঘটনা উপস্থাপনা করা, বিভিন্ন শহর ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা থাকে।[৫৫১]

ঘটনা পুনরাবৃত্তি করার কারণ

কুর'আনে অনুসন্ধান করে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা একই ধরনের ঘটনা বারংবার উল্লেখ করেছেন। একবার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আবার সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো ঘটনা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো ঘটনা পরবর্তীতে আলোচনা করেছেন। এখানে বিভিন্ন ঘটনা বারংবার উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করা হলো।

১. কুর'আনের সর্বোচ্চ সাহিত্য অলংকার বর্ণনা করা

আল-কুর'আন সাহিত্যের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসীন হয়ে আছে। বারংবার ঘটনা উল্লেখ করার অর্থ হলো কুর'আনের সাহিত্য মানুষদেরকে উপলব্ধি করানো। কারণ কুর'আন যখন নাযিল হয়েছে তখন আরবে সাহিত্যে উন্নতি সাধন হয়েছিল।

যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুর'আনই সর্বোচ্চ পর্যায়ে অলংকার শাস্ত্র। এটাকে ডিঙ্গিয়ে অন্য কোনো সাহিত্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্থান দখল করে নিতে পারবে না।

---

৫৫০. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবন মুকরিম ইবনু মানজুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৭৩
৫৫১. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান ইবন আবু বকর সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলুমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩৪

২. চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা

কুর'আনে একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করেছেন। কোনো কোনো স্থানে এই কুর'আনের মতো আরেকটি কুর'আন তৈরি করতে বলা হয়েছে। কোনো কোনো সময় দশটি সূরা তৈরি করতে বলা হয়েছে। কোনো কোনো সময় একটি সূরা তৈরি করতে বলা হয়েছে।

৩. আংশিক ঘটনাকে পূর্ণরূপ প্রদান

কুর'আনে বেশির ভাগ ঘটনাগুলো বিভিন্ন সূরাতে রয়েছে। একেকটি সূরাতে আংশিকভাবে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। শুধু সূরা ইউসুফে ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণেই এই সূরাকে উত্তম ঘটনা বলা হয়েছে।[৫৫২]

৪. প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা

আল-কুর'আন স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে ২৩ বছরে নাযিল হয়। একারণেই একই কাহিনি বার বার উল্লিখিত হয়েছে।[৫৫৩]

৫. ঘটনার উদ্দেশ্য ভিন্নতা

একই ঘটনার উদ্দেশ্য ভিন্নতা হওয়ার কারণে একই কাহিনি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. ঘটনার সময়ের ভিন্নতা

একই ঘটনার সময়ের ভিন্নতা হওয়ার কারণে একই কাহিনি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. ঘটনার গুরুত্বের কারণে

একই ঘটনার গুরুত্বের কারণে একই কাহিনি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. সত্যতার বর্ণনার জন্য

একই কাহিনি বিরোধ বা দ্বিধাবিহীনভাবে বারবার উল্লিখিত হওয়ার প্রমাণ করে যে, এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

৯. মুসলিমদের সান্ত্বনা

কুর'আন উম্মতের জন্য এক সাথে নয়; বরং ক্রমাগত অবতীর্ণ হয়েছে। শুরুতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর মুসলিমদের অনেক কষ্ট, অত্যাচার, নিপীড়ন সহ্য করতে হয়। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিমগণ কোনো কষ্টে নিপতিত হলেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের কাহিনি শুনিয়ে সান্ত্বনা দিতেন যাতে তাদের মন ভেঙ্গে না যায়।

---

৫৫২. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*(কুষ্টিয়া: রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ১৪৫

৫৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

১০. বিধি-বিধানের মূলনীতি বর্ণনা

আল-কুর'আন কোনো বিস্তারিত আহকাম বর্ণনার জন্য নয়; বরং বিধি-বিধানের মূলনীতি বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষের ইমান-আমল-আকিদাকে সংরক্ষণ করা যায়। রাসূল (স.) বিস্তারিত আহকাম বর্ণনা করে দেবেন।

১১. ভবিষ্যৎ ঘটনাবলির বিবরণ

কুর'আনে ভবিষ্যৎ বাণী হিসেবে ভবিষ্যৎ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন কিয়ামত দিবসের বর্ণনা, কিয়ামতের আলামত, হাশরের বর্ণনা, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ, জাহান্নামের ভয়াবহতা, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব, ইয়াজুয ও মাজুযের ঘটনা, সিংগায় ফুঁৎকার দেয়া, কবরে প্রশ্ন-উত্তর, জান্নাত-জাহান্নামীদের কথোপকথন।[৫৫৪]

কুর'আনের ঘটনা বাস্তবিক, কাল্পনিক নয়

আল-কুর'আনে মানবসমাজের যতগুলো ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলো সত্য ও বাস্তবসম্মত যা বাস্তবতার সাথে মিল আছে। কোনো একটি ঘটনা কাল্পনিক বা অনুমান ভিত্তিক নয়। যেমনভাবে আধুনিক বাংলা-ইংরেজি-আরবি সাহিত্যিকগণ তাদের পদ্য ও গদ্যে সত্য-মিথ্যা আর টক-মিষ্টি-ঝাল মিশ্রণ করে সাহিত্য রচনা করছেন। আধুনিক কবি-সাহিত্যিক আর গল্পকারদের কবিতা আর গল্প মিথ্যা আর কল্পনার উপর নির্ভরশীল। আর কুর'আনের ঘটনা এমন ঘটনা যার মধ্যে কোনো প্রকার মিথ্যা তো হবেই না বরং সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ অর্থাৎ, 'এটা এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত।'[৫৫৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ এটা বিস্তারিত কিতাব বর্ণনাকারী, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।'[৫৫৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ, 'এটা কোনো বানানো কথা না বরং তার সামনে উপস্থিত কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রত্যেক বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনাকারী।'[৫৫৭]

কুর'আনের ঘটনার বৈশিষ্ট্য

১. বিভিন্ন পদ্ধতি উপস্থাপনা

কুর'আনে ঘটনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কুর'আন একই ঘটনা বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছে। যেমন; আসহাবে কাহাফের ঘটনা প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিস্তারিত বলা

---

৫৫৪. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬
৫৫৫. আল-কুর'আন, ২ : ২
৫৫৬. আল-কুর'আন, ১০ : ৩৭
৫৫৭. আল-কুর'আন, ১২ : ১১১

হয়েছে। কোনো সময় মূসা (আ.) এর ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হযেছে। আবার কোনো সময় সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়েছে। তেমনিভাবে ঈসা (আ.) ও মারইয়াম (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. হঠাৎ ঘটনা বর্ণনা করা

অপ্রাসঙ্গিকভাবে সূরার মাঝে অন্য বিষয়ে ঘটনা বর্ণনা করা একটি কুর'আনে ঘটনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন; সূরা কাহাফের মধ্যে মূসা (আ.) ও খাজির (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ এই সূরার আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি। প্রথমত, আসহাবে কাহাফের ঘটনা, দ্বিতীয়ত, জুলকারনাইন বাদশার ঘটনা তৃতীয়ত, রূহ সম্পর্কে সঠিক তথ্য। কিন্তু এই তিনটি ছাড়া নতুন আরেকটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেটি হলো মূসা ও খাজির (আ.) এর ঘটনা যেটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুর'আনিক ঘটনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সা'দীর ধরন

১. কুর'আনিক ঘটনা বর্ণনার মাঝে আকিদা বিষয়কে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন

ইমাম সা'দী (রহ.) কুর'আনের ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ঘটনা বর্ণনার পর আকিদা বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। যেমন; সূরা বাকারার ২৪৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যার পর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ...

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি কি দেখেন না ঐ সকল ব্যক্তিদের (হিযকিল (আ.) এর জাতি) দিকে যারা হাজার লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর ভয়ে বের হয়েছিল। আল্লাহ তাদের বললেন, তোমরা মারা যাও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জীবিত করলেন।'[৫৫৮] বনী ইসরাইলদের এ সকল ব্যক্তিদের ঘটনা উপস্থাপন করার পরে তিনি বলেন, এই আয়াতের মধ্যে শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সকল জিনিসের প্রতি ক্ষমতাবান। এটাও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় সৃষ্টি করার উপর ক্ষমতাবান।[৫৫৯]

২. কুর'আনের ঘটনা থেকে উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ করা

সূরা হিজরে ইব্রাহিম ও লুত (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, এই ঘটনা থেকে উপদেশ হলো আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহিম (আ.) এর সাথে ফেরেশতাদের মাধ্যমে খোঁজ-খবর নেওয়া। যখন লূত (আ.) এর জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ফেরেশতারা ইব্রাহিম (আ.) এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই ঘটনা থেকে আরো একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায় যে, ফেরেশতারা ইব্রাহিম (আ.) এর সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

এ জাতি ধ্বংস করার মধ্যে আরেকটি বড় ইঙ্গিত হলো আল্লাহ তা'আলা যেকোনো সময়ে কাউকে জীবিত করতে পারেন। আবার যেকোনো সময়ে কাউকে মৃত্যুও দিতে পারেন। তেমনিভাবে ইমাম সা'দী (রহ.)

---

৫৫৮. আল-কুর'আন, ২ : ২৪৩

৫৫৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৫

আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন যে, এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ফেতনার কারণে নিজের দ্বীন-ধর্মের সাথে পালিয়ে চলে যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেতনা থেকে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি প্রশান্তি কামনা করে আল্লাহ তাকে প্রশান্তি দান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনিভাবে সূরা কাহাফের মধ্যে প্রায় ৩৬টি উপদেশ রয়েছে।[৫৬০]

৩. কুর'আনের ঘটনা থেকে ফিকহী নিয়ম-নীতি উদ্ভাবন করা

ক. ارتكاب أخف الضررين তথা 'দুই ক্ষতির মধ্যে থেকে সহজ ক্ষতি বাস্তবায়ন করা' এই নিয়মটির আলোকে সূরা কাহাফের মধ্যে মূসা ও খাজির (আ.) এর মাঝে সেই বাচ্চাকে খাজির (আ.) হত্যা করেছিলেন। এখানে দুটি ক্ষতি হলো বাচ্চাকে হত্যা করা ও বাচ্চাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়ে অবাধ্য হয়ে যাওয়া। এখানে এই দুটি ক্ষতির মধ্যে বাচ্চাকে হত্যা করা সহজ ক্ষতি। কেননা বাচ্চাকে হত্যা করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পিতা-মাতাকে এর থেকেও ভাল সন্তান উপহার দেবেন। এটা খাজির (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতেন। এই জন্য বাচ্চাকে হত্যা করা সহজ ক্ষতি। আর কঠিন ক্ষতি হলো এই বাচ্চাকে হত্যা না করে ছেড়ে দেওয়া। হত্যা না করে ছেড়ে দিলে এই ছেলের মাধ্যমে অনেক নিকৃষ্ট ও শরী'আত বিরোধী কাজ বাস্তবায়ন হবে। এর কারণে সে নিজেও ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত হবে। পিতা-মাতাও লজ্জিত হবে, সমাজ নষ্ট হবে। এই জন্য তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দেওয়া কঠিন ক্ষতি। এই জন্য এখানে সহজ ক্ষতিটিই খাজির (আ.) সম্পাদন করেছেন। যেটা সহজ, কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক।[৫৬১]

খ. درء مفاسد الغير بدون إذنهم তথা কোনো ব্যক্তির ক্ষতিকর বিষয় তার অনুমতি ছাড়াই দূর করা

এই নিয়মের প্রেক্ষিতে সূরার কাহাফের মধ্যে খাজির (আ.) নৌকা ত্রুটিযুক্ত ছিদ্র করেছিলেন। তিনি জানতেন যে জালিম বাদশা নৌকা পেলে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। খাজির (আ.) তার অনুমতি ছাড়াই নৌকায় ছিদ্র করেছিলেন। তেমনিভাবে দেয়ালের মালিকের অনুমতি ছাড়াই দেয়াল ধসে পরার পর দেয়াল সংশোধন করেছিলেন। তেমনিভাবে যেকোনো মানুষের কোনো অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের দার প্রান্তে উপনিত হলে তার অনুমতি ছাড়াই সেগুলো সংরক্ষণ করা দায়িত্ব ও কর্তব্য।[৫৬২]

কসাসুল কুর'আনের প্রকারভেদ

কসাসুল কুর'আন চার প্রকার।

ক. নবী কাহিনি

আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে নবী-রাসূলদের কাহিনি কুর'আনে উল্লেখ করেছেন। কুর'আনে মোট ২৫ জন নবী-রাসূলদের ঘটনা আলোকপাত করেছেন। এখানে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনি, তাঁদের

---

৫৬০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৯
৫৬১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮১
৫৬২. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৯-১৮০

স্বজাতির কাছে দাওয়াতের বিবরণ, মুজিযা, এগুলোর অস্বীকৃতিকারী, মু'মিনদের পুরস্কার ও মিথ্যাবাদীদের পরিণতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. অতীত কাহিনি

এছাড়াও অনেক সৌভাগ্যবান এবং দুর্ভাগা গোত্রের ঘটনা বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করেছেন। নবী-রাসূলদের কাহিনি ব্যতীত কুর'আনের মাঝে আরো অনেক গোত্রের ইতিহাসও আলোচিত হয়েছে। যেমন- ১. আসহাবে কাহাফ ২. আসহাবুল জান্নাত ৩. আসহাবুস সাবত ৪. আসহাবুল করইয়াহ ৫. লোকমান হাকিমের গোত্র ৬. আসহাবুর রাস্যি ৭. যুলকারনাইন এর ইতিহাস ৮. সাবা গোত্রের ইতিহাস ৯. আসহাবুল উখদূদ ১০. আসহাবুল ফীল ইত্যাদি।

গ. রাসূল (স.) এর যুগে সংঘঠিত যুদ্ধ ও ঘটনা

রাসূল (স.) এর সময়ে অনেক যুদ্ধ ও ঘটনা সংঘঠিত হয়েছিল। সেগুলো কুর'আনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন; বদর, উহুদ, হুনাইন, আহযাব, হিজরতের ঘটনা, মিরাজের ঘটনা ইত্যাদি।

ঘ. ভবিষ্যৎকালের ঘটনাবলি

কুর'আনে ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে কি কি ঘটতে পারে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন; কিয়ামতের আলামত, কিয়ামতের অবস্থা, হাশর-নাশরের বাস্তবতা, জাহান্নামের ভয়াবহতা, জান্নাতের নিয়ামতসমূহ, দাব্বাতুল আরদের আগমন, ইয়াজুজ-মা'জুজের আগমন, ঈসা (আ.) এর আগমন, সিংগায় ফুঁ, কবরে প্রশ্ন-উত্তর ও জাহান্নামীদের সাথে জান্নাতবাসীর কথোপকথন ইত্যাদি।[৫৬৩]

কসাসুল কুর'আনের উপকারিতা

কসাসুল কুর'আনের বহু উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রদত্ত হলো।

১. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা

২. তাওহীদের বাণী প্রচার করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ অর্থাৎ, 'আমি (আল্লাহ) যেকোনো রাসূলের কাছে অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তোমরা আমারই ইবাদত করো।'[৫৬৪]

৩. অজানা বিষয় জানানো

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ.

অর্থাৎ, 'অহীর মাধ্যমে এ কুর'আন নাযিল করে আমি আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনি বর্ণনা করেছি। এর পূর্বে এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।'[৫৬৫]

---

৫৬৩. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২
৫৬৪. আল-কুর'আন, ২১ : ২৫

৪. নবীকে সান্ত্বনা প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ অর্থাৎ, 'যদি তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাহলে আপনি জেনে রাখুন আপনার পূর্বে রাসূলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। তারা স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও উজ্জ্বল কিতাব এনেছিলেন।'[৫৬৬]

৫. অন্তর দৃঢ়করণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.

অর্থাৎ, 'রাসূলদের ঐ সব কাহিনি বর্ণনা করেছি, যা দিয়ে আপনার মনকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে আপনার কাছে সত্য এবং মু'মিনদের কাছে এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী।'[৫৬৭]

কুর'আন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে হেদায়াত করা। হেদায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঘটনা বা কাহিনি। আল-কুর'আনে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে ২৫ জন নবী-রাসূল ও তাঁদের জাতির কাহিনি এবং বিভিন্ন গোত্রের ইতিহাস। এ সব ঘটনার উল্লেখের দ্বারা ইতিহাস বর্ণনা নয়; বরং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করানো উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের উচিত, কুর'আনে বর্ণিত কাহিনি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তব জীবনে পালন করা।

৫৬৫. আল-কুর'আন, ১২ : ৩
৫৬৬. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮
৫৬৭. আল-কুর'আন, ১১ : ১২০

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমছালুল কুর'আন

মাছাল বা উপমা হলো যেকোনো ভাষার অলংকার। কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করার জন্য উপমার সাহায্যে দুর্বোধ্য ও কম বোধগম্য বিষয়কে সহজে বুঝানো যায়। আল-কুর'আনে বহু মাছাল বা উপমা রয়েছে। এগুলো কখনো গুণ, কখনো অভিনব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল-কুর'আনে ব্যবহৃত উপমাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট, হৃদয়গ্রাহী, অলংকারপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর। মানুষকে উপদেশ, শিক্ষা, কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ, ভয়ংকার পরিণাম থেকে সতর্কিকরণ, শত্রুদের নিস্তব্ধকরণ, বাতিল বস্তুর অসারতা প্রমাণ এবং আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠাই আল-কুর'আনে এসব মাছালের উদ্দেশ্য।

আমছালুল কুর'আন এর পরিচয়

শাব্দিক অর্থ

আরবি ভাষায় আমছালুল কুর'আন أمثال القران মুরাক্কাবে ইজাফি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমছাল বহুবচন। একবচন مَثَلٌ ব্যবহৃত হয়। মূল শব্দ م- ث-ل জিনস সহিহ। অর্থ অনুরূপ, একই রকম। যেমন; বলা হয় هذا مثله অর্থাৎ, এটি ঐটির অনুরূপ। আরবি অভিধানগুলোতে মাছাল শব্দটির অনেক অর্থ পাওয়া যায়। শব্দমূল ঠিক রেখেও বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের কারণে মাছালের বিভিন্নার্থ হয়ে থাকে। নিম্নে কিছু অর্থ উল্লেখ করা হলো।

উদাহরণ, তুলনা, আদর্শ, উপদেশ, চিহ্ন, ঐক্য, সাদৃশ্য, অভিন্নতা, সাম্য, সমান, কিসাস, অনুকৃতি, মত, প্রতিকৃতি, লোককথা, প্রবাদ, প্রবচন, প্রবাদবাক্য ইত্যাদি। ইংরেজি অভিধানে[৫৬৮] Proverb ও ল্যাটিন ভাষায় Proverbia বলা হয়।[৫৬৯]

আল-কুর'আনে মাছাল শব্দটি ৭৯ স্থানে বিভিন্নরূপে বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদিস এবং আছারেও এর ভিন্নার্থে ব্যবহৃত পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।[৫৭০]

১. নিদর্শন: আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ অর্থাৎ, 'আমি তাঁকে বানী ইসরাইলদের জন্য নিদর্শন করেছিলাম।'[৫৭১]

২. বাণী: আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ, 'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম বাণী।'[৫৭২]

---

৫৬৮. Zillur Rahman Siddiqui, *English-Bengali Dictionary*(Dhaka: Bangla Academy, 33rd Reprint, January 2010 AD.), p. 619

৫৬৯. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৫৭০. প্রাগুক্ত।

৫৭১. আল-কুর'আন, ৪৩ : ৫৯

৫৭২. আল-কুর'আন, ১৬ : ৬০

৩. প্রকৃতি: আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ অর্থাৎ, 'মুত্তাকীদের প্রতিশ্রুতি জান্নাতের প্রকৃতি।'[৫৭৩]

৪. সঠিক: উমর (রা.) বলেন, لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ অর্থাৎ, 'তাদেরকে যদি একত্র করে এক ইমামের পিছনে সলাত পড়াই তাহলে সঠিক হতো।'[৫৭৪]

৫. মর্যাদাশীল: রাসূল (স.) বলেন, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. অর্থাৎ, 'মানুষের মধ্যে নবীদের প্রতি সবচেয়ে বেশি মসিবত আসতো। এর পরে তাদের নিকটবর্তী মর্যাদাশীল। এরপর তার চাইতে কম মর্যাদাশীলদের প্রতি।'[৫৭৫]

আমছালুল কুর'আনের পারিভাষিক সংজ্ঞা

মাছাল বা প্রবাদ যে কোনো ভাষায় লোক অভিজ্ঞতার মণিমঞ্জুষা জাতির প্রতিবিম্ব-প্রতিচ্ছবি। তাই এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন উক্তি দেখা যায়। আরবি ভাষায় মাছাল সম্পর্কে যে উক্তিটি প্রচলিত তা হলো মাছাল জাতির মুখপত্র। জার্মান দেশেও প্রবাদ সম্পর্কে অনুরূপ একটি উক্তি প্রচলিত আছে। যে দেশ যেমন সে দেশের প্রবাদও তেমন। স্কটল্যান্ডে প্রবাদ সম্পর্কে প্রচলিত উক্তি হলো 'যেমন মানুষ তেমন প্রবাদ'। তাই মাছাল বা প্রবাদের একটি সঠিক সংজ্ঞা প্রদান খুবই কষ্টকর। এর পরও বিভিন্ন সাহিত্যিক ঐতিহাসিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের দেয়া কিছু সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. ময়দানীর মতে, মাছাল হলো এমন উক্তি যা দ্বারা কোন বিষয়ের উপমা দেওয়া হয়।

২. আল-মুবাররদের মতে, প্রথম অবস্থার সাথে দ্বিতীয় অবস্থার তুলনা করতে ব্যবহৃত প্রচলিত কথাই মাছাল।

৩. আবু হিলাল আল-আসকারীর মতে, দুটি বিষয়ের তুলনা করতে ব্যবহৃত সাদৃশ্যপূর্ণ বাক্যই মাছাল।

৪. আল্লামা যামাখশারীর মতে, কোন অবস্থা বা আশ্চর্য কাহিনি বর্ণনার নাম হলো মাছাল।

৫. আহমাদ আমীনের মতে, সমাজে প্রচলিত প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাক্যকে মাছাল বলে।

৬. জুরজী যায়দানের মতে, বলিষ্ঠ উপদেশ, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল ও উত্তম যুক্তি হলো মাছাল।[৫৭৬]

আল-কুর'আনে আমছাল

আল-কুর'আনে বহু মাছালের সমাহার। মানুষকে উপদেশ ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা এসব উপমার ব্যবহার করেছেন। মাছাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অর্থাৎ, 'এ কুর'আনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার মাছাল বর্ণনা করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৫৭৭]

---

৫৭৩. আল-কুর'আন, ১৩ : ৩৫ ও ৪৭ : ১৫

৫৭৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, সহীহ বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৪২, হা. নং ১৯০৬ ও ৪৮৯৩

৫৭৫. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*(কায়রো: দারুল হাদিস, ১৯৬৯ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৭৮, হা. নং ১৪৮১

৫৭৬. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

৫৭৭. আল-কুর'আন, ৩ : ৫৮ ও ৩৯ : ২৭

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ অর্থাৎ, 'আমি এসব মাছাল মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।'[৫৭৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ অর্থাৎ, 'আপনি তাদের জন্য আসহাবে করইয়ার মাছাল বর্ণনা করেন যখন তাদের কাছে বার্তাবাহক এসেছিলেন।'[৫৭৯]

মাছালের প্রয়োজনীয়তা

১. আল্লাহ তা'আলা এসব উপমা মানুষের হিদায়াতের জন্য বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানীরা এগুলো সহজে উপলব্ধি করতে পারেন। ইমাম শাফঈ (রহ.) মুজতাহিদদের জন্য কুর'আনের আমছাল জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য মনে করেন।[৫৮০]

২. রাসূল (স.) বলেন, আল-কুর'আন পাঁচটি বিষয়ের উপর অবতীর্ণ। হালাল, হারাম, মুহকাম (সুস্পষ্ট), মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) ও আমছাল। কাজেই তোমরা হালাল বস্তুগুলো জানো, হারাম বস্তুগুলো থেকে বেঁচে থাকো, মুহকামের অনুসরণ করো, মুতাশাবিহ এর উপর ইমান রাখো এবং আমছাল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) বলেন, আল-কুর'আনে আমছালের জ্ঞান উলূমুল কুর'আনের একটি বড় জ্ঞান বা বৃহত্তর অংশ। কিন্তু মানুষ এ বিষয়ে অলসতায় নিমজ্জিত। কারণ তারা উপমা নিয়েই মগ্ন কিন্তু যে বিষয়ে উপমা দেয়া হয়েছে সে বিষয় সম্পর্কে তারা উদাসীন। অথচ উপমা এমন, যেমন লাগামহীন ঘোড়া এবং রশিহীন উষ্ট্রী।[৫৮১]

৩. শাইখ ইযযুদ্দীন বলেন, আল্লাহ তা'আলা আল-কুর'আনে উপদেশ ও নসীহত দেয়ার উদ্দেশ্যে আমছাল বর্ণনা করেছেন। যে সব মাছালে সাওয়াবের তারতম্য অথবা কোনো আমল ধ্বংস অথবা প্রশংসা, কুৎসা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে, তদ্বারা শরী'আতের বিধান প্রমাণিত হয়।[৫৮২]

৪. আল্লামা যারকাশী (রহ.) বলেন, মাছাল বর্ণনায় কয়েকটি হিকমতের মধ্যে একটি হলো বর্ণনা শিক্ষা দেয়া, এটা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৫৮৩]

৫. কেউ কেউ বলেন, আল-কুর'আনের মাছাল বর্ণনায় বহুবিধ উপকার নিহিত রয়েছে। যেমন, উপদেশ দেয়া, উৎসাহ দেয়া, ধমক দেয়া, শিক্ষা দেয়া, কোন বিষয়কে জ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত করা, অতিন্দ্রীয় বিষয়কে ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য করে তোলা।[৫৮৪]

---

৫৭৮. আল-কুর'আন, ২৯ : ৪৩ ও ৫৯ : ২১
৫৭৯. আল-কুর'আন, ৩৬ : ১৩
৫৮০. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১
৫৮১. প্রাগুক্ত।
৫৮২. প্রাগুক্ত।
৫৮৩. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
৫৮৪. প্রাগুক্ত।

আমছালুল কুর'আনের প্রকারভেদ

আমছালুল কুর'আনের বিভিন্নভাবে তার প্রকার হতে পারে। নিম্নে কিছু প্রকার উল্লেখ করা হলো।

১. বদরুদ্দীন যারকাশী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আহমাদ আল হাশিম, নুরুল হক তানভীর, আনীস আল-মাকদামীর মতে কুর'আনের আমছাল প্রথমত দুই প্রকার।

ক. যাহির তথা স্পষ্ট যেসব আয়াতে মাছাল শব্দটি স্পষ্ট থাকে তাকেই যাহির বা স্পষ্ট মাছাল বলে।

খ. কামিন তথা যেসব আয়াতে মাছাল শব্দটি উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও আয়াতটি মাছাল হিসেবে গণ্য করা হয়। তাকে কামিন বা অস্পষ্ট মাছাল বলে।[৫৮৫]

২. আনীস আল-মাকদামীর মতে কুর'আনী মাছাল দু প্রকার।

ক. স্পষ্ট মাছাল যা স্পষ্ট বুঝা যাবে।

খ. অস্পষ্ট মাছাল যা স্পষ্ট বুঝা যাবে না।

৩. ইবনু রশীক আল-কায়রুয়ানীর মতে মাছাল দুই প্রকার।

ক. আকারে ছোট মাছাল।

খ. আকারে বড় তথা দীর্ঘ মাছাল।

৪. অনেক গবেষকের মতে কুর'আনী মাছাল দুই প্রকার।

ক. উপমা ও রূপক বিশিষ্ট মাছাল।

খ. উপমা ও রূপকবিহীন মাছাল।

৫. আব্দুল মাজীদ আবিদীনের মতে কুর'আনী মাছাল তিন প্রকার।

ক. উপমা ও রূপক বিশিষ্ট মাছাল

খ. উপমা ও রূপকবিহীন মাছাল

গ. উপদেশমূলক মাছাল

৬. মান্না আল-কাত্তানের মতে আল-কুর'আনে ব্যবহৃত মাছালগুলো তিন প্রকার।

ক. আল-আমছালুল মুসাররাহা তথা স্পষ্ট মাছাল।

খ. আল-আমছালুল কামিনা তথা অস্পষ্ট মাছাল।

গ. আল-আমছালুল মুরসালা।[৫৮৬]

আমছালুল কুর'আনের বিষয়ে সা'দীর অবস্থান

আমছালুল কুর'আনের বিষয়ে সা'দী (র.) এর অবস্থান স্পষ্ট। এখানে প্রদত্ত হলো।

১. আল্লাহর রাস্তায় প্রকৃতপক্ষে ব্যয়কারী, খোটা প্রদানকারী ও লৌকিকতা প্রদর্শনকারীর উপমা

---

৫৮৫. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৫৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

ইমাম সা'দী (রহ.) সূরা বাকারার ২৬১-২৬৬ নং আয়াত পর্যন্ত তাফসীর করতে বলেন, এখানে তিন শ্রেণির দান-সদকাকারীর কথা আলোচনা ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

ক. বিশ্বাস ও ইখলাসের সাথে যারা দান করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ, 'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা হলো এরকম, যেমন, একটি (শস্য) বীজ (বপন করা হলো) সেটি বের করলো সাতটি শীষ, আর প্রতিটি শীষে উৎপন্ন হলো শত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে চান এমনি করে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ (তাঁর সকল সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণে একাই যথেষ্ট) প্রশস্থ ও সর্বজ্ঞানী।'[৫৮৭] আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

অর্থাৎ, 'আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর পুরস্কার লাভের আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা হলো এ রকম, যেমন কোনো উঁচু ভূমিতে অবস্থিত একটি বাগান। তাতে বৃষ্টি হলো মূষলধারে এবং তার ফলে তার ফলন হলো দ্বিগুণ। আর মূষলধারে বৃষ্টিপাত না হলেও হালকা বৃষ্টিপাতই (তার ভালো ফলনের জন্য) যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।'[৫৮৮]

খ. যারা দান করে খোঁটা দেয়

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

অর্থাৎ, 'তোমাদের কেউ কি এমনটি পছন্দ করবে যে তার থাকবে একটি সুফলা বাগান, সেটি পরিপূর্ণ থাকবে খেজুর আর আঙ্গুরে, তাতে প্রবাহিত থাকবে অনেকগুলো ঝরনা, থাকবে সব রকমের ফল। তারপর এমন এক সময়ে অগ্নিবায়ু প্রবাহিত হয়ে বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, যখন সে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত আর তার সন্তানগুলো দুর্বল-অপ্রাপ্ত বয়স্ক? আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করে উপলব্ধি করতে পার'[৫৮৯]

---

৫৮৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৬১
৫৮৮. আল-কুর'আন, ২ : ২৬৫
৫৮৯. আল-কুর'আন, ২ : ২৬৬

গ. লৌকিকতার সাথে দান করে

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! দান করার পর খোঁটা দিয়ে এবং দুঃখ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির মতো নষ্ট নিষ্ফল করো না, যে দান করে লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে না। এ ধরনের দানকারীর উপমা হলো পরিষ্কার পাথর, যার উপর সামান্য মাটির আস্তর জমে, তারপর প্রবল বৃষ্টিপাত পাথরটিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখে যায়। এ ধরনের লোকেরা যে নেকি উপার্জন করে তার কিছুই ধরে রাখতে পারে না। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।'[৫৯০]

এই আয়াতে দুই ধরনের লোকদের উপমা প্রদান করা হয়েছে। যাদের অবস্থান ভালো বলে বিবেচিত মনে হয় না । তাদের এই দান-সদকা কিয়ামতে কাজে আসবে না। কারণ তাদের নিয়্যাতে ভুল ছিল।[৫৯১]

২. দুনিয়ার জীবনের উপমা

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থাৎ, 'দুনিয়ার জীবনের উপমা হলো (বৃষ্টির) পানি, যা আমরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি। তা থেকে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন নিবিড় হয়ে গজিয়ে উঠে। তা থেকেই আহার করে মানুষ ও জীব-জানোয়ার। তারপর জমিন যখন তার শোভা ধারন করে এবং চাকচিক্যময় হয়ে উঠে আর তার অধিবাসীরা মনে করে, সেগুলো তাদের অধীন। তখন আমার নির্দেশ এসে পড়ে রাতে কিংবা দিনে এবং আমি সেগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে দেই, যেনো গতকালও সেখানে কিছু ছিল না। এভাবেই আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য আমার আয়াতে বিশদ বিবরণ দেই ।'[৫৯২]

৫৯০. আল-কুর'আন, ২ : ২৬৪
৫৯১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১১
৫৯২. আল-কুর'আন, ২ : ২৬৪

৩. হক-বাতিলের উপমা

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.

অর্থাৎ, 'তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ পরিমাণ মতে প্লাবিত হয়। আর প্লাবন তার উপরে আবর্জনা বহন করে বুদবুদ আকারে। এছাড়া তোমরা অলংকার কিংবা তৈজসপত্র তৈরির জন্য যেসব ধাতু আগুনে বিগলিত করো সেগুলোর উপরিভাগেও অনুরূপ আবর্জনা ভেসে উঠে বুদবুদ আকারে। এভাবেই আল্লাহ হক এবং বাতিলের উপমা প্রদান করেন। সুতরাং যেটা ফেনা তা তো বাইরে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর তা জমিনে জমে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই উপমা দিয়ে থাকেন।'[৫৯৩]

৪. আল্লাহর নিদর্শন উপস্থাপনা

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থাৎ, 'আমি চাইলে এ (কিতাব) দিয়ে তাকে অনেক উপরে উঠাতে পারতাম, কিন্তু সে জমিনকে আঁকড়ে ধরে থাকলো এবং নিজের কামনা বাসনায় অনুসরণ করল। ফলে তার উপমা হলো কুকুর যার উপর বোঝা চাপালেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আর বোঝা না চাপালেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়। এটা হলো ঐ লোকদের উপমা, যারা আমার আয়াত প্রত্যাখ্যান করে। তুমি এই কাহিনিটি তাদের শুনাও যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'[৫৯৪] এভাবে শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ 'আল-কাওয়াঈদুল হিসান' গ্রন্থে অনেক উপমার বর্ণনা করেছেন।

এ আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল-কুর'আনে ব্যবহৃত উল্লেখিত মাছালগুলো প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। যেহেতু কুর'আনের ধরন ও বাচনভঙ্গী সবই ভিন্ন। কুর'আন মিলযুক্ত গদ্য অথবা পদ্যে পরিবেশিত, বাচনভঙ্গির দিক থেকে একক, অনুকরণীয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুর'আন গদ্যের আদি গ্রন্থ। কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, কুর'আন গদ্যও না পদ্যও না। কুর'আন কুর'আনই। একে অন্য কোনো নাম দেয়া যায় না। কুর'আন এই জন্য পদ্য নয়, যেহেতু এর স্টাইল এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত যা অন্য কোন গদ্য সৃষ্টিতে পাওয়া যায় না। কুর'আনে মাছাল সাধারণ ব্যবহৃত বাক্য নয় তাই এগুলোকে প্রবাদ হিসেবে ব্যবহার বৈধ নয়। কুর'আনে ৭৯ স্থানে মাছাল শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৫৯৩. আল-কুর'আন, ১৩ : ১৭
৫৯৪. আল-কুর'আন, ৭ : ১৭৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ই'জাযুল কুর'আন

মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতেই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুর'আন। এটি রাসূল (স.) এর একটি চিরন্তর মু'জিযা। অন্যান্য নবী ও রাসূলের মু'জিযা তাঁদের জীবদ্দশায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কুর'আনের বৈশিষ্ট্য মহানবী (স.) এর তিরোধানের পরও পূর্বের মতই মু'জিযাসুলভ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। এ গ্রন্থে তার শব্দ চয়ন, পদগঠন, বাক্য বিন্যাস, রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি, বহুবিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জিযা।

ই'জাযুল কুর'আনের পরিচিতি

শব্দগত অর্থ

إعجاز القران শব্দ দুটি আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী مركب إضافي হয়েছে। إعجاز শব্দটি মু'জিযা عجز ধাতু থেকে উৎপন্ন। অর্থ অক্ষম, অপারগ, দুর্বল, বৃদ্ধ, আশ্চর্য, অকৃতকার্য।[৫৯৫] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Weak, Lack strength, unable, grow, disable etc.[৫৯৬]

এই শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো কুর'আনের অপারগ। আল-কুর'আনের অনুরূপ রচনা অক্ষম বা অসম্ভব।

إعجاز القران এর সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি ইসলামি পরিভাষা হলো মু'জিযা। معجزة শব্দটি اسم فاعل এর واحد مؤنث এর সিগা। معجزة القران এর অর্থ হলো কুর'আনের অক্ষমকারী ও চ্যালেঞ্জকারী। মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে বা সমবেতভাবে যার অনুরূপ রচনায় অক্ষম। অথবা মু'জিযা হলো প্রকৃতির চিরন্তর নীতির বহির্ভূত বিষয়। যা সাধারণত হওয়া সম্ভব নয়।[৫৯৭]

পারিভাষিক অর্থ

নবীদের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এটি দান করে থাকেন। সর্বকালের এবং সর্ব যুগের মানুষ কুর'আনের অনুরূপ একটি কুর'আন বা ছোট একটি সূরা রচনা করতে অক্ষম। আর এটাই হচ্ছে ই'জাযুল কুর'আন। আল্লাহ তা'আলা সকল নবীকে মু'জিযা দান করেছিলেন। তাদের যুগ থেকে মুহাম্মাদ (স.) এর যুগ পর্যন্ত তথা কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ কারণেই তাঁর মু'জিযাও চিরন্তন। আল্লামা যারকানী বলেন, মানুষকে কুর'আনের অনুরূপ আয়াত সৃষ্টিতে অক্ষম করা ই'জাযুল কুর'আনের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং এ কথা প্রমাণ করা যে, মুহাম্মাদ (স.) সত্য রাসূল এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবও সত্য। অন্যান্য নবীর মু'জিযার উদ্দেশ্যও তাই। ই'জাযুল কুর'আন বলতে বুঝায়, ভাষা অলংকারের দিক

---

৫৯৫. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

৫৯৬.Zillur Rahman Siddiqui, *English-Bengali Dictionary*(Dhaka: Bangla Academy, 33rd Reprint, January 2010 AD.), p. 894

৫৯৭. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবন মুকরিম ইবনু মানজুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৪

থেকে আল-কুর'আনের অবস্থান এতো উচ্চ মর্যাদার যে, তা মানবীয় সামর্থ্যের উর্ধ্বে এবং তার মুকাবালায় মানুষ অক্ষম। ই'জাযুল কুর'আনের এটাই বিশুদ্ধ সংজ্ঞা।[৫৯৮]

ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة অর্থাৎ, মু'জিযা এমন একটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম বিষয় যেটা চ্যালেঞ্জের সাথে সম্পৃক্ত ও বিরোধ থেকে মুক্ত।[৫৯৯] ই'জাযুল কুর'আনের মূল উদ্দেশ্য হলো অদৃশ্য বিষয়সমূহের খবর দেওয়া বা কুর'আনে বর্ণিত বিষয়সমূহের পরস্পর বিরোধ ও পার্থক্য না থাকা বা বিশেষ বর্ণনাভঙ্গী এবং মানবীয় জ্ঞানসমূহকে কুর'আনের মুকাবিলা থেকে বিমুখ করে দেয়া নয় বরং কুর'আনের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা।

মু'জিযা ও অন্যান্য বিষয়ের মাঝে পার্থক্য

মু'জিযা হলো নবী ও রাসূলদের থেকে প্রকাশিত অলৌকিক বিষয় হলো মু'জিযা। কারামাত অর্থ সম্মান। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে অলীর সম্মান বৃদ্ধি করেন তাই একে কারামাত বলে। আল্লাহর বন্ধু তথা অলীদের থেকে প্রকাশিত অস্বাভাবিক বিষয় হলো কারামাত। ইস্তিদরাজ অর্থ পিছনে বা আড়াল। ফাসিক বেইমানরা লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে অস্বাভাবিক বিষয় প্রকাশ করে বিধায় একে ইস্তিদরাজ বলে। সিহর হলো গণকের কাছ থেকে প্রকাশিত অস্বাভাবিক বিষয় হলো সিহর বা যাদু।[৬০০]

আল-কুর'আনে ই'জায তথা চ্যালেঞ্জ উপস্থাপনার পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থাপনা করেছেন। যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের কয়েক জায়গায় কয়েকটি সূরাতে আলোচনা করেছেন।

প্রথম পদ্ধতি: একটি কুর'আন তৈরি

আল্লাহ তা'আলা এই কুর'আনের ন্যায় আরেকটি কুর'আন তৈরি করার চ্যালেঞ্জ করেছেন। কুর'আনে প্রথমত সমগ্র বিশ্বের জিনজাতি ও মানুষজাতির প্রতি আদেশ করেছেন এই মর্মে যে, তারা এই কুর'আনের ন্যায় আরেকটি কুর'আন রচনা করবে। আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করেন,

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন। সমস্ত মানুষ ও জিনজাতি মিলে যদি এই কুর'আনের মতো একটি কুর'আন রচনার জন্য একত্রিত হয়, তারা অনুরূপ কুর'আন রচনা করতে পারবে না। তারা যদি এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও নয়।'[৬০১]

আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করে আরো ঘোষণা করেন, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ

---

৫৯৮. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৫৯৯. আবু বকর আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১১
৬০০. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
৬০১. আল-কুর'আন, ১৭ : ৮৮

অর্থাৎ, ‘তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে কুর’আনের মত আরেকটি কুর’আন নিয়ে এসো।’[৬০২] সমগ্র আল-কুর’আনে দুই স্থানে আল্লাহ তা‘আলা কুর’আনের মত আরেকটি কুর’আন রচনা করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: দশটি সূরা তৈরি করা

সমগ্র আল-কুর’আনে একটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কুর’আনের দশটি সূরার ন্যায় আরো দশটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থাৎ, ‘নাকি তারা বলে যে, এ কুর’আন মুহাম্মাদ সে নিজে বানিয়েছে? আপনি বলে দিন! তোমরা সত্যবাদী হলে এর মতো দশটি সূরা বানিয়ে আনো এবং এ কাজে সহযোগিতার জন্য আল্লাহ ছাড়া যাকে পাও ডাকো।’[৬০৩]

তৃতীয় পদ্ধতি: একটি সূরা তৈরি করা

সমগ্র আল-কুর’আনে দুটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কুর’আনের একটি সূরার ন্যায় আরো একটি সূরা রচনা করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থাৎ, ‘আমার বান্দার প্রতি যেগুলো আমি অবতীর্ণ করেছি সে বিষয়ে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে এই কুর’আনের মত আরেকটি সূরা নিয়ে এসো। আর যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষ্যদাতাদের আহ্বান করো।’[৬০৪] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থাৎ, ‘তারা কি বলে যে, মুহাম্মাদ এই কুর’আন তৈরি করেছে? আপনি (কাফিরদের) বলুন, কুর’আনের মত আরেকটি সূরা নিয়ে আসো। আর যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করো।’[৬০৫]

ই‘জাযুল কুর’আনের শর্তসমূহ

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী (র.) তাঁর গ্রন্থে মুজিযার জন্য পাঁচটি শর্ত আরোপ করেছেন। তাঁর আরোপিত শর্তগুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

---

৬০২. আল-কুর’আন, ৫২ : ৩৪
৬০৩. আল-কুর’আন, ১১ : ১৩
৬০৪. আল-কুর’আন, ২ : ২৩
৬০৫. আল-কুর’আন, ১০ : ৩৮

১. মু'জিযা এমন কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ করতে সক্ষম হবে না। অন্যের দ্বারা সংঘটিত হলে তা নবীর মু'জিযা হতে পারে না। মু'জিযা হতে হবে সাগর দ্বি-খণ্ডিত করে রাস্তা বের করা, চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করা ইত্যাদি কার্যের অনুরূপ, যা কোন মানুষের পক্ষে সম্পন্ন সম্ভব নয়।

২. প্রকৃতির চিরন্তর নীতির বহির্ভূত হতে হবে। কেননা কোনো ব্যক্তি যদি তার নবুওয়্যাতের প্রমাণ স্বরূপ রাতের পর দিনের আগমন এবং সূর্য পূর্ব গগণ থেকে উদয় দেখায় তবে তা তার মু'জিযা হবে না। কারণ এটা প্রকৃতির চিরন্তর নিয়ম। লাঠি সাপ হওয়া এবং পাথর হতে গর্ভধারিণী উটনী বেরিয়ে এসে তৎক্ষনাৎ বাচ্চা প্রসব করা এগুলো নবীর পক্ষে থেকে উপস্থাপিত মু'জিযা হতে পারে।

৩. নবুওয়্যাতের দাবীদার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কুদরতের উপর ভরসা রেখে তারই সাহায্যের প্রার্থনা করে মু'জিযা উপস্থাপন করবেন। যেমন তিনি বলবে, আমি যখন ভূখন্ডকে প্রকম্পিত হতে বলব, তখনই তা আল্লাহর হুকুমে প্রকম্পিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যদি তার প্রার্থনা অনুসারে তা করে দেন তবে তা হবে মু'জিযা।

৪. মু'জিযা উপস্থাপনকারী চ্যালেঞ্জ অনুসারে তা অনুষ্ঠিত হবে। যেমন; নবুওয়্যাতের দাবীদার যদি বলেন, আমার নবুওয়্যাতের দলীল-প্রমাণ হচ্ছে, আমার হাত অথবা পশুটি কথা বলবে। অতঃপর তার হাত বা পশুটি বলে উঠল সে মিথ্যাবাদী সে নবী নয়। তার হাত বা পশুর এ সাক্ষ্য তার পক্ষে দলীল হবে না।

৫. নবুওয়্যাতের দাবীদার ব্যক্তির উপস্থাপিত মু'জিযার অনুরূপ মু'জিযা অপর কারও দ্বারা সম্পাদিত হতে পারবে না। যদি হয় তার দাবী মিথ্যা ও বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।[৬০৬]

কুর'আনের মু'জিযার দিকসমূহ

আল-কুর'আনের অলৌকিকতার অনেক দিক রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো।

১. সংশয় ও সন্দেহমুক্ত

পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ নেই যার শুরুতে তার ত্রুটিমুক্ত বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে বলেন, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ অর্থাৎ, 'এটা এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই...।'[৬০৭] এটা কুর'আনের বাস্তব মু'জিযা।

২. অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

আল-কুর'আন প্রদত্ত অদৃশ্যে সংবাদ হুবহু সংঘঠিত হয়েছে। যেমন- রোম-পারস্য যুদ্ধে প্রথমে পারস্য জয়লাভ করবে। এমন আরো অনেক ঘটনা কুর'আনে উল্লিখিত আছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

৬০৬. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *তাফসীরুল কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৫
৬০৭. আল-কুর'আন, ২ : ২

৩. ব্যক্তি পর্যায়ের সংবাদ সত্য হওয়া

কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত দেয়া সংবাদ পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব কথাই সত্য। এ কাজও আল্লাহ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

৪. পূর্ববর্তী উম্মতের সংবাদ প্রদান

কুর'আনে পূর্ববর্তী উম্মতে সকল ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। যে নবী কোন দিন কোন কিতাব স্পর্শও করেননি তার পক্ষে দুনিয়ার প্রথম থেকে তার যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর অতি নিখুঁতভাবে আলোচনা আল্লাহর কালাম ছাড়া তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

৫. অসম্ভব প্রভাব বিস্তারকারী

আল-কুর'আনুল কারিম শ্রবণে মু'মিন, কাফির ও মুনাফিক সবার উপর দু ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন জুবাইর ইবন মুতঈম (রা.) সূরা তূর শুনে বলেন, কুর'আন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

৬. বারংবারে পাঠে বিরক্ত না আসা

কুর'আন বারংবার পাঠেও মনে বিরক্ত আসে না। বরং আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল আকর্ষণীয় পুস্তকই হোক না কেন, তা দু-চার বার পাঠেই বিরক্তি আসে।

৭. সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস

আল-কুর'আন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। আজ পর্যন্ত অন্য কোন কিতাবে তা পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না।[৬০৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, আল-কুর'আন অনন্য একটি মু'জিযা। বিজ্ঞরা এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে স্বীকৃতি প্রদানে কার্পণ্য করেনি। এমন কি অমুসলিমরাও কুর'আনের এ নযিরবিহীন মু'জিযার কথা স্বীকার করে অকুণ্ঠচিত্তে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কুর'আন আল্লাহরই কালাম। এটি রাসূল (স.) এর রচিত গ্রন্থ নয়ই বরং এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা। তাই কুর'আনকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, উলূমুল কুর'আন এমন একটি বিষয় যার মধ্যে আল-কুর'আন সম্পর্কিত সকল জ্ঞানের সন্নিবেশিত থাকবে। যার মধ্যে আসবাবু নযূলিল কুর'আন, তেলাওয়াতের পঠননীতি, হুরূফুল মুকাত্তো'আত, নাসিখ-মানসূখ, ইসরাইলী বর্ণনা, কুর'আনের ঘটনা, আমছালুল কুর'আন, ই'জাযুল কুর'আনসহ সকল বিষয়ে আলোচনা থাকবে। শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করেছেন। উলূমুল কুর'আন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ছাড়া কুর'আনের মর্মার্থ বুঝা কঠিন হবে। এ কারণেই এই জ্ঞান একজন কুর'আন গবেষকের জন্য অতি জরুরী বিষয়।

---

৬০৮. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *উলূমুল কুর'আনের সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে আকিদা সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	তাওহীদ বিষয়ক তাফসীর
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	অদৃশ্য বিষয়ক তাফসীর
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে আকিদা সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তাওহীদ বিষয়ক তাফসীর

ইসলামি বিধি-বিধান পালনে ও প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার ভিত্তিতে আকিদা বা বিশ্বাস হলো মূল বিষয়। আকিদা বা বিশ্বাস পরিশুদ্ধ না হলে আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। কুর'আনের তাফসীরের ক্ষেত্রেও আকিদা ও বিশ্বাস-এর অধিক মূল্যায়ন করা হয়। আল্লামা সা'দী (রহ.) কুর'আনের তাফসীরের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদা অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে তিনি তাওহীদের ক্ষেত্রে আয়াত উল্লেখপূর্বক আকিদা বর্ণনা করেছেন। অদৃশ্যের বিষয়ে আকিদা বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে কিছু ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারীদের মতামত ও তাদের দলীল খন্ডন করে তাদের দলীলের প্রতি উত্তর প্রদান করেছেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) প্রথমে আল-কুর'আন থেকে সহিহ আকিদা গ্রহণ করেছেন। তারপর রাসূল (স.) এর সহিহ হাদিস থেকে আকিদা গ্রহণ করেছেন। সালাফগণ যে আকিদা গ্রহণ করেছেন সেই আকিদাই তিনি গ্রহণ করেছেন।

তাওহীদের পরিচয়

তাওহীদের শাব্দিক অর্থ

توحيد শব্দটি باب تفعيل এর মাসদার। وحّد يوحِّد توحيدا অর্থাৎ, جعله واحدا। অর্থ একক সাব্যস্ত করা। وحد মূল অক্ষর। কোনো জিনিসের সত্তাগত, গুণগত ও কর্মগতভাবে এক হওয়ার নাম وحدة তথা এক।[৬০৯]

শরী'আতের পরিভাষায় তাওহীদ

ইবনে খালদুন বলেন, توحيد এমন একটি জ্ঞানের নাম যেখানে যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে ইমান বিষয়ক আকিদা যুক্তিবিদগণ উপস্থাপন করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম'আত ও সালাফিদের মতাদর্শের ভিত্তিতে আকিদার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বিদ'আতীদের প্রত্যুত্তরে যেই ইমান কেন্দ্রিক জ্ঞান জানা যায় তাকে توحيد বলে।[৬১০]

তাওহীদ হলো আল্লাহর প্রতি এমন বিশ্বাস যে, তিনি তাঁর সত্তাগত, গুণগত ও কর্মগতভাবে এক অভিন্ন অদ্বিতীয়। যার রাজত্বে ও পরিচালনায় কোনো অংশীদার নেই। তিনি এক ও তিনিই ইবাদত বা দাসত্ব পাওয়ার যোগ্য।

---

৬০৯. আবু তহির মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম সিরাজী আল-ফিরুযাবাদী, *আল-মু'জামুল মুহীত*(কায়রোঃ আল-মাতবা'আতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩৮৬ হি.), খ. ৫, পৃ. ৫৭

৬১০. ওয়ালীউদ্দীন আবু যায়েদ আব্দুর রহমান ইবন খালদুন, *মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন*(কায়রোঃ দারু ইয়া'রাব, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৪

তাওহীদ বিষয়ক আয়াত ও হাদিস

আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ বিষয়ে কুর'আনে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। এখানে কিছু আয়াত প্রদত্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ.)- এর জাতির উদ্দেশ্য করে বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

অর্থাৎ, 'আমি নূহ (আ.) কে তাঁর জাতির কাছে প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর তিনি তাঁর জাতিকে বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রভু নেই। আমি তোমাদের উপরে এক মহাদিনের আযাবের আশংকা করছি।'[৬১১] আল্লাহ তা'আলা হুদ (আ.) এর জাতির উদ্দেশ্য করে বলেন,

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.

অর্থাৎ, 'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হুদ (আ.) কে প্রেরণ করেছি। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা (আল্লাহকে) ভয় করবে না?'[৬১২] আল্লাহ তা'আলা শু'আইব (আ.) এর জাতির উদ্দেশ্য করে বলেন,

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...

অর্থাৎ, 'মাদইয়ানবাসীর কাছে তাদের ভাই শু'আইব (আ.) কে প্রেরণ করেছি। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই...।'[৬১৩] আল্লাহ তা'আলা সকল জাতির উদ্দেশ্য করে বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

অর্থাৎ, 'আমি নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ মর্মে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, বলবে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিহার করো।'[৬১৪] আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স.) এর পূর্বে সকল জাতির উদ্দেশ্যে বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

অর্থাৎ, 'আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি যেই রাসূলকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করিনি যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।'[৬১৫]

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স.) এর উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

---

৬১১. আল-কুর'আন, ৭ : ৫৯
৬১২. আল-কুর'আন, ৭ : ৬৫
৬১৩. আল-কুর'আন, ৭ : ৮৫
৬১৪. আল-কুর'আন, ১৬ : ৩৬
৬১৫. আল-কুর'আন, ২১ : ২৫

অর্থাৎ, 'আমার কাছে অহী প্রেরণ করা হয় এ মর্মে যে, তোমাদের প্রভু এক। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে না?'[৬১৬] এভাবে আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন যার মধ্যে তাওহীদের বাণীর দ্বারা পরিপূর্ণ। নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম কারণ হলো আল্লাহর জমিনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। এ বিষয়ে রাসূল (স.) তাঁর নবুওতী ২৩ বছর তাওহীদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উৎসর্গ করেছেন। তিনি এ মর্মে বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاَتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

অর্থাৎ, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে সেই সময় পর্যন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বাক্ষ্য দেবে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের কিবলাকে গ্রহণ করে। আমাদের জবাইকৃত পশু আহার করে। আমাদের সলাত আদায় করে। যখন এগুলো করবে তখন আমাদের উপর তাদের রক্ত ও অর্থ-সম্পদ হারাম হয়ে যাবে। তবে কোনো অপরাধের কারণে ইসলামি বিধানে তাদের শাস্তি হলে ভিন্ন কথা। মুসলিমের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা তারাও ভোগ করবে এবং মুসলিমদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তাবে।'[৬১৭] রাসূল (স.) এর অনেক হাদিস রয়েছে যেখানে তিনি স্পষ্টাকারে এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে একটি হাদিস উল্লেখ করে সেই দিকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ প্রথমত তিন প্রকার;

১. التوحيد في الربوبية তথা প্রতিপালক হিসেবে এককত্ব।

২. التوحيد في الألوهية তথা ইবাদত হিসেবে এককত্ব ।

৩. التوحيد في الأسماء والصفات তথা আল্লাহর নাম ও গুণবাচক শব্দে এককত্ব ।

যে স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে একক তার মধ্যে কেউ অংশীদার নেই। প্রভু হওয়ার ক্ষেত্রে একক যার ইবাদতের মধ্যে কেউ অংশীদার নেই। তথা অন্য কেউ ইবাদত পাওয়ার যোগ্য না। তিনি তাঁর নামে ও গুণে একক। কেউ তাঁর সাথে সমকক্ষ নয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'তাঁর মতো আর কোনো জিনিস নেই...।'[৬১৮]

---

৬১৬. আল-কুর'আন, ২১ : ১০৮

৬১৭. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ১০, পৃ.৮২

৬১৮. আল-কুর'আন, ৪২ : ১১

التوحيد في الربوبية তথা প্রতিপালক হিসেবে এককত্ব

ইমাম সা'দী (রহ.) التوحيد في الربوبية আলোচনা করার সময় প্রথমে এই আয়াতটি আলোচনা করেছেন। সেটি হলো সূরা ফাতেহার رَبِّ الْعَالَمِينَ তথা তিনি জগসমূহের প্রতিপালক। তিনি সকল জগত নিয়ন্ত্রণ করেন। আল্লাহর التوحيد في الربوبية দুই প্রকার। এক ব্যাপক আকারে আল্লাহর প্রভুত্ব। দুই বিশেষ আকারে আল্লাহর প্রভুত্ব। ব্যাপক আকারে আল্লাহর প্রভুত্ব হলো তিনি সৃষ্টিকুলকে প্রতিপালন করেন। আর তিনি তাদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। কাফির হোক বা মুশরিক হোক। তিনি সবাইকে রিজিক দেন। বিশেষ আকারে আল্লাহর প্রভুত্বের অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল তথা অলীদের রিজিক দেন। মুসলিম ইমানদারদের রিজিক দেন। তাদের কাজের তাওফিক দেন। তাদের কাছ থেকে বিপদ দূর করেন। শাইখ সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এই দুই ধরনের তাওহীদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৬১৯]

التوحيد في الربوبية في العامة এর উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ, 'জমিনে সকল জীবের রিজিকের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই...।'[৬২০] এখানে আল্লাহ তা'আলা সকল জীবের রিজিকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

التوحيد في الربوبية في الخاصة এর উদাহরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,...وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ অর্থাৎ, 'আপনি তার অধিবাসীকে ফলমূল দিয়ে রিজিক দিন। তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে...।'[৬২১] এখানে ইবরাহীম (আ.) ইমানদের কথা প্রথমে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদের কথা বলেছেন।

التوحيد في الربوبية প্রমাণের ক্ষেত্রে শাইখ সা'দীর কৌশল

ইমাম সা'দী (রহ.) কখনো সূরার শুরুতে التوحيد في الربوبية প্রমাণ করেছেন। অথবা কোনো সময় সূরার শেষে প্রমাণ করেছেন। অথবা কোনো সূরার মাঝে প্রমাণ করেছেন। অথবা শুরু ও শেষে দুই স্থানে প্রমাণ করেছেন।

সূরার শুরুতে التوحيد في الربوبية এর প্রমাণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালকের জন্য।'[৬২২] সা'দী (রহ.) এই সূরার শেষ করার পরে বলেন, 'এটা এমন একটি সূরা যার মধ্যে তাওহীদের

---

৬১৯. আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*(রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৭-২৮
৬২০. আল-কুর'আন, ১১ : ৬
৬২১. আল-কুর'আন, ২ : ১২৬
৬২২. আল-কুর'আন, ১ : ২

তিন প্রকারের উদাহরণ সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বারা التوحيد في الربوبية বুঝানো হয়েছে। مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ও الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ দ্বারা التوحيد في الأسماء والصفات বুঝানো হয়েছে। إِيَّاكَ نَعْبُدُ দ্বারা التوحيد في الألوهية বুঝানো হয়েছে।'[৬২৩]

সূরার আয়াতের মাঝে التوحيد في الربوبية এর প্রমাণ উপস্থাপন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং ইতিপূর্বে তোমাদের পূর্বের লোকদেরও সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পার।'[৬২৪] এই আয়াতটি সূরা বাকারার মাঝে বর্ণিত হয়েছে। এই আয়াতের মাঝে التوحيد في الربوبية ও التوحيد في الألوهية দুনোটাই বর্ণিত হয়েছে। اعْبُدُوا رَبَّكُمُ দ্বারা التوحيد في الألوهية বুঝানো হয়েছে। الَّذِي خَلَقَكُمْ দ্বারা التوحيد في الربوبية বুঝানো হয়েছে।[৬২৫]

التوحيد في الألوهية এর আলোচনা

الألوهية শব্দটি إله শব্দের দিকে সম্পৃক্ত। যার অর্থ ইবাদত করা, দাসত্ব করা, التألّه তথা التعبد অর্থাৎ, ইবাদত করা। إله শব্দটির বহুবচন ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে বলেন, وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ 'সে (মূসা) তোমাকে ও তোমার প্রভুদেরক ছেড়ে দেবে'।[৬২৬] এখানে إله শব্দের বহুবচন آلِهَةَ এসেছে। এই আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস এমনি পড়েন। আরেকটি পঠন রয়েছে। إلهة শব্দটি হামযায় যের যোগে পড়া যায়। তখন তার অর্থ হবে ইতবাদ করা। তখন কুর'আনের সেই আয়াতটি এভাবে পড়তে হবে وَيَذَرَكَ وَإِلٰهَتَكَ ।[৬২৭]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসের মতামতটিই সঠিক। কেননা লোকেরা ফির'আউনের ইবাদত করত। এই কথার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাকে ذو الإلهة বলা সম্ভব। ذو الآلهة বলা সম্ভব না কেননা ফেরআউন জাতি এক ফির'আউনের ইবাদত করত। অনেক ইলাহকে ইবাদত করত না। তারা ফির'আউন ছাড়া আর কারোর ইবাদত করত না।[৬২৮] যামাখশারী (রহ.) বলেন, إله শব্দটি জিনস তথা জাতিগত শব্দ। যেমন الرجلُ ও الفرسُ শব্দদ্বয় ব্যক্তি ও ঘোড়াকে বুঝানো হয়। প্রত্যেক সত্য ও বাতিল মা'বূদকে إله বলা হয়। অতঃপর অধিক ব্যবহারের কারণে إله শব্দটি সত্য মা'বূদের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর তিনি হলেন

---

৬২৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
৬২৪. আল-কুর'আন, ২ : ২১
৬২৫. রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪
৬২৬. আল-কুর'আন, ৭ : ১২৭
৬২৭. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০০২ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ২৩
৬২৮. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবন মুকরিম ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব*(বৈরুতঃ দারু সাদির, ১৪১৪ হি.), খ. ৪, পৃ. ৩৪৬

আল্লাহ তা'আলা। এই কারণেই পূর্বের কথা থেকে স্পষ্ট হয় যে, إله শব্দের অর্থের মধ্যে দাসত্ব করার অর্থ রয়েছে।[৬২৯]

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, اللَّهُ শব্দটি ইসমে জামিদ যা কোনো শব্দ থেকে বের হয়না। আর এটাই সঠিক মতামত। কেউ কেউ বলেন, الله শব্দটি أَلَهَ - يُؤْلِهُ - إِلَاهَةً তথা বাবে إفعال থেকে ব্যবহৃত হয়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাসের কেরাতের মধ্যে এমনি وَيَذَرَكَ وَإِلَهَتَكَ বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, وله থেকে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ চিন্তা-ভাবনা করা। অর্থাৎ, তিনি তাঁর গুণের বাস্তবতার ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করেন। কেউ কেউ বলেন, أَلِهتُ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যার অর্থ হবে سكنتُ إليه তার কাছে স্থীর প্রশান্তি হলাম। সুতরাং এই অর্থের ভিত্তিতে মূল উদ্দেশ্য হবে। তার জিকির বা আলোচনা ছাড়া প্রশান্ত পাওয়া যায় না। কোনো আত্মা তার জ্ঞান ছাড়া শান্তি বা আরাম-আয়েশ পায় না। এই অর্থ গ্রহণ করলে আল্লাহর সেই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত হয় যেখানো আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ .

অর্থাৎ, 'যারা ইমান এনেছেন তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়। জেনে রাখো! আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্ত হয়।'[৬৩০]

সালাফ তথা পূর্বববর্তী আলেমদের নিকটে التوحيد في الألوهية এর অর্থ

التوحيد في الألوهية হলো একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, তিনি এক তাঁর সাথে কোনো শরীক নেই। তিনি সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদতের মালিক। তিনি অভিভাবক, বিচারক, জ্ঞানী, প্রতিপালক হিসেবে এক ও অদ্বিতীয়। অর্থাৎ, التوحيد في الألوهية হলো বান্দারা আল্লাহকে ইবাদত যোগ্য মাহবুব হিসেবে গ্রহণ করবে। তাকে একক হিসেবে ভালোবাসবে। এক হিসেবে ভয় করবে। এক প্রভু হিসেবে তাঁর কাছে আশা করবে। তার কাছেই নমনীয় হবে। তাঁর কাছেই তওবা করবে। তাকেই যথাযথ ভয় করবে। তাঁর আনুগত্য করবে। তাঁর কাছে কোনো কিছু চাবে। তাঁর কাছে ভরসা করবে। এভাবে কথাগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাষায় কুর'আনে উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ তা'আলা বলেন, ... قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব...?'[৬৩১] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

...أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا.

৬২৯. আবুল কাসেম মাহমূদ ইবন ওমর আয-যামাখশারী আল-খাওয়ারযামী, *আল-কাশশাফু আন হাকায়িকিত তানযিল ওয়া উয়ূনিল আকাবিল ফী উজূহিত তাবিল*(বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬-৪০

৬৩০. আল-কুর'আন, ১৩ : ২৮

৬৩১. আল-কুর'আন, ৬ : ১৪

অর্থাৎ, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনি তোমাদের কাছে স্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করেছেন...।'[৬৩২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

... قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে প্রভু হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনি প্রত্যেক জিনিসের পালনকর্তা...।'[৬৩৩] তাওহীদের মধ্যে التوحيد في الألوهية হলো মূল তাওহীদ। আল্লাহ তা'আলা যত নবী-রাসূল-কিতাব প্রেরণ করেছেন সবাইকে এই দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তারা সবাই التوحيد في الألوهية এর দাওয়াত দেবে। আর প্রত্যেক নবীর কিছু শত্রু ছিল। যারা তাঁদের দাওয়াতী কাজে বাধা দিত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ অর্থাৎ, 'তেমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য জীন ও মানুষ জাতির মধ্যে থেকে শয়তান শত্রু বানিয়ে দিয়েছি...।'[৬৩৪] আর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিষয়ে নবীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা আপনাদের দাওয়াত অস্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

অর্থাৎ, 'তারা (কাফিররা) বলে, তুমি (নবী) কি এমন বিষয় নিয়ে এসেছো? যেন আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি। আর আমরা পরিত্যাগ করি ঐ উপাস্যকের, যেই উপাস্যকদের আমাদের পূর্বপুরুষরা ইবাদত করত। সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদীই হও তাহলে তুমি যা অঙ্গীকার করেছো (আযাব) সেটা নিয়ে আসো।'[৬৩৫]

এর পরেও তারা আল্লাহর সাথে অনেক শরীক সাব্যস্থ করে তাদের ইবাদত করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তা'আলা নবীদের আদেশ করলেন যে, তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো إله এর দাসত্ব করো না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. অর্থাৎ, 'সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো শরীক সাব্যস্ত করো না।'[৬৩৬]

ইবাদত (عبادة) এর পরিচয়

ইবাদত এর শাব্দিক অর্থ অবনত, অনুগত, ছোট হওয়া, দাসত্ব করা ইত্যাদি। ইবাদতের দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমটি التَّعَبُّدُ তথা ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে অবনত হয়ে দাসত্ব করা। ভালোবাসার মাধ্যমে মা'বুদ এর কাছে পৌছা। সম্মানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয়টি হলো

৬৩২. আল-কুর'আন, ৬ : ১১৪
৬৩৩. আল-কুর'আন, ৬ : ১৬৪
৬৩৪. আল-কুর'আন, ৬ : ১১২
৬৩৫. আল-কুর'আন, ৬ : ১১২
৬৩৬. আল-কুর'আন, ২ : ২২

যার মাধ্যমে ইবাদত করা হয় তথা পবিত্রতা, সদকা, সলাত, সওম, হজ্জ, যাকাত, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ, ইত্যাদি।[৬৩৭]

ইবাদতের পারিভাষিক সংজ্ঞা

আল্লাহ তা'আলার সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও আমল আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবেসে পালন করার নাম ইবাদত।[৬৩৮]

তাওহীদ ফিল উলূহিয়্যাহ এর প্রমাণাদি

তাওহীদ ফিল উলূহিয়্যাহ এর প্রমাণাদি দুই ধরনের। এক নাকলী তথা কুর'আন ও হাদিস থেকে দলীল। দুই যুক্তি ভিত্তিক দলীল।

নাকলী তথা কুর'আন ও হাদিস থেকে দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন এ মর্মে যে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতারা ও জ্ঞানীরা ন্যায়-নিষ্ঠার সাথেও সাক্ষ্য দেয় এ মর্মে যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[৬৩৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ...وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ অর্থাৎ, 'আর আপনার প্রতিপালক আদেশ করেন যে, তোমরা একমাত্র তারই ইবাদত করো।'[৬৪০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. অর্থাৎ, 'আর তাদেরকে একমাত্র এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা একমাত্র এক প্রভুর ইবাদত করবে। তিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। তারা যে বিষয়ে শরীক সাব্যস্ত করে সে বিষয় থেকে তিনি পবিত্র।'[৬৪১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ.

অর্থাৎ, 'আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা দুই প্রভু গ্রহণ করো না। নিশ্চয়ই তিনি এক প্রভু। সুতরাং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।'[৬৪২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.

অর্থাৎ, 'আর তোমাদের ইলাহ এক প্রভু। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি করুনাময় দয়ালু।'[৬৪৩]

---

৬৩৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯
৬৩৮. প্রাগুক্ত।
৬৩৯. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮
৬৪০. আল-কুর'আন, ১৭ : ২৩
৬৪১. আল-কুর'আন, ৯ : ৩১
৬৪২. আল-কুর'আন, ১৬ : ৫১
৬৪৩. আল-কুর'আন, ২ : ১৬৩

আকলী বা যুক্তিভিত্তিক দলীল

সালাফগণ মনে করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের অনেক স্থানে কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, আল্লাহর তাওহীদের বিষয়ে গবেষণা তথা চিন্তা-ভাবনার বিষয় রয়েছে। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা এক আয়াত শেষ করে أَفَلَا يَعْقِلُونَ তথা 'তারা কি বুঝে না?'[৬৪৪] এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। অনেক আয়াত শেষে أَفَلَا تَعْقِلُونَ তথা 'তোমরা কি বুঝো না?'[৬৪৫] এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন।

ইমাম সা'দী (রহ.) التوحيد في الألوهية এর প্রমাণ উপস্থাপনায় কৌশল

১. সূরার মাঝে বর্ণনা করা

ইমাম সা'দী التوحيد في الألوهية প্রমাণ হিসেবে সূরার মাঝে দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থাৎ, 'আমরা তোমরই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।'[৬৪৬]

২. কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা ও ঘটনা বর্ণনা করার পর উপস্থাপন করা

ইবরাহিম (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা করার পর তাওহীদের প্রমাণ হিসেবে দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ, 'আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেননি? যে ব্যক্তি ইবরাহিম (আ.) এর প্রতিপালকের বিষয়ে তাঁর সাথে ঝগড়া করেছিা এ মর্মে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন। যখন ইবরাহিম (আ.) বললেন, আমার প্রতিপালক জীবিত করেন আর মৃত দান করেন। সে বলল, আমিও জীবিত ও মৃত দান করতে পারি। (তখন একজনকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল। আরেকজনকে জীবিত রাখল) ইবরাহিম (আ.) তখন বললেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত করান তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত করাও। কাফির হতভম্ভ হয়ে গেল। আর আল্লাহ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।'[৬৪৭]

التوحيد في الأسماء والصفات তথা আল্লাহর নাম ও গুণবাচক শব্দে এককত্ব

শাইখ সা'দী (রহ.) আল্লাহর নাম ও গুণবাচক শব্দে এককত্ব বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতামতকে গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য যেই পরিপূর্ণ সিফাত সাব্যস্ত

---

৬৪৪. আল-কুর'আন, ৩৬ : ৬৮
৬৪৫. আল-কুর'আন, ২ : ৪৪, ২ : ৭৬, ৩ : ৬৫, ৬ : ৩২, ৭ : ১৬৯, ১০ : ১৬, ১১ : ৫১, ১২ : ১০৯, ২১ : ১০, ২১ : ৬৭, ২৩ : ৮০, ২৮ : ৬০, ৩৭ : ১৩৮
৬৪৬. আল-কুর'আন, ১ : ৪
৬৪৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৫৮

করেছেন রাসূল (স.) সেই সিফাতগুলো নির্ধারণ করেছেন। সকল গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করাই তাওহীদ। কোনো প্রকার স্বাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলার কিছু গুণবাচক নামের উদাহরণ নিম্নরূপ:

১. কালাম বা কথা বলার গুণের আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কি তোমাদের বলিনি? নিশ্চই আমি আসমান ও জমিনের অদৃশ্য সম্পর্কে বেশি জানি...।'[৬৪৮] এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কথার বিষয়ে সিফাত সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি কথা বলেন এটাই তাঁর গুণ। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।[৬৪৯]

২. আল্লাহর চেহারা বা দিক তথা وجه الله এর গুণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. অর্থাৎ, 'পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত আল্লাহর জন্যই। সুতরাং তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাও সেই দিকই আল্লাহর দিক বা চেহারা। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ত জ্ঞানী।'[৬৫০] এই আয়াতে আল্লাহর দিক সাব্যস্ত হয়েছে। আর তার দিকের সাথে কারো দিকের সাথে মিল নেই।

أسماء الحسني তথা আল্লাহর সুন্দর নামের প্রতি বিশ্বাস করা

আল্লাহ তা'আলার যতগুলো أسماء الحسني তথা আল্লাহর সুন্দর নাম রয়েছে সেগুলো التوحيد في الأسماء والصفات তথা আল্লাহর নাম ও গুণবাচক শব্দে এককত্বের প্রমাণ করে। সেগুলোর প্রতি ইমান রাখা প্রত্যেক ইমানদারের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে তাঁর সুন্দর নাম বিষয়ক চার স্থানে বর্ণনা দিয়েছেন।

১ম আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম অনেক নাম রয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তাঁকে ডাকো।'[৬৫১]

২য় আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তোমরা তাঁকে 'আল্লাহ' নামে ডাকো অথবা 'রহমান' নামে ডাকো তোমরা যে নামেই তাঁকে ডাকো তাঁর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে।'[৬৫২]

---

৬৪৮. আল-কুর'আন, ২ : ৩৩
৬৪৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫২
৬৫০. আল-কুর'আন, ২ : ১১৫
৬৫১. আল-কুর'আন, ৭ : ১৮০
৬৫২. আল-কুর'আন, ১৭ : ১১০

৩য় আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. অর্থাৎ, 'আল্লাহ তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই। তাঁর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে।'[৬৫৩]

৪র্থ আয়াত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ... অর্থাৎ, 'তিনি আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা। তাঁর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে।'[৬৫৪]

التوحيد في الأسماء والصفات এর কুর'আনিক প্রমাণ

কুর'আনের বহু স্থানে আল্লাহর গুণবাচক নামের বর্ণনা এসেছে। এখানে কিছু আয়াত প্রদত্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'[৬৫৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনন্তকাল সর্বসৃষ্টির ধারক ও রক্ষক। ঘুম কিংবা তন্দ্রা তাঁকে কখনো স্পর্শ করে না। মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা আছে সবকিছুই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সম্মুখে সুপারিশ করবে? তিনি তাদের সামনে ও পিছনের সবকিছু জানেন। তিনি যকটুকো ইচ্ছা করেন সেটা ছাড়া তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর কুরসি মহাকাশ ও পৃথিবী পরিব্যপ্ত। এগুলো সংরক্ষণে তাঁকে ক্লান্ত করতে পারেনা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বমহান।'[৬৫৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থাৎ, 'তিনি আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তিনি পরম করুনাময় অতি দয়ালু। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি মালিক, পবিত্র, শান্তি প্রদানকারী, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, শক্তিধর, সর্বোচ্চ। তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ,

৬৫৩. আল-কুর'আন, ২০ : ৮
৬৫৪. আল-কুর'আন, ৫৯ : ২৪
৬৫৫. আল-কুর'আন, ১১২ : ১-৪
৬৫৬. আল-কুর'আন, ২ : ২৫৫

স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা, তাঁর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁর তাসবিহ পাঠ করে। তিনি মহাশক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়।’[৬৫৭]
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... অর্থাৎ, ‘তিনি আসমান ও জমিনের অস্তিত্বদানকারী...।’[৬৫৮] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. অর্থাৎ, ‘নিশ্চই আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাধর।’[৬৫৯] প্রত্যেক বিষয়ে অবগত, ক্ষমতাধর, শ্রোতা ইত্যাদি অর্থবোধক এ জাতীয় শব্দাবলি কুর’আনে ৮৩টি আয়াতে শব্দ রয়েছে। إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এই আয়াতাংশটি কুর’আনে ১১ জায়গায় এসেছে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লামা সা‘দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তাওহীদ বিষয়ক তাফসীর করেছেন। তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তাওহীদ বিষয়ক আয়াত ও হাদিস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাওহীদের প্রকারভেদের উপমা প্রদান করেছেন। التوحيد في الربوبية তথা প্রতিপালক হিসেবে এককত্বের কুর’আনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। التوحيد في الألوهية তথা ইবাদত হিসেবে এককত্বের কুর’আনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। التوحيد في الأسماء والصفات তথা আল্লাহর নাম ও গুণবাচক শব্দে এককত্বের কুর’আনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি শুধু কুর’আনের আয়াত উল্লেখ করে ক্ষান্ত হননি বরং হাদিস, আকলী বা যুক্তিভিত্তিক দলীলও উপস্থাপন করেছেন।

---

৬৫৭. আল-কুর’আন, ৫৯ : ২২-২৪
৬৫৮. আল-কুর’আন, ২ : ১১৭ ও ৬ : ১০১
৬৫৯. আল-কুর’আন, ২ : ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮ ও ২৫৯, ৩ : ১৬৫, ১৬ : ৭৭, ২৪ : ৪৫, ২৯ : ২০, ৩৫ : ১ ও ৬৫ : ১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে অদৃশ্য বিষয়ক তাফসীর

একজন মু'মিন তখনই প্রকৃত মু'মিন হবে যখন অদৃশ্য বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে ইমান আনবে। একজন ব্যক্তি তখনই সিদ্দিক হবে যখন নির্দিধায় অদৃশ্য বিষয়ে ইমান আনবে। যেমনিভাবে আবু বকর সিদ্দিক সিদ্দিক উপাধীতে ভূষিত হয়েছিলেন। যখন তিনি রাসূল (স.) এর মিরাজের ঘটনাকে নির্দিধায় সত্যায়ন করেছিলেন। তিনি তখন কোনো প্রশ্ন করেননি যে, কিভাবে আপনি সেখানে পৌছিলেন? রাসূল (স.) এর কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তিনি যেটা বলেন সেটা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আকিদা সংক্রান্ত তাফসীরের মধ্যে অদৃশ্য বিষয়ক আমরা যেগুলো অবলোকন করতে পারিনা সেগুলো এখানে আলোচনা করাই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অদৃশ্য বলতে আমরা বুঝি মৃত্যু থেকে শুরু করে আখেরাতের শেষ ঘাঁটি পর্যন্ত। সকল অদৃশ্যের প্রতি ইমান রাখা মু'মিনের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। অদৃশ্যের ইমান আনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থাৎ, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে বড় পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।'[৬৬০] উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর বিষয়ে ইমান রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চই আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। মায়ের উদরে যা রয়েছে সেটা আল্লাহ জানেন। কোনো ব্যক্তি আগামীকাল কী অর্জন করবে সেটা সে জানেনা। সে কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ করবে সেটা সে জানেনা। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, খবর রাখেন।'[৬৬১]

ফেরেশতা বিষয়ক তাফসীর

ফেরেশতার (মালায়েকা) সংজ্ঞা

ملائكة শব্দটি مَلَكٌ এর বহুবচন। কেউ কেউ বলেন, مَالكٌ এর সহজ রূপ হলো مَلَكٌ । কেউ কেউ বলেন مَلَكٌ শব্দটি الألوكة থেকে নির্গত। যার অর্থ প্রেরণ করা, বার্তা, ইত্যাদি। আর এটা অধিকাংশ আলেমদের মতামত। কেউ কেউ বলেন, মিম অক্ষরে ফাতাহ/যবর ও লাম অক্ষরে সুকুন যোগে পড়া যায়। যার অর্থ শক্তভাবে ধরা।[৬৬২]

---

৬৬০. আল-কুর'আন, ৪ : ১৩৬
৬৬১. আল-কুর'আন, ৩১ : ৩৪
৬৬২. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ ইবন মুকরিম ইবনে মানজুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৩৯৪

পারিভাষিক সংজ্ঞা

ملائكة এমন একটি আল্লাহর মাখলুক যারা নূরের তৈরি, যারা বিভিন্ন রূপ ধারন করতে পারে। তাঁরা সম্মানিত আল্লাহর বান্দা। তাঁরা কখনো আল্লাহর আদেশের বিপরীত করেনা। তারা পুরুষও না মহিলাও না। তাঁরা খাবার খায়ও না পানও করেনা। তাঁরা বিবাহ করেনা। তাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। যে ব্যক্তি তাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থাৎ, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে বড় পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।'[৬৬৩]

কুর'আন ও হাদিসে ফেরেশতাদের সংখ্যা

কুর'আন ও হাদিসে ফেরেশতাদের সঠিক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। একটি হাদিসে রাসূল (স.) বলেন,

فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ.

অর্থাৎ, 'আমাকে (মেরাজের রাতে) বাইতুল মা'মূরে উঠানো হলো। অতঃপর আমি জিবরীল (আ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এটা বাইতুল মা'মূর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদত করে। যখন তারা বের হয়ে যায় আবার সেখানে (ফেরেশতাদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে) ফিরে আসতে পারে না।'[৬৬৪] কিছু কিছু ফেরেশতাদের নাম কুর'আনে বলে দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম জিবরীল, মিকাঈল, হারুত ও মারুত। জিবরীল (আ.) কে জিবরাইলও বলা হয়। নিম্নে তাদের বর্ণনা প্রদত্ত হলো।

জিবরীল (আ.)

জিবরীল (আ.) সম্পর্কে কুর'আনে সরাসরি কয়েক স্থানে বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল আপনি বলে দিন! যে ব্যক্তি জিব্রীলের শত্রু (তার জেনে রাখা উচিৎ) নিশ্চই আল্লাহ তা'আলার আদেশেই আপনার অন্তরে (এই কুর'আন) নাযিল করেন। এ গ্রন্থ তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং সৎপথ প্রদর্শক ও মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ। যে কেউ শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিবরীল ও মিকাইলের, (তাহলে তার জেনে রাখা

৬৬৩. আল-কুর'আন, ৪ : ১৩৬
৬৬৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩৪, হা. নং ৩২০৭

উচিৎ) নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শত্রু হবেন।'[৬৬৫] আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে আরো বলেন, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. অর্থাৎ, 'সুতরাং নিশ্চই তিনি (আল্লাহ) তাঁর, (রাসূলের) জিবরীল, নেককার মু'মিনগণ অভিভাবক। এরপরও ফেরেশতারা সাহায্যকারী।'[৬৬৬] তাঁকে রূহও বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.

অর্থাৎ, 'ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরীল আ.) সে রাতে তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসেন।'[৬৬৭] তাঁকে (জিবরীল আ.) রূহুল আমীনও বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ.

অর্থাৎ, 'অহী বিশ্বস্ত রূহ/আত্মা নিয়ে অবতীর্ণ হয়।'[৬৬৮] তাঁকে রূহুল কুদুস নামও বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ অর্থাৎ, 'আমি ঈসা (আ.) কে পবিত্র আত্মার তথা জিবরীল (আ.) মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি...।'[৬৬৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ

অর্থাৎ, 'যখন আমি আপনাকে (ঈসা) পবিত্র আত্মার (জিবরীল) মাধ্যমে শক্তিশালী করেছি...।'[৬৭০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ...قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, 'হে রাসূল আপনি বলে দিন! পবিত্র আত্মা তথা জিবরীল (আ.) সত্য নিয়ে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ করেন।'[৬৭১] জিবরীল (আ.) এর দায়িত্ব হলো আল্লাহর বাণী নবী-রাসূলদের কাছে পৌঁছায়ে দেওয়া। বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূলদের কাছে তিনি এসেছিলেন। যার প্রমাণ হাদিসে অনেক স্থানে তার বর্ণনা এসেছে।

মিকাঈল/মিকাল (আ.)

অন্যতম একজন ফেরেশতা হলেন মিকাল অথবা মিকাঈল (আ.)। তাঁকে বৃষ্টি প্রদান ও উদ্ভিদ উৎপন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ.

অর্থাৎ, 'যদি কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলদের, জিবরীল ও মিকাঈলের শত্রু হবে, (তাহলে তার জেনে রাখা উচিৎ) নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শত্রু হবেন।'[৬৭২]

৬৬৫. আল-কুর'আন, ২ : ৯৭-৯৮
৬৬৬. আল-কুর'আন, ৬৬ : ৪
৬৬৭. আল-কুর'আন, ৯৭ : ৪
৬৬৮. আল-কুর'আন, ২৬ : ১৯৩
৬৬৯. আল-কুর'আন, ২ : ৮৭ ও ২ : ৫৩
৬৭০. আল-কুর'আন, ৫ : ১১০
৬৭১. আল-কুর'আন, ১৬ : ১০২
৬৭২. আল-কুর'আন, ২ : ৯৮

হারুত ও মারুত (আ.)

হারুত ও মারুত (আ.) দুজন সম্মানিত ফেরেশতা বা মালায়েকা। আল্লাহ তাঁদেরকে সুলাইমান (আ.) এর সময়ে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ অর্থাৎ, 'আর বাবিল (বেবিলন) শহরে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূত (আ.) এর প্রতি যা প্রেরণ করা হয়েছে...।'[৬৭৩] উল্লিখিত চারজন ফেরেশতার নাম আল-কুর'আনে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টাকারে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরো কিছু ফেরেশতাদের নাম আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে গুণবাচক নাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

১. মালিক জাহান্নামের রক্ষক

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাহান্নামের মূল দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ .

অর্থাৎ, 'আর তারা (জাহান্নামবাসী) ডাকবে। হে মালিক! (জাহান্নামের রক্ষক) আপনার প্রতিপালক যেন আমাদের মরণ ঘটিয়ে দেন। তখন তিনি বলেন, নিশ্চই তোমরা এভাবেই অবস্থান করবে।'[৬৭৪] তাদেরকে যাবানিয়্যাহও বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. অর্থাৎ, 'অচিরেই আমি যাবানিয়্যাহকে ডাকবো।'[৬৭৫] অর্থাৎ, জাহান্নামের প্রহরীদের ডেকে এনে তাদের হাতে তাকে অর্পন করে দেব।

২. ملك الموت তথা মরণ হরণকারী ফেরেশতা

কুর'আনের ভাষায় আত্মা কবজকারীর ফেরেশতার নাম ملك الموت তথা মরণ হরণকারী ফেরেশতা। আত্মা কবজকারীর নাম ইসরাইলী বর্ণনায় আজরাঈল নামে বেশি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। কুর'আন বা সহিহ হাদিসের আলোকে মালাকুল মাউত এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন! তোমাদের মালাকুল মাউত মরণ হরণ করবে।'[৬৭৬]

৩. حملة العرش তথা আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ

আল্লাহ তা'আলার আরশ বহন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তাদেরকে حملة العرش তথা আরশ বহনকারী ফেরেশতা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

অর্থাৎ, 'আর ফেরেশতারা অবস্থান করবে আকাশের প্রান্তে। সেদিন আটজন ফেরেশতা আপনার প্রতিপালকের আরশ তাদের উপর বহন করবে।'[৬৭৭]

---

৬৭৩. আল-কুর'আন, ২ : ১০২
৬৭৪. আল-কুর'আন, ৪৩ : ৭৭
৬৭৫. আল-কুর'আন, ৯৬ : ১৮
৬৭৬. আল-কুর'আন, ৩২ : ১১
৬৭৭. আল-কুর'আন, ৬৯ : ১৭

৪. حفظة তথা মানুষকে পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা

মানুষকে পাহারা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা রয়েছে। তাদেরকে হাফাযা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, ...وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে সংরক্ষণকারী ফেরেশতা প্রেরণ করেন...।'[৬৭৮]

৫. معقبات দিনে রাতে বান্দাদের সাথে যারা নিযুক্ত

দিনে রাতে বান্দাদের সাথে যারা নিযুক্ত আছেন তারা পশ্চাদে অবস্থান করে তাদেরকে معقبات ফেরেশতা বলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

অর্থাৎ, 'মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে আল্লাহর আদেশে একের পর এক পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। তারা তাকে হেফাযত করে।'[৬৭৯]

৬. سفرة তথা নবী-রাসূলদের কাছে নাযিলকৃত গ্রন্থ বহন ও লেখার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ

নবী-রাসূলদের কাছে নাযিলকৃত গ্রন্থ বহন কাজে নিয়োজিত যারা রয়েছেন তাদেরকে সাফারা বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, كِرَامٍ بَرَرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. অর্থাৎ, 'সম্মানিত ও অনুগত লেখক ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিখিত।'[৬৮০]

৭. خزانة الجنة তথা জান্নাতের রক্ষক

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পাহারার জন্য কিছু ফেরেশতাকে নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ অর্থাৎ, 'জান্নাতের দায়িত্ব থাকা ফেরেশতা জান্নাতবাসীকে বলবেন, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনারা ভালো কাজ করেছিলেন। সুতরাং আপনারা চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করুন।'[৬৮১]

৮. إسرافيل

ইসরাফিল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার জন্য দায়িত্বে আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.

অর্থাৎ, 'শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। সেদিন অঙ্গীকারের দিন।'[৬৮২]

৯. منكر نكير কবরে প্রশ্নকারী

আল্লাহ তা'আলা কবরে প্রশ্নকারী হিসেবে মুনকার ও নাকির দুই জাতীয় ফেরেশতাদের নিযুক্ত করেছেন। এ বিষয়ে কুর'আনে আলোচনা না থাকলেও রাসূর (স.) হাদিসে বলেছেন। তিনি বলেন,

---

৬৭৮. আল-কুর'আন, ৬ : ৬১
৬৭৯. আল-কুর'আন, ১৩ : ১১
৬৮০. আল-কুর'আন, ৮০ : ১৫-১৬
৬৮১. আল-কুর'আন, ৩৯ : ৭৩
৬৮২. আল-কুর'আন, ৫০ : ২০

إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَوْ قَالَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالآخَرُ النَّكِيرُ...

অর্থাৎ, 'যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে অথবা তোমাদের কাউকে কবরে রাখা হয়। তখন কালো নীল রং বিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা তার কাছে আসে। তাদের একজনকে মুনকার আরেকজনকে নাকির বলে...।'[৬৮৩]

ফেরেশতাদের বাস্তবতা ও তাদের গুণাবলী

১. বিভিন্ন আকৃতি পরিবর্তনকারী

আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা যেকোনো সময়ে যেকোনো ধরনের বিভিন্ন আকৃতি ধারন করতে পারবে। যেমন রাসূল (স.) এর কাছে জিবরীল (আ.) বিভিন্ন আকৃতিতে আসতেন। তিনি কখনো গ্রাম্য ব্যক্তির আকৃতিতে আসতেন। কোনো সময় মুসাফিরের আকৃতিতে আসতেন। কোনো সময় সাহাবী দাহইয়াতুল কালবী[৬৮৪] (রা.) এর আকৃতিতে আসতেন।

২. তারা ইমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী

ফেরেশতারা ইমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا.

অর্থাৎ, 'আর তাঁরা ইমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে...।'[৬৮৫]

৩. তাসবিহ পাঠ কারী

তাঁরা সকলে তাসবিহ পাঠ করে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.

অর্থাৎ, 'তারা রাতে ও দিনে তাসবিহ পাঠ করে। তারা ক্লান্ত হয়না।'[৬৮৬]

মালায়েকা সম্পর্কে ইমাম সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

১. তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা প্রকাশ্য কুফরি

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

অর্থাৎ, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করবে সে বড় পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।'[৬৮৭] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দী (রহ.) বলেন, তাদের কুফরি করার অর্থ হলো তাদের ইমান না থাকা।[৬৮৮]

---

৬৮৩. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮৩, হা. নং ১০৯২

৬৮৪. দাহইয়াতুল কালবী (রা.) এর প্রকৃত বংশধারা হলো দাহইয়াতুল কালবী ইবন খলিফা ইবন ফারওয়াহ ইবন ফুজালা ইবন ইমরিউল। চেহারার দিক থেকে তিনি অনেক সুন্দর ছিলেন। তিনি অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। মু'আবিয়া (রা.) এর খিলাফত পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। দ্র. আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হাইয়ান আল-বুসতী, *তারিখুস সাহাবা*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৬৭

৬৮৫. আল-কুর'আন, ৪ : ৭

৬৮৬. আল-কুর'আন, ২১ : ২০

৬৮৭. আল-কুর'আন, ৪ : ১৩৬

৬৮৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৯

২. আল্লাহর ইবাদতের কারণে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহর ইবাদতের কারণে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন,

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا.

অর্থাৎ, 'মসিহ ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো ছোট করে দেখেনি। নৈকট্যশীল ফেরেশতারাও ছোট মনে করে না। যে কেউ আল্লাহর দাসত্ব করাকে ছোট মনে করবে এবয় অহংকার করবে, তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্রিত করবেন।'[৬৮৯] এবং আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দী (রহ.) বলেন, সম্মানিত মালায়েকা ও নিকটবর্তী ফেরেশতাগণ তাঁদের প্রভুর ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। তাঁরা আল্লাহকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। আল্লাহও তাঁদের ভালোবেসে সম্মান প্রদান করেছেন।[৬৯০] আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্পর্কে আরো বলেন,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ.

অর্থাৎ, 'যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তারপর ফেরেশতাদের বলবেন, এরা কি তোমাদের ইবাদত করত? তখন তারা বলবেন, আপনি পবিত্র ও তারা ব্যতীত আপনি আমাদের অভিভাবক। বরং তারা শয়তান জিনদের ইবাদত করত। তাদের অধিকাংশ লোকেরা জিনদের প্রতি বিশ্বাস করত।'[৬৯১] এই আয়াতেও ফেরেশতাদের ইবাদতের প্রশংসা করা হয়েছে।

জিন জাতি

জিন জাতির সংজ্ঞা

জিন শব্দটি جِنٌّ আরবি শব্দের প্রতিশব্দ। جِنٌّ শব্দটি علي হরফে জারের মাধ্যমে ليل শব্দের সাথে মিলিত হলে তার অর্থ হবে অন্ধকার হওয়া।[৬৯২] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا.

অর্থাৎ, 'তারপর যখন তার উপর রাতের আঁধার ছেয়ে এলো, তখন তিনি একটি নক্ষত্র দেখলেন...।'[৬৯৩] শুধু علي হরফে জারের মাধ্যমে ব্যবহৃত হলে গোপন হওয়া অর্থ হবে। ميت শব্দটির সাথে ব্যবহৃত হলে কাফন পড়ানো অর্থ হবে। সেখান থেকে জুনুন তথা পাগলামি অর্থ ব্যবহৃত হয়। মানুষ পাগল হলে মানুষের মেধা পর্দার আড়ালে ঢেকে পড়ে যায়। স্মৃতি শক্তি লোপ পায়। মেধাতে আবরণ পড়ে যায়।

---

৬৮৯. আল-কুর'আন, ৪ : ১৭২
৬৯০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৫
৬৯১. আল-কুর'আন, ৩৪ : ৪০-৪১
৬৯২. আবু তহির মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম সিরাজী আল-ফিরুযাবাদী, *আল-মু'জামুল মুহীত*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬৭
৬৯৩. আল-কুর'আন, ৬ : ৭৬

মূলত جِنٌّ অর্থ গোপন। যেহেতু জিন জাতি আমাদের থেকে গোপনে অবস্থান করে। আমরা তাদের দেখতে পাইনা। আমাদের আবরণের বাহিরে তারা এই জন্য জিন জাতিকে জিন জাতি বলা হয়।

পরিভাষায় জিন জাতি

আগুনের তৈরি একটি জাতি যাদেরকে আদম (আ.) কে সৃষ্টির পূর্বে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যারা বিভিন্ন ধরনের রূপ ধারন করতে পারে। যাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সবই গুণ রয়েছে। জিনদের নেতা বা সর্দার হলো শয়তান বা ইবলিস। যার পূর্বের নাম ছিল আযাযীল। পরবর্তীতে আদম (আ.) কে সেজদা না করে আল্লাহর আদেশকে অমান্য করে শয়তান ইবলিস হয়ে বিতাড়িত হয়েছিলো। সে নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে ফেরেশতাদের নেতা ছিল।

জিন জাতির শ্রেণি বিভাগ

মানুষের মধ্যে যেমনভাবে দুই শ্রেণির মানুষ রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে জিন জাতির মধ্যে দুই শ্রেণি জিন রয়েছে। জান্নাতী জিন ও জাহান্নামী জিন। অর্থাৎ, ভালো কাজ করার কারণে তাঁরা জান্নাতে যাবে। খারাপ কাজ করার কারণে জাহান্নামে যাবে। ঠিক যেমন মানুষ জাতি জান্নাত ও জাহান্নামে যাবে তাদের ভালো ও মন্দ কাজের পরিণামে। জিন জাতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.

অর্থাৎ, 'আর আমাদের মধ্যে (জিন জাতি বলে) কিছু রয়েছে মুসলিম আর কিছু রয়েছে সীমালংঘনকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিম হয়েছে তারা স্বাধীনভাবে সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা সীমালংঘনকারী তারা জাহান্নামের জ্বালানি হবে।'[৬৯৪]

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেন, ...وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ অর্থাৎ, 'আমি জিন ও মানুষ জাতির অনেকের জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি...।'[৬৯৫]

জিন জাতির বাস্তবতা ও তাদের গুণাবলী

১. মানুষের পূর্বে জিন জাতির সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির পূর্বেই জিন জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.

অর্থাৎ, 'আমি তাদের (মানব জাতি) পূর্বে জিনদেরকে শিখাযুক্ত আগুন থেকে সৃষ্টি করেছি।'[৬৯৬] আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেন, وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. অর্থাৎ, 'তিনি জিন জাতিকে ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন।'[৬৯৭]

---

৬৯৪. আল-কুর'আন, ৭২ : ১৪
৬৯৫. আল-কুর'আন, ৭ : ১৭৯
৬৯৬. আল-কুর'আন, ১৫ : ২৭
৬৯৭. আল-কুর'আন, ৫৫ : ১৫

আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে আরো বলেন, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. অর্থাৎ, 'আপনি আমাকে (ইবলিস/শয়তান/আযাযীল জিন) আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাঁকে (আদম) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।'[৬৯৮]

২. জিনের বংশধর বৃদ্ধি

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. অর্থাৎ, 'তোমরা কি আমি ব্যতীত তাকে (শয়তান) এবং তার বংশধরকে (অথবা অনুসারীদেরকে) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছো? আর তারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের এই বিনিময় কতই না নিকৃষ্ট!'[৬৯৯]

৩. মানুষ জাতির মতই তারা আদিষ্ট জাতি

আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে মানুষকে ইবাদত করার আদেশ করেছেন ঠিক তেমনি জিন জাতিকে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. অর্থাৎ, 'আমি জিন ও মানুষ জাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[৭০০]

৪. চ্যালেঞ্জ করা

জিন জাতিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি বলে দিন। সমস্ত মানুষ ও জিনজাতি মিলে যদি এই কুর'আনের মতো একটি কুর'আন রচনার জন্য একত্রিত হয়, তারা অনুরূপ কুর'আন রচনা করতে পারবে না। তারা যদি এ ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও নয়।'[৭০১] আল্লাহ তা'আলা চ্যালেঞ্জ করে ঘোষণা করেন,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ.

অর্থাৎ, 'হে জিন ও মানুষ জাতি! তোমরা যদি মহাকাশ ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হও, তবে অতিক্রম করো। কিন্তু তোমরা আমার কর্তৃত্ব ছাড়া অতিক্রম করতে পারবে না।'[৭০২]

৫. কঠিন কাজের অধিকারী

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ অর্থাৎ, 'আর শয়তানদেরকে (জিনদেরকেও) প্রত্যেকে ইমারত নির্মাণকারী ও ডুবুরি হিসেবে (সুলাইমান আ.)

---

৬৯৮. আল-কুর'আন, ৭ : ১২ ও ৩৮ : ৭৬
৬৯৯. আল-কুর'আন, ১৮ : ৫০
৭০০. আল-কুর'আন, ৫১ : ৫৬
৭০১. আল-কুর'আন, ১৭ : ৮৮
৭০২. আল-কুর'আন, ৫৫ : ৩৩

এর অধীন করে দিয়েছিলাম। আরো কিছু ছিল শৃঙ্খলে আবদ্ধ।'[৭০৩] আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে আরো ঘোষণা করেন, يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ. অর্থাৎ, 'তারা (জিন জাতি) সুলাইমান (আ.) এর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাসাদ নির্মাণ, চিত্রাংকন, হাউজের মত বড় আকারের পাত্র ও মজবুতভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণের কাজ করত...।'[৭০৪]

৬. গায়েব সম্পর্কে অজ্ঞাত

গায়েব একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক মনে করত যে, জিন জাতিও মনে হয় গায়েব জানত। তাদের ধারণাকে মূলোৎপাটন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. অর্থাৎ, 'যখন সুলাইমান (আ.) পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি গায়েব জানতো, তাহলে তাদেরকে এই লাঞ্চনাকর শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতে হতো না।'[৭০৫]

জিন জাতি মানুষ জাতির উপর প্রভাব বিস্তার

কুর'আনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিন জাতি মানুষ জাতির শরীরে প্রবেশ করে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...

অর্থাৎ, 'যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যে শয়তানের স্পর্শে পাগলামী করে...।'[৭০৬] ইমাম সা'দী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীর করতে বলেন যে, 'জিনদেন এমন কর্তৃত্ব রয়েছে যে, তারা মানুষের ক্ষতি সাধন করতে মানুষের শরীরে প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের শরীরে প্রবেশ করে আছর করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে তাদের প্রতিহত করার দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন।'[৭০৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.

অর্থাৎ, 'আর হে রাসূল আপনি বলে দিন! 'হে আমার প্রতিপালক আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আর হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে তারা (জিনেরা) আমার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই।'[৭০৮]

জিন জাতি মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালনের শিরায় শিরায় চলে। তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ. অর্থাৎ, 'নিশ্চই শয়তান

৭০৩. আল-কুর'আন, ৩৮ : ৩৭
৭০৪. আল-কুর'আন, ৩৪ : ১৩
৭০৫. আল-কুর'আন, ৩৪ : ১৪
৭০৬. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৫
৭০৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৬
৭০৮.আল-কুর'আন, ২৩ : ৫৭

মানুষের রক্ত সঞ্চালনের স্থানে চলে।’[৭০৯] এ ছাড়া আরো অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, জিন জাতি মানুষের শরীরে ঢুকে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদা। শুধু মু'তাযিলারা এই আকিদা পোষণ করে না।

জিন জাতি সম্পর্কে সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

জিন জাতি সম্পর্কে ইমাম সা'দী (রহ.) এর অবস্থান আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান এক অভিন্ন। অর্থাৎ, তারা এ আকিদা পোষণ করে যে, তারা ফেরেশতাদের মতই অদৃশ্য জাতি। আমরা তাদের নিজ চোখে দেখতে পাইনা। তাদের বিচার হবে, জান্নাত ও জাহান্নামে যাবে। তাদের বিষয়ে সূরা জিনে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

জিন জাতির অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে মতামত

যারা বলে জিন জাতি অদৃশ্যের জ্ঞান জানত তাদের প্রতি উত্তরে সা'দী (রহ.) বলেন, যদি তারা অদৃশ্যের জ্ঞান জানতো তাহলে সুলাইমান (আ.) এর সিংহাসনের কাছে ১ বছর তারা দাঁড়িয়ে থাকতো না। এ সকল লোকদের এ ভ্রান্ত ধারণা মূলোৎপাটন করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান (আ.) কে সিংহাসনে থাকা অবস্থায় তাকে মরণ দিয়েছেন। তিনি তখন সিংহাসনে টেক লাগিয়ে ছিলেন যেন জিন জাতি বুঝতে পারে যে, সুলাইমান (আ.) জীবিত আছেন। তাঁর লাঠি ইউপোকা খেয়ে ফেলার কারণে তিনি সিংহাসন থেকে পড়ে যান। তারা যদি অদৃশ্য জানতো তাহলে এক বছর সুলাইমান (আ.) এর পাহারায় নিযুক্ত থাকতো না। কারণ তাদের কাছে সুলাইমান (আ.) এর অধীনে থাকা কঠিন ছিল।[৭১০] এ বিষয়ে অনেক ইসরাইলী বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর ভিত্তি সঠিক নয়।

কবরের শাস্তি ও নেয়ামত

এই দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী। দুনিয়া একদিন ধ্বংস হবে। দুনিয়ার মধ্যে সকল কিছু ধ্বংস হবে। মৃত্যুর মাধ্যমে মানবজাতি তাদের দুনিয়ার জগত শেষ হয়ে যাবে। কবর জগতের মাধ্যমে আখেরাতের প্রথম ঘাঁটি শুরু হবে। সেই জগতকে বলা হয় বারযাখী জীবন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন,

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

অর্থাৎ, 'আর তাদের পিছনে রয়েছে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত বারযাখী জীবন।’[৭১১] এই আয়াতটি স্পষ্ট যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের মাঝে বারযাখী জীবন রয়েছে। বারযাখ হলো দুটি জিনিসের মাঝে পার্থক্যকারী। সুতরাং কবর হলো দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মাঝে পৃথককারী জীবন। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ.

---

৭০৯. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহিহ মুসলিম*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০১২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৮, হা. নং ৫৮০৭

৭১০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮২

৭১১. আল-কুর'আন, ২৩ : ১০০

অর্থাৎ, 'তিনি দুটি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন। যেই দুই সমুদ্র পরস্পরে মিলিত হয়। দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরাল রয়েছে। যা একটি আরেকটিকে অতিক্রম করতে পারে না।'[৭১২] আর বারযাখী জীবন বা কবরের জীবন কুর'আন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ.

অর্থাৎ, 'আপনি যদি দেখতেন এই জালিমরা যখন মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাবে আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে; বের করো তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদের উপর অপমানকর আযাব প্রয়োগ করা হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অন্যায় কথা আরোপ করতে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে অহংকার করতে।'[৭১৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ.

অর্থাৎ, 'তুমি যদি দেখতে, ফেরেশতারা যখন কাফিরদের মৃত্যু নিতে আসবে তাদের চেহারা ও পিঠে আঘাত করতে থাকে এবং বলবে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।'[৭১৪] কবরের আযাব সম্পর্কে একটি আয়াত রয়েছে যেখানে কবরের শাস্তি বিষয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.

অর্থাৎ, 'কবরবাসীদের উপরে সকাল-সন্ধ্যা আগুন উপস্থাপন করা হবে। আর কিয়ামত যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা ফিরআউন বংশধরকে কঠিন আযাবে প্রবেশ করাও।'[৭১৫] এই আয়াতের মধ্যে দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে কবরের আযাব তথা দুনিয়ার শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কবরের শাস্তি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত

রাসূল (স.) এর হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ « أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ». قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ « لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর বললেন, এই দুটি কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। বড় কোনো অপরাধের কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। দুজনের একজন আপরের দোষক্রুটি বলতেন। আরেকজন পেশাব থেকে বিরত

---

৭১২. আল-কুর'আন, ৫৫ : ১৯-২০
৭১৩. আল-কুর'আন, ৬ : ৯৩
৭১৪. আল-কুর'আন, ৮ : ৫০
৭১৫. আল-কুর'আন, ৪০ : ৪৬

থাকতেন না। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) খেজুরের একটি কাঁচা ডাল নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর ডালটি দুটি খন্ড করলেন। অতঃপর একটি এই কবরের উপরে পুতে দিলেন। আরেকটি এই কবরের উপরে পুতে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হয়তোবা ডাল দুটি শুকনো থাকা পর্যন্ত তাদের দুজনের শাস্তি লাঘব করা হবে।[৭১৬] কারণ ডাল দুটি জীবিত থাকা অবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে। এর কারণে তার কবরের শাস্তি লাঘব করা হবে।

কবরে আযাব ও শান্তি হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা

পূর্ববর্তী সকল উম্মত ও ইমামদের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হলো যখন কোনো মানুষ মারা যাবে তখন কবরে শান্তি বা শাস্তি পাবে। আর এটা আত্মিক ও শারীরিক দুইভাবেই পেতে পারে। শরীর থেকে রূহ বের হওয়ার পর শাস্তি বা শান্তি পাবে। আর যখন কিয়ামত চলে আসবে তখন তাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করবে। তারা তখন হাশরের দিকে অগ্রসর হবে। মুসলিম, কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদি, নাসারাসহ সকল ধর্মের মানুষের অবস্থা একরকম হবে।[৭১৭]

আযাব ও নেয়ামতের ধরন

এটা একটি অদৃশ্যের বিষয়। যা আমাদের অগোচরে নেই। এ বিষয়ে সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য কুর'আন ও হাদিসে নেই। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই ইমান নিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনিই সৃষ্টিকর্তা। মানুষের কবর হয়তোবা কোনো গর্তে বা সমুদ্রে অথবা আগুনে পুরে যাওয়া যেকোনো স্থানে হোক বা কেন তার শান্তি বা শাস্তি দুটোই হবে।[৭১৮] কুর'আন ও হাদিসে এই কথাগুলো অনেক স্থানে এসেছে। কবরে জান্নাতবাসীদের কাছে জান্নাত উপস্থাপন করা হবে। জাহান্নামবাসীদের কাছে জাহান্নাম উপস্থাপন করা হবে। যদি সে বদকারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার কবর সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি সে নেককারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে। আর তার কবরটি জান্নাতের দরজার সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে। তার জান্নাতটি সবুজ শ্যামলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

কবরে শাস্তি ও শান্তির বিষয়ে সা'দীর অবস্থান

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) এর অবস্থান আর অন্যান্য আলেমের অবস্থান এক অভিন্ন। যার প্রমাণ তার তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ...

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে সফলকামী...।'[৭১৯]

---

৭১৬. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪০, হা. নং ৭০৩
৭১৭. আলাউদ্দিন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম বাগদাদী, *তাফসীরে খাযিন*(বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৮১
৭১৮. আবু জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ তহাবী, *আল-আকিদাতুত তহাবী*(বৈরুত: দারু ইবনে হযম, ১995 খ্রি.), পৃ. ৩৩৩-৩৩৪
৭১৯. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮৫

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এই আয়াতটি কবর বা বারযাখী জীবনে শাস্তি ও শান্তিপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ে সুক্ষ একটি ইঙ্গিত। তাদের কৃতকর্মের ফলে আমলকারীদের প্রতিদান কবর জগতেই দেওয়া হবে যা কুর'আনের এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে পূর্বের আয়াতের শুরুতে বলেন, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. অর্থাৎ, 'আর নিশ্চই কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে...।'[৭২০] পূর্ণ প্রতিদান কিয়ামত দিবসে দেয়া হবে। আর এখানে যা দেয়া হচ্ছে সেটা হলো কবর জগতের ভালো বা মন্দ প্রতিদান। বরং দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

অর্থাৎ, 'আমি তাদেরকে বড় আযাব ব্যতীত সামান্য আযাবই আস্বাদন করাবো। যেন তারা (আমার দিকে) ফিরে আসে।'[৭২১] আল্লামা সা'দী বলেন, 'এখানে দুনিয়ার শাস্তি বুঝানো হয়েছে।'[৭২২] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.

অর্থাৎ, 'আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয়েছে আপনি তাদেরকে মৃত ধারণা করেন না বরং তারা জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে রিজিক পায়। আল্লাহর অনুগ্রহে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা দিয়েছেন সে সম্মন্ধে তারা খুশি। তারা তাদের পশ্চাতে অবস্থানকারীদের সুসংবাদ দেন যে, তাদের কোনো ভয় ও পেরেশান নেই। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের সুসংবাদ দেয়। আর নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না।'[৭২৩] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, এই আয়াতগুলো বারযাখী জীবনের নেয়ামতপ্রাপ্তের দলীল। কেননা শহীদগণ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উচ্চ স্থানে অবস্থান করবেন। তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করবেন। পরবর্তী যারা শহীদ হবেন তাদেরকে সুসংবাদ দেয়।[৭২৪]

ফেরেশতারা কবরে শাস্তি উপস্থাপনকারী

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ.

---

৭২০. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮৫
৭২১. আল-কুর'আন, ৩২ : ২১
৭২২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯৩; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*(বৈরুত: দারু ইবনে হযম, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৯৯
৭২৩. আল-কুর'আন, ৩ : ১৬৯-১৭১
৭২৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ১৪৫; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০০

অর্থাৎ, 'আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে; বের করো তোমাদের প্রাণ। আজ তোমাদের উপর অপমানকর আযাব প্রয়োগ করা হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অন্যায় কথা আরোপ করতে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে অহংকার করতে।'[৭২৫] সা'দী (রহ.) বলেন, এই আয়াতটিও কবরে শাস্তি ও শান্তি পাওয়ার দলীল। কেননা এখানে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বর্ণনা করা হয়েছে।[৭২৬]

দুজন ফেরেশতার মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর

কবরে দুজন ফেরেশতার মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর করা হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ...

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা ইমানদের প্রতিষ্ঠিত কথার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের জগতে প্রতিষ্ঠিত করবেন'।[৭২৭] এই আয়াত প্রমাণ করে যে, কবরের আযাব ও নেয়ামত সত্য ও প্রমাণিত।'[৭২৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আইসারুত তাফাসীরে রয়েছে যে, الْقَوْلِ الثَّابِتِ দ্বারা উদ্দেশ্য কালেমায়ে তাওহীদ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم আর فِي الْآخِرَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য কবরের প্রশ্নোত্তর। কারণ কবর হলো আখেরাতের প্রথম ধাপ। কবরে দুইজন তার প্রতিপালক, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করবে।[৭২৯]

ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রমাণ

ইজতিহাদের মাধ্যমে কবরের আযাব প্রমাণ করা সম্ভব। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আমার (আল্লাহ) স্মরণে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন। কিয়ামত দিবসে তাকে অন্ধ হিসেবে একত্রিত করব।'[৭৩০] সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে বলেন, مَعِيشَةً ضَنْكًا দ্বারা উদ্দেশ্য কবরের আযাব। কেননা কবরে অনেকের শাস্তির কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাবে।[৭৩১]

পুনরুত্থান ও প্রতিদান

মানবজাতির ৩য় ঘাঁটি হলো পুনরুত্থান ও প্রতিদান। প্রথম ঘাঁটি হলো দুনিয়ার জগৎ। দ্বিতীয় জগৎ হলো কবরের জগৎ। তৃতীয় জগৎ হলো পুনরুত্থান ও প্রতিদান দিবস। এ বিষয়টি কুর'আন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

---

৭২৫. আল-কুর'আন, ৬ : ৯৩
৭২৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫২
৭২৭. আল-কুর'আন, ১৪ : ২৭
৭২৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৮; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ১০৭; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৭
৭২৯. আবু বকর জাবের ইবন মূসা আল-জাযায়িরী, *আইসারুত তাফাসীর*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১লা জানুয়ারি ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২ পৃ. ২৬৫
৭৩০. আল-কুর'আন, ২০ : ১২৪
৭৩১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৮

কুর'আনের দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. অর্থাৎ, 'মানুষের হিসাব দেয়ার সময় তাদের নিকটেই চলে এসেছে, অথচ তারা উদাসীনতায় তা উপেক্ষা করে চলছে।'[৭৩২] আর এই সময়ের শুরু হবে ২য় ফুৎকারের সময়ের পরে। ১ম ফুৎকারের পর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে কবর থেকে মানুষ হাশরের দিকে অগ্রসর হবে।

হাদিসের দলীল

لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.

অর্থাৎ, 'তোমরা মূসার বিষয়ে আমাকে প্রাধান্য দিও না। কেননা কিয়ামতের দিবসে সকল মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আমিও তাদের মধ্যে একজন। আমিই প্রথমে জ্ঞান ফিরে পাব। তখন আমি মুসা (আ.) কে আল্লাহর আরশ আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখলাম। আমি জানিনা তিনি কি বেহুঁশ হয়েছিলেন নাকি তিনি আমার পূর্বেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন? নাকি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বেহুঁশই করেননি।'[৭৩৩]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। পুনরুত্থান প্রতিষ্ঠা হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সকল তাওহীদ পন্থী একমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন ও ধ্বংস করবেন। অতঃপর তিনি আবার সৃষ্টি করবেন। বরং তাঁর কাছে নতুন করে সৃষ্টি করা অতি সহজ। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. অর্থাৎ, 'তিনি শুরুতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আবার সৃষ্টি করবেন। আর তাঁর জন্য এটা অতি সহজ হবে।'[৭৩৪]

যুক্তি ভিত্তিক দলীল

ইমাম সা'দী (রহ.) কুর'আনের আয়াত উপস্থাপন করে যুক্তির আলোকে পুনরুত্থান বিষয়ে দলীল উপস্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, পুনরুত্থান অবশ্যই হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. অর্থাৎ, 'তিনি কি এ বিষয়ে সক্ষম নয় যে, তিনি মৃতকে জীবিত করবেন।'[৭৩৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ.

---

৭৩২. আল-কুর'আন, ২১ : ১

৭৩৩.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(বৈরুতঃ দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১২৯, হা. নং ২২৮০, ৩২২৭, ৩২৩৩, ৪৫৩৫, ৬১৫২, ৬১৫৩, ৬৯৯১ ও ৭০৩৪

৭৩৪. আল-কুর'আন, ৩০ : ২৭

৭৩৫. আল-কুর'আন, ৭৫ : ৪০

অর্থাৎ, 'হে মানুষ সকল! তোমরা যদি পুনরুত্থান বিষয়ে সন্দেহ করো, তাহলে (তোমরা জেনে রাখো) আমি তোমাদের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি...।'[৭৩৬] এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিস্তারিত যুক্তি ভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করে এ কথা প্রমাণ করাতে চাচ্ছেন যে, তিনি পুনরুত্থান করাবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে অনেক আয়াতে বর্ণনা করেছেন।

পুনরুত্থান অস্বীকারীদের উত্তর প্রদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. অর্থাৎ, 'যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ঠিক তেমনিভাবে তোমরা পুনরুত্থিত হবে।'[৭৩৭] সা'দী (রহ.) বলেন, 'তিনি তোমাদের প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের সৃষ্টি করবেন।' আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

অর্থাৎ, 'তেমনিভাবে আমি (আল্লাহ) মৃতদের (কবর থেকে) বাহির করব। যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[৭৩৮] আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে উদ্ভিদের মাধ্যমে মৃত জমিনকে জীবন দান করেন ঠিক তেমনি মৃত মানুষকে জীবিত করবেন। তিনি মৃত জমিন জীবিত করত সক্ষম হলে মৃত মানুষকে জীবিত করতে অবশ্যই সক্ষম হবেন'।[৭৩৯] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের একত্রিত করবেন। এটাই সঠিক। তাদের মৃত্যুর পরে নির্দিষ্ট দিনে পুনরায় তাদেরকে উত্থাপন করাবেন। তাদের আমলের প্রতিদান দেবেন।[৭৪০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. অর্থাৎ, 'নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে ক্ষমতাধর।'[৭৪১] প্রত্যেক বিষয়ে অবগত, ক্ষমতাধর, শ্রোতা ইত্যাদি অর্থবোধক এ জাতীয় শব্দাবলি কুর'আনে ৮৩টি আয়াতে এসেছে। إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এই আয়াতাংশটি কুর'আনে ১১ জায়গায় এসেছে। এ জাতীয় আয়াতগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। সুতরাং তিনি সকল কাজই করতে পারবেন।[৭৪২]

জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. অর্থাৎ, 'কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে।'[৭৪৩] এ জাতীয় কুর'আনে অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম প্রস্তুত করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ, إعداد জাতীয় শব্দগুলো যেখানে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে কুর'আনে বর্ণনা করেছেন।

---

৭৩৬. আল-কুর'আন, ২২ : ৫
৭৩৭. আল-কুর'আন, ৭ : ২৯
৭৩৮. আল-কুর'আন, ৭ : ৫৭
৭৩৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৩৮
৭৪০. মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ১৯৭
৭৪১. আল-কুর'আন, ২ : ২০
৭৪২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৯৩; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ৪৮০; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১১
৭৪৩. আল-কুর'আন, ২ : ২৪

জান্নাতের সংখ্যা

জান্নাত ৮টি

১. জান্নাতুল ফিরদাউস

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের দু স্থানে বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.

অর্থাৎ, 'নিশ্চই যারা ইমানদার ও নেককার তাদের আপ্যয়নের জন্য ফিরদাউস জান্নাত রয়েছে।'[৭৪৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُون অর্থাৎ, 'যারা ফিরদাউস জান্নাতের অধিকারী হবে তারা সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে।'[৭৪৫]

২. দারুল মাকাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ. অর্থাৎ, 'নিশ্চই মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থান তথা মাকামে অবস্থান করবে।'[৭৪৬]

৩. দারুল ক্বরার

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. অর্থাৎ, 'আর নিশ্চই আখেরাত সেটা ক্বরারের বাড়ি তথা স্থায়ী বাড়ি।'[৭৪৭]

৪. দারুস সালাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ. অর্থাৎ, 'তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে দারুস সালাম তথা শান্তির বাড়ি রয়েছে।'[৭৪৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অর্থাৎ, 'আর আল্লাহ তা'আলা দারুস সালামের তথা শান্তির বাড়ি দিকে আহবান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে হিদায়াত করেন।'[৭৪৯]

৫. জান্নাতুল মাওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. অর্থাৎ, 'তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের আপ্যয়ন স্বরূপ জান্নাতুল মাওয়া তথা চিরস্থায়ী জান্নাত রয়েছে।'[৭৫০]

---

৭৪৪. আল-কুর'আন, ১৮ : ১০৭
৭৪৫. আল-কুর'আন, ২৩ : ১১
৭৪৬. আল-কুর'আন, ৪৪ : ৫১
৭৪৭. আল-কুর'আন, ৪০ : ৩৯
৭৪৮. আল-কুর'আন, ৬ : ১২৭
৭৪৯. আল-কুর'আন, ১০ : ২৫
৭৫০. আল-কুর'আন, ৩২ : ১৯

৬. জান্নাতুল আদন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ... অর্থাৎ, 'তারা আদন নামক জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে...।'[৭৫১]

৭. দারুন নাঈম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ অর্থাৎ, 'তখন তার জন্য সুরভিত এবং ফুলেল উদ্যান আর জান্নাতুন নাঈম রয়েছে।'[৭৫২]

৮. দারুল খুলদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا. অর্থাৎ, 'হে রাসূল! এটা কী উত্তম নাকি মুত্তাকীদের জন্য অঙ্গীকারকৃত জান্নাতুল খুলদ? তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনের স্থল।'[৭৫৩]

জাহান্নাতের সংখ্যা ৭টি

১. জাহান্নাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. অর্থাৎ, 'সুতরাং তার জন্য জাহান্নাম যথেষ্ট। আর সেটা অতি নিকৃষ্ট বিশ্রামাগার।'[৭৫৪] আল্লাহ তা'আলা جَهَنَّمُ শব্দটি কুর'আনে ৭০ বারের অধিক ব্যবহার করেছেন।

২. হাবিয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ, 'তার মা (আবাসস্থল) হবে হাবিয়া।'[৭৫৫]

৩. জাহিম

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. অর্থাৎ, 'বদকারেরা জাহীম নামক জাহান্নামে থাকবে।'[৭৫৬]

৪. সাকার

আল্লাহ তা'আলা বলেন, سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. অর্থাৎ, 'আমি অচিরেই তাকে সাকার নামক জাহান্নামে প্রবেশ করাবো।'[৭৫৭]

৫. সাঈর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. অর্থাৎ, 'আর তারা অচিরেই 'সাঈর' নামক জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৭৫৮]

---

৭৫১. আল-কুর'আন, ৯ : ৭২
৭৫২. আল-কুর'আন, ৫৬ : ৮৯
৭৫৩. আল-কুর'আন, ২৫ : ১৫
৭৫৪. আল-কুর'আন, ২ : ২০৬
৭৫৫. আল-কুর'আন, ১০১ : ৯
৭৫৬. আল-কুর'আন, ৮২ : ১৪
৭৫৭. আল-কুর'আন, ৭৪ : ২৬

৬. হুতামা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. অর্থাৎ, 'কখনো নয়, অবশ্যই আমি তাকে হুতামা নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'[৭৫৯]

৭. লাযা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى. অর্থাৎ, 'কখনো নয়, এটা লাযা, মানুষের চামড়া পুড়িয়ে দেবে।'[৭৬০]

জান্নাতের দরজা

জান্নাতের দরজা আটটি এ বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। আটটি দরজা কি কি সেই বিষয়ে মতানৈক্য। কেননা এ বিষয়ে রাসূল (স.) স্পষ্টাকারে বলেছেন যে, জান্নাতের দরজা আটটি। তিনি বলেন,

من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية شاء.

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি এ কথা বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা এক মায়ের ছেলে। আল্লাহর কালেমা ও রূহ মারইয়ামের কাছে নিক্ষেপ করেছিলেন। আর জান্নাত সত্য। জাহান্নামও সত্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে জান্নাতের আট দরজা দিয়ে প্রবেশ করাবেন।'[৭৬১] আরেকটি হাদিসে বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স.) আটটি জান্নাতের দরজার নাম বলেননি।[৭৬২] বিভিন্ন হাদিস থেকে সেই আটটি জান্নাতের দরজার নাম জানা যায়। নিম্নে প্রদত্ত হলো।[৭৬৩]

১. বাবুস সলাত

২. বাবুল জিহাদ

৩. বাবুস সদকা

৪. বাবুর রয়্যান

৫. বাবুল আইমান

৬. বাবুল কাজিমীনাল গয়জা

---

৭৫৮. আল-কুর'আন, ৪ : ১০
৭৫৯. আল-কুর'আন, ১০৪ : ১০
৭৬০. আল-কুর'আন, ৭০ : ১৫-১৬
৭৬১. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪২, হা. নং ১৪৯
৭৬২. প্রাগুক্ত, হা. নং ১৫০
৭৬৩.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০১, হা. নং ১৮৯৭; মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম আত-তুয়াইজিরী, *মাওসূ'আতুল ফিকহিল ইসলামী*(রিয়াদ: বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩২০-৩২১; ৭৩. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান*(বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৬৬; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২১৮

৭. বাবুত তাওবা/বাবুয যিকর/বাবুল ইলম/বাবুর রযীন/

৮. বাবুল হজ্ব

জাহান্নামের ৭টি দরজা

এ বিষয়ে কুরআনে স্পষ্টাকারে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের ৭টি দরজা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. অর্থাৎ, 'জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য জাহান্নামবাসীদের জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।'[৭৬৪] এই সাতটি দরজার নামের বিষয়ে কুর'আন ও রাসূলের বাণী মাধ্যমে সহিহ হাদিসে উল্লেখ নেই। কিছু কিছু সাহাবাদের বাণীর মাধ্যমে জানা যায়। যেমন ইমাম কুরতুবী উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তার গ্রন্থে একটি হাদিস নিয়ে এনেছেন।

فأسفلها جهنم وفوقها الحطمة وفوقها سقر وفوقها الجحيم وفوقها لظى وفوقها السعير وفوقها الهاوية.

অর্থাৎ, 'জাহান্নাম সবচেয়ে নিচে। তার উপরে হুতামা। হুতামার উপরে সাকার। সাকারের উপরে জাহীম। জাহীমের উপরে লাযা। লাযার উপরে সাঈর। সাঈরের উপরে হাবিয়া।'[৭৬৫] জাহান্নামের দরজা বিষয়ে তাফসীরে ইবনে হাতিমের মধ্যে অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'জাহান্নাম, সাঈর, লাযা, হুতামা, সাকার, জাহীম ও হাবিয়া। আর হাবিয়া হলো সবার নিচে'।[৭৬৬]

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা

এ কথা স্পষ্ট যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুর'আনে এর অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এমনকি সহিহ ও জঈফ হাদিসেও এটা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। তারপরও কিছু কুর'আনের আয়াত ও হাদিস দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত স্বরূপ বুঝা যায়। নিম্নে দলীলসমূহ প্রদত্ত হলো।

১. রাসূল (স.) বলেন,

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ.

অর্থাৎ, 'যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে তখন তোমরা জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কেননা জান্নাতুল ফিরদাউস মর্ধ্যবর্তী জান্নাত ও সর্বোচ্চ জান্নাত। তার উপরে আল্লাহর আরশ রয়েছে।'[৭৬৭] এ কথা স্পষ্ট যে, আরশ সপ্তম আকাশের উপরে। আর যদি আরশের নিচে জান্নাতুল ফিরদাউস হয় তাহলে উপরে জান্নাত হবে।

---

৭৬৪. আল-কুর'আন, ১৫ : ৪৪

৭৬৫. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, তাফসীরুল কুরতুবী(কায়রোঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ২৮

৭৬৬.হাফেজ আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবন আবি হাতিম আর-রাযী, তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম(বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল, আসরিয়্যাহ, ১৯৮৮ খ্রি.), খ. ২ পৃ. ৩৪

৭৬৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০১, হা. নং ২৬৩৭ ও ৬৯৮৭

২. আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জান্নাত সুউচ্চ সপ্তম আকাশে। আর জাহান্নাম সপ্তম জমিনের নিচে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন। كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ অর্থাৎ, 'কখনো নয় নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে।'[৭৬৮] তিনি আরেকটি আয়াত পাঠ করেন। كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. অর্থাৎ, 'কখনো নয় বদকারদের আমলনামা সিজ্জীন নামক জাহান্নামে থাকবে ।'[৭৬৯]

৪. আব্দুল্লাহ ইবন সালাম হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চই তারা সুউচ্চ বিশিষ্টি জান্নাতে বসবাস করেন।

৫. ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সম্ভবত জান্নাত আকাশে আর জাহান্নাম সপ্তম জমিনের নিচে।

৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। জান্নাত কোথায়? ইবনে আব্বাস বলেন সপ্তম আকাশে। আমি বললাম, জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেন, সাত সমূদ্রের নিচের স্তরে তথা সমুদ্রে।

৭. কতাদা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবারা বলতেন যে, নিশ্চই জান্নাত সপ্তম আকাশে। আর জাহান্নাম হলো সাত জমিনের নিচে।[৭৭০]

৮. কেউ কেউ যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে এমনভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যে, কাফিরদের কবর জীবনে সকাল সন্ধ্যা জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. অর্থাৎ, 'জাহান্নামীদের উপরে সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের আগুন উপস্থাপন করা হবে।'[৭৭১]

৯. সালেহ ইবন উসাইমিন (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কোথায়? তিনি বলেন জান্নাত عِلِّيِّينَ এর উপরে। আর জাহান্নাম জমিনের নিচে। যেমনভাবে হাদিসে এসেছে। যেমন; মৃত ব্যক্তি যখন মারা যায়। তখন তাকে উপস্থিত করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন আমার বান্দার কিতাব/আমল জমিনের নিচে রেখে দাও। আর জান্নাত عِلِّيِّينَ এর উপরে। আর রাসূল (স.) এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর আরশ উপরে। সুতরাং আল্লাহর জান্নাতও উপরে।[৭৭২] শাইখ উসাইমিন বলেন, জাহান্নামের অবস্থান জমিনে। কিন্তু কোনো কোনো আলেম বলেন সেটা সাগরে। কেউ কেউ বলেন যে, সেটা জমিনের মধ্যে কোনো এক স্থানে। এটা স্পষ্ট যে, জাহান্নাম জমিনেই কিন্তু কোনো জায়গায় আছে সেটা আল্লাহর রহস্য।[৭৭৩]

---

৭৬৮. আল-কুর'আন, ৮৩ : ১৯
৭৬৯. আল-কুর'আন, ৮৩ : ৭
৭৭০. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবিদ দুনিয়া, *সিফাতুন্নার*(বৈরুত: দারু ইবন হযম, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১১৬, হা. নং ১৮৪
৭৭১. আল-কুর'আন, ৪০ : ৪৬
৭৭২. মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমিন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব(রিয়াদ: আল-মাকতাবাতুল ওয়াকাফিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৪
৭৭৩. প্রাগুক্ত।

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে অবস্থান হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থান। যেমনভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. অর্থাৎ, 'কাফিরদের জন্য (জাহান্নাম) প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।'[৭৭৪] আল্লামা সা'দী (রহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ সকল আয়াতগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকিদার দলীল যে, জান্নাত ও জাহান্নাম দুটিই বর্তমানে আছে ও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আয়াত দ্বারা আরো দলীল উপস্তাপন করা যায় এই মর্মে যে, مرتكب الكبائر তথা কাবিরা গুনাহতে লিপ্ত এমন মু'মিন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। যদি তাওহীদপন্থী গুনাহগার ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয় তাহলে أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ না বলে خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا বলা হতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

'অর্থাৎ, তারাই জাহান্নামবাসী। তারাই সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে।'[৭৭৫] ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন এটা খাওয়ারেজদের দলীল যে, مرتكب الكبائر তথা কাবিরা গুনাহতে লিপ্ত এমন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কারণ যখন তারা প্রকাশ্যে শিরকে লিপ্ত হয় তখন তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী।[৭৭৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) এর অবাধ্য হয়। আর আল্লাহ তা'আলার সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি।'[৭৭৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি পূর্ণ শিরকের সাথে অবাধ্য হবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। কেননা তাওহীদের সাথে চিরস্থায়ী জাহান্নামী পরিপন্থী বিষয়। যার মধ্যে একটু হলেও ইমান থাকবে সেও একদিন জান্নাতে যাবে।[৭৭৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ.

---

৭৭৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৪
৭৭৫. আল-কুর'আন, ২ : ৮১
৭৭৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৪-৪৫; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭২
৭৭৭. আল-কুর'আন, ৪ : ১৪
৭৭৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৬

অর্থাৎ, 'যারা হতভাগা তারা জাহান্নামে যাবে। তাদের জন্য সেখানে চিৎকার ও আর্তনাদ থাকবে। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে যতোদিন মহাকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। যদি না আপনার প্রতিপালক অন্য কিছু চান। নিশ্চই আপনার প্রভু যা ইচ্ছা তাই করেন। আর যারা নৈকট্যশীল হবে তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে যতদিন মহাকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। যদি না আপনার প্রতিপালক অন্য কিছু চান। এ এক অনন্ত অবিরাম পুরস্কার।'[৭৭৯] সা'দী (রহ.) বলেন, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকার অর্থ এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা পোষণ করবেন, তখন তারা জাহান্নাম থেকে জান্নাতে যাবে। আর এটা অধিকাংশ আলেমদের মতামত।[৭৮০]

তাকদীর বিষয়ক আয়াতসমূহ

কুর'আনে অনেক স্থানে তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে কিছু আয়াত প্রদত্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.

অর্থাৎ, 'আল্লাহর নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা যা ফরজ করে দিয়েছেন তা বাস্তবায়ন করতে তার কোনো বাধা নেই। যেসব নবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই আল্লাহর নিয়ম ছিলো। আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ফায়সালা।'[৭৮১] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, . قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا অর্থাৎ, 'নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।'[৭৮২] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, . وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا অর্থাৎ, 'আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর সেই জিনিসটি নির্ধারণ করেছেন।'[৭৮৩] আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন,

فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ».

অর্থাৎ, জিবরীল (আ.) বলেন, আমাকে ইমান সম্পর্কে সংবাদ দেন। রাসূল (স.) বলেন, তুমি আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব সমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। আর তুমি ভালো-মন্দ সকল তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।'[৭৮৪]

---

৭৭৯. আল-কুর'আন, ১১ : ১০৬-১০৮
৭৮০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩৫
৭৮১. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৩৮
৭৮২. আল-কুর'আন, ৬৫ : ৩
৭৮৩. আল-কুর'আন, ২৫ : ২
৭৮৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২৮, হা. নং ১০২

তাকদীরের স্তর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ, 'আমি কুর'আনে কোনো কিছু বর্ণনা করা থেকে ছেড়ে দেয়নি।'[৭৮৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, এখানে চারটি স্তর রয়েছে।

১. আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে।

২. সকল অস্তিত্ব বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩. প্রত্যেক বিষয়ে তার ইচ্ছা ও পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

৪. বান্দার কর্মসমূহ সৃষ্টি করেছেন।

কাদরিয়্যা মতালম্বীদের প্রতি উত্তর

কাদরিয়্যা বলা হয় ঐ সকল ব্যক্তিদেরকে যারা বান্দাদের আমল আল্লাহর কুদরতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. অর্থাৎ, 'নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি শক্তিধর।'[৭৮৬] এ জাতীয় আয়াত আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে ৪০ এর অধিক বর্ণনা করেছেন। সা'দী (রহ.) বলেন, তাঁর শক্তি বা কুদরতের মধ্যে এটা যে, তিনি যখন ইচ্ছা তখন যেকোনো কাজ করেন। কোনো বাধা প্রদানকারী নেই। এ জাতীয় সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, বান্দাদের সকল কাজ আল্লাহর কুদরতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[৭৮৭]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে অদৃশ্য বিষয়ক তাফসীর উপস্থাপন করেছেন।[৭৮৮] তার মধ্যে ফেরেশতা/মালায়েকা বিষয়ক তাফসীর করেছেন। কুর'আন ও হাদিসে তাঁদের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জিবরীল (আ.), মিকাঈল/মিকাল (আ.), হারুত ও মারুত (আ.)। কিছু সিফাত তথা গুণবাচক নামে তাদের নাম কুর'আনে এসেছে। অদৃশ্য জাতির মধ্যে অন্যতম জিন জাতি। মানুষের পূর্বে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা কঠিন কাজের অধিকারী। তারা গায়েব সম্পর্কে অজ্ঞাত। কবরের শাস্তি ও নেয়ামত হবে এটাই সঠিক আকিদা যা কুর'আন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কবরে আযাব ও শান্তি হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা হয়েছে। পুনরুত্থান ও প্রতিদান অদৃশ্যের একটি অংশ। অদৃশ্যের আরেকটি বিষয় জান্নাত ও জাহান্নাম। জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব রয়েছে। জান্নাতের সংখ্যা ৮টি। জাহান্নাতের সংখ্যা ৭টি। জান্নাতের কয়েকটি দরজা রয়েছে। বিভিন্ন হাদিস থেকে সেই জান্নাতের দরজার নাম জানা যায়। অদৃশ্য বিষয়ক কুর'আনের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য ও দায়িত্ব। অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখার কারণে ইমান আরো বৃদ্ধি হয়।

---

৭৮৫. আল-কুর'আন, ৬ : ৩৮
৭৮৬. আল-কুর'আন, ২ : ২০, ১০৬, ১০৯, ১৪৮ ও ২৫৯, ৩ : ১৬৫, ১৬ : ৭৭, ২৪ : ৪৫, ২৯ : ২০, ৩৫ : ১, ৬৫ : ১২
৭৮৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১
৭৮৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আকিদা বিষয়ক তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর

হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব সকল কালে ছিল। কুর'আনের তাফসীরের ক্ষেত্রে অনেক ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লামা আব্দুর রহমান সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে অনেক স্থানে আকিদা সংক্রান্ত বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর প্রদান করেছেন। যারা আকিদা সংক্রান্ত ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করত তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আশ'আরি মতবাদ, মু'তাযিলী মতবাদ, খাওয়ারিজ মতবাদসহ অনেক মতবাদ। কুর'আন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে তিনি তাদের দলীলের উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি অনেক সময়ে স্পষ্টাকারে বিরুদ্ধবাদীদের নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। আবার অনেক সময়ে ইঙ্গিত প্রদান করে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

আশ'আরী মতবাদের প্রতি উত্তর

যারা আল্লাহর নাম ও কিছু গুণবাচক নামগুলো বিশ্বাস করে আর অধিকাংশ সিফাতগুলো অস্বীকার করে। আল্লাহর জন্য সাতটি সিফাত স্বীকার করে। আর অন্যান্য সিফাতগুলো অস্বীকার করে। সাতটি সিফাত হলো; হায়াত, ইলম, ইচ্ছা, কুদরত, কালাম, শোনা ও দেখা।

আশা'আরী মতবাদের প্রতি উত্তরে সা'দী (রহ.)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.

'তারা কি দেখতে চাই যে, আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতারা মেঘের ছায়ায় তাদের কাছে আসবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে। তার কাছেই সকল বিষয় প্রত্যাবর্তন করবে।'[৭৮৯] আশা'আরীগণ উল্লিখিত সাতটি সিফাত ছাড়া আর কোনো সিফাত আল্লাহ তা'আলা জন্য সাব্যস্থ করে না। কিন্তু এই আয়াত অথবা এ জাতীয় অনেক আয়াত আল্লাহর অনেক সিফাতে ইখতিয়ারী বলা হয়েছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল। যেমন আল্লাহর আসমানে আসা-নামা, আরশে অবস্থান করা ইত্যাদি এগুলো কুর'আনের আয়াত ও সহিহ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, আশ'আরী মতামত ভ্রান্ত।[৭৯০]

আশ'আরী মতবাদের প্রতিউত্তরে সা'দী (রহ.) এর মতামত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ অর্থাৎ, 'কোনো দৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু তিনি সকল দৃষ্টি ধারণ করতে পারেন। আর তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ের খবর রাখেন।'[৭৯১]

---

৭৮৯. আল-কুর'আন, ২ : ২২০

৭৯০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৫

৭৯১. আল-কুর'আন, ৬ : ১০৩

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা তারা দলীল উপস্থাপন করেন এভাবে যে, আখেরাতে তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে না যেমনভাবে দুনিয়ার জগতে তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে আরো বলেন, ...قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমাকে তুমি (মুসা) কখনো দেখতে পাবেনা বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও...।'[৭৯২] এখানে لَنْ تَرَانِي শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে পাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষ জাতিকে শারীরিকভাবে এমন ক্ষমতার অধিকারী দেননি যার কারণে তারা দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। অনেক সহিহ হাদিসের আলোকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে।[৭৯৩]

আখেরাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাওয়ার দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ, 'সেদিন তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি থাকবে।'[৭৯৪] এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সে দিন মানুষেরা প্রতিপালকের দিকে দেখতে থাকবে। আর দেখতে থাকা অর্থ আল্লাহকে সেদিন দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে আরো বলেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ.

অর্থাৎ, 'কখনো নয়, নিশ্চই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালকের আড়ালে থাকবে।'[৭৯৫] এখানে কাফিরেরা আল্লাহর সামনে আড়াল হয়ে যাবে। জান্নাতবাসীরা তাকে দেখতে পাবেন। হাদিসে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, .فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا অর্থাৎ, 'তোমরা জেনে রাখো! নিশ্চই তোমাদের প্রতিপালক অন্ধ না। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না যতক্ষন না তোমরা মৃত্যুবরণ না করো।'[৭৯৬] এই হাদিস দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে যে, দুনিয়ার জগতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব না। আখেরাতে দেখা সম্ভব।

মু'তাযিলী মতবাদের দলীল খন্ডন

মু'তাযিলীরা শুধু আল্লাহর নাম স্বীকার করে, সিফাতগুলো তথা গুণবাচক নামগুলো অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলার নাম আলম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তারা বলে, আল্লাহর নাম ও গুণবাচক নাম সবগুলো প্রতিশব্দ যার অর্থ এক অভিন্ন। সুতরাং عليم তথা জ্ঞানী, سميع তথা সর্বশ্রোতা, بصير তথা সর্বদ্রষ্টা সবগুলো একই জিনিস। তাদের মধ্যে একদল বলে আল্লাহর নাম সবগুলো একটি আরেকটির বিপরীত।

---

৭৯২. আল-কুর'আন, ৭ : ১৪৩
৭৯৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭২-১৭৩; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ২৪৩
৭৯৪. আল-কুর'আন, ৭৫ : ২৩
৭৯৫. আল-কুর'আন, ৭৫ : ২৩
৭৯৬. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৭, হা. নং ৩২৩৫

কিন্তু তারা বলে তিনি ইলম ব্যতীত عليم তথা জ্ঞানী, সিমা (শোনা) ব্যতীত سميع তথা সর্বশ্রোতা, বাসিরত ব্যতীত بصير তথা সর্বদ্রষ্টা, কুদরত ব্যতীত قدير তথা সর্বশক্তিমান।[৭৯৭]

মু'তাযিলীদের দলীল খন্ডন

আখেরাতে আল্লাহকে দেখা সম্পর্কে আশ'আরীদের যে দলীল খন্ডন করা হয়েছিলো সেই দলীল খন্ডনই এখানে প্রযোজ্য।[৭৯৮]

আল্লাহর গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থাৎ, 'আর আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম রয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তাঁকে আহবান করো। যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। অচিরেই তাদের কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।'[৭৯৯] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, 'এই আয়াতটি আল্লাহর গুণবাচক নামের ক্ষেত্রে মহা একটি আয়াত। তার অনেক সুন্দর নাম আছে। প্রত্যকটি নামই সুন্দর। প্রত্যেকটি নামই প্রমাণ করে যে, তিনি পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী। গুণ ছাড়া তাঁর নামের কোনো অর্থই হয় না। সুতরাং রহিম দয়ালু তথা যার মধ্যে দয়া বিদ্যামান আছে। কদির অর্থ শক্তিশালী তথা যার মধ্যে শক্তি বিদ্যমান আছে। কেউ তাকে অক্ষম করতে পারবে না।'[৮০০]

কুর'আন মাখলুক হওয়ার বিষয়ে সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ, 'যদি কোনো মুশরিক আপনার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আপনি আশ্রয় দিন যেন সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবেন। তারা এমন লোক যারা জানেনা।'[৮০১] এই আয়াতটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল যারা বলেন কুর'আন মাখলুক না। মু'তাযিলীরা বলেন, কুর'আন মাখলুক। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল এভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুতাকাল্লিম তথা বক্তা। আর কালাম বা কথা তাঁর দিকেই সম্পর্ক বা নিসবত

---

৭৯৭. আবু জা'ফর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ তহাবী, *আল-আকিদাতুত তহাবিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৭৯৮. আবুল কাসেম মাহমূদ ইবন ওমর আয-যামাখশারী আল-খাওয়ারযামী, *আল-কাশশাফু আন হাকায়িকিত তানযিল ওয়া উয়ূনিল আকাবিল ফী উজূহিত তাবিল*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১২

৭৯৯. আল-কুর'আন, ৭ : ১৮০

৮০০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৭; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২ পৃ. ২৬৮

৮০১. আল-কুর'আন, ৯ : ৬

করার অর্থই হলো মাওসুফের দিকে নিসবত করা।[৮০২] মু'তাযিলীরা এভাবে দলীল দেয় যে, কুর'আন আল্লাহর কালাম যা চিরস্থায়ী ও চিরন্তন। আর মাখুলক সবকিছুই ধ্বংসশীল। সুতরাং কুর'আন মাখলুক।

জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ে মু'তাযিলীদের মতামত ও দলীল খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. অর্থাৎ, 'কাফিরদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করা হয়েছে।'[৮০৩] এই আয়াত বা এ জাতীয় আয়াতগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল। জান্নাত ও জাহান্নাম পূর্ব থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে না। এর বিস্তারিত আলোচনা জান্নাত ও জাহান্নাম বিষয়ক আলোচনায় এসেছিল।

সামষ্টিক ভাবে মু'তাযিলীদের দলীল খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. অর্থাৎ, 'কোনো জিনিস তাঁর মতো নয়। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'[৮০৪] শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, তাঁর মাখলুকের মধ্যে হতে কোনো মাখলুক তাঁর মত নয়। জাতিগতভাবেও নয় গুণগতভাবেও নয়। কেননা তাঁর সত্বাগত নাম ও সকল গুণগত নাম পবিত্র ও মহান। তাঁর কাজে কোনো অংশীদার নেই। একক হিসেবে কেউ তাঁর মত নয়। ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারীরা মনে করে এখানে তাশবীহ তথা আল্লাহর নামের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার তাশবীহ তথা তুলনা থেকে মুক্ত। কোনো মানুষ আলেমকে ইলম ছাড়া কল্পনা করতে পারে না। কোনো দ্রষ্টাকে দৃষ্টি বা দেখা ছাড়া কল্পনা করতে পারে না। কোনো শ্রোতাকে শ্রুতি ছাড়া কল্পনা করতে পারে না। যখন এটা কোনো মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত হয় না তাহলে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করা সম্ভব?[৮০৫]

খাওয়ারিজদের দলীল খন্ডন

খাওয়ারিজ হলো যারা আলী (রা.) এর নেতৃত্ব থেকে এ কথার ভিত্তিতে বের হয়েছিল যে,

"إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ"

অর্থাৎ, 'হুকুম একমাত্র আল্লাহরই হবে'।[৮০৬] যখন আলী ও মু'আবিয়া (রা.) এর মাঝে মতবিরোধ চলছিলো তখন তারা বের হয়ে গিয়েছিল। যখন আলী ও মু'আবিয়া (রা.) পক্ষে দুইজন সাহাবী আবু মুসা আশ'আরী (রা.) ও আমর বিস আস (রা.) মধ্যস্থকারী হিসেবে সামনে অগ্রসর হয়েছিল। খাওয়ারিজরা আলী ও মু'আবিয়া (রা.) এর দুই দলের সাহাবী ও তাবিঈ সকলকে কাফির হিসেবে সাব্যস্থ করে।

---

৮০২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৩
৮০৩. আল-কুর'আন, ২ : ২৪
৮০৪. আল-কুর'আন, ৪২ : ১১
৮০৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫০; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬৫
৮০৬. আল-কুর'আন, ৬ : ৫৭, ১২ : ৪০, ও ১২ : ৬৭

খাওয়ারিজদের আকিদা খন্ডন

১. যে, ব্যক্তি مرتكب الكبائر তথা কাবিরা গুনাহতে লিপ্ত এমন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কারণ যখন তারা প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হয় তখন তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২. কাবীরা গুনাহকারী কাফির

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. অর্থাৎ, 'তারাই জাহান্নামবাসী। তারাই সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে।'[৮০৭] তারা দলীল উপস্থাপন করে এভাবে যে, জাহান্নামে কাফির ছাড়া চিরস্থায়ী কেউ থাকবে না। সুতরাং কাবিরা গুনাহ করা কাফির হওয়ার কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, . فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ অর্থাৎ, 'সুতরাং কোনো হত্যাকারী ব্যক্তির সাথে তার ভাইয়ের (নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর) পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়...।'[৮০৮] ইমাম সা'দী (রহ.) এখানে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণীর শব্দ أَخِيهِ দ্বারা হত্যাকারী কাফির হবে না। কেননা এখানে أخوّة তথা ভ্রাতৃত্ব দ্বারা ইমানী ভ্রাতৃত্ব বুঝানো হয়েছে।[৮০৯] কেননা সামান্য ইমান থাকলে সে ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। আল্লাহর রাসূল (স.) এ বিষয়ে বলেন, ... لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان অর্থাৎ, 'জাহান্নামে কোনো ব্যক্তি যাবে না যার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান থাকবে...।'[৮১০] রাসূল (স.) আরো বলেন,

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون...

অর্থাৎ, 'যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবে (জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করার পর) এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে (জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যার মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণ ইমান আছে তাকে তোমরা জাহান্নাম থেকে বের করো। অতঃপর তাদেরকে বের করা হবে।'[৮১১] অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এই কুর'আনের আয়াত ও হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কাবীরা গুনাহকারী কাফির না। গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলা যতদিন চান তাকে জাহান্নামে রাখবেন। কিঞ্চিত ইমান থাকার কারণে তারপর সে জান্নাতে আসবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারীর বিষয়ে খাওয়ারিজদের দলীল খন্ডন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

---

৮০৭. আল-কুর'আন, ২ : ৮১
৮০৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৭৮
৮০৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪০
৮১০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৬৫, হা. নং ২৭৬
৮১১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৬৭, হা. নং ৬১৯২

অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করবে তার পরিণাম হলো জাহান্নাম যেখানে সে চিরস্থায়ী থাকবে। আর তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার রাগ ও অভিশাপ রয়েছে। তার জন্য আল্লাহ তা'আলা মহা শাস্তি ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'[৮১২] সা'দী (রহ.) বলেন, 'ইমামগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মতানৈক্য করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, খাওয়ারিজরা ভ্রান্ত ও গোমরাহী মতবাদের অধিকারী। এ বিষয়ে ইমাম ইবনুল কয়্যিম (রহ.) তাঁর গ্রন্থ 'মাদারিজ' এ সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, তওবা করার মাধ্যমে কাবীরা গুনাহতে লিপ্ত এমন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। কিছু কুর'আন ও হাদিসের রেফারেন্সে সাব্যস্থ হয়েছে। আর ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্থ হয়েছে যে, কাবীরা গুনাহতে লিপ্ত এমন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। আর এ বিষয়টি ধারাবাহিক সনদের মাধ্যমে সাব্যস্থ।[৮১৩]

কতিপয় সাহাবাদের কাফির সাব্যস্ত করার বিধান

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাহাবাদের কাফির বলা অপরাধ। অনেকে রাসূল (স.) চার জন খলিফা, মু'আবিয়া, আবু মুসা আশ'আরী, আমর ইবন 'আসসহ অনেক সাহাবাদের অপবাদ দেয়। এটা খুবই খারাপ কাজ। এটা ইমানের বিষয়। সাহাবাদের কাফির বলা আরো বড় অপরাধ। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের বিষয়ে কুর'আনে ঘোষণা করে বলেন, ...رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি খুশি হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশি হয়েছেন।'[৮১৪] আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে ঘোষণা করে বলেন, ...يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا অর্থাৎ, 'তারা (সাহাবারা) আল্লাহর অনুগ্রহ ও খুশি অনুসন্ধান করে...।'[৮১৫] রাসূল (স.) তাঁদের সম্পর্কে বলেন,

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

অর্থাৎ, 'তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। যদি কোনো ব্যক্তি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে তাহলে আমার সাহাবার এক মুঠি বা তার অর্ধেক পরিমাণও সমান হবে না।'[৮১৬] রাসূল (স.) আলী (রা.) সম্পর্কে বলেন, أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى. অর্থাৎ, 'মূসা (আ.) এর নিকটে যেমন হারূন (আ.) এর মর্যাদা ছিলো ঠিক তেমনি তোমার মর্যাদা আমার নিকটে কিন্তু আমার পরে কোনো নবী আসবে না।'[৮১৭]

---

৮১২. আল-কুর'আন, ৪ : ৯৩
৮১৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৩
৮১৪. আল-কুর'আন, ৫ : ১১৯, ৯ : ১০০, ৫৮ : ২২ ও ৯৮ : ৮
৮১৫. আল-কুর'আন, ৪৮ : ২৯
৮১৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬৭, হা. নং ৩৪৭০
৮১৭. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭ পৃ. ১১৯, হা. নং ৬৩৭০

সাহাবাদের ব্যাপারে সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, তাঁরা দুই দল মুহাজির ও আনসার সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ইমানের দিক থেকে সামনে অগ্রসর হয়েছে। তাদের পরবর্তী লোকেরা এমন ব্যক্তি পেয়েছিলো যাদের মাধ্যমে মু'মিনদের চক্ষু শীতল, মুসলিমদের নেতা ও মুত্তাকীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন'।[৮১৮]

পরিশেষে বলা যায় যে, আকিদা এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে একজন মুসলিম ব্যক্তির আমল গ্রহণ হওয়া না হওয়ার উপর নির্ভর করে। আকিদার অনেক দিক রয়েছে। আকিদা ও ইমান একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আকিদা বা ইমানের একটি অন্যতম বিষয় হলো অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। অদৃশ্য এমন একটি বিষয় যার প্রতি বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক ইমানদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব। ইমানটি অন্তরের ভিতরের বিষয়। না দেখে বিশ্বাস করার নামই ইমান। ইমানে আরেকটি বিষয় হলো তাওহীদ। তাওহীদ ছাড়া একজন মানুষ ইমানদার হতে পারেনা। প্রতিপালক হিসেবে তাওহীদ, ইবাদত হিসেবে তাওহীদ ও আল্লাহর নাম ও গুণবাচক শব্দে তাওহীদ মিলেই পূর্ণ তাওহীদ। অদৃশ্যের একটি বিষয় মালায়েকা তথা ফেরেশতা। অগণিত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম জিবরীল (আ.), মিকাঈল (আ.), ইসরাফিল (আ.), মালাকুল মাওত তথা আজরাঈলসহ (আ.) প্রমুখ ফেরেশতা।
অদৃশ্যের আরেকটি বিষয় জিন জাতি। যারা অদৃশ্য তথা গায়েব জানেনা। কবরের শাস্তি ও নেয়ামত সত্য বিষয়। কুর'আন ও হাদিসে কবরে শাস্তি ও নিয়ামত বিষয়ে প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব রয়েছে। জান্নাতের সংখ্যা আটটি। জাহান্নাতের সংখ্যা সাতটি। কুর'আন ও হাদিসে উল্লিখিত অনেকগুলো জান্নাতের দরজার কথা রয়েছে। বাবুস সলাত, বাবুল জিহাদ, বাবুস সদকা, বাবুর রয়্যান, বাবুল আইমান, বাবুল কাজিমীনাল গয়জা, বাবুত তাওবা, বাবুয যিকর, বাবুল ইলম, বাবুর রযীন, বাবুল হজ্ব ইত্যাদি।[৮১৯] অদৃশ্যের আরেকটি বিষয় তাকদীর। তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা ইমানের অংশ। এগুলো বিষয় ছাড়াও ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে ভ্রান্ত আকিদা পোষণকারীদের মতবাদ, দলীল, তাদের দলীলের উত্তর বিষয়ে বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

৮১৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২০৪

৮১৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০১, হা. নং ১৮৯৭; মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম আত-তুয়াইজিরী, *মাওসূ'আতুল ফিকহিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২০-৩২১; ৭৩. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৬; আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২১৮

সপ্তম অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে ফিকহী মাসাঈল সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইবাদাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	মু'আমালাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বৈবাহিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল

সপ্তম অধ্যায়

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে ফিকহী মাসাঈল সংক্রান্ত তাফসীর বিষয়ক আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবাদাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল

ইবাদত এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে মানুষ তাঁর স্রষ্টার কাছে পৌঁছতে পারে, যার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকুলের মাঝে সেতু বন্ধন হতে পারে। ইবাদত আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। যে কারণে বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে দুনিয়াতে তৃপ্তি অর্জিত হয়। আখেরাতে সফলতা অর্জিত হয়। ইবাদত যদি ইখলাসের সাথে পালন করা হয় তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা পাওয়া যায়। ইখলাসবিহীন আমল ভিত্তিহীন বিল্ডিংয়ের ন্যায়, যা কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং ইখলাসহীন আমলের কোনো স্থায়িত্ব নেই। ইবাদতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো সলাত বা নামাজ। সলাত বা নামাজই হলো আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কথা বলার মাধ্যম। এই ইবাদত কয়েকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। শারীরিক ইবাদত, যেটা শরীরের শক্তির মাধ্যমে ইবাদত করা হয়। অর্থনৈতিক ইবাদত, যেটা অর্থের মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব। আর কিছু ইবাদত রয়েছে যেগুলো শারীরিক ও অর্থনৈতিক দুভাবে আদায় করা হয়।

সলাত বা নামাজের সংজ্ঞা

শাব্দিক সংজ্ঞা

সলাত (صلاة) শব্দটি বাবে تفعيل এর মাসদার। ص- ل – و মূল অক্ষর থেকে নির্গত। সলাত শব্দের অর্থ দু'আ, নামায, দুরূদ, রহমত, প্রশংসা ইত্যাদি।[৮২০] এ ছাড়াও আরো কিছু অর্থ ব্যবহৃত হয়।

ক. দু'আ

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি তাদের কাছ থেকে সদকা তথা যাকাত আদায় করুন, যে যাকাত তাদেরকে পবিত্র করবে এবং যাকাতের মাধ্যমে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে। আর আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চই তাদের জন্য আপনার দু'আ শান্তি স্বরূপ। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও জ্ঞানী।'[৮২১]

৮২০. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(বাংলাবাজার: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৩শ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪৫৬

৮২১. আল-কুর'আন, ৯ : ১০৩

খ. রহমত ও ক্ষমা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ অর্থাৎ, 'তাদের উপর আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত অবতীর্ণ হবে। আর তারাই হিদায়াপ্রাপ্ত।'[৮২২]

গ. দরূদ পাঠ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থাৎ, 'নিশ্চই আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থণা করে। হে ইমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর দরূদ পাঠ করো। আর তার উপর সালাম বর্ষণ করো।'[৮২৩]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

সলাত এমন একটি ইবাদত, যা কিছু নির্দিষ্ট কথা ও কাজ এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহু আকবার অথবা এ জাতিয় শব্দ দ্বারা শুরু করা হয় আর সালাম দ্বারা শেষ করা হয়।[৮২৪]

কুর'আনে সলাত শব্দের ব্যবহার

সলাত শব্দটি কুর'আনে ৬৭ বার এসেছে। সূরা বাকারায় ১২৫ নং আয়াতে মুসল্লা তথা مُصَلّي শব্দটি কুর'আনে ১ বার এসেছে। সলাত (صلاة) শব্দ থেকে নির্গত অন্যান্য শব্দ কুর'আনে মোট ৯৯ বার এসেছে।[৮২৫]

কুর'আনে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের আলোচনা

আল-কুর'আনে বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে আলোচনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা সাতটি সূরার নয়টি আয়াতে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো। এখানে সূরার আয়াত ভিত্তিক আলোচনা করা হলো।

প্রথম আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় বলেন, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ অর্থাৎ, 'তোমরা সলাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্য সলাতের প্রতি। আর তোমরা আল্লাহর জন্যই বিনীত হয়ে দাঁড়াও।'[৮২৬] এখানে الصَّلَاةِ الْوُسْطَى দ্বারা যোহর, আসর, ও মাগরিবের সলাত উদ্দেশ্য হতে পারে। আসরের সলাত হওয়াই বেশি প্রাধান্য পায়।[৮২৭]

---

৮২২. আল-কুর'আন, ২ : ১৫৭
৮২৩. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৬
৮২৪. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক ইবন গালিব ইবন আতিয়্যাহ আল-আন্দালুসী, *আল-মুহরিরুল ওয়াজিয*(বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪৬
৮২৫. আব্দুর রাজ্জাক নওফিল, *কিতাবুল ই'জাযিল 'আদাদী ফিল কুর'আনিল কারীম*(কায়রোঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১৪৭
৮২৬. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৮
৮২৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*(রিয়াদঃ দারুস সালাম, ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৬

দ্বিতীয় আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সূরা হূদে বলেন, ...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ অর্থাৎ, 'আর আপনি দিনের দুই দিকের এবং রাতের অংশে সলাত আদায় করুন...।'[৮২৮] এই আয়াত দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতই উদ্দেশ্য হয়েছে। এখানে طَرَفَيِ النَّهَارِ দ্বারা যোহর ও আসর উদ্দেশ্য। আর زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ দ্বারা ফজর, মাগরিব ও ইশা উদ্দেশ্য।[৮২৯]

তৃতীয় আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইসরায় বলেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

অর্থাৎ, 'সূর্য হেলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের কুর'আন পাঠ করার সময় আপনি সলাত আদায় করুন। নিশ্চই ফজরের কুর'আন পাঠ করার সময় উপস্থিতির (ফেরেশতা) সময়।'[৮৩০] এখানে لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ দ্বারা যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সলাত বুঝানো হয়েছে। قُرْآنَ الْفَجْرِ দ্বারা ফজরের সলাত বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থ আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সূরা ত্বহায় বলেন,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ...

অর্থাৎ, 'আপনি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে, অস্তমিত হওয়ার পূর্বে ও রাতের সময়ে আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা তথা সলাত আদায় করুন। অতঃপর দিনের প্রান্তে সলাত আদায় করুন...।'[৮৩১] এখানে قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ দ্বারা ফজরের সলাত বুঝানো হয়েছে। আর قَبْلَ غُرُوبِهَا দ্বারা আসরের সলাত বুঝানো হয়েছে। আর مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ দ্বারা মাগরিব ও ইশার সলাত বুঝানো হয়েছে। আর أَطْرَافَ النَّهَارِ দ্বারা যোহরের সলাত বুঝানো হয়েছে।[৮৩২]

পঞ্চম আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ...

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের কাছ থেকে যেন তোমাদের অধীনরা এবং যারা এখনো প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেনি তারা তিনটি সময়ে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের সলাতের পূর্বে, যখন তোমরা

---

৮২৮. আল-কুর'আন, ১১ : ১১৪

৮২৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯১

৮৩০. আল-কুর'আন, ১৭ : ৭৮

৮৩১. আল-কুর'আন, ২০ : ১৩০

৮৩২. ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০০২ খ্রি.),খ. ৩, পৃ. ২০৭

দুপুরের সময়ে তোমাদের কাপড় পরিবর্তন করো, ইশারের সলাতের পরে। তিনটি পর্দার সময়...।'[৮৩৩] এই আয়াতে যদিও সলাত পড়ার কথা বলা হয়নি কিন্তু সলাতের তিনটি সময়ের কথা স্পষ্টাকারে বলা হয়েছে যা অন্য কোনো আয়াতে বলা হয়নি। এখানে তিনটি সলাতের কথা বলা হয়েছে। ফজরের সলাত, যোহরের সলাত ও ইশার সলাত।

ষষ্ঠ আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সূরা রূমে বলেন,

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.

অর্থাৎ, 'যখন তোমরা সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো। আর আসমান জমিনে তাঁর জন্যই অপরাহ্নে ও যোহরের সময় সকল প্রশংসা ।'[৮৩৪] এখানে تُمْسُونَ দ্বারা মাগরিব ও ইশার সলাত বুঝানো হয়েছে। আর تُصْبِحُونَ দ্বারা ফজরের সলাত বুঝানো হয়েছে। عَشِيًّا দ্বারা আসরের সলাত বুঝানো হয়েছে। حِينَ تُظْهِرُونَ দ্বারা যোহরের সলাত বুঝানো হয়েছে।[৮৩৫]

সপ্তম আয়াত

আল্লাহ তা'আলা সূরা ক্বফে বলেন,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.

অর্থাৎ, 'আপনি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে, অস্তমিত হওয়ার পূর্বে আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে পবিত্রতা তথা সলাত আদায় করুন। অতঃপর রাতের অংশে ও সাজদা তথা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পরেও অতিরিক্ত সলাত আদায় করুন।'[৮৩৬]

এখানে قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ দ্বারা ফজরের সলাত বুঝানো হয়েছে। আর قَبْلَ الْغُرُوبِ দ্বারা আসর ও মাগরিবের সলাত বুঝানো হয়েছে। مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ দ্বারা ইশারের সলাত বুঝানো হয়েছে। وَأَدْبَارَ السُّجُودِ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের পরে অতিরিক্ত তথা নফল সলাত বুঝানো হয়েছে।[৮৩৭]

সলাতের গুরুত্ব

সলাত দ্বীনের খুঁটি। কিয়ামত দিবসে সকল আমলের পূর্বে সলাতের হিসাব নেওয়া হবে। সকল আমলের মূল হলো সলাত। সলাত সম্পর্কে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হবে। সলাত সঠিক হলে সবকিছু সঠিক হবে। সলাত ভুল হলে সবকিছুই ভুল হবে।

---

৮৩৩. আল-কুর'আন, ২৪ : ৫৮
৮৩৪. আল-কুর'আন, ৩০ : ১৭-১৮
৮৩৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩৮
৮৩৬. আল-কুর'আন, ৫০ : ৩৯-৪০
৮৩৭. মুহাম্মাদ আলী সবূনী, *সফওয়াতুত তাফাসীর*(কায়রো: দারুস সবূনী, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৫৩

ক. সলাত সকল খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, 'নিশ্চই সলাত সকল খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে...।'[৮৩৮] সা'দী (রহ.) বলেন, فَحْشَاء এমন গুনাহের কাজ যা মনের ভিতরে আকাঙ্ক্ষা করে। আর مُنْكَر এমন গুনাহ যা জ্ঞান ও স্বভাব মন্দ মনে করে।[৮৩৯]

খ. জামা'আতে সলাত আদায় করা ফরজে আইন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, .وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ অর্থাৎ, 'তোমরা সলাত প্রতিষ্ঠা করো। যাকাত আদায় করো। আর রুকু'কারীদের সাথে রুকু' করো।'[৮৪০] সা'দী (রহ.) বলেন, 'এখানে وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ বাক্য দ্বারা জামা'আত ফরজ হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। এখানে রুকু'কে সলাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সলাতের একটি অংশ দ্বারা জামাতের সলাতের কথা বুঝানো হয়েছে'।[৮৪১]

গ. সলাত আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাও। নিশ্চই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছে।'[৮৪২] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। কেননা, সলাত দ্বীনের খুঁটি বা স্তম্ভ, মু'মিনের নূর। সলাতের মাধ্যমে প্রত্যক বিষয়ে আমরা সাহায্য চাই'।[৮৪৩]

ঘ. সলাত বিনষ্ট করা অর্থ সকল আমল বিনষ্ট করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا অর্থাৎ, 'তাদের পরবর্তী এমন জাতি আসল যারা সলাতকে ধ্বংস করলো। আর তারা মনের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। অচিরেই তারা জাহান্নামের উপত্যকায় সাক্ষাৎ করবে।'[৮৪৪] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, 'যখন দ্বীনের খুঁটি বা স্তম্ভ ধ্বংস হয়ে যাবে তখন অন্যান্য আমলও ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তারা মনের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে'।[৮৪৫] সলাত দ্বীনের একটি বড় মহান অংশ। এর মাধ্যমে খালেক ও মাখলুকের মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সলাতের আরকান, শর্তসমূহ, সুন্নাতসমূহ, মুস্তাহাব ও একগ্রতার সাথে যদি আদায় করা হয় তাহলে সেই সলাত সকল অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে।

---

৮৩৮. আল-কুর'আন, ২৯ : ৪৫
৮৩৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৬৩
৮৪০. আল-কুর'আন, ২ : ৪৩
৮৪১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭
৮৪২. আল-কুর'আন, ২ : ১৫৩
৮৪৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৭
৮৪৪. আল-কুর'আন, ১৯ : ৫৯
৮৪৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১০

যাকাত বিষয়ক তাফসীর

যাকাতের পরিচয়

زكاة শব্দটি زكو শব্দ থেকে নির্গত। যাকাত শব্দের অর্থ পবিত্র করা, পরিচ্ছন্ন করা, যাকাত দেওয়া, যাকাত আদায় করা ইত্যাদি। যাকাত অর্থ পবিত্র করা।[৮৪৬] এর প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার সেই বাণীই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ অর্থাৎ, 'আপনি তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন যেই যাকাত তাদেরকে আত্মশুদ্ধি এবং তাদেরকে পবিত্র করবে।'[৮৪৭]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

যাকাত শরী'আতের এমন একটি বিধান যেটা আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত সিদ্ধ। নির্দিষ্ট মালের নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে কিছু শর্তের ভিত্তিতে ধনী ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ গরিবদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে মালিক বানানোর নাম যাকাত। সাইয়েদ সাবিক বলেন,

الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى إلى الفقراء.

অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহর অধিকার থেকে বান্দাদের অধিকার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য যা বের করে তাই যাকাত।[৮৪৮] আবু মালেক বলেন,

الزكاة شرعا حصة مقدرة، من مال مخصوص، فى وقت مخصوص، يصرف فى جهات مخصوصة.

অর্থাৎ, যাকাত নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে, নির্দিষ্ট অংশ, নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ব্যয় করার নাম।[৮৪৯]

যাকাতের গুরুত্ব

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ .

অর্থাৎ, রাসূল (স.) যখন মু'আজ ইবন জাবাল (রা.) কে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, 'তাদেরকে তুমি এক আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এ বাক্যের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি আহবান করো। আর আমি আল্লাহর রাসূল এ বিষয়ে যেন তারা সাক্ষ্য দেয়। যদি তারা এ

---

৮৪৬. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২
৮৪৭. আল-কুর'আন, ৯ : ১০৩
৮৪৮. সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল আরাবী, ১৯৭৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩২৭
৮৪৯. আবু মালিক কামাল সায়্যিদ, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*(কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, ২০১৬ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫

কথাগুলো অনুসরণ করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ করে দিয়েছেন। যদি তারা এটা অনুসরণ করে তারপর তাদের জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদে যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন যা ধনীদের থেকে গ্রহণ করে গরিবদেরকে দেওয়া হবে।'[৮৫০] আবু বকর (রা.) বলেন,

وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

অর্থাৎ, 'আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি সলাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে (যাকাত দিতে সম্মত হবে না) আমি তার সাথে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত মালের অধিকার। আল্লাহর শপথ, যদি তারা একটি উটের রশি দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে যা তারা রাসূল (স.) এর সময়ে প্রদান করত তাহলে তারা না প্রদান করার কারণে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। ওমর (রা.) আবু বকরের এ কথা শুনে বললেন, আল্লাহ তা'আলা শুধু আবু বকরের বক্ষ উন্মুক্ত করেছেন। অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই সত্য ও সঠিক।'[৮৫১]

যাকাত বিষয়ে ইমাম সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

শাইখ সা'দী (রহ.) কুর'আনে যাকাতের আয়াত উল্লেখ করে এ কথা উপস্থাপন করেছেন যে, যাকাত ফকির-মিসকিনের অধিকার। যাকাতের মাধ্যমে সমাজ উন্নতি সাধন হয়। দারিদ্র্য দূর হয়। সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। স্বাচ্ছন্দ্যে গরিবেরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। ধনীদের অর্থ-সম্পদ পবিত্র হয়।

ক. ধনীদের অর্থ পবিত্রকরণ ও গরিবদের উপকার

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ অর্থাৎ, 'আমি যেই রিজিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।'[৮৫২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, 'এই আয়াত দ্বারা যেমনভাবে ওয়াজিব খরচ উদ্দেশ্য তেমনিভাবে মুস্তাহাব খরচও উদ্দেশ্য। যাকাত ওয়াজিব খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সকল ভালো রাস্তায় দান-সদকা করা নফল বা মুস্তাহাব খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এখানে নির্দিষ্ট আকারে বলা হয়নি। ব্যাপক আকারে খরচের কথা বলা হয়েছে। আর এখানে مِمَّا আসলে مِنْ ما ছিল। এখানে مِنْ টি تبعيض এর জন্য ব্যবহার হয়েছে। আর এখানে সম্পূর্ণ অর্থ-সম্পদ খরচ করা উদ্দেশ্য না বরং কিছু অর্থ-সম্পদ খরচ করা উদ্দেশ্য। যার যেমন আয় সে সেই আয় অনুযায়ী ব্যয় করবে। এর মাধ্যমে গরিব-মিসকিনেরা উপকৃত হবে।'[৮৫৩]

---

৮৫০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*(বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৩৯৯, হা. নং ১৩৯৫
৮৫১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৫, হা. নং ৬৫২৬
৮৫২. আল-কুর'আন, ২ : ৩, ৮ : ৩, ২২ : ৩৫, ২৮ : ৫৪, ৩২ : ১৬, ৪২ : ৩৮
৮৫৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩

খ. যাকাত সুদে পতিত না হওয়ার মাধ্যম

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থাৎ, 'যারা ইমানদার, সৎ কাজ করে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান রয়েছে। তাদের কোনো ভয় ও পেরেশানী নেই।'[৮৫৪] আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এই আয়াতটি হারাম অর্জিত টাকা-পয়সা থেকে বাঁচার মাধ্যম। আর ইমান বৃদ্ধি হওয়ার কারণ। কেননা, সলাত সকল অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যাকাত হলো সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া। আর সুদ হলো সৃষ্টিকুলের উপর জুলুম ও অত্যাচার।[৮৫৫]

গ. যাকাত রক্ত ও অর্থ-সম্পদ রক্ষা করে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থাৎ, 'যখন হারাম মাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন কাফিরদের যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করো। আর তাদেরকে আটক করো। তাদেরকে প্রতিবন্ধকা সৃষ্টি করো। তোমরা প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য কড়া পাহাড়ায় বসে থাকো। যদি তারা তওবা করে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তাদের রাস্তা ছেড়ে দাও। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু।'[৮৫৬] এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি সলাত ও যাকাত করতে অস্বীকার করবে তার সাথে আদায় করার পর্যন্ত যুদ্ধ করবে। যেমনিভাবে আবু বকর (রা.) যুদ্ধ করার কথা বলেছিলেন। রাসূল (র.) বলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

অর্থাৎ, 'মানুষের (কাফির) সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাকে ঐ সময় পর্যন্ত আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল। আর যতক্ষণ না তারা সলাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত আদায় করবে। যখন তারা এগুলো সম্পাদন করবে ন্যায্য অধিকার ব্যতীত (কিসাস) তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের থেকে নিরাপদ থাকবে। আর তাদের হিসাব আল্লাহ তা'আলার কাছে ন্যাস্ত।'[৮৫৭]

---

৮৫৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৭

৮৫৫. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৮; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪৯; আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *তাফসীরুল কুরতুবী*(কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১১৭০

৮৫৬. আল-কুর'আন, ৯ : ৫

৮৫৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭, হা. নং ২৫

যাকাতে খাতসমূহ

৮ শ্রেণির লোকদের যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রদান করা হয়। নিম্নে তাদের সংখ্যা আলোচনা করা হলো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চই সদাকাত (যাকাত) হলো ফকির, মিসকিন, যাকাত উত্তোলনকারী কর্মচারি, ইসলামের পথে আকৃষ্ট এমন প্রাথমিক মুসলিম, দাসমুক্তির জন্য, ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর পথে মুজাহিদ ও মুসাফিরের অধিকার। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ বিধান। আর আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'[৮৫৮]

১. ফকিরগণ

ফকির এমন ব্যক্তি যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই। ফকির মিসকিনের চেয়েও বেশি নিঃস্ব। এমন ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যেতে পারে।

২. মিসকিন

ইমাম নববী বলেন, মিসকিন এমন নিঃস্ব ব্যক্তি যার অবস্থা ফকিরের চেয়ে ভালো। কেউ কেউ এর বিপরীত বলেন, তথা মিসকিন এমন নিঃস্ব ব্যক্তি যে ফকিরের চেয়ে খারাপ অবস্থা।

৩. যাকাত উত্তোলন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি

এমন ব্যক্তি যে যাকাতের অর্থ উত্তোলন বা এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে চাকরি করে জীবিকা অর্জন করে তাকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যেতে পারে। এটি সে শ্রমের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। এটি হাদিয়া হিসেবে না। যদিও সে ধনী হোক না কেন।

৪. ইসলামের দিকে আকৃষ্ট ব্যক্তি

যে ব্যক্তি মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন অথবা ইসলামের পথে তাকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাতের ফান্ড থেকে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, এ শ্রেণির ব্যক্তিকে প্রদান করা রাসূল (স.) এর ইন্তেকালের পর মানসূখ হয়ে গেছে। কেউ বলেন, এই আয়াতাংশ এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে। নসখ হওয়ার কোনো দলীল নেই। সুতরাং দলীল না থাকার কারণে এটার হুকুম এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে।[৮৫৯]

৫. দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য

দাসত্ব বা গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

---

৮৫৮. আল-কুর'আন, ৯ : ৬০

৮৫৯. মুহাম্মাদ আবু বকর ইবনুল আরাবী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ মালিকী, *আহকামুল কুর'আন*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৩০

৬. ঋণমুক্তির জন্য

ঋণ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রস্তদের যাকাতের অর্থ-সম্পদ প্রদান কর যেতে পারে।

৭. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য

আল্লাহর রাস্তায় যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে। এখানে فِي سَبِيلِ اللهِ শব্দ দ্বারা ব্যাপক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর রাস্তায় সকল ভালো কাজকেই فِي سَبِيلِ اللهِ এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. মুসাফির

যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় তার অর্থ-সম্পদ শেষ হয়ে গেছে। নিজ বাড়িতে পৌছার পূর্ব পর্যন্ত যে সম্পদের প্রয়োজন হয় সেটা গ্রহণ করা যেতে পারে।

যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দু'আ করা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ, 'হে রাসূল! আপনি তাদের কাছ থেকে সদকা তথা যাকাত আদায় করুন, যে যাকাত তাদেরকে পবিত্র করবে এবং যাকাতের মাধ্যমে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে। আর আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চই তাদের জন্য আপনার দু'আ শান্তি স্বরূপ। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও জ্ঞানী।'[৮৬০] সা'দী (রহ.) বলেন, এখানে وَصَلِّ عَلَيْهِمْ দ্বারা দু'আ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ইমামদের উচিৎ হলো যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দু'আ করা।[৮৬১]যেমনভাবে রাসূল (স.) আবু আউফা (রা.) এর জন্য দু'আ করেছেন। তিনি বলেন,

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ». فَأَتَاهُ أَبِى أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى.

অর্থাৎ, 'আব্দুল্লাহ ইবন আবি আউফা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) এর কাছে কোনো দল যাকাতের অর্থ নিয়ে আসলে তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রতি রহমত নাযিল করো। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবন আবি আউফা (রা.) একদিন যাকাতের সম্পদ নিয়ে আসলেন। রাসূল (স.) বললেন, হে আল্লাহ তুমি আব্দুল্লাহ ইবন আবি আউফা (রা.) এর পরিবারের উপর রহমত নাযিল করো।'[৮৬২]

ফসল ও ফল-মূলের যাকাত

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ অর্থাৎ, 'ফলন ঘটার পর তোমরা এগুলোর ফল খাও এবং ফল ফসল সংগ্রহের দিন সেগুলোর (যাকাত) অধিকার দিয়ে

---

৮৬০. আল-কুর'আন, ৯ : ১০৩

৮৬১. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৬

৮৬২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০১২), খ. ২ পৃ. ৭৫৬, হা. নং ১০৭৮।

দাও...।'[৮৬৩] এখানে এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ফসলে যাকাত দিতে হয়। যে দিন ফসল কাটা হবে সেই দিন ওশর হিসেবে যাকাত দিতে হবে তথা এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে।[৮৬৪]

যাকাত প্রদান না করে ঋণ পরিশোধ করা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থাৎ, 'মানুষের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দিয়ে থাকো, সেটা বৃদ্ধি পায়। আর তারাই দ্বিগুণ সম্পদ বৃদ্ধিকারী।'[৮৬৫] যাকাত প্রদান করার পূর্বে ঋণ আদায় করতে হবে। কেননা যাকাত আল্লাহর অধিকার। আর ঋণ বান্দার অধিকার। বান্দার অধিকার আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না। আর আল্লাহর অধিকার আল্লাহ নিজেই ক্ষমা করেন। সুতরাং মিরাছ ও অসিয়তের সম্পদ ঋণের টাকা আদায় করার পর করতে হবে। এই কারণে মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তার উত্তরাধিকারীদের জন্য ধারাবাহিকভাবে চারটি কাজ সম্পৃক্ত থাকে। মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা, ঋণ আদায় করা, এক-তৃতীয় অংশ থেকে অসীয়ত পূর্ণ করা ও উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ কুর'আন ও হাদিসের আলোকে বণ্টন করা।

যাকাত বিষয়ক আয়াতে সা'দী (রহ.) এর অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

'আর যারা সোনা ও রুপা একত্রিত করে, আর তারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদের জন্য আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন সেগুলো (জমাকৃত সম্পদ) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে, সেদিন বলা হবে, এ হলো সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য একত্রিত করে রেখেছিলে, তোমরা যা সঞ্চয় করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো।'[৮৬৬]

সা'দী (রহ.) এই আয়াতদ্বয়ের তাফসীরে বলেন, তারা সম্পদ আটকে রাখে। ভালো কাজে খরচ করে না। তারা যাকাত আদায় করে না। তারা পরিবারের খরচ করে না। নিকট আত্মীয়দের ব্যাপারে

৮৬৩. আল-কুর'আন, ৬ : ১৪১
৮৬৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৯
৮৬৫. আল-কুর'আন, ৩০ : ৩৯
৮৬৬. আল-কুর'আন, ৯ : ৩৪-৩৫

উদাসীন। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না। অতঃপর তিনি কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করেন।[৮৬৭] এ বিষয়ে তিনি একটি হাদিস উল্লেখ করেন, আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

অর্থাৎ, 'যেকোনো সম্পদশালী ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে তাহলে জাহান্নামের আগুনে তাকে উত্তপ্ত করা হবে। তার চার পাশে এমন করা হবে। এই সম্পদের মাধ্যমে তার দুই পাশে ও কপালে দাগ দেয়া হবে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মাঝে সেই দিনে ফয়সালা করে দেবেন যেদিন বর্তমান দিনের পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হবে। অতঃপর তাকে (স্থায়ীভাবে) জান্নাত অথবা জাহান্নামের পথ দেখানো হবে।'[৮৬৮]

সিয়াম বা রোজা

সিয়ামের শাব্দিক পরিচয়

الصيام বা الصوم শব্দটি صوم মূল অক্ষর থেকে নির্গত। বাবে نصر ينصر থেকে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকা।[৮৬৯] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ... إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا অর্থাৎ, 'নিশ্চই আমি আল্লাহর জন্য চুপ থাকা মানত করেছি...।'[৮৭০] সিয়াম বা সওমকে আমরা ফারসি ভাষায় রোজা বলে থাকি। রোজা অর্থ প্রতিদিন। যেহেতু প্রতিদিন দিনের বেলায় রোজা রাখা হয় এই জন্য রোজাকে রোজা বলা হয়।

সিয়ামের পারিভাষিক পরিচয়

কোনো মুসলিম নিয়্যতের সাথে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত খাবার, পানীয়, ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম বা রোজা।[৮৭১]

সিয়ামের ফজিলত

সিয়ামের ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। এখানে একটি হাদিস দেয়া হলো।

قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة.

আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সিয়াম ছাড়া আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার জন্য, কেননা সিয়াম আমার জন্যই। আমি এর প্রতিদান দেব। আর সিয়াম ঢাল স্বরূপ।'[৮৭২]

---

৮৬৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭১; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*(বৈরুত: দারু ইবনে হযম, ১৯৯৫ খ্রি), খ. ১ পৃ. ৩৯৯

৮৬৮. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৮২, হা. নং ৯৮৭

৮৬৯. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫

৮৭০. আল-কুর'আন, ১৯ : ২৬

৮৭১. আবু মালিক কামাল ইবন আস-সায়্যিদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭

সিয়ামের আয়াত উপস্থাপন করা

আল্লামা সা'দী (রহ.) সিয়ামের আয়াত উপস্থাপনা করার পূর্বে সিয়ামের উপকার বর্ণনা করেন। তিনি কয়েকটি উপকার বলেন।

১. পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত।

২. প্রত্যেক যুগের মানবজাতির জন্য মঙ্গল রয়েছে।

৩. উম্মতে মুহাম্মাদীকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রোজা দান করেছেন।

৪. সহজ করার জন্য রোজা দান করেছেন।[৮৭৩]

সিয়ামের হিকমত

ইমাম সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে সিয়ামের হিকমত বর্ণনা করেছেন।

১. আল্লাহর ভয় অর্জিত হয়।

২. আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা যায়।

৩. শয়তানের চলার পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়।

৪. আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়।[৮৭৪]

অক্ষম ব্যক্তির রোজা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ...

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ অথবা সফরে অবস্থান কর তারা পরবর্তী অন্য কোনো দিনে সিয়াম রাখবে। আর যারা সিয়াম রাখতে অক্ষম তারা প্রত্যেক সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার প্রদান করবে...।'[৮৭৫]

আল্লামা সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যারা রোজা রাখতে অক্ষম তারা প্রত্যেক দিনের সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে অথবা খাবারের মূল্য পরিশোধ করবে। কষ্ট থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখাটা উত্তম।'[৮৭৬]

কাফফারার সিয়াম

কয়েক ধরনের কাফফারার সিয়াম কুর'আন ও হাদিসে পাওয়া যায়। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ভুলক্রমে হত্যার সিয়াম

---

৮৭২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬৭৩, হা. নং ১৮০৫

৮৭৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৬

৮৭৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৩

৮৭৫. আল-কুর'আন, ২ : ১৮৪

৮৭৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১৮১

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ অর্থাৎ, 'আর যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করবে সে একজন মু'মিন গোলাম আজাদ করে দেবে...।'[৮৭৭] এই আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি গোলাম আজাদ করা সক্ষম হবে না সে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস সিয়াম রাখবে...।'[৮৭৮]

২. জিহারের সিয়াম

নিজের স্ত্রীকে জন্মদাতা মায়ের সাথে কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে أنتِ عليَّ كَظَهْرِ أمِّي বলাকে জিহার বলে।[৮৭৯] জিহারের কাফফারা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا...

অর্থাৎ, 'আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, অতঃপর তারা যা বলেছে তার দিকে ফিরে যেতে চাই, তাহলে সহবাস করার পূর্বেই একটি গোলাম আজাদ করতে হবে। এটা তোমাদের উপদেশের জন্য। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত। যদি গোলাম আজাদ করতে সক্ষম না হয় তাহলে সহবাস করার পূর্বে দুই মাস ধারাবাহিক সিয়াম রাখবে...।'[৮৮০]

৩. কসম বা শপথের সিয়াম

কোনো বিষয়ে শপথ করার পর শপথ থেকে ফিরে আসার পর কাফফারা দিতে হয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ...

অর্থাৎ, 'শপথের কাফফারা হলো তোমরা তোমাদের পরিবারকে মধ্যম মানের যে খাবার খাওয়াও তেমনি খাবার দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো অথবা তাদেরকে কাপড় দেয়া বা একটি গোলাম আজাদ করা। যদি এগুলো সক্ষম না হয় তাহলে তিনটি সিয়াম রাখবে। তোমরা যখন শপথ করো এটা শপথের কাফফারা। সুতরাং তোমাদের শপথকে সংরক্ষণ করো...।'[৮৮১]

৪. হজ্জের কাফফারা

হজ্জের কাফফারা বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ

---

৮৭৭. আল-কুর'আন, ৪ : ৯২
৮৭৮. আল-কুর'আন, ৪ : ৯২ ও ৫৮ : ৪
৮৭৯. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ বিন মুকরিম ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*(বৈরুত: দারু সাদির, ১৪১৪ হি.), খ. ২. পৃ. ৩০৯
৮৮০. আল-কুর'আন, ৫৮ : ৩-৪
৮৮১. আল-কুর'আন, ৫ : ৮৯

تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পালন করো। কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তাহলে সহজ লভ্য পশু কুরবানি করো। কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌঁছার আগেই তোমরা মাথা মুন্ডন করো না। তোমাদের কেউ রোগাক্রান্ত হয়, কিংবা মাথায় কষ্ট অনুভব হলে, তখন তার কর্তব্য হলো সিয়াম, সাদকা অথবা কুরবানির মাধ্যমে ফিদিয়া প্রদান করা। অতঃপর তোমরা যখন নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের কেউ যদি হজ্জের পূর্বে উমরা করতে চায়, সে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানি করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরবানির ব্যবস্থা না করতে পারে, সে যেন হজ্জের সময় তিন দিন আর হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই দশটি সিয়াম পালন করবে। এই বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিবার মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যেনে রাখো যে, নিশ্চই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।'[৮৮২]

৫. সিয়াম অবস্থায় সহবাস করলে তার কাফফারা

এ বিষয়ে আবু হুরায়রা থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

অর্থাৎ, আমরা রাসূল (স.) এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমি ধ্বংস হয়ে গেছি! রাসূল (স.) বললেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন আমি সিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রাসূল (স.) বললেন, তুমি কি একটি গোলাম আজাদ করতে পারবে? সে বলল, না পারব না। অতঃপর রাসূল (স.) তাকে বললেন, তুমি কী ধারাবাহিকভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? তখন লোকটি বলল, না। রাসূল (স.) বললেন, তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। রাসূল (স.) একটু অপেক্ষা করলেন। আমরা এভাবেই ছিলাম এমতবস্থায় রাসূল (স.) এর কাছে এক ঝাঁকা (ইরাক) খেজুর আনা হলো। এক ইরাক হলো একটি পরিমাপ। রাসূল (স.) বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বললেন, আমি এখানে। রাসূল

---

৮৮২. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৬

(স.) তাকে বললেন, তুমি এগুলো গ্রহণ করে সদকা করে দাও। তখন লোকটি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার থেকেও কি বড় কোন অভাবী আছে? তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ আমার পরিবার থেকে আর কোনো পরিবার বেশি অভাবী নেই। রাসূল (স.) (একথা শুনো) হাসলেন যেন তাঁর মাড়ি দাঁত দেখা গেল। অতঃপর রাসূল (স.) বললেন, 'তুমি তোমার পরিবারকে খাওয়াও।'[৮৮৩]

হজ্জের পরিচয়

حَجٌّ শব্দটি বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ থেকে ব্যবহৃত হয়। মূল অক্ষর ح – ج – ج মুজাফে সুলাসি হিসেবে জিনস ব্যবহৃত হয়। হজ্জ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, উদ্দেশ্য করা, গমন করা, বিতর্কে পরাজিত করা, যুক্তিতর্কে জয়ী হওয়া ইত্যাদি। অতঃপর বায়তুল্লাহর দিকে ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলা হয়।[৮৮৪]

হজ্জের পারিভাষিক অর্থ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বায়তুল্লাহর যিয়ারত, তওয়াফ করা, সফা-মারওয়াহ সা'ঈ করা, আরাফায় অবস্থান করাসহ হজ্জের সকল ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কার্যক্রমগুলো আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কায় সফর করার নাম হজ্জ।[৮৮৫]

হজ্জের ফজিলত

হজ্জের ফজিলত বিষয়ে রাসূল (স.) অনেক হাদিসে বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে একটি হাদিস উল্লেখ করা হলো।

سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل ؟ قال (إيمان بالله ورسوله) . قيل ثم ماذا ؟ قال (جهاد في سبيل الله) . قيل ثم ماذا ؟ قال (حج مبرور).

অর্থাৎ, রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করা।' বলা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।' বলা হলো, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, নৈকট্যশীল বা গ্রহণযোগ্য হজ্জ।'[৮৮৬]

হজ্জ ও উমরার আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দী (রহ.) এর মতামত

শাইখ সা'দী (রহ.) হজ্জ ও উমরার আয়াতের ব্যাখ্যা উপস্থাপনার সময় হজ্জের বিধানসহ অন্যান্য সকল বিষয় উপস্থাপন করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

---

৮৮৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩০, হা. নং ১৯৩৬
৮৮৪. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*(বাংলাবাজার: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৩শ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৯১
৮৮৫. আবু মালিক কামাল ইবন আস-সায়্যিদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৫
৮৮৬. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৮১, হা. নং ১৪৪৭

অর্থাৎ, 'মক্কায় অনেক নিদর্শন রয়েছে। মাকামে ইবরাহিম রয়েছে। যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। মক্কার দিকে যাওয়ার সক্ষম হলে মানুষের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরজ। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (তাহলে সেই ব্যক্তির জানা উচিৎ) নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।'[৮৮৭]

শাইখ সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাদের উপর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং পরিবারের খরচ রেখে যাওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত যদি নিজের কাছে অর্থ-সম্পদ থাকে তাহলে তার উপর হজ্জ ফরজ। সুতরাং কাফিরের জন্য হজ্জ ফরজ না। কেননা সে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না।[৮৮৮]

হজ্জ ও উমরা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে দলীল উপস্থাপনা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পালন করো। কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তাহলে সহজ লভ্য পশু কুরবানি করো। কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌঁছার পূর্ব তোমরা মাথা মুন্ডন করো না। তোমাদের কেউ রোগাক্রান্ত হলে, কিংবা মাথায় কষ্ট অনুভব হলে, তখন তার কর্তব্য হলো সিয়াম, সাদকা অথবা কুরবানির মাধ্যমে ফিদিয়া প্রদান করা। অতঃপর তোমরা যখন নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের কেউ যদি হজ্জের পূর্বে উমরা করতে চায়, সে যেন সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানি করে। কিন্তু যে ব্যক্তি কুরবানির ব্যবস্থা না করতে পারে, সে যেন হজ্জের সময় তিন দিন আর হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই দশটি সিয়াম পালন করবে। এই বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য যার পরিবার মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যেনে রাখো যে, নিশ্চই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।'[৮৮৯]

তিনি এখানে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

১. হজ্জ ও উমরা ফরজ হওয়ার বিষয়ে

২. পরিপূর্ণভাবে হজ্জ ও উমরার রুকনসহ আদায় করা। যেমন আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন,

خذوا عني مناسككم.

---

৮৮৭. আল-কুর'আন, ৩ : ৯৭

৮৮৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯

৮৮৯. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৬

অর্থাৎ, 'তোমরা আমার থেকে হজ্জের মাসয়ালা গ্রহণ করো।'[৮৯০]

৩. হজ্জ ও উমরা দুটিই ফরজ।

৪. ওজর ছাড়া হজ্জের কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজ না করা।

হজ্জের সময়

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ অর্থাৎ, 'হজ্জের নির্দিষ্ট মাস রয়েছে...।'[৮৯১] সা'দী (রহ.) বলেন, এখানে নির্দিষ্ট মাস হলো শাওয়াল, যুলকদ ও যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন।[৮৯২]

হজ্জের মাস আসার পূর্বেই ইহরামের নিয়্যত করা সম্পর্কে শাইখ সা'দী (রহ.) বলেন, হজ্জের মাস আসার পূর্বেই ইহরাম বাধা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট মাস বলেছেন। তাঁর পূর্বে ইহরাম বাধা যাবে না।[৮৯৩]

উমরা ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে সা'দী (রহ.) এর উত্তর

আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন এই মর্মে যে, উমরা সুন্নাত নাকি ওয়াজিব? কেউ বলেন, ওয়াজিব। তারা দলীল হিসেবে এই হাদিসটি উপস্থাপন করেন। دخلت العمرة فى الحج - مرتين - لا بل لأبد أبد অর্থাৎ, 'উমরা ও হজ্জ একটি আরেকটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একথাটি দুবার বলেছেন। বরং তিনি বলেন আজীবনের জন্য।'[৮৯৪] কেউ কেউ বলেন, উমরা সুন্নাত। তারা এই হাদিস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন।

عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن العمرة أواجبة هي؟، فقال:"لا وأن تعتمروا خيرٌ لكم"

অর্থাৎ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো উমরা কি ওয়াজিব? তিনি বললেন, 'না, তোমরা উমরা করলে তোমাদের জন্য মঙ্গল।'[৮৯৫] এই হাদিস দ্বারা তারা দলীল উপস্থাপন করেন যে, উমরা ফরজ না সুন্নাত। ইমাম সা'দী (রহ.) এই মাস'আলার সমাধান দেন এইভাবে যে, স্বাভাবিকভাবে উমরা সুন্নাত কিন্তু কেউ যদি উমরা করা শুরু করে তাহলে তার জন্য পূর্ণ করা ওয়াজিব হবে।[৮৯৬]

---

৮৯০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ্ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৮২, হা. নং ৯৮৭

৮৯১. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৭

৮৯২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৭

৮৯৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৭; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৭; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২০০

৮৯৪. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৯, হা. নং ৩০০৯

৮৯৫. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জারির ইবন ইয়াযিদ বি কাসির ইবন গালিব আত-তবারী, *জামিউল বয়ান ফি তাফসীরিল কুর'আন/তাফসীরে তুবারী*(বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ২০০২ খ্রি.),খ. ৩, পৃ. ১৯, হা. নং ৩২২৫

৮৯৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬০; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৩; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ১৯৫

হজ্জের সময় ব্যবসা করা

ইসলাম হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর হজ্জ একটি মহৎ ইবাদত। এর মাধ্যমে হাজীগণ হালালভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারে। যখন তাকওয়ার নিয়্যত থাকবে তখন হালালভাবে ব্যবসাও করা যাবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ, 'তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করবে...।'[৮৯৭] এখানে অনুগ্রহ দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম ব্যবসা বা অন্য কিছু। আর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ তালাশ করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন।[৮৯৮]

হজ্জের বিধানাবলি

কুর'আনের কিছু আয়াতে হজ্জের বিধানাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আলোচনা করা হলো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থাৎ, 'আরাফাহ থেকে যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে, তখন পথিমধ্যে মাশ'আরুল হারাম তথা মুযদালিফায় যাত্রা বিরত করে আল্লাহর স্মরণ করবে এবং যেভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিপদগামীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলে। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসো, যেখান থেকে অন্য মানুষ ফিরে আসে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এরপর যখন হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহর কথা যিকির করো যেভাবে তোমাদের পূর্বপুরুষরা যিকির করতো অথবা তার থেকেও আরো বেশি যিকির করো। মানুষদের মধ্যে কিছু লোক বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করুন। তার জন্য আখেরাকে কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল দান করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'[৮৯৯]

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট যে, এখানে হজ্জের বিধি-বিধান আলোচনা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা যায়। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হলো।

১. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের ফরজের মধ্যে থেকে অন্যতম ফরজ।

---

৮৯৭. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৮
৮৯৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৮
৮৯৯. আল-কুর'আন, ২ : ১৯৮-২০১

২. হজ্জের সময় বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

৩. আরাফা, মুযদালিফা, মিনা ইত্যাদি আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম।

সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ, 'নিশ্চই সাফা ও মারওয়াহ আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা করতে ইচ্ছা করবে তার জন্য সাফা ও মারওয়াহ তওয়াফ করা ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি উত্তম কিছু করবে (তাহলে তার জেনে রাখা উচিৎ) নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারপ্রদানকারী ও সর্বজ্ঞ।'[৯০০] ইমাম সা'দী (রহ.) বলেন, সাফা ও মারওয়াহ সা'ঈ করা হজ্জের একটি ওয়াজিব ইবাদত। এটা এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করবে সে মুত্তাকী ব্যক্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ অর্থাৎ, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনকে সম্মান করবে, সেটাতো অন্তরের তাকওয়াহ।'[৯০১]

কা'বা ঘরের যিয়ারতের উপকারিতা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

অর্থাৎ, 'যেন তারা উপকারী স্থানে উপস্থিত হতে পারে এবং তাদেরকে জীবিকা হিসেবে চতুষ্পদ জীব দান করেছেন সেগুলোর উপর নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহর জিকির করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার করো। নিঃস্ব ও ফকিরকে খাবার খাওয়াও।'[৯০২] হজ্জের মাধ্যমে দুনিয়াতে এর উপকার হলো অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি হয়। হায়াত বৃদ্ধি হয়।[৯০৩]

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবাদাত বিষয়ক আয়াতের তাফসীর করেছেন। ইবাদাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত অন্যতম। সলাত শব্দটি কুর'আনে ৬৭ বার এসেছে। সূরা বাকারায় ১২৫ নং আয়াতে মুসল্লা শব্দাটি কুর'আনে ১ বার এসেছে। সলাত (صلاة) শব্দ থেকে নির্গত অন্যান্য শব্দ কুর'আনে মোট ৯৯ বার এসেছে। আল্লাহ তা'আলা সাতটি সূরার নয়টি আয়াতে সাত স্থানে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বর্ণনা করেছেন। সলাতের অনেক

---

৯০০. আল-কুর'আন, ২ : ১৫৮
৯০১. আল-কুর'আন, ২২ : ৩২
৯০২. আল-কুর'আন, ২২ : ২৮
৯০৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬

গুরুত্ব রয়েছে। সলাত সকল খারাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। জামা'আতে সলাত আদায় করা ফরজে আইন। সলাত আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করে। সলাত বিনষ্ট করা অর্থ সকল আমল বিনষ্ট করা।

ইবাদাতের অন্যতম আরেকটি শাখা যাকাত। যাকাতের মাধ্যমে ধনীদের অর্থ পবিত্রকরণ ও গরিবদের উপকার হয়। যাকাত সুদে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যাকাত রক্ত ও অর্থ-সম্পদ রক্ষা করে। যাকাতের ৮টি ব্যয়ের খাত রয়েছে। ফকির, মিসকিন, যাকাত উত্তোলন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি, ইসলামের দিকে আকৃষ্ট ব্যক্তি, দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য, ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের জন্য ও মুসাফির হলো যাকাতের প্রদানের খাত।[৯০৪]

ইবাদাতের অন্যতম আরেকটি শাখা সিয়াম। সিয়াম বা রোজার অনেক প্রকার রয়েছে যথাঃ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল ইত্যাদি। কাফফারা হিসেবে ওয়াজিব সিয়ামের অনেক প্রকার রয়েছে। ভুলক্রমে হত্যার সিয়াম, জিহারের সিয়াম, কসম বা শপথের সিয়াম, হজ্জের কাফফারার সিয়াম, সিয়াম অবস্থায় সহবাস করলে কাফফারার সিয়াম। ইবাদাতের অন্যতম আরেকটি শাখা হজ্জ। হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ একত্রিত হয়ে এক ছায়াতলে আবদ্ধ হয়ে ঐক্যের বার্তা প্রেরণ করে।

---

৯০৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাফসীরুস সা'দী গ্রন্থে মু'আমালাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানবজাতি বসবাস করতে পারে না। অন্যের দিকে মানুষ মুখাপেক্ষী। মানুষ কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ না। সবাই সবার কাছে দায়বদ্ধ। দুনিয়ার বুকে মানুষ আরেকজনের সাথে নির্ভর করে চলে। একাকি চলতে পারে না। সবার সাথে লেনদেন, মু'আমালাত ও মু'আশারাত করতে হয়। ব্যবসার মাধ্যমে মানবজাতি জীবিকা অর্জন করে। করজে হাসানার মাধ্যমে একজন আরেকজনের কারণে তাদের পরিবার পরিচালিত হয়। কোনো জিনিস অন্যের কাছে বন্ধক রেখে অন্য জিনিসের প্রয়োজন পূর্ণ করে। হারাম পন্থায় সুদ ও ঘুসের সাথে সম্পৃক্ত থেকে দুনিয়া ও আখেরাত দুনোটাই হারায়। অনেকভাবে মানুষ সমাজে মানুষের সাথে লেনদেন করে পার্থিব জীবন অতিক্রম করে। লেনদেন, মু'আমালাত ও মু'আশারাত মানব জীবনের একটি বড় একটি অংশ। এর বাস্তবতা ও প্রভাব সমাজের প্রত্যেক সদস্যের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ লেনদেন, মু'আমালাত ও মু'আশারাত ছাড়া সমাজে বসবাস করতে পারে না। যদি এই লেনদেন, মু'আমালাত ও মু'আশারাত কুর'আন ও হাদিসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে যেকোনো সমাজ স্বর্ণের সমাজে রূপান্তর হবে ইনশা আল্লাহ।

ক্রয়-বিক্রয়ের পরিচিতি

بيع এর শাব্দিক পরিচয়

بيع শব্দটি একবচন, بيوع শব্দটি বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ এর মাসদার। ب- ي-ع এর মূল অক্ষর। অর্থ পরিবর্তন করা, ক্রয়-বিক্রয় করা, কেনা-বেচা করা ইত্যাদি।[৯০৫]

بيع এর পারিভাষিক পরিচয়

ক্রেতা ও বিক্রেতার সন্তুষ্টি চিত্তে মালের পরিবর্তে অর্থ দ্বারা লেনদেন করাকে بيع বলে।[৯০৬]

কুর'আন দ্বারা بيع প্রমাণিত

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا অর্থাৎ, 'তারা বলে, 'নিশ্চই ব্যবসা সুদের মতন'। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।'[৯০৭] এই আয়াত দ্বারা ব্যবসার অস্তিত্ব ও হালাল হওয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

৯০৫. মুহাম্মাদ আবু বকর ইবনুল আরাবী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ মালিকী, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৪১
৯০৬. প্রাগুক্ত।
৯০৭. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৫

রাসূল (স.) এ বিষয়ে অনেক হাদিসে এর অস্তিত্ব ও হালাল হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে একটি হাদিস উল্লেখ করা হলো। আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন,

قيل : يا رسول الله أي الكسب أطيب ؟ قال : كسب الرجل بيده و كل بيع مبرور.

অর্থাৎ, রাসূল (স.) কে বলা হলো সবচেয়ে উত্তম অর্জন কোনটি? তিনি বললেন, 'নিজের হাতে অর্জন করা। আর প্রত্যেক ভালো ব্যবসাই উত্তম।'[৯০৮]

بيع এর রুকন

بيع এর রুকন ২টি। প্রস্তাব আরবি পরিভাষায় ইজাব (إيجاب) বলে। গ্রহণ করা আরবি পরিভাষায় কবুল (قبول) বলে। بيع .এর শর্ত হলো সাক্ষী থাকা। নগদ বিক্রি হলে অনেক সময়ে সাক্ষী উপস্থিত না থাকলেও বাকিতে সাক্ষী উপস্থিত রাখা আবশ্যক। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকিতে লেনদেন কর, তখন তোমরা লেখে রাখো। আর তোমাদের মাঝে একজন লেখক ন্যায়ের সাথে চুক্তিনামা লেখে রাখবে...।'[৯০৯]

বন্ধক বা রিহন

رهن শব্দের অর্থ

رهن শব্দটি বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ থেকে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ বন্ধক রাখা, আটকে রাখা, আবদ্ধ করা, অটল থাকা, সর্বদায় থাকা, দায়বদ্ধ থাকা ইত্যাদি।[৯১০] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ অর্থাৎ, 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের অর্জনের কাছে আবদ্ধ।'[৯১১] তেমনিভাবে রাসূল (স.) বলেন, الغلام مرتهن بعقيقة يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه অর্থাৎ, 'বাচ্চা তার আকিকার সাথে আবদ্ধ। সপ্তম দিনে (ছাগল) জবাই করা হবে এবং নাম রাখা হবে। তার মাথার চুল কাটা হবে।'[৯১২]

رهن শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা

رهن বলা হয় কোনো টাকা-পয়সা বা কোনো জিনিসের বিনিময়ে কোন সম্পদ সংরক্ষণ রাখা এ শর্তে যে, টাকা-পয়সা বা জিনিস পরিশোধ করতে সক্ষম হলে বন্ধক জিনিস ফিরিয়ে দেবে।[৯১৩]

৯০৮.আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*(বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১২-১৩ হা. নং ২১৫৮ ও ২১৬০

৯০৯. আল-কুর'আন, ২ : ২৮২

৯১০. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৯১১. আল-কুর'আন, ৭৪ : ৩৮

৯১২.আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*(বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৭৮ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ১০১, হা. নং ১৫২২

৯১৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইদরিস আশ-শাফিঈ, *আল-উম্ম*(কায়রোঃ দারুল ওফা, ২০০১ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৬

কিছু পরিভাষা

যে বন্ধক গ্রহণ করে তাকে মুরতাহিন বলে। যে জিনিসটা বন্ধক রাখা হয় সেই জিনিসটাকে মুরতাহান বলা হয়। যে ব্যক্তি বন্ধক রেখেছে তাকে রাহিন বলে। বন্ধক পদ্ধতিকে রিহন বলে।

বন্ধক সম্পর্কে ইসলামে দলীল

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ অর্থাৎ, 'আর যদি তোমরা সফরে থাকো আর কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধক পদ্ধতিতে তোমাদের লেনদেন সম্পাদন করো...।'[৯১৪] এ বিষয়ে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه.

অর্থাৎ, 'রাসূল (স.) এক ইয়াহুদির কাছ থেকে বাকিতে খাবার কিনলেন। আর তার কাছে যুদ্ধ লৌহ পোশাক বন্ধক রাখলেন।'[৯১৫] ইজমা তথা সকল আলেমের ঐক্যমত কথা হলো এটা জায়েয। কেউ কেউ বলেন, বন্ধক পদ্ধতিটি সফর অবস্থায় করা জায়েয মুকিম অবস্থায় করা যাবে না। তারা দলীল উপস্থাপন করেন উল্লিখিত আয়াত দ্বারা, যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা সফরে থাকো আর কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধক পদ্ধতিতে তোমাদের লেনদেন সম্পাদন করো। এখানে সফরের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্ত হলো সফর ও মুকিম দুই অবস্থায় এই চুক্তি করা যাবে। কারণ রাসূল (স.) মদিনায় অবস্থায় ইয়াহুদির সাথে বন্ধকের মাধ্যমে চুক্তি করেছিলেন।[৯১৬]

ঋণ ও করজে হাসানা

ঋণ (دين) এর শাব্দিক পরিচয়

دين শব্দটি একবচন। دُيُوْنٌ ও أَدْيُنٌ বহুবচন হিসেবে ব্যবহার হয়। যার অর্থ ঋণ, ধার, কর্জ, পাওনা, দাবি, দেনা ইত্যাদি।[৯১৭]

ঋণ (دين) এর পারিভাষিক পরিচয়

ঋণদাতা ঋণ গ্রহিতাকে এ শর্তে ঋণ প্রদান করবে যে, তার ঋণ নির্দিষ্ট সময়ে সমপরিমাণ ফিরিয়ে দেবে। যদি ঋণের সাথে বেশি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নেয়া হয় তাহলে সেটা হবে রিবা বা সুদ।[৯১৮]

ঋণ/دين সম্পর্কে দলীলাদি

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ অর্থাৎ, 'যদি মৃত ব্যক্তির কোনো ভাই থাকে তাহলে অসীয়ত অথবা ঋণ পরিশোধ করার পর মৃত

---

৯১৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৮৩
৯১৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৩৮, হা. নং ১৯৯০
৯১৬. মুহাম্মাদ আবু বকর ইবনুল আরাবী ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ মালিকী, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬০; আবু বকর আহমাদ ইবন আলী আল জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*(কায়রো: দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২০৬
৯১৭. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২
৯১৮. আবু মালিক কামাল ইবন আস-সায়্যিদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

ব্যক্তির মাতা এক-ষষ্টমাংশ পাবে...।'[৯১৯] এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতে এই কথাটি কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه.

অর্থাৎ, 'যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ করে বলছি, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়। অতঃপর তাকে আবার জীবিত করা হয়। অতঃপর আবার সে নিহত হয়। অতঃপর তাকে আবার জীবিত করা হয়। অতঃপর আবার সে নিহত হয় অথচ তার উপরে ঋণ ছিল, সে জান্নাতে যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঋণ পরিশোধ না হয়।'[৯২০]

قرض ও دين এর মাঝে পার্থক্য

এই শব্দগুলোর মধ্যে শুধু শব্দগত পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই পার্থক্য নেই। কেউ বলেন, دين শব্দটি ব্যাপক। সুদ ভিত্তিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত ঋণ ও সুদবিহীন লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত ঋণকে دين বলে। আর قرض হলো শুধু সুদবিহীন লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত ঋণ যেখানে শুধু নেকি বা প্রতিদান পাওয়ার আশায় প্রদান করা হয়। এ কথাও বাতিল হয়ে যাবে কেননা হাদিসে قرض শব্দটি সুদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেন, كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا. অর্থাৎ, 'প্রত্যেক ঋণ যেটা উপকার টেনে আনে সেটা সুদের যে কোনো একটি দিকের একটি দিক।'[৯২১] এখানে قَرْض শব্দটি সুদের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, دين ও قرض এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

قرض حسنة সম্পর্কে কুর'আনের আয়াত

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

অর্থাৎ, 'কে আছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে করজে হাসানা প্রদান করবে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ তা'আলা (কারো অবস্থা) সংকুচিত করেন। আর (কারো অবস্থা) সম্প্রসারিত করেন। আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।'[৯২২] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ...وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ, 'আর তোমরা আল্লাহকে উত্তম করজ প্রদান করেছ...।'[৯২৩] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

---

৯১৯. আল-কুর'আন, ৪ : ১১
৯২০. আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসাঈ, *সুনানুন নাসাঈ*(কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৫৭, হা. নং ৬২৮১
৯২১. আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন বাইহাকী, *সুনানুল কুবরা*(রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৩৫০, হা. নং ১১২৫২
৯২২. আল-কুর'আন, ২ : ২৪৫
৯২৩. আল-কুর'আন, ৫ : ১২

অর্থাৎ, 'কে আছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে করজে হাসানা প্রদান করবে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর তার জন্য সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে।'[৯২৪] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

অর্থাৎ, 'নিশ্চই পুরুষ সত্যায়নকারীগণ ও মহিলা সত্যায়নকারিণীগণ তারা আল্লাহকে উত্তম করজে হাসানা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর তার জন্য সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে।'[৯২৫] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.

অর্থাৎ, 'যদি তোমরা আল্লাহকে করজে হাসানা প্রদান কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান প্রদানকারী ও সহনশীল।'[৯২৬] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ...وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ, 'আর তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে করজে হাসানা প্রদান করো...।'[৯২৭]

লেখকের শর্ত ও কর্তব্য

১. ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে লিপিবদ্ধ করা।

২. লেখকের লেখার স্বাধীনতা প্রদান।

৩. অবুঝ, পাগল, বোবা, নাবালেক হলে অভিভাবকের মাধ্যমে লেখা।

৪. গোপনীয় অধিকারগুলো সম্পর্কে স্বীকার করা।

অসীয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা

মৃত ব্যক্তির সাথে চারটি বিষয় সম্পৃক্ত।

১. মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

২. ঋণ আদায় করা।

৩. এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসীয়ত পূর্ণ করা।

৪. উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ কুর'আন ও হাদিসের আলোকে বণ্টন করা।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ঋণ আদায় করে পরিশোধ করা।

---

৯২৪. আল-কুর'আন, ৫৭ : ১১
৯২৫. আল-কুর'আন, ৫৭ : ১৮
৯২৬. আল-কুর'আন, ৬৪ : ১৭
৯২৭. আল-কুর'আন, ৭৩ : ২০

সুদের পরিচয়

সুদের শাব্দিক অর্থ

সুদ আরবিতে ربا\ربي\ربوا বলা হয়। মূল অক্ষর ر-ب-و যার অর্থ বৃদ্ধি হওয়া, বর্ধিত হওয়া, বেড়ে উঠা, বড় হওয়া, বেশি হওয়া, উঁচা হওয়া ইত্যাদি।[৯২৮]

পারিভাষিক সংজ্ঞা

মূলধন থেকে বেশি অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করাকে রিবা বলে। মুগনিল মুহতাজ গ্রন্থকার বলেন,

عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما.

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট জিনিসের পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যা চুক্তিবদ্ধের সময় শরী'আতের মানদন্ডের ভিত্তিতে সমপরিমাণ নয় অথবা কোনো জিনিস দেরিতে প্রদান করার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।[৯২৯]

কুর'আনে রিবা

আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে অনেক স্থানে রিবা তথা সুদ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থাৎ, 'মানুষের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দিয়ে থাকো, সেটা বৃদ্ধি পায়। আর তারাই দ্বিগুণ সম্পদ বৃদ্ধিকারী।'[৯৩০] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা অধিক হারে সুদ ভক্ষণ করো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেন তোমরা সফলকামী হতে পারো।'[৯৩১] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

অর্থাৎ, 'আর যদি তোমরা (সুদ না খাওয়া থেকে বিরত না থাকো) না করো তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করো। আর যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমাদের জন্য মূলধন রয়েছে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদেরকেও জুলুম করা হবে না।'[৯৩২]

---

৯২৮. জামালুদ্দীন আবুল ফজল মুহাম্মাদ বিন মুকরিম ইবন মানজুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৩০৪
৯২৯. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ খতিব শিরবীনী, *মুগনিল মুহতাজ*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২১; আবু মালিক কামাল সায়্যিদ, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৭
৯৩০. আল-কুর'আন, ৩০ : ৩৯
৯৩১. আল-কুর'আন, ৩ : ১৩০
৯৩২. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৯

হাদিসে সুদ সম্পর্কে আলোচনা

রাসূল (স.) সুদ সম্পর্কে অনেক হাদিসে বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো।

آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ.

অর্থাৎ, রাসূল (স.) সুদখোর, সুদপ্রদানকারী, সুদের লেখক ও সুদের দুইজন সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন।[৯৩৩]

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.

অর্থাৎ, রাসূল (স.) সোনার বদলে সোনা, রুপার বদলে রুপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু নগদ ও সমান সমান করে বিক্রি করা যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি বেশি দেবে অথবা বেশি প্রত্যাশা করবে সে সুদের সাথে জড়িত হলো।[৯৩৪]

রিবার প্রকারভেদ

রিবা দুই প্রকার। রিবা বিন নাসি'আহ তথা বাকিতে রিবা। আরেকটি হলো রিবা বিল ফজল তথা অতিরিক্ত রিবা। রিবা বিন নাসি'আহ এই শর্তের ভিত্তিতে ঋণ দেয়া, যে ঋণ গ্রহিতা থেকে ঋণদাতা বেশি গ্রহণ করবে। এটা কুর'আন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে হারাম। হাদিসে ছয়টি জিনিসে কম বেশি করে লেনদেন করাকে রিবা বিল ফজল তথা অতিরিক্ত রিবা বলা হয়। এটাও কুর'আন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে হারাম।

সুদের আয়াতে সাক্ষীর অবস্থান ও উপস্থাপন

সুদের আয়াত রাসূল (স.) এর উপরে পর্যাক্রমে নাযিল হয়েছে। প্রথমে মক্কায় এই আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

অর্থাৎ, 'মানুষের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দিয়ে থাকো, সেটা বৃদ্ধি পায়। আর তারাই দ্বিগুণ সম্পদ বৃদ্ধিকারী।'[৯৩৫] পরবর্তীতে এই আয়াতটি নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا.

---

৯৩৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫০, হা. নং ৪১৭৬ ও ৪১৭৭
৯৩৪. প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩, হা. নং ৪১৪৫
৯৩৫. আল-কুর'আন, ৩০ : ৩৯

অর্থাৎ, 'যারা ইয়াতিমদের অর্থ-সম্পদ জুলুম করে আত্মসাৎ করে, তারা আসলে তাদের পেটে আগুন খায়। আর তারা অচিরেই জাহান্নামে যাবে।'[৯৩৬] এরপর আল্লাহ তা'আলা কঠিন ভাষায় আয়াত নাযিল করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো তোমরা রিবা ছেড়ে দাও।'[৯৩৭] সর্বশেষে এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

অর্থাৎ, 'আর যদি তোমরা (সুদ না খাওয়া থেকে বিরত না থাকো) না করো তাহলে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করো। আর যদি তোমরা তওবা কর তাহলে তোমাদের জন্য মূলধন রয়েছে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদেরকেও জুলুম করা হবে না'।[৯৩৮]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ জাতি যখন সমাজে বসবাস করবে তখন তার সামাজিক প্রয়োজনে অন্যদের সাথে লেনদেন করতে হয়। মানবজাতি ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে মু'আমালাত ও মু'আশারাতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে মানুষ সুদ থেকে বেঁচে থাকবে। আর করজে হাসার প্রচলন বেশি করবে। মানুষ আরেকজনের প্রতি মুখাপেক্ষী। সুদ পরিহার করে করজে হাসানাসহ অন্যান্য সকল ধরনের মঙ্গলজনক কাজ সম্পন্ন করলে আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

---

৯৩৬. আল-কুর'আন, ৪ : ১০
৯৩৭. আল-কুর'আন, ৪ : ১০
৯৩৮. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈবাহিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিষয় পর্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ব্যক্তিগত বিষয়টি অনেকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। মানব জাতির প্রজনন বৃদ্ধির অন্যতম শরী'আত সম্মত প্রধান ও নৈতিক মাধ্যম হলো বিবাহ। বৈবাহিক অবস্থার অবনতি হলে তালাকের মাধ্যমে সমাধান করে সম্পাদন করা হয়। খোলার মাধ্যমেও বিবাহ বিচ্ছেদের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বিবাহ ও নিকাহ

বিবাহ একটি ইবাদত। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা অনুগ্রহ। এটা সৃষ্টিকুলের একটি চিরচারিত নিয়ম। আল্লাহ তা'আলা শুধু মানবজাতিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করে ক্ষ্যন্ত হননি বরং প্রত্যেক জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. অর্থাৎ, 'আমি (আল্লাহ তা'আলা) প্রত্যেক জিনিসকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।'[৯৩৯] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى... অর্থাৎ, 'হে মানুষসকল! নিশ্চই আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি।'[৯৪০]

বিবাহের মাধ্যমে ভালোবাসা তৈরি

একজন মানুষ বিবাহের মাধ্যমে তার মধ্যে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বেশি পরিলক্ষিত দেখা যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... অর্থাৎ, 'আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও রহমত তৈরি করেছেন...।'[৯৪১] এই আয়াতে বিবাহ সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তেমনিভাবে রাসূল (স.) যুবকদের উৎসাহ প্রদান করেছেন। রাসূল (স.) বলেন,

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

অর্থাৎ, 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ বিবাহ করতে সক্ষম হলে সে যেন বিবাহ করে। আর যে ব্যক্তি সক্ষম হবে না। তার জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক কারণ এটা তার জন্য সংবরণ।'[৯৪২]

---

৯৩৯. আল-কুর'আন, ৫১ : ৪৯
৯৪০. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩
৯৪১. আল-কুর'আন, ৩০ : ২১
৯৪২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৫, হা. নং ৪৭৭৮

সা'দী (রহ.) এর নিকটে বিবাহ ও তার বিধানাবলি

বিবাহের উদ্দেশ্য

পৃথিবীতে আবাদ করা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! নিশ্চই আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে গোত্র ও বংশে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরে চিনতে পার। নিশ্চই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকটে উত্তম হলো যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সবকিছু খবর রাখেন।'[৯৪৩] আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এক আসল থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর এক আসল হলো আদম ও হাওয়া (আ.)। তাদের থেকে সকল মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের থেকে বহু জাতি সৃষ্টি করেছেন। তারা যেন পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পারে এই কারণেই বিভিন্ন জাতিতে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদের এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তাদের থেকেই অনেক পুরুষ ও মহিলা বিস্তৃত করেছেন...।'[৯৪৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا... অর্থাৎ, 'তিনি জমিন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর সেখানেই তোমাদের আবাদ করেছেন...।'[৯৪৫]

বিবাহের শর্ত

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.

অর্থাৎ, 'আর যদি তোমরা ইয়াতিমদের বিষয়ে ইনসাফ করতে ভয় করো, তাহলে মাহিলাদের মধ্যে যাদের তোমাদের ভালো লাগে দুটি, তিনটি অথবা চারটি করে বিবাহ করো। আর যদি দুটি, তিনটি অথবা চারটি করে বিবাহ করে ইনসাফ করতে ভয় হয় তাহলে একটি বিবাহ করো। অথবা তোমাদের অধীন (দাসীরা) যারা রয়েছে তাদের বিবাহ করো। জুলুম থেকে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক

---

৯৪৩. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩
৯৪৪. আল-কুর'আন, ৪ : ১
৯৪৫. আল-কুর'আন, ১১ : ৬১

ব্যবস্থা।'[৯৪৬] সা'দী বলেন, যে মহিলাদের তোমাদের ভালো লাগে তাদের মধ্যে থেকে দুটি, তিনটি অথবা চারটি করে বিবাহ করো। একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ইনসাফের দিকে লক্ষ্য রাখবে। আর বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিত্ব দেখে বিবাহ করতে হবে। কেননা রাসূল (স.) বলেন,

تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ.

অর্থাৎ, 'মহিলাদের চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিবাহ করা হয়। অর্থ-সম্পদের ভিত্তিতে, বংশের ভিত্তিতে, সৌন্দর্যের ভিত্তিতে ও দ্বীনের ভিত্তিতে। দ্বীনদারিত্বকে প্রাধান্য দাও।'[৯৪৭] সা'দী (রহ.) বলেন, রাসূল (স.) এই হাদিসের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে দেখে শুনে বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন।[৯৪৮]

একাধিক বিবাহ

সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসায় مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ শব্দ দ্বারা একাধিক বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন যদি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করার সক্ষমতা থাকে। চারটির বেশি বিবাহ করা যাবে না।

একাধিক বিবাহ করার শর্তসমূহ

১. স্ত্রীদের মাঝে সমতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার সক্ষমতা থাকা

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ, 'আর যদি দুটি, তিনটি অথবা চারটি করে বিবাহ করে ইনসাফ করতে ভয় হয় তাহলে একটি বিবাহ করো...।'[৯৪৯]

২. এ বিষয়ে নিজের প্রতি আশ্বস্ত হওয়া যে, আল্লাহর হক নষ্ট হবে না ও তাদের সাথে ফিতনায় জড়িত হবে না। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! নিশ্চই তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানাদি তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকো। আর যদি তাদের মাফ করে দাও, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো ও তাদের ক্ষমা করে দাও তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।'[৯৫০]

৩. তাদেরকে পুত-পবিত্র রাখার সক্ষমতা থাকা

قال لنا النبي صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

---

৯৪৬. আল-কুর'আন, ৪ : ৩
৯৪৭. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*(বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৩৭, হা. নং ৩২৩৫
৯৪৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১১
৯৪৯. আল-কুর'আন, ৪ : ৩
৯৫০. আল-কুর'আন, ৬৪ : ১৪

অর্থাৎ, আমাদেরকে রাসূল (স.) বলেন, হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ বিবাহ করতে সক্ষম হলে সে যেন বিবাহ করে। আর যে ব্যক্তি সক্ষম হবে না। তার জন্য সিয়াম রাখা আবশ্যক কারণ এটা তার জন্য সংবরণ।'[৯৫১]

৪. স্ত্রীদের খরচ চালানোর সক্ষমতা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... অর্থাৎ, 'যাদের বিবাহ করার (আর্থিক) সামর্থ্য নেই, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করা পর্যন্ত তারা যেনো সংযম অবলম্বন করে...।'[৯৫২] শারীরিক সক্ষমতাও একটি পূর্ব শর্ত। শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা যাবে না।[৯৫৩]

একাধিক বিবাহ বৈধতার কারণ

১. স্ত্রীর মাসিক হওয়া, বাচ্চা প্রসব হওয়া, অসুস্থ হওয়া

একজন মহিলার মাসিক তথা হায়েজ হয়। যার কারণে সে সময় স্বামীর দৈহিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। আবার সন্তান প্রসব কালেও দৈহিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতার কারণে দৈহিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। এই কারণে একাধিক বিবাহর প্রয়োজন হয়।

২. পুরুষদের থেকে মহিলাদের সংখ্যা বেশি হওয়া

পুরুষদের থেকে মহিলাদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হয়। আর এটা কিয়ামতের আলামতও বটে। রাসূল (স.) বলেন,

يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

অর্থাৎ, 'কিয়ামতের আলামত হতে আলামত হলো ইলম কমে যাওয়া, মূর্খতা প্রকাশ পাওয়া, যিনা বেশি হওয়া, মহিলাদের সংখ্যা বেশি হওয়া, পুরুষদের সংখ্যা কমে যাওয়া, এমনকি একজন শক্তিশালী পুরুষের বিপরীতে পঞ্চাশজন মহিলা হবে।'[৯৫৪]

৩. সাংসারিক হওয়া

পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি সাংসারিক হয়। এই দিকে লক্ষ্য রেখে পুরুষদের একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হয়।

৯৫১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৬৫, হা. নং ৪৭৭৮
৯৫২. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩৩
৯৫৩. আবু মালিক কামাল ইবন আস-সায়্যিদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৬
৯৫৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫, হা. নং ৮১, ৫২৩১ ও ৬৮০৮

৪. শারীরিক সক্ষমতা

পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে শারীরিক সক্ষমতা অনেক বেশি। বৃদ্ধ হওয়ার পরও তাদের শারীরিক ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে। যার কারণে পুরুষদের একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হয়।

৫. স্বামী হারা বা তালাকপ্রাপ্তাদের প্রতি অনুগ্রহ

যাদের স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে অথবা তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে তাদেরকে বিবাহ করার জন্য পুরুষদের একাধিক বিবাহের প্রয়োজন হয়।

৬. বংশ বৃদ্ধিকরণ

পুরুষদের একাধিক বিবাহ করার অন্যতম কারণ হলো বংশ বৃদ্ধি বা উম্মতে মুহাম্মাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যার কারণে রাসূল (স.) বলেন, «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ». অর্থাৎ, 'তোমরা এমন মহিলাকে বিবাহ করো যে মহিলা বেশি ভালোবাসে ও বেশি সন্তান দেয়। কেননা আমি কিয়ামত দিবসে তোমাদের নিয়ে সকল উম্মতের কাছে গর্ববোধ করব।'[৯৫৫]

মোহর নির্ধারণ

ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে অন্যতম একটি সৌন্দর্য যে, পুরুষ মহিলাকে মোহর প্রদান করার মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... অর্থাৎ, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খোলামনে তাদের মোহর দিয়ে দাও...।'[৯৫৬] সা'দী (রহ.) বলেন, মানুষ যখন জাহিলী যামানায় মহিলাদের মোহর আদায় না করে জুলুম করছিল তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।[৯৫৭] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.

অর্থাৎ, 'তাদের থেকে যে যৌন স্বাদ আস্বাদন কর, তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরজ হিসেবে পরিশোধ করে দাও...।'[৯৫৮] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ.

অর্থাৎ, 'তাদের স্ত্রীদের বিষয়ে তাদের উপর আমি (আল্লাহ) যা ফরজ করে দিয়েছি সেটা আমি জানি...।'[৯৫৯]

যাদের সাথে বিবাহ করা হারাম

প্রথমত আজীবন বিবাহ করা হারাম ও অস্থায়ী বিবাহ করা হারাম।

---

৯৫৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২২৮, হা. নং ২০৫২
৯৫৬. আল-কুর'আন, ৪ : ৪
৯৫৭.আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১১-৩১২; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪২৮
৯৫৮. আল-কুর'আন, ৪ : ২৪
৯৫৯. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫০

যে সকল মহিলাদের বিবাহ করা হারাম তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। এই তিন শ্রেণির মহিলাদেরকে আজীবন বিবাহ করা হারাম।

ক. জন্ম সূত্রে হারাম

খ. বৈবাহিক সূত্রের কারণে হারাম

গ. দুধ পান করার কারণে হারাম

ক. জন্ম সূত্রে হারাম এমন মহিলা সাত জন

১. মা, দাদী ও নানী এর উপরে যত হোক

২. মেয়ে, নিজের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে বা তার উপরে যত হোক

৩. বোন (বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয়)

৪. ফুফুগণ

৫. খালাগণ

৬. ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজী)

৭. বোনের মেয়ে (ভাগিনী)

এই সাত শ্রেণির মহিলাদেরকে আজীবন বিবাহ করা হারাম।

খ. বৈবাহিক সূত্রের কারণে হারাম এমন মহিলা চারজন

১. পিতার স্ত্রীগণ (সৎ মা)

২. স্ত্রীর মা (শাশুড়ী)

৩. স্ত্রীর মেয়ে (সৎ মেয়ে)

৪. ছেলের স্ত্রী (পুত্রবধূ)

এই চার শ্রেণির মহিলাদেরকেও আজীবন বিবাহ করা হারাম।

গ. দুধ পান করার কারণে হারাম এমন মহিলারা ১১ জন।

১. দুধ পানকারিণী (দুধ মা) এবং তার মা (দুধ নানী)

২. দুধ পানকারিণীর মেয়ে (দুধ বোন)

৩. দুধ পানকারিণীর বোন (দুধ খালা)

৪. দুধ পানকারিণীর মেয়ের মেয়ে (দুধ ভাগিনী)

৫. দুধ পানকারিণীর স্বামীর মা (দুধ দাদী)

৬. দুধ পানকারিণীর স্বামীর আপন বোন (দুধ ফুফু)

৭. দুধ পানকারিণীর ছেলের মেয়ে (দুদ ভাতিজী)

৮. দুধ পানকারিণীর স্বামীর মেয়ে (দুধ সৎ বোন)

৯. দুধ পানকারিণীর স্বামীর বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় বোন (দুধ সৎ ফুফু)

১০. দুধ পানকারিণী অন্য স্ত্রী (সৎ দুধ মা)

১১. দুধ পানকারী শিশুর স্ত্রী (দুধ পুত্রবধূ)

এই এগার শ্রেণির মহিলাদেরকেও আজীবন বিবাহ করা হারাম।[৯৬০] অস্থায়ী যাদের বিবাহ করা হারাম তারা কয়েক শ্রেণির মহিলা।

১. দুই বোনকে এক সাথে বিবাহ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ...

অর্থাৎ, 'দুই বোনকে এক সাথে বিবাহ করা... (হারাম)।'[৯৬১]

২. ফুফু ও ভাতিজীকে এক সাথে বিবাহ করা।

৩. খালা ও ভাগিনীকে এক সাথে বিবাহ করা।

৪. বিবাহিত কোনো মহিলাকে বিবাহ করা।

৫. ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে বিবাহ করা।

৬. যিনাকারিণী মহিলাকে বিবাহ করা।

৭. মুশরিক বা কাফির মহিলাকে বিবাহ করা।

পুরুষের কর্তৃত্ব

পুরুষেরা মহিলাদের কর্তা। তারা মহিলাদের পরিচালক। তাদেরকে পরিচালনা করবে। পুরুষদের হাতে তাদের কর্তৃত্ব। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ অর্থাৎ, 'পুরুষেরা মহিলাদের নিয়ন্ত্রক...।'[৯৬২]

সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহর অধিকার পালনে মহিলাদের উপর পুরুষেরা কর্তৃত্ব করবে। খারাপ কাজ থেকে বাধা দেবে। তাদের জন্য পারিবারিক খরচ করবে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবস্থা করবে। এগুলো পুরুষের দায়িত্ব। কেননা আল্লাহ তা'আলা আয়াতের পরবর্তীতে বলেন, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ অর্থাৎ, 'কিছু ব্যক্তির উপরে কিছু লোককে প্রাধান্য দিয়েছেন।'[৯৬৩] যেমনিভাবে নেতৃত্ব, নবুওতি, রিসালাত, জিহাদ, ঈদের সলাত, জুম'আর সলাত, ইমামতি ইত্যাদি পুরুষদের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৯৬৪]

---

৯৬০. আবু মালিক কামাল ইবন আস-সায়্যিদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৭৭-৮১

৯৬১. আল-কুর'আন, ৪ : ২৩

৯৬২. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৯৬৩. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৯৬৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৩৫; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪৬১

অবাধ্য স্ত্রীদের সংশোধন

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

অর্থাৎ, 'যে সকল স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা তাদের অবাধ্য হওয়ার ভয় করো, তাহলে তোমরা তাদেরকে উপদেশ দাও। তাদেরকে বিছানা পরিত্যাগ করো, তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুসরণ করে তাহলে তোমরা তাদের বিষয়ে কোনো কিছু তালাশ করো না। নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা মহান ও বড়।'[৯৬৫] সা'দী (রহ.) বলেন, কোনো কাজ বা কথার মাধ্যমে স্ত্রী যদি অবাধ্য হয় তাহলে সহজতর পদ্ধতি হলো তাদেরকে সংশোধন করবে। প্রথমত, তাদেরকে উপদেশ প্রদান করা। অবাধ্য হওয়ার পরিণাম বুঝানো। যদি উপদেশের মাধ্যমে সে বিরত না হয় তাহলে তার থেকে বিছানা বিচ্ছেদ করবে। তাদের সাথে সহবাস ত্যাগ করবে। এর পরও যদি বিরত না থাকে তাহলে হালকা প্রহার করে সংশোধন করার চেষ্টা করবে।[৯৬৬]

অবাধ্য স্বামীকে সংশোধন

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا...

অর্থাৎ, 'আর যদি কোনো মহিলা তার স্বামীর অবাধ্য হওয়ার ভয় করে অথবা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের দুজনের মাঝে মিমাংসা করার ক্ষতি নেই...।'[৯৬৭] সা'দী (রহ.) বলেন, 'স্বামী যদি ইসলামের বাহিরের কার্যকলাপ অথবা স্ত্রীর প্রতি অনাগ্রহ বা বিরাগ হয় তাহলে তারা মিমাংসা করে সংশোধন করে নেবে। বিচ্ছেদ হওয়া থেকে মিমাংসা করাই উত্তম।'[৯৬৮]

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কঠিন বিরোধের সংশোধন

যদি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কঠিন বিরোধ পরিলক্ষিত হলে স্বামী-স্ত্রীর পক্ষ হতে দুইজন মধ্যস্থকারী বিচারক এসে সমাধান করবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

---

৯৬৫. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪

৯৬৬. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৫; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬১; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৩৮৫

৯৬৭. আল-কুর'আন, ৪ : ১২৮

৯৬৮. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪১৮; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২১; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪৪৪

অর্থাৎ, ‘আর যদি তোমরা তাদের দুইজনের মাঝে বিরোধের ভয় করো, আর যদি তারা সংশোধনের ইচ্ছা রাখে, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক প্রেরণ করো। আল্লাহ তা‘আলা তাদের মাঝে মিমাংসার তাওফিক দান করবেন। নিশ্চই আল্লাহ তা‘আলা সর্বজ্ঞ ও সংবাদ গ্রহণকারী।’[৯৬৯] এখানে দুইজনের পক্ষ থেকে দুজন মধ্যস্থকারী অবস্থান করে তাদের মাঝে সমস্যাগুলো সমাধান করবে।[৯৭০]

মুতা বা সাময়িক বিবাহের ক্ষেত্রে সা‘দী (রহ.) এর অবস্থান

এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً অর্থাৎ, ‘তাদের থেকে যে যৌন স্বাদ আস্বাদন কর, তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা ফরজ হিসেবে পরিশোধ করে দাও...।’[৯৭১] সা‘দী (রহ.) বলেন, অনেকে বলেন, এই আয়াতটি মুতা বিবাহের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। যেটা পূর্ববর্তী সময়ে জায়েয ছিল। অতঃপর রাসূল (স.) মক্কা বিজয়ের সময় হারাম ঘোষণা করেছেন। এ মর্মে রাসূল (স.) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, ‘হে ইমানদারগণ! নিশ্চই আমি তোমাদের জন্য মহিলাদের সাথে সাময়িক উপভোগ করার অনুমতি দিয়েছি। আর আল্লাহ তা‘আলা এটা (আজ মক্কা বিজয়ের দিন) কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন।’[৯৭২]

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা শি‘আরা মুতা বিবাহকে হালাল মনে করে। তারা أُجُورَ শব্দ দ্বারা যে কোনো মূল্য বুঝায়। কিন্তু সকল আলেম এখানে أُجُورَ শব্দ দ্বারা মোহর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ অর্থাৎ, ‘যখন তোমরা তাদেরকে (কিতাবী স্ত্রীদের) ব্যভিচার ও গোপন প্রণয়িনী হিসেবে গ্রহণ না করে তাদের মোহর আদায় করবে...।’[৯৭৩]

---

৯৬৯. আল-কুর’আন, ৪ : ১৩৫

৯৭০. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা‘দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪৪-৩৪৬; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৪৬৩

৯৭১. আল-কুর’আন, ৪ : ২৪

৯৭২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩২, হা. নং ৩৪৮৮

৯৭৩. আল-কুর’আন, ৫ : ৫

তালাকের পরিচয়

তালাক শব্দের অর্থ

তালাক বা ত্বলাক শব্দটি (طلاق) বাবে تفعيل থেকে ব্যবহার হয়। যার অর্থ ছেড়ে দেয়া, মুক্ত করা, পরিত্যাগ করা, উন্মুক্ত করা। যেমন বলা হয় أطلقت أسيرا তথা আমি কয়েদিকে ছেড়ে দিলাম। যদি أمراة এর সাথে ব্যবহার হয় তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া বা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হয়।[৯৭৪]

পরিভাষায়

আবু মালিক কামাল বলেন, حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. অর্থাৎ, তালাক বা তালাক জাতীয় শব্দের মাধ্যমে বিবাহের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করাকে তালাক বলে।[৯৭৫]

তালাকের অপছন্দনীয় কাজ

একজন পুরুষ ও মহিলা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে উঠাবে বলেই তারা পরস্পরে এক ছায়াতলে অবস্থান করে। শরঈ কোনো ওজর ছাড়া তাদের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া অনুচিত। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে। أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. অর্থাৎ, 'আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হালাল হলো তালাক।'[৯৭৬] আরেকটি হাদিসে রয়েছে, لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا অর্থাৎ, 'যে ব্যক্তি কোনো এমন মহিলাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় যার স্বামী আছে।'[৯৭৭] আরেকটি হাদিসে রয়েছে,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ, 'যে কোন মহিলা যদি ওজর ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাই, তাহলে তার উপরে জান্নাতের ঘ্রাণ হারাম।'[৯৭৮]

তালাকের হুকুম

তালাক স্থান, কাল-পাত্র ভেদে কয়েক প্রকার।

১. ওয়াজিব তালাক

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যখন কঠিন বিরোধ বিরাজমান থাকে তখন কেউ তাদের মাঝে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হলে তাদের মাঝে তালাকের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। ইলা করার পরও তালাক দেওয়া ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ, 'যেসব লোক নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবে না বলে শপথ করে, তাদের অবকাশ চার মাস কিন্তু (এর মধ্যে) যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা অতি দয়ালু ও করুনাময়।'[৯৭৯]

---

৯৭৪. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৮
৯৭৫. আবু মালিক কামাল সায়্যিদ, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৩২
৯৭৬. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২০, হা. নং ২১৮০
৯৭৭. প্রাগুক্ত, হা. নং ২১৭৭
৯৭৮. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৫, হা. নং ১৫২২
৯৭৯. আল-কুর'আন, ২ : ২২৬

২. হারাম তালাক

বিনা কারণে প্রয়োজন ছাড়া তালাক দেওয়া হারাম। কেননা এর মাধ্যমে অন্যকে ক্ষতি করা হয়। অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করা হয়।

৩. মুবাহ তালাক

স্ত্রীর পক্ষ থেকে খারাপ চরিত্র বহিঃ প্রকাশ হলে তালাক প্রদান করা মুবাহ।

৪. মুস্তাহাব তালাক

যখন স্ত্রী আল্লাহর অধিকার খর্ব করবে তখন তালাক প্রদান করা মুস্তাহাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. অর্থাৎ, 'আর তাদেরকে দেয়া সম্পদের কিছু অংশ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য তোমরা তাদের হয়রানি করো না। তবে তারা স্পষ্ট খারাপ কাজে লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা।'[৯৮০]

সহবাসের পূর্বেই তালাক

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ...

অর্থাৎ, 'তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দেবে অথচ তাদের সাথে সহবাস হয়নি আর মোহরও নির্ধারণ হয়নি। সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু পরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও...।'[৯৮১] সহবাস ও মোহর নির্ধারণের পূর্বেই তালাক দেওয়াতে ক্ষতি নেই। দুপক্ষের মিমাংসায় যেটা নির্ধারণ হয় সেটাই দিতে হবে।[৯৮২]

আকদ বা বন্ধনের পর তালাক

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

অর্থাৎ, 'স্ত্রীর মোহর ধার্য করা হয়েছে, কিন্তু যদি সহবাস করার পূর্বেই তালাক দিয়ে ফেলে থাকো, সেক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর অর্ধেক দিতে হবে যদি স্ত্রী ক্ষমা করে দেয় সেটা ভিন্ন কথা অথবা যার হাতে বিবাহের কর্তৃত্ব আছে সে পূর্ণ আদায় করবে...।'[৯৮৩] সা'দী (রহ.) বলেন, যে মহিলার সাথে মোহর

---

৯৮০. আল-কুর'আন, ৪ : ১৯
৯৮১. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৬
৯৮২. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯১; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৬; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২৫২
৯৮৩. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৭

নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে যদি আকদের পরে তালাক দিতে হয় তাহলে তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। স্ত্রী অথবা স্বামী যদি ক্ষমা করে দেয় সেটা ভিন্ন বিষয়।[৯৮৪]

সহবাসের পূর্বে বন্ধনের পরে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! যখন তোমরা মু'মিন মহিলাকে বিবাহ করবে, অতঃপর তাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেবে, তাহলে তাদের কোন ইদ্দত নেই যেই ইদ্দত তারা পালন করবে। তাদেরকে কিছু দিয়ে দাও এবং সুন্দরভাবে ছেড়ে দাও।'[৯৮৫] সা'দী (রহ.) বলেন, এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তালাক বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ, বিবাহ ছাড়া তালাক কার্যকর হয় না। সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না। কেউ বলেন, স্বামী ও স্ত্রী যদি নির্জন কোনো সময়ে অবস্থান করে তাহলে ইদ্দত পালন করতে হবে। যদি তখন মহিলার মোহর নির্ধারণ থাকে তাহলে অর্ধেক মোহর দিতে হবে।

তালাকে রজঈ-এর আলোচনা

তালাকে রজঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলে স্ত্রীর ইদ্দতের মাঝে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নেবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا অর্থাৎ, 'আর তাদের স্বামীরা এ বিষয়ে (তালাক দেয়ার পর) তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বেশি হকদার যদি তারা সংশোধনের ইচ্ছা করে।'[৯৮৬]

আল্লামা সা'দী (রহ.) বলেন, সে সকল মহিলাদের তালাক দেওয়া হবে তারা তিন হায়েজ বা তিন তুহুর অপেক্ষা করবে। কুরু শব্দের সঠিক অর্থ হায়েজ। হানাফীগণ বলেন, কুরু শব্দের অর্থ তুহুর।[৯৮৭]

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ এর ব্যাখ্যা

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ অর্থাৎ, 'তালাক দুটি। হয়তোবা ভালোভাবে রেখে দেবে অথবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে...।[৯৮৮] সা'দী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তালাক দুইবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। তৃতীয় বার তালাক প্রদান করার

---

৯৮৪. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯২; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৭; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২৫৩

৯৮৫. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৪৯

৯৮৬. আল-কুর'আন, ২ : ২২৮

৯৮৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮২; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০২; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২৩৬

৯৮৮. আল-কুর'আন, ২ : ২২৯

পর ফিরিয়ে নিয়ে আসার পথ বন্ধ হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ না হয়। বিবাহ ও সহবাস হওয়ার পরে তালাক গ্রহণ করে ইদ্দত পালন করার পর প্রথম স্বামীর কাছে নতুন করে বিবাহ করে ফিরিয়ে আসতে পারবে।[৯৮৯]

মিরাছ-এর পরিচয়

মিরাছ (ميراث) শব্দের অর্থ

مِيْرَاثٌ শব্দটি মূলত مِوْرَاثٌ ছিল। শব্দটি إسم آلة এর واحد كبري এর ছিগাহ। এই সিগাহটি বাবে حَسبَ يَحْسِبُ থেকে ব্যবহৃত হয়। যার অর্থ উত্তরাধিকার পাওয়ার বড় একটি মাধ্যম। مِيْرَاثٌ শব্দটি فرائض এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। فرائض শব্দটি فريضة এর বহুবচন। فريضة শব্দটি فرض শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ নির্ধারণ করা।[৯৯০] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ অর্থাৎ, 'আর তোমরা তাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছো তার অর্ধেক তোমরা প্রদান করো...।[৯৯১] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ অর্থাৎ, 'তাদের স্ত্রীদের বিষয়ে তাদের উপর আমি (আল্লাহ) যা ফরজ (নির্ধারণ) করে দিয়েছি সেটা আমি জানি...।'[৯৯২] مِيْرَاثٌ এর মূল অক্ষরে و থাকা পরও و কে إ দ্বারা পরিবর্তন করে إرث পড়া হয়।

পরিভাষায় মিরাছ

আবু মালিক কামাল বলেন,

هو علم بأصول من فقه وحساب تتعلق بالموارث ومستحقيها لإيصال كل ذى حق إلى حقه من التركة.

অর্থাৎ, 'মিরাছ ফিকহ ও গণিতের এমন একটি নিয়ম-নীতির নাম যা মৃত ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ ও তার উত্তরাধিকারীদের সাথে সম্পৃক্ত। মৃত ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ থেকে প্রাপ্য অধিকারীদের নিকটে আদায় করার নিমিত্তে শরী'আত কর্তৃক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা।'[৯৯৩] মোট কথা, মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে নির্দিষ্ট পরিমাণে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে বণ্টন নীতিকে ইলমে মিরাছ বা ইলমে ফারায়েজ বলে।

মিরাছের প্রমাণ

আরবগণ ইসলাম আসার পূর্বে মহিলাদের কোনো সম্পদ দিত না। তারা শুধু পুরুষদের প্রদান করতো। আল্লাহ তা'আলা এই নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৯৮৯. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৩; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৩; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২৩৭

৯৯০. ড. ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*(কায়রো: মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০২৪

৯৯১. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৭

৯৯২. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫০

৯৯৩. আবু মালিক কামাল ইবন আস-সায়্যিদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৪২৪

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে মিরাছের অসীয়ত ফরজ করে দিয়েছেন যে, একজন পুরুষ দুইজন মহিলার সমান পাবে...।'[৯৯৪] জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

عن جابر رضي الله عنه قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا و أن عمهما أخذ مالهما فلم يدع مالا فقال : يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين و أمهما الثمن و ما بقي فهو لك.

অর্থাৎ, 'জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ ইবন রবী এর স্ত্রী আসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই দুইজন সা'দ ইবন রবী এর মেয়ে। তাদের পিতা আপনার সাথে উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আর তাদের দুইজনের চাচা তাদের অর্থ-সম্পদ আয়ত্বে নিয়েছে। কোনো অর্থ-সম্পদ (আমাদের জন্য) রাখেননি। রাসূল (স.) বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা দেবেন। অতঃপর মিরাছের আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (স.) তাদের চাচার কাছে বার্তা পাঠালেন এই মর্মে যে, তুমি সা'দের অর্থ-সম্পদ থেকে তার দুই মেয়েকে এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দাও। আর তার মাকে এক-অষ্ঠমাংশ দিয়ে দাও। অবশিষ্ট যা থাকে সেগুলো তোমার।'[৯৯৫]

মিরাছ পাওয়ার কারণ

মিরাছ পাওয়ার কারণ তিনটি।

ক. প্রকৃত জন্ম সূত্রের কারণে

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ অর্থাৎ, 'আর আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একজন অন্যজন অপেক্ষা বেশি হকদার...।'[৯৯৬]

খ. হুকমি সূত্রের কারণে

অর্থাৎ, মুনিব গোলাম আজাদ করার পর মুনিবের অর্থ-সম্পদ থেকে সে উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে। তাকে বলা হয় الولاء বা কর্তৃত্ব। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেন,

الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع و لا توهب.

অর্থাৎ, 'মুনিব গোলামকে মুক্তি দেওয়ার পর তার এই কর্তৃত্ব বংশের বন্ধনের ন্যায় বন্ধন যেটা বিক্রয় ও দান করা যায় না।'[৯৯৭]

---

৯৯৪. আল-কুর'আন, ৪ : ১১

৯৯৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ হাকিম নিসাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম*(বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩৭০ ও ৩৮০, হা. নং ৭৯৫৪ ও ৭৯৯৫

৯৯৬. আল-কুর'আন, ৮ : ৭৫ ও

৯৯৭. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ হাকিম নিসাপুরী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭৯, হা. নং ৭৯৯০ ও ৭৯৯১

গ. বৈবাহিক সূত্রের কারণে

বিবাহ হওয়ার কারণে মানুষের মাঝে স্থায়ী একটি সম্পর্ক হয়। এমন কিছু লোক জন্ম ও কর্তৃত্ব (ওয়ালা) ছাড়াও সম্পত্তির অংশদারিত্ব পাবে।[৯৯৮]

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

কয়েকটির কারণে সম্পদ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়।

১. দাসত্বের কারণে

দাসত্বের কারণে গোলাম নিজের পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন থেকে অর্থ-সম্পদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

২. ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে

ইচ্ছাকৃত হত্যার কারণে হত্যাকারী পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। এ বিষয়ে রাসূল (স.) বলেন,

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

অর্থাৎ, 'হত্যাকারী বা কাতিলের জন্য কোনো অর্থ-সম্পদ নেই। যদি কাতিলের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তাহলে তার কাছে সবচেয়ে নিকট আত্মীয় পাবে। আর হত্যাকারী বা কাতিল কাউকে উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না।'[৯৯৯]

৩. দ্বীন ভিন্নতা হওয়ার কারণে

দ্বীন ভিন্নতা হওয়ার কারণে সম্পদ থেকে মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হবে না। দ্বীন ভিন্নতা হওয়ার কারণে কেউ সম্পদ পাবেনা। এ মর্মে রাসূল (স.) বলেন, لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ অর্থাৎ, 'মুসলিম কাফিরকে উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না এবং কাফির মুসলিমকে উত্তরাধিকারী বানাতে পারবে না।'[১০০০]

আসহাবুল ফারায়েজের সংখ্যা

যাদের অংশ কুর'আনে নির্ধারণ আছে তাদেরকে আসহাবুল ফারায়েজ বলে। তারা ১২ জন। ৮ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ। পিতা, দাদা, বৈপিত্রেয় ভাই, স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের কন্যা, আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন, বৈপিত্রেয় বোন, মাতা, দাদি। মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানদের নির্দিষ্ট কোনো অংশ নেই। আসহাবুল ফারায়েজগণ নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করার পরে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানদেরা আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট অংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির মেয়ে সন্তান থাকলে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ হিসেবে অংশ পাবে।[১০০১]

---

৯৯৮. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *তাফসীরুল কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৯-১১০
৯৯৯. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৯, হা. নং ৪৫৬৬
১০০০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৩৪, হা. নং ৬৩৮৩
১০০১. আবু মালিক কামাল ইবন আস-সায়্যিদ সালিম, *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৪৩০

পরিশেষে এ কথা স্পষ্ট যে, বৈবাহিক সম্পর্ক একটি সেতু বন্ধক সম্পর্ক। যার মাধ্যমে বংশ বিস্তার সম্ভব হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে অনেক বিষয়ই রয়েছে যেগুলো সমাজের প্রত্যেক মানুষের জানা প্রয়োজন। এগুলো বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে সমাজ আজ অধঃপতনের দিকে নিমজ্জিত। বিবাহের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে আদম সন্তান আবাদ করা। মোহর নির্ধারণ একটি বিবাহের পূর্ব শর্ত। জন্ম সূত্রে অনেক মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। বৈবাহিক সূত্রের কারণে অনেক মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। দুধ পান করার কারণে অনেক মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল ধারণা থাকতেই পারে এর জন্য কুর'আনিক নির্দেশনা অনুসরণ করে অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধন ও অবাধ্য স্বামীকে সংশোধন করে শান্তির ছায়াতলে বসবাস করতে হবে। পরিশেষে সমাধান করতে সক্ষম না হলে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রয়েছে। মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে উত্তরাধিকারীদের মাঝে সম্পদ কুর'আন ও হাদিসের আলোকে বণ্টন করার মাধ্যম হলো ইলমে মিরাছ। এর মাধ্যমে প্রত্যেকে তাদের নায্য অধিকার পাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল

ইসলামি শরী'আতে সামাজিক ফিকহী মাসাঈল একটি বড় অংশ। সামাজিক ফিকহী মাসাঈল সমাজে বাস্তবায়ন করলে সমাজে শান্তি ফিরে আসবে। সামাজিক ফিকহী মাসাঈল পালনে সমাজের একজন আরেকজনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম সকল বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছে। মানব সভ্যতার সামাজিক দিকগুলো বর্ণনা দিয়েছে। সামাজিক কৃষ্টি-কালচার শিক্ষা দিয়েছে। আল-কুর'আনে এমন কিছু সূরা রয়েছে যেই সূরাগুলোতে সামাজিক বিধি বিধান আলোচিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনফাল, তাওবা, হজ্জ, নূর, নামল, লুকমান, আহযাব, মুহাম্মাদ, ফাতাহ, হুজুরাত, মুজাদালা, হাশর, মুমতাহিনা, সফ, জুম'আ, মুনাফিকুন, তালাক, তাহরীমসহ অনেক সূরা। এগুলোর মধ্যে হুজুরাতকে সামাজিক সূরা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বাড়িতে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে অনুমতি না নিয়ে এবং গৃহবাসীদের সালাম না দিয়ে ঢুকে পড়ো না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম নিয়ম। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। যদি তোমরা ঘরে কাউকেও না পাও, তাহলে তোমরা সে ঘরে প্রবেশ করো না যতোক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের ফিরে যেতে বলা হয়, তবে ফিরে যাও। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। তোমরা যা আমল কর এ বিষয়ে আল্লাহ বেশি জ্ঞাত। এমন ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে তোমাদের কোনো দোষ হবে না, যে ঘরে কেউ বসবাস করে না যদি সেখানে তোমাদের অর্থ সামগ্রী থাকে। তোমরা কী প্রকাশ করো আর কী গোপন করো তা আল্লাহ জানেন।'[১০০২] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দী (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা অপরিচিত ব্যক্তিদের অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি ছাড়া নিষেধ করেছেন। অনুমতি নেওয়ার কারণ হলো ঘরের মধ্যে মা-বোনেরা থাকবে। এমতবস্থায় তাদেরকে পর্দাহীনভাবে দেখার বিষয় থাকে। এই জন্য তাদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।'[১০০৩]

১০০২. আল-কুর'আন, ২৪ : ২৭-২৯
১০০৩. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৪

কেননা আল্লাহর রাসূল (স.) এ বিষয়ে বলেন, « إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ » অর্থাৎ, 'দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছে।'[১০০৪] এখানে অনুমতি নেওয়ার জন্য যে শব্দ আল্লাহ তা'আলা ব্যবহার করেছেন সেটা হলো تَسْتَأْنِسُوا যার মূল অক্ষর হলো أنس যার অর্থ ভালোবাসা, হৃদ্যতা অনুভূতি ইত্যাদি। আর এখানে অনুমতি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এই অর্থের মধ্যে একটি যোগসূত্র মিল রয়েছে। অনুমতির মাধ্যমে ভালোবাসা বৃদ্ধি হয়। আর অনুমতির প্রারম্ভে সালাম দ্বারা শুরু করলে শান্তি ও নিরাপত্বার সাথে ভালোবাস ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

আবু মূসা আশ'আরী (রা.) বলেন,

« الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ ». وَقَدْ كَانَ عُمَرُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثًا فَأَذِنَ لَهُ.

অর্থাৎ, 'অনুমতি তিন বার নিতে হয়। যখন তোমাকে অনুমতি দেওয়া হবে (তখন তুমি প্রবেশ করবে) অন্যথায় ফিরে যাবে। আর ওমর (রা.) রাসূল (স.) থেকে তিন বার অনুমতি গ্রহণ করতেন। অতঃপর রাসূল (স.) তাকে অনুমতি দিতেন।'[১০০৫]

যে ঘরে নিজের জিনিসপত্র রয়েছে সে ঘরে প্রবেশ করার বিধান

যে ঘরে নিজের জিনিসপত্র রয়েছে সে ঘরে প্রবেশ করার বিধান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.

অর্থাৎ, 'এমন ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে তোমাদের কোনো দোষ হবে না, যে ঘরে কেউ বসবাস করে না যদি সেখানে তোমাদের অর্থ সামগ্রী থাকে। তোমরা কী প্রকাশ করো আর কী গোপন করো তা আল্লাহ জানেন।'[১০০৬] সা'দী বলেন, এর মাধ্যমে কোনো প্রকার অপরাধ ও গুনাহ হবে না।[১০০৭] কোনো ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে ঘরের সামনের দিক থেকে প্রবেশ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا অর্থাৎ, 'তোমরা ঘরের সামনের দিক থেকে প্রবেশ করো...।'[১০০৮] যদি কোনো ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া বাড়ির বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করে তখন বাড়ি ওয়ালা ভয় পেতে পারেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ, 'তোমার কাছে কি বিবাদকারীদের সংবাদ পৌঁছেছে? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে মেহরাবে এসেছিলো। তারা দাউদ (আ.) এর কাছে প্রবেশ করেছিলো। তাদের দেখে দাউদ (আ.) ভয় পেয়েছিলেন...।'[১০০৯]

১০০৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১২৩, হা. নং ৫৯২৪, ৬২৪১ ও ৬৯০১
১০০৫. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.৬৪, হা. নং ২৯০৭
১০০৬. আল-কুর'আন, ২৪ : ২৯
১০০৭. আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৩
১০০৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৮৯
১০০৯. আল-কুর'আন, ৩৮ : ২১-২২

তিন সময়ে অন্যের কক্ষে প্রবেশ করার বিধান

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

অর্থাৎ, 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনো বয়োপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেনো তিনটি সময় তোমাদের কক্ষে প্রবেশ কালে অনুমতি নেয়; ফজরের সলাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমাদের পোশাক খুলে রাখো এবং এশারের সলাতের পর। এই তিনটি তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই সময় ছাড়া বাকি সময়ে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে তোমাদের এবং তাদের কোনো দোষ হবে না। তোমাদের একে অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।'[১০১০]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দী (রহ.) বলেন, আল্লাহ মু'মিনদের আদেশ দিয়েছেন যে, তাদের ছেলে-সন্তান, অধীন দাস-দাসীরা তিন সময়ে তাদের কক্ষে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে না। ফজরের সময়ে, কেননা এ সময়ে পিতা-মাতারা ঘুমন্ত থাকে। তাদের শরীরের কাপড় বিক্ষিপ্ত থাকতে পারে। দুপুরের সময়, কেননা এ সময় বিশ্রামের সময়। আর বিশ্রামের সময় শরীরের কাপড় বক্ষিপ্ত থাকতে পারে। তারপরও এ সময় গরমের সময়। ইশারের সলাতের পরে, কেননা এ সময় পোশাক খুলে রাতে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এ সময় রাতের পোশাক পরিধান করা হয়।[১০১১]

সন্তানদের সলাতের আদেশ ও বিছানা পৃথক

সন্তানদের অনুশীলনের জন্য সলাতের আদেশ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

অর্থাৎ, 'তিনি তাঁর পরিবারকে সলাত ও যাকাতের আদেশ দিতেন। তাঁর প্রতিপালকের কাছে তিনি সন্তোষভাজন ছিলেন।'[১০১২] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন;

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.

১০১০. আল-কুর'আন, ২৪ : ২৯

১০১১.আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী, *তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৪-৪১৭; ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবন ওমর ইবন কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬১৭-৬১৮; মুহাম্মাদ ইবন আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪ পৃ. ৪৫০-৪৫১

১০১২. আল-কুর'আন, ১৯ : ৫৫

অর্থাৎ, 'আর আপনার পরিবারকে সলাতের আদেশ দিন এবং এর উপর অটল থাকুন। আমি তোমার কাছে রিজিক চাই না বরং আমিই তোমাকে রিজিক দেই। শেষ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।'[১০১৩] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.

অর্থাৎ, 'লুকমান (হাকিম) বলেন, হে বৎস! তুমি সলাত আদায় করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকো। আর বিপদে ধৈর্যধারণ করুন। নিশ্চই এটা মহৎ কাজ।'[১০১৪] রাসূল (স.) এ বিষয়ে আরো বলেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

অর্থাৎ, 'যখন তোমাদের সন্তানদের ৭ বছর হবে তখন তোমরা তাদের সলাতের আদেশ দাও। আর তাদেরকে প্রহার করো যখন তাদের বয়স ১০ বছর হয়। আর তখন তাদের মাঝে বিছানা পৃথক করে দাও।'[১০১৫]

দুধপান করানো

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

অর্থাৎ, 'যদি মা জাতি দুধ পান করাতে ইচ্ছা করে, তাহলে তাদের বাচ্চাদের পূর্ণ দু বছর দুধ পান করাবে।'[১০১৬] দু বছর দুধ পান করার বিষয়ে এটাই একটি স্পষ্ট আয়াত যেখানে দু বছরের কথা বলা হয়েছে।[১০১৭] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ...

অর্থাৎ, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করতে আদেশ করেছি। কারণ, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানোর হয় দুই বছরে...।'[১০১৮] এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا অর্থাৎ, 'তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার বুকের দুধ ছাড়াতে লেগেছে ৩০ মাস...।'[১০১৯] গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময় হলো ৬ মাস। দুধ পান করার সময় ২৪ মাস তথা ২ বছর। মোট ৩০ মাস। তাহলে আয়াতের সাথে কোনো ধরনের বৈপরীত থাকবে না।

১০১৩. আল-কুর'আন, ২০ : ১৩২
১০১৪. আল-কুর'আন, ৩১ : ১৭
১০১৫. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সাজিস্তানী, *সুনানু আবী দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৬৭, হা. নং ৪৯৫
১০১৬. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৩
১০১৭. আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-কুরতুবী, *তাফসীরুল কুরতুবী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৮-১৯০
১০১৮. আল-কুর'আন, ৩১ : ১৪
১০১৯. আল-কুর'আন, ৪৬ : ১৫

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো কাজ করা

আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো কাজ করা যাবে না। এমনকি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পিতা-মাতা ও স্বামীর কথাও পালন করা যাবে না। কেননা রাসূল (স.) এ বিষয়ে বলেন,

لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ »

অর্থাৎ, 'কোনো অবাধ্য বা গুনাহের কাজে আনুগত্য নেই। নিশ্চই আনুগত্য শুধু ভালো কাজের।'[১০২০] সহিহ মুসলিম ও সুনানে আবু দাঊদে আরো শব্দ বৃদ্ধি করে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে فِى مَعْصِيَةِ اللهِ শব্দ বৃদ্ধি করে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূল (স.) আরো বলেন,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلاَ طَاعَةَ »

অর্থাৎ, 'যে বিষয়ে একজন মুসলিম ব্যক্তি ভালো ও মন্দ মনে করে সে বিষয়ে শ্রবণ ও আনুগত্য রয়েছে, 'যতোক্ষণ পর্যন্ত গুনাহের কাজে আদেশ না দেওয়া হয়। যদি অবাধ্য ও গুনাহের কাজে আদেশ করা হয় তখন শ্রবণও করা যাবেনা আনুগত্যও করা যাবে না।'[১০২১] ইমাম তিরমিযি এই হাদিসটি لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আর এই হাদিসটি হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে উত্তম আচরণ

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করার বিষয়ে রাসূল (স.) শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

« إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

অর্থাৎ, 'যখন কোনো মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন শ্রেণি ব্যক্তির আমল বন্ধ হয়না। চলমান দান-সদকা। উপকারী জ্ঞান। সৎ সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দু'আ করে।'[১০২২]

তেমনিভাবে রাসূল (স.) বলেন, « إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ».. অর্থাৎ, 'নিশ্চই সবচেয়ে ভালো কাজ হলো কোন ছেলে তার পিতার বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।'[১০২৩] পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা ভালো কাজ। ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ চেনা যায়। এর মাধ্যমে সামাজিক অবস্থা উন্নতি সাধিত হয়। উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১০২০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১২৪, হা. নং ৭২৫৭
১০২১. আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬৯৯, হা. নং ১৮০৯
১০২২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহু মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৬, হা. নং ৪৩১০
১০২৩. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৮৪, হা. নং ৬৬৭৭

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবাদাত বিষয়ক আয়াতের তাফসীর করেছেন। ইবাদাতের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত অন্যতম। সলাত শব্দটি কুর'আনে ৬৭ বার এসেছে। সলাত (صلاة) শব্দ থেকে নির্গত অন্যান্য শব্দ কুর'আনে মোট ৯৯ বার এসেছে। আল্লাহ তা'আলা সাতটি সূরার নয়টি আয়াতে সাত স্থানে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের বর্ণনা করেছেন। ইবাদাতের অন্যতম আরেকটি শাখা যাকাত। যাকাত সুদে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। যাকাত রক্ত ও অর্থ-সম্পদ রক্ষা করে। যাকাতের ৮টি ব্যয়ের খাত রয়েছে। ইবাদাতের অন্যতম আরেকটি শাখা সিয়াম। সিয়াম বা রোজার অনেক প্রকার রয়েছে যথা: ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল ইত্যাদি। ইবাদাতের অন্যতম আরেকটি শাখা হজ্জ। হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ একত্রিত হয়ে এক ছায়াতলে আবদ্ধ হয়ে ঐক্যের বার্তা প্রেরণ করে। মানুষ জাতি যখন সমাজে বসবাস করবে তখন তার সামাজিক প্রয়োজনে অন্যদের সাথে লেনদেন করতে হয়। মানবজাতি ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। সুদ পরিহার করে করজে হাসানাসহ অন্যান্য সকল ধরনের মঙ্গলজনক কাজ সম্পন্ন করলে আদর্শ সমাজ গঠন করা সম্ভব। কুর'আন মানব জাতির সমাজের বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার

উপসংহার

আল-কুর'আন একটি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ। যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ নেই। কুর'আন সারা বিশ্বের মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক। গ্রন্থটি বিশেষ করে মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। কাফির, মুশরিক ও নাস্তিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। মুহাম্মাদ (স.) আরব দেশে আগমন করে সারা বিশ্বের মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। কুর'আর আরবি ভাষায় তাঁর উপরই জিবরীল (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। যুগে যুগে এ কুর'আন নিয়ে জগত বিখ্যাত আলেমগণ গবেষণা করেছিলেন। রাসূল (স.) এর ব্যাখ্যাই উত্তম ব্যাখ্যা। তারপর সাহাবাদের ব্যাখ্যা। তারপর তাবিঈদের ব্যাখ্যা। পরবর্তীতে যারা পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে কুর'আনের ব্যাখ্যা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শাইখ আব্দুর রহমান ইবন নাসির আস-সা'দী (রহ.)।

তিনি সৌদি আরবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সালাফী হাম্বলী মাযহাবের আলেম ছিলেন। তাঁর তাফসীর গ্রন্থ অন্যান্যদের তুলনায় ব্যতীক্রম। তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান। তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অর্থ হলো অনুগ্রশীল আল্লাহর বাণীতে সম্মানিত দয়াময় আল্লাহর সহজকরণ। তিনি এই তাফসীর গ্রন্থটি অনেক সুন্দর সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

তিনি সৌদি আরবের কসীম জায়গার উনায়যা শহরে মুহাররম মাসে ১২ তারিখে ১৩০৭ হিজরি, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি শিক্ষা অর্জন শেষ করে খেদমতের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আলে উসাইমিন (রহ.) তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। সা'দী (রহ.) মৃত্যুর পরই তিনিই তাঁর স্থান দখল করে ছিলেন। রেখে যাওয়া বাকী কাজ তিনিই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। আল্লামা সা'দী (রহ.) ৪০টির অধিক কিতাব রচনা করেছেন। তিনি তাফসীর, উলূমুল কুর'আন, হাদিস, আকিদা, ফিকহ ও উসূলুল ফিকহ, আরবিসহ অনেক বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাত্রে ২৩ জুমাদাল উখরা, ১৩৭৬ হিজরি, ২৪ জুন ১৯৫৬ সালে নিজ জন্মস্থানে ইন্তেকাল করেন।

আল্লাহর কিতাবের তাফসীর অনেক ভাষায় দেশে বিদেশে অনেক তাফসীর গ্রন্থই পাওয়া যায়। যেগুলোর মধ্যে কিছু উদ্দেশ্য বহির্ভূত বিস্তারিত। আর কিছু রয়েছে উদ্দেশ্য বহির্ভূত কিছু শাব্দিক শব্দের ব্যাখ্যাকৃত গ্রন্থ। এ ক্ষেত্রে তাফসীরুস সা'দী এমন একটি তাফসীর যার মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের অর্থ উদ্দিষ্ট হবে এবং শব্দগুলো তার মাধ্যম। আর এই তাফসীরটি সনদ ভিত্তিক তাফসীর। যা মানব জাতির আলেম সমাজ, জ্ঞানী, গ্রাম্যলোক, শহুরে লোক, বিধোর্মীসহ সকল শ্রেণির লোকদের উপকার আসবে। আল্লামা সা'দী (রহ.) এর তাফসীরের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো স্পষ্ট ও সহজভাবে তাফসীর করা।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদার ভিত্তিতে বর্ণনা করা। আধুনিক বাস্তবতার সাথে তাফসীর করা। জ্ঞান-গর্ভ তাফসীরে অনর্থক বিষয় পরিহার করা। নাহু ও বালাগাত শাস্ত্রে গুরুত্বারোপ দেওয়া। শিক্ষণীয় বিষয় উল্লেখ করা। তিনি উৎস ও রেফারেন্স উল্লেখ করে কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমের তাফসীর গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনে কাসীর, ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনুল ক্বয়্যিম, শাওকানী ও ইমাম রাযী (রহ.)।

আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে চার ধরনের তাফসীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আলোচ্য বিষয় ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুল মাওজুঈ। শাব্দিক বিশ্লেষণ ভিত্তিক তাফসীর তথা আত-তাফসীরুত তাহলীলী। সমষ্টিগত অর্থাৎ সাধারণভাবে তাফসীরুল ইজমালী। তুলনামূলক তাফসীল তথা আত-তাফসীরুল মুকারিন। তিনি আত-তাফসীর বিল মা'ছূর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে কুর'আনের আয়াত দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর। হাদিস দ্বারা কুর'আনের আয়াতের তাফসীর। সাহাবাদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর। তাবি'ঈদের বাণীর মাধ্যমে কুর'আনের আয়াতের তাফসীর অন্যতম।

তিনি আত-তাফসীর বির রয় বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে মুতলাক ও মুকায়্যিদ, আম ও খাস, মুজমাল ও মুফাসসাল, ইলমুল মুনাসাবাত, তাকদিম-তাখির, ইলমুল বালাগাত ও ফাসাহাত, অন্যতম। তিনি উলূমুল কুর'আন সম্পর্কে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। তার মধ্যে আসবাবুন নুযূল, তেলাওয়াতের পঠননীতি, হুরূফুল মুকাত্তো'আত, নাসিখ-মানসূখ, ইসরাঈলী বর্ণনা, কুরআনের ঘটনা, আমসালুল কুর'আন, ই'জাযুল কুরআন অন্যতম।

সা'দী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে তাওহীদের তিন প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। التوحيد في الربوبية তথা প্রতিপালক হিসেবে এককত্ব। التوحيد في الألوهية তথা ইবাদত হিসেবে এককত্ব। التوحيد في الأسماء والصفات তথা আল্লাহর নাম ও গুণবাচক শব্দে এককত্ব এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা সা'দী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে ফিকহী মাসাঈল বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইবাদাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল, মু'আমালাত সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল, বৈবাহিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল ও সামাজিক সংক্রান্ত ফিকহী মাসাঈল অন্যতম।

মোট কথা শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান সা'দী (রহ.) এমন একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন যার মধ্যে ইসলামের সকল বিষয়ের জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। সহজ সাবলীল ভাষায় অনুকরণীয় একটি তাফসীর বিশ্ববাসীর কাছে রেখে গেছেন। যেই তাফসীরের মধ্যে নেই কোনো অতিরিক্ত বিষয়। স্থান পায়নি অনর্থক বিস্তারিত বিষয়। আবার প্রয়োজনীয় বিস্তারিত বিষয়ও উল্লেখ করেননি যেন পাঠকবৃন্দ গ্রহণ ও আমল করতে কষ্টকর হয়। আল্লাহ তা'আলা এই তাফসীরের মাধ্যমে যেন বিশ্ববাসীকে হিদায়াত নসীব করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছতে পারে। (আমীন)

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

১. আল-কুর'আনুল কারিম

২. আব্দুর রহমান সা'দী : *তাফসীরুস সা'দী*, রিয়াদ : দারুস সালাম, ২০০২ খ্রি.

৩. আব্দুর রহমান সা'দী : *আল-কাওয়া'ঈদুল হিসান লি তাফসীরিল কুর'আন*, রিয়াদঃ দারুত তয়ইবা, ২০১৩ খ্রি.

৪. ইবনে কাসীর : *তাফসীরুল কুর'আনিল আজীম*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৯ খ্রি.

৫. মুহাম্মাদ ইবন আলী শাওকানী: *ফাতহুল কাদীর*, বৈরুতঃ দারু ইবনে হযম, ১৯৯৫ খ্রি.

৬. জালালুদ্দীন সুয়ূতী : *আদ-দুররুল মানসূর*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রি.

৭. ওয়াহাবাতু যুহাইলী : *আত তাফসীরুল মুনীর*, কায়রোঃ দারুল ফিকর, ১৯৯১ খ্রি.

৮. ড. আব্দুস সাত্তার সাঈদ : *আল-মাদখাল ইলাত তাফসীরিল মাওজূঈ*, কায়রোঃ দারুত তাওযী' ওয়ান নাশরিল ইসলায়্যিাহ, ১৪১৭ হি.

৯. সাইয়েদ কুতুব শহিদ : *ফী জিলালিল কুর'আন*, বৈরুতঃ দারুশ শুরুক, ১৪১২ হি.

১০. ফখরুদ্দীন রাজি : *মাফাতিহুল গাইব*, বৈরুতঃ দারু ইবন কাসীর, ১৯৯৬ খ্রি.

১১. মুহাম্মাদ কুরতুবী : *আল-জার্মি লি আহকামিল কুর'আন*, মিসরঃ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি.

১২. মাহমূদ ইবন ওমর যামাখশারী: *আল-কাশশাফু আন হাকায়িকিত তানযিল ওয়া 'উয়ূনিল আকাবিল ফী উজূহিত তাবিল*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, ২০১৬ খ্রি.

১৩. আবু বকর আল-জাযায়িরী : *আইসারুত তাফাসীর*, বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.

১৪. আলাউদ্দিন আলী খাযেন : *তাফসীরে খাযিন*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৭৯ খ্রি.

১৫. আবু হাতিম আর-রাযী : *তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম*, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.

১৬. ইবনে জারির তবারী : *তাফসীরে তবারী*, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল আরাবী, ২০০২ খ্রি.

১৭. আব্দুর রাজ্জাক নওফিল : *কিতাবুল ই'জাযিল 'আদাদী ফিল কুর'আনিল কারীম*, কায়রো: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৭ খ্রি.

১৮. ড. হুসাইন আয-যাহাবী : *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ১৯৯৫ খ্রি.

১৯. জালালুদ্দীন সুয়ূতী : *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুর'আন*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীসাহ, ১৪২৬ হি.

২০. আব্দুল আজীম আল-যুরকানী : *মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুর'আন*, মিসর: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ২০১৭ খ্রি.

২১. মানি' ইবন আব্দুল হালিম : *মানাহিজুল মুফাসসিরীন*, কায়রো: দারুল কিতাব, ২০০০ খ্রি.

২২. মান্না ইবন খলিল আল-কাত্তান: *মাবাহিসুন ফী উলূমিল কুর'আন*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০ খ্রি.

২৩. মুহাম্মাদ আলী সবূনী : *আত-তিবয়ান ফী উলূমিল কুরআন*, রিয়াদ: বাইতুল আফকার, ১৯৯৮ খ্রি.

২৪. আব্দুল মু'মিন আল-বাগদাদী : *তাইসিরুল উসূল ইলা কাওয়াইদিল উসূল ওয়া মা'আকিদিল ফুসূল*, রিয়াদ: দারুল ফজিলাত, ২০০১ খ্রি.

২৫. আলী ইবন মুহাম্মাদ আমাদী : *আল-আহকাম ফি উসূলিল আহকাম*, দামেশক: আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০২ হি.

২৬. ইবনুল জাওযী : *আন-নাশরু ফিল কিরা'আতিল 'আশরি*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.

২৭. আব্দুল হক আল-আন্দালুসী : *আল-মুহরিরুল ওয়াজিয*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০১ খ্রি.

২৮. আবু বকর ইবনুল আরাবী : *আহকামুল কুর'আন*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.

২৯. আবু বকর আহমাদ জাসসাস : *আহকামুল কুর'আন*, কায়রো: দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.

৩০. ফাহাদ ইবন আব্দুর রহমান রূমী: *কিতাবু ইত্তেজাহাতুত তাফসীর ফিল কুরুনির রাবিঈ আশার*, রিয়াদ: ইদারাতুল বুহুছিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.

৩১. মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী : *সহীহুল বুখারী*, বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.

৩২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহীহু মুসলিম*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল আরাবী, ২০১০ খ্রি.

৩৩. মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা : *সুনানুত-তিরমিযী*, বৈরুত: দারইহইয়াউত-তুরাছ আল আরাবী, ১৯৭৮ খ্রি.

৩৪. আবূ দাউদ আস-সাজিস্তানী : *সুনানু আবী দাউদ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.

৩৫. আহমাদ ইবন শু'আইব নাসাঈ : *সুনানুন নাসাঈ*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.

৩৬. মুহাম্মদ কাযভীনী : *সুনানু ইবন মাজাহ*, বৈরুত: দারুল ফিকর. ২০০৯ খ্রি.

৩৭. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল : *মুসনাদে আহমাদ*, কায়রো: দারুল হাদিস, ১৯৬৯ খ্রি.

৩৮. আবু আব্দুল্লাহ নিসাপুরী : *আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.

৩৯. মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান : *সহীহ ইবন হিব্বান*, বৈরুত: মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.

৪০. আবূ মুহাম্মাদ আদ-দারামী : *মুসনাদে-দারামী*, বৈরুত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৭ হি.

৪১. আবূ বকর আল-বাইহাকী : *সুনানুল বাইহাকী আল-কুবরা*, মক্কা মুকাররমা: মাকতাবাতু দারিল-বায, ১৯৯৪ খ্রি.

৪২. আলাউদ্দীন মুত্তাকী হিন্দী : *কানযুল উম্মাল*, রিয়াদ: বাইতুল আফকার আদ দাওলিয়্যাহ, ২০০৫ খ্রি.

৪৩. আব্দুর রহমান আস-সা'দী : *শরহু জাওয়ামিঈল আখবার*, রিয়াদ: আল-মাকতাবাতুল ওয়াকাফিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.

৪৪. মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া নববী : *শরহুন নববী লি মুসলিম*, বৈরুত: দারু ইহইয়াউত-তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৯৪ খ্রি.

৪৫. নাসিরুদ্দীন আলবানী : *আত-তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০২ খ্রি.

৪৬. আবু মালিক কামাল সায়্যিদ : *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, ২০১৬ খ্রি.

৪৭. মুহাম্মাদ ইবন ইদরিস শাফিঈ : *আল-উম্ম*, কায়রো: দারুল ওফা, ২০০১ খ্রি.

৪৮. বুকাঈ ইব্রাহিম ইবন ওমর : *নাজমুদ দুরার*, বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৯ খ্রি.

৪৯. আবু হাতিম আল-বুসতী : *তারিখুস সাহাবা*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.

৫০. ওয়ালী উদ্দীন ইবনে খালদুন : *মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন*, কায়রো: দারু ইয়া'রাব, ২০০৪ খ্রি.

৫১. আবু জা'ফর তহাবী : *আল-আকিদাতুত তহাবী*, বৈরুত: দারু ইবনে হযম, ১৯৯৫ খ্রি.

৫২. ড. আহমাদ শালবী : *মাওসূ'আতুত তারীখিল ইসলামী*, কায়রো: মাকতাবাতুন নুহযহ, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮৫ খ্রি.

৫৩. আমিন রয়হানী : *তারীখু নাজদিল হাদিস*, কায়রো: মাকতাবাতুন নুহযহ, ১৯৫৪ খ্রি.

৫৪. ইবন আবি হাতেম : *কিতাবুল জারাহ ওয়াত তা'দীল*, দামেশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.

৫৫. আমীন মুহাম্মাদ সাঈদ : *মুলূকুল মুসলিমীন আল মু'আসিরূন ওয়া মাওলাহুম*, মিসকাত: মাকতাবাতু মাদবূলী, ১৯৯৯ খ্রি.

৫৬. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী : *সিয়ারু আলামুন নুবালা*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৮৫ খ্রি.

৫৭. আহমাদ শাকের : *আত-তারীখুল ইসলামী*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.

৫৮. মুহাম্মাদ সুলাইমান তয়্যিব : *মাওসূ'আতুল ক্বাবাইল আল-আরাবিয়্যাহ*, দামেশক: দারুল ফিকরিল আরাবিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.

৫৯. আশরাফ সাইয়েদ আকবী : *মদিনাতুল মুস্তাকবিল*, রিয়াদ: আল-মা'আহাদুল আরাবী, ১৯৯৮ খ্রি.

৬০. খায়রুদ্দীন আল-যারকালী : *আল-আলাম*, বৈরুত: দারুল ইলম, ৮ম প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.

৬১. সা'দ ইবন ফাওয়ায সুমাইল : *মাজমুউল ফাওয়ায়েদ ওয়াকতিনাসুল আওয়াবিদ*, দাম্মাম: দারু ইবনিল জাওযী, ১৯৯৯ খ্রি.

৬২. আহমাদ কাব্বাশ : *মাজমাউল হিকাম ওয়াল আমছাল*, দামেশক: দারুর রশীদ, ১৯৮৫ খ্রি.

৬৩. আবু তহির আল-ফিরুযাবাদী: *আল-মু'জামুল মুহীত*, কায়রো: আল-মাকতাবাতুল মাইমানিয়্যাহ, ১৩৮৬ হি.

৬৪. জামালুদ্দীন ইবনে মানজুর : *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদির, ১৪১৪ হি.

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. ইবনে হাজার 'আসকলানী : *তাহযীবুত তাহযীব*, লাখনৌ: দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩২৬ হি.

৬৬. ইবনুল কয়্যিম জাওযী : *যাদুল মা'আদ ফী হাদই খয়রিল ইবাদ*, বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২০০৯ খ্রি.

৬৭. কাজী আবু বাকার ইবন আরাবী: *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, বৈরুত: দারু ইবন কাসীর, ১৯৮৭ খ্রি.

৬৮. আবুল মু'আলী জুওয়াইনী : *শরহুল ওয়ারাকাত ফি উসূলিল ফিকহ*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৮ খ্রি.

৬৯. মুহাম্মাদ আলী সবূনী : *সফওয়াতুত তাফাসীর*, কায়রো: দারুস সবূনী, ১৯৯৭ খ্রি.

৭০. মুহাম্মাদ খতিব শিরবীনী : *মুগনিল মুহতাজ*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.

৭১. ড. ইবরাহিম মাদকুর : *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, কায়রো: মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.

৭২. মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম : মাওসূ'আতুল ফিকহিল ইসলামী, রিয়াদ: বাইতুল আফকার আদ-দাওলিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি.

৭৩. ইবন কাসীর : আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান, বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮৮ খ্রি.

৭৪. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াযী, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.

৭৫. আব্দুল্লাহ ইবন আবিদ দুনিয়া : *সিফাতুন্নার*, বৈরুত: দারু ইবন হযম, ১৯৯৭ খ্রি.

৭৬. সালেহ আল-উসাইমিন : *ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব*, রিয়াদ: আল-মাকতাবাতুল ওয়াকাফিয়্যাহ, ২০১৩ খ্রি.

৭৭. আব্দুর রহমান আস-সা'দী : *রিসালাতুন ফী উসূলিল ফিকহ*, রিয়াদ: দারু কুনুয, ২০১৩ খ্রি.

বাংলা উৎস

৭৮. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী : *উলূমুল কুর'আনে সহজ পাঠ*, কুষ্টিয়া: রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.

৭৯. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী : *গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল*, কুষ্টিয়া : রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৩ খ্রি.

৮০. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান : *আরবি-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, বাংলাবাজার: রিয়াদ প্রকাশনী, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.

৮১. সম্পাদনা পরিষদ, ইফাবা : *আল-কুরআনুল কারীম*, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মুদ্র. ৫৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি.

৮২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী: *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনূ. ও সম্পা. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

৮৩. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইফাবা, জুন, ১৯৯৫ খ্রি.

৮৪. মুফতি আবু উসামা কুতুবুদ্দীন মাহমূদ: মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব : *মহিমান্বিত কুরআন শব্দে শব্দে অর্থ*, সিয়ান পাবলিকেশন: বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

৮৫. শাইখ আব্দুর রহমান ইবন মুবারক আলী : *বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন*, ইমাম পাবলিকেশন্স: ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪ খ্রি.

৮৬. মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম : *আল কুরআন সহজ বাংলা অনুবাদ*, বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, বাংলাবাজার, ৩য় মুদ্রণ: অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.

৮৭. প্রফেসর ড.আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী : *আল-কুরআনের সহজ অর্থানুবাদ*, রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী, কুষ্টিয়া, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি.

ইংরেজি উৎস

৮৮. Zillur Rahman Siddiqui: *English-Bengali Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka, 33rd Reprint, January 2010 AD